# معارفِ رضا

۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء

شمارہ ۱۷

ادارۂ تحقیقاتِ امام احمد رضا (رجسٹرڈ) پاکستان

شمارہ: ۱۷

# معارف رضا

۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء

بانی: سیّد محمد ریاست علی قادری رحمۃ اللہ علیہ



ناشر

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا (رجسٹرڈ) کراچی

۲۵ جاپان مینشن، رضا چوک (ریگل) صدر کراچی ۷۴۴۰۰
فون: ۷۷۲۵۱۵۰ پوسٹ بکس: ۴۸۹ ٹیلیگرام: "المختار" اسلامی جمہوریہ پاکستان

بیاد گار

○

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمتہ اللہ علیہ

۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۶ء .......... ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء

○


رسالہ ........................ معارف رضا

شمارہ ........................ (۱۷) ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ء

تعداد ........................ ۱۰۰۰

نگران طباعت ........................ اقبال احمد اختر القادری

ہدیہ ........................ ۷۵/= روپیہ

ناشر

○

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا (رجسٹرڈ) پاکستان

........ ○ ........

........ ○ ........

واحد تقسیم کار

المختار پبلی کیشنز

کراچی : ۲۵، جاپان مینشن، رضا چوک (ریگل) صدر، کراچی ۷۴۴۰۰، فون : ۷۷۷۱۲۱۹، ۷۷۲۵۱۵۰

اسلام آباد : ڈی ۴/۴۴، اسٹریٹ ۳۸، سیکٹر ایف ۱/۶، اسلام آباد ۴۴۰۰۰، فون : ۸۲۵۵۸۷


نمبر شمار

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

# فہرست مضامین

# فہرست مضامین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

**(আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর দয়ালু হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।)**

**সূরা ফাতিহার নামসমূহ ঃ** এ সূরার বহু নাম রয়েছেঃ (১) ফাতিহা, (২) ফাতিহাতুল কিতাব (ক্বোরআনের ভূমিকা), (৩) উম্মুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের মূল), (৪) সূরাতুল কান্‌য্ (ভাণ্ডার সূরা), (৫) কাফিয়াহ্ (প্রাচুর্যসম্পন্ন), (৬) ওয়াফিয়াহ্ (পরিপূর্ণ), (৭) শাফিয়াহ্ (আরোগ্যদায়ক), (৮) শেফা (আরোগ্য), (৯)সাব্‌'ই মাসানী (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃত্তিযোগ্য সপ্ত আয়াত), (১০) নূর (জ্যোতি), (১১) রুক্বইয়াহ্ (দো'আ-তাবিজ), (১২) সূরাতুল হাম্‌দ (প্রশংসার সূরা), (১৩) সূরাতুদ্ দো'আ (প্রার্থনার সূরা), (১৪) তা'লীমুল মাস্‌আলা (মাসআলা শিক্ষা), (১৫) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), (১৬) সূরাতুত্ তাফভীদ (অর্পণের সূরা), (১৭) সূরাতুস্ সাওয়াল (যাঞ্চার সূরা), (১৮) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাতুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের সূচনা) এবং (২০) সূরাতুস্ সালাত (নামাযের সূরা)।

**এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ চল্লিশটি বর্ণ আছে।** কোন আয়াত 'নাসিখ' (রহিতকারী) কিংবা 'মানসূখ' (রহিতকৃত) নয়।

**শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ঃ** এ সূরা মক্কা মুকাব্‌রামাহ্ কিংবা মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় অথবা উভয় পূণ্যময়ী ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর ইবনে শোরাহ্‌বীল থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে বললেন, "আমি এক আহ্‌বান শুনে থাকি, যাতে ( اِقْرَأْ ) 'ইক্বরা' (আপনি পড়ুন!) বলা হয়।" ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি আরয করলেন, "যখন এ আহ্‌বান আসে তখন আপনি স্থিরচিত্তে তা শ্রবণ করুন।" এরপর হযরত জিব্‌রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, আপনি বলুন, "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অবতরণের দিক দিয়ে এটাই প্রথম সূরা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 'সূরা ইক্বরা' নাযিল হয়েছে। দো'আ বা প্রার্থনার তরীক্বা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সূরার বর্ণনাভঙ্গী বান্দাদের ভাষায়ই এরশাদ হয়েছে।

| সূরা ঃ ১ | ১ | ফাতিহা |
|---|---|---|

## সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

| সূরা ফাতিহা মক্কী | আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)। | আয়াত-৭ রুকু'-১ |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর; | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ① |
| ২. পরম দয়ালু, করুণাময়; | الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② |
| ৩. প্রতিদান দিবসের মালিক। | مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③ |

মানযিল - ১

**মাস্‌আলা ঃ** নামাযে এ সূরা পাঠ করা ওয়াজিব– ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করে (প্রত্যক্ষভাবে) এবং মুক্তাদীর জন্য 'হুক্‌মী' বা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুখে)। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আছে- قِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ "ইমামের পাঠ করাই মুক্তাদীর পাঠ করা।" ক্বোরআন মজীদে মুক্তাদীকে নীরব থাকার এবং ইমামের 'ক্বিরআত' শ্রবণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا (অর্থাৎ-যখন ক্বোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ "ইমাম যখন 'ক্বিরআত' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো।" আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

**মাস্‌আলা ঃ** জানাযার নামাযে 'দো'আ' স্মরণ না থাকলে 'সূরা ফাতিহা' দো'আর নিয়তে পাঠ করা জায়েয; ক্বিরআতের নিয়তে জায়েয নয়। (আলমগীরী)

**সূরা ফাতিহার ফযীলতসমূহ ঃ** হাদীসসমূহে এ সূরার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তাওরীত, ইন্‌জীল ও যাবূরে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি।" (তিরমিযী শরীফ)

এক ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম আরয করলেন এবং এমন দু'টি 'নূর'-এর সুসংবাদ দিলেন, যা হুযূরের পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা', অন্যটা 'সূরা বাক্বারা'র শেষ আয়াতসমূহ। (মুসলিম শরীফ)

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দারমী শরীফ)

সূরা ফাতিহা একশবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন। (দারমী শরীফ)

**ইস্‌তি'আযাহ্‌ঃ** أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম) পাঠ করা

**মাস্‌আলাঃ** ক্বোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত– (তাফ্‌সীর-ই-খাযিন)। তবে, ছাত্র যখন শিক্ষক থেকে পাঠ করে তখন তার জন্য সুন্নাত নয়। (ফতোয়া-ই-শামী)

**মাস্‌আলাঃ** নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য 'সানা' (সুব্‌হা-নাকা) পাঠ করার পর নীরবে 'আউযু বিল্লাহ্‌' পাঠ করা সুন্নাত। (শামী)

**তাস্‌মিয়াহ্‌ঃ** بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করা

**মাস্‌আলাঃ** 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' ক্বোরআন পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজন্যই তা (ক্বিরআতের সাথে) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না। বোখারী ও মুস্‌লিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর ও হযরত ফারুক্বে আ'যম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন' থেকেই নামায (ক্বিরআত) আরম্ভ করতেন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাথে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চরবে পাঠ করতেন না।

**মাস্‌আলাঃ** 'তারাবীহ্‌র নামায'- এর মধ্যে যেই খতম আদায় করা হয় তাতে কখনো একবার উচ্চরবে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত বাদ না পড়ে।

**মাস্‌আলাঃ** ক্বোরআন শরীফে 'সূরা বারাআত' (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরা 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সহকারে আরম্ভ করতে হয়।

**মাস্‌আলাঃ** 'সূরা নাম্‌ল'-এর মধ্যে সাজদার আয়াতের পর যেই 'বিস্‌মিল্লাহ্‌'র উল্লেখ রয়েছে তা কোন পূর্ণ আয়াত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। সর্বসম্মতভাবে, ঐ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে– যেসব নামাযে 'ক্বিরআত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরবে, আর যেসব নামাযে নীরবে পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে।

**মাস্‌আলাঃ** প্রত্যেক 'মুবাহ্‌' (বৈধ) কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সহকারে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। 'নাজায়েয্‌' বা অবৈধ কাজের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়া নিষিদ্ধ।

| সূরা : ১ | ২ | ফাতিহা |
|---|---|---|
| ৪. আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি! | | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ |
| ৫. আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো! | | اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ |
| | মানযিল - ১ | |

**সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুসমূহঃ** এ সূরায় আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা, রাবূবিয়াত, রহমত, মালিকানা, ইবাদতের একক উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, বান্দাদের পথ-নির্দেশনা, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য সীমিতকরণ, সাহায্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা, তাঁরই হিদায়ত তলব করা, প্রার্থনার নিয়ম-কানুন, সৎবান্দাদের অবস্থাদির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, পথভ্রষ্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাস্‌আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

**হামদঃ** حَمْد (আল্লাহ্‌র প্রশংসা)

**মাস্‌আলাঃ** প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে 'তাস্‌মিয়াহ্‌' (আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা)-এর ন্যায় 'হাম্‌দ' (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) করা চাই।

**মাস্‌আলাঃ** 'হাম্‌দ' কখনো 'ওয়াজিব'; যেমন-জুমু'আর খোৎবায়। কখনো 'মুস্তাহাব'; যেমন-বিবাহের খোৎবায়, দো'আয়, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌'; যেমন-হাঁচি আসার পর। (তাহ্‌তাভী শরীফ)

**রাব্বিল আলামীন (** رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **)ঃ** এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিজগত যে ক্ষণস্থায়ী, 'মুমকিন' ★ ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যে চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবী, চির তত্ত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ– সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে; যেসব গুণাবলী আল্লাহ্‌ পাক 'রাব্বুল আলামীন'-এর জন্য অপরিহার্য। এ দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে 'ইল্‌ম-ই-ইলাহিয়্যাৎ' (খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান) -এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

**মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (** مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ **)ঃ** আল্লাহ্‌রই মালিকানার পূর্ণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টি হলো তাঁরই মামলূক (মালিকানাধীন) এবং মামলূক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে 'দারুল আমল' বা কর্মক্ষেত্র। আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এ পরম্পরাকে 'আদি-অন্তহীন' বলা বাতিল। দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর একটা প্রতিদান-দিবস রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা 'তানাসুখ' (পুনঃজন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো।

---

★ 'মুমকিন' ( مُمْكِن )ঃ আরবী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'মুমকিন' হলো– যা সৃষ্টি হবার পূর্বে 'হওয়া' বা 'না হওয়া' উভয়ই সম-সম্ভাবনাময়; কিন্তু তা অস্তিত্ব লাভ করার জন্য অপরের (অর্থাৎ স্রষ্টার) মুখাপেক্ষী।

**ইয়্যাকা না'বুদু ( اِيَّاكَ نَعْبُدُ )ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, 'আক্বীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আক্বীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

**মাস্আলাঃ** 'না'বুদু' ( نَعْبُدُ ) – এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য হয়। একথাও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানের ইবাদত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবূলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে।

**মাস্আলাঃ** এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না।

**ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন ( اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ )ঃ** এ'তে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্র নিকটই– প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যান্য উপায়-উপকরণ, সেবক ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র সাহায্যেরই প্রকাশস্থল। বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা [illegible]ক বিষয়ে আল্লাহ্র কুদরতকেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক। আয়াতের এ অংশ থেকে নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়া শির্ক মনে করা একটা বাতিল আক্বীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস)। কেননা, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে,) আল্লাহ্রই সাহায্য, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়। যদি এ আয়াতের ঐ অর্থ হতো, যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তা'হলে ক্বোরআন মজীদে ( اَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ ) (যুল ক্বারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো"।) এবং اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো!) কেন এরশাদ হয়েছে? আর হাদীস শরীফসমূহে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেয়া হয়েছে?

**ইহ্দিনাস সিরা-তাল মুস্তাক্বীম (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে এ মাস্আলা জানা যায় যে, বান্দাদের ইবাদতের পর দো'আয় মগ্ন হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাযের পর 'দো'আ' বা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (তাবরানী ফিল কবীর ও বায়হাক্বী ফিস্ সুনান)

| সূরাঃ ১ | ৩ | ফাতিহা |
|---|---|---|
| ৬. তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো;<br>৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। (আমীন!) ★ | | صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ |
| মানযিল – ১ | | |

'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা 'ইস্লাম' অথবা 'ক্বোরআন মজীদ' কিংবা 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূত পবিত্র চরিত্র' অথবা 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (আহ্লে বায়ত) ও সাহাবা কেরামের কথা'ই বুঝানো হয়েছে। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' হলো আহ্লে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ; যাঁরা আহ্লে বায়ত, সাহাবা কেরাম, ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ এবং 'বৃহত্তম জমা'আত' সবাইকে মান্য করেন।

**সিরা-তাল্লাযী-না আন্'আম্তা আলায়হিম ( صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ )ঃ** (এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফ্সীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা মুসলমানদেরই পথকে বুঝানো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দ্বারা অনেক মাস্আলার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুযর্গানে দ্বীনের আমল রয়েছে তা-ই 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম'-এর অন্তর্ভূক্ত।

**গায়রিল মাগ্দূবি আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ)ঃ** এ বাক্যেও হিদায়ত রয়েছে। যেমন-

**মাস্আলাঃ** সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশমন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

**তিরমিযী শরীফের** রেওয়ায়ত থেকে বুঝা যায় যে, 'মাগ্দূ-বি আলায়হিম' (مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ) দ্বারা 'ইহুদী' এবং 'দোয়া-ল্লীন' ( ضَآلِّيْنَ ) দ্বারা খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

**মাস্আলাঃ** 'দোয়াদ' ( ض ) ও 'যোয়া' ( ظ )-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট্যে অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে এক করতে পারে না। কাজেই, غَيْرِ الْمَظْلُوْبِ 'যোয়া' ( ظ ) সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে ক্বোরআন পাকে বিকৃতি সাধন ও 'কুফর'; নতুবা না-জায়েয।

**মাস্আলাঃ** যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' ( ض )-এর স্থলে 'যোয়া' ( ظ ) পড়ে সে ব্যক্তির 'ইমামত' জায়েয্ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

**আ-মীন ( اٰمِيْنَ )ঃ** এর অর্থ হচ্ছে- 'এরূপ করো' অথবা 'কবূল করো'!

**মাস্আলাঃ** এটা ক্বোরআনের শব্দ নয়।

**মাস্আলাঃ** 'সূরা ফাতিহা' পাঠান্তে– নামাযে ও নামাযের বাইরে 'আ-মীন' ( اٰمِيْنَ ) বলা সুন্নাত।

---

★ 'সূরা ফাতিহা' সমাপ্ত।

# نعتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم

از: حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

کیا مہکتے ہیں مہکنے والے!
بُو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے

ارے یہ جلوہ گہِ جاناں ہے
کچھ اَدب بھی ہے پھڑکنے والے!

جگمگا اُٹھی مری گور کی خاک
تیرے قُربان، چمکنے والے!

شمعِ یادِ رُخِ جاناں نہ بُجھے!
خاک ہو جائیں بھڑکنے والے!

مہِ بے داغ کے صدقے جاؤں!
یُوں دمکتے ہیں دمکنے والے

موت کہتی ہے کہ "جلوہ ہے قریب
اِک ذرا سو لیں بِلکنے والے"

عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض
کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے!

دل سُلگتا ہی بھلا ہے، اے ضبط!
بُجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے

عاصیو! تھام لو، دامن اُن کا
وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے!

نخل سے چُھٹکے یہ کیا حال ہُوا؟
آہ! او پتّے کھڑکنے والے!

کفِ دریائے کرم میں ہیں رضا
پانچ فوّارے چھلکنے والے

# منقبت في مدح شيخ أحمد رضا المجدد الحنفي

از قلم: الاستاذ محمد حسين القادري

العلم أغلى مِن عُقود جُمان والفقه يضعف عزّةَ الإنسان

والسّعى فى تحصيله من أشرف الأعمال توصِلنا إلى الرّحمن

يا أيّها المُزجى المطيّة سادرًا قِف بالمجدِّد وارثِ النُّعمان[١]

واسمع لما يلقى إليك ولا تكن مستنكفًا فتعود بالحرمان[٢]

سلّم على رمسٍ دفينٍ فيه بَحرٌ زاخرٌ لِلعلم والعرفان

سلّم على نبع السّنا "أحمد رضا" ومن الغواية منقذ الإخوان

ولدته أمّ حاضن فى بلدة تزهو به زهوًا على البُلدان

عرفت "بريلى" فى البلاد بأنّ فيها مضجعًا للعالم الرّبّانى

من أجله جادت عليها مزنة من رحمة الجبّار بالتّهتان

هو درّة فى مفرق الدّنيا و تاجُ كرامة مِن خالص العِقيان[٣]

نجم الهُدى غوّاص بحر حقيقة أعداؤه لاريب فى الخسران

و مترجم القرآن فى أرديّة قد ضمّ فيها كلّ حسن بيان

بمحاسن الأدب العظيم مليئة صفحاتها و معارف القرآن

فى نسج قافية عديمٌ مثلُه أسنى مدائحَ صاحب الفرقان

مدح الرّسول بضوء آيات الهدى جعل المديحَ حدائق الغفران[٤]

---

(١) المزجى المطيّة : سائقها
مجدّد : أحمد رضا البريلوى
النعمان : الإمام الأعظم أبو حنيفة

(٢) مستنكفا : من استنكف ، عدل و انصرف
(٣) العقيان : الذهب
(٤) حدائق الغفران : اسم ديوان أحمد رضا

غنّى بشعر سلامه كلُّ الأنا ... مِ برغبة و اهتزّ كلُّ جنان[١]

قد صنّف الكُتبَ النّفيسةَ فى العلو ... مِ بدت محاسنُها من العنوان

لم يمتدح يوما بنى الدّنيا ولم ... ينظم ليأخذ نائلَ السّلطان

و مزيَّن منذ الطفولة بالحيا ... ءِ وكان أذكى من بنى الإنسان

وغدا يُفيض على الأنام علومه ... فى صورة الإفتاء بالبرهان

ويعلّم الإخوان درس محبّة ... منَ قبل قد تركوه بالنّسيان

نصر النّبىَّ مدافعا عن عِرضه ... بلسانه فى السّرِّ والإعلان

ودعا إلى حبّ النّبىِّ وآله ... أبنَاء إسلام بكلّ مكان

فتبادر العلماء نحو خِوانه ... و جنَوا على قدر الفهوم معانى

وردت عليه من العباد بكثرة ... كتبٌ بها استفتاءهم وتهانى

يقضى لطلاّب العلوم حوائجا ... يُملى بكلّ صراحة وحنان

فى الإقتصاد وفى السّياسة ماهر ... لَبِق وقى الإخوانَ ريبَ زمان

وبغير خوف ملامة أفتى بأنّ ... الهند دار السّلم والإيمان

كشف القِناع عن الوجوه و قبحها ... أصحابها لجأوا إلى الشّيطان

ونسوا كتاب الله واتّخذوا الهُنو ... دَ وليجة ونهوا عن القربان[٢]

بسفاهة تبعوا القتيل و شيخه ... والقائلين مقالة الهذيان[٣]

فاستنقذ الإخوان من شَرك الهنو ... دِ مبغَضًا مِن دولة الطّغيان[٤]

---

(١) جنان : قلب

(٢) قربان : المراد منه قربان البقر

(٣) قتيل هو إسمعيل الدهلوى قتل ببالاكوت وشيخه سيد احمد البريلوى والآخرون تورّطوا فى مسئلتى إمكان نظير المصطفى وإمكان كذب الله (تعالى الله عنه)

(٤) دولة الطّغيان : دولة الإنجليز

ونهـى جـميع المسـلمين ولاء أهـــلِ الكفـر متّكـلا علـى الرّحمن

فخبت مكائد حاسدى "أحمد رضا" … من بعد ما ضربوا بسوط هوان

كم مِن فقيه ذى العدالة صالح … أغناه ما أفتى فقيه زمان[1]

هو عارف بشريعة و طريقة … شهدت برفعة قدره الثّقلان

سِلمٌ لأهل محبّة وصداقة … حربٌ لأهل الزّيغ والكفران

لطفٌ بأرباب الحقيقة والتّقى … قهرٌ لأهل الظّلم والعدوان

غارت معالم "قاسم" و "خليله" … من خوفه فرّ "الرّشيد" و "تهانى"[2]

فى الفقه والآداب والإحسان و الـتّقوى لعمرى فائق الأقران

دانت لسؤدده جميع خلائق … هو سؤدد فى الفِقه والعرفان

تهتزّ روح أبى حنيفة غبطة … بفعاله والعارف الجيلانى[3]

أنا من مُريديه الّذين تشرّفوا … بلقاءه أعطيتُ ما أغنانى

فعليه رحمة ربّه وسلامه … ما غرّد الأطيار بالألحان

ما دام تلمع فى السّماء نجومها … أو تبسم الأزهار فى البستان

---

(١) المراد منه الفتاوى الرضوية

(٢) هم قاسم نانوتوى و خليل انبيتهوى و رشيد
كنكوهى و أشرف تهانوى

(٣) العارف الجيلانىّ هو سيدنا عبدالقادر الجيلانى رض

# اداریہ

صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری
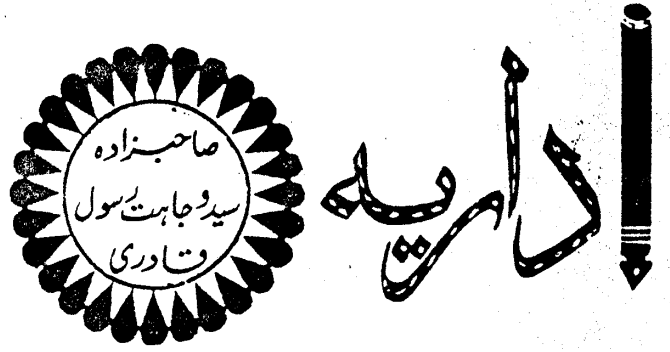
قارئین کرام !

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ !

ہوئے ہیں طے تری نسبت سے فاصلے کیا کیا

بحمدللہ "معارف رضا" کا سترھواں شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے پیش کرتے ہوئے جہاں طمانیت و سرخروئی محسوس ہوتی ہے وہیں اس امر کا بھی احساس ہے کہ اسے مزید خوب سے خوب تر بنانے کی گنجائش موجود ہے۔ بہرحال اپنے باوقار اور باشعور قارئین کرام کی آراء کے پیش نظر ہماری ہمیشہ یہ سعی و کاوش رہی ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ والرضوان کی نابغہ عصر اور ہمہ جہت شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں وقیع، معیاری اور تحقیقی منثور و منظوم نگارشات کا انتخاب کیا جائے کہ جن کے مطالعہ کے بعد قاری کے پردہ ذہن پر امام موصوف کی قد آور اور ہشت پہلو شخصیت کا عکس جمال کچھ اس طرح روشن ہو کر سامنے آئے کہ "معارف رضا" کا پہلی بار مطالعہ کرنے والا قاری بھی بے ساختہ پکار اٹھے۔

بتماشا کہ زلفش دل حافظ روزے
شد کہ باز آید و جاوید گرفتار بماند

معزز قارئین !

گذشتہ سترہ سالوں کے "معارف رضا" کے شماروں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ طمانیت و مسرت ہوتی ہے کہ امام احمد رضا کی شخصیت اور ان کے علمی اور فکری کارناموں کے حوالے سے ہم نے بڑی پیشرفت کی ہے، لیکن جب ہم خود امام موصوف کے ورثہ علمی کے تناسب میں اپنے کام کو دیکھتے ہیں تو یہ احساس شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی شخصیت کے تعارف اور ان کے خزانہ تصنیف و تالیف کے ابلاغ کا عشر عشیر بھی حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال ایک بات تو مسلم ہے اور خوش آیند بھی کہ "معارف رضا" کے اجراء نے ایک قوت حرکی کا کام انجام دیا اور اس کے کاروان اہل قلم میں ہر سال نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ "معارف رضا" کے طرز پر برصغیر پاک و ہند اور دیگر اسلامی اور یورپی ممالک میں اردو، عربی اور انگریزی زبان میں مجلوں کا اجراء بھی ہونے لگا ہے۔

قارئین گرامی قدر! ہم نے "معارف رضا" کے صفحات کو جن اہل قلم کی نگارشات سے مزین کیا ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے نامور فضلاء اور محققین میں شمار ہوتے ہیں۔ حسب روایت ہم نے مقالہ جات کی ابتداء عبقری دوراں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کے نمونہ نگارش سے کی ہے۔ امام احمد رضا علم تفسیر، علم حدیث اور

رف رضا" کے
ہمیں یہ طمانیت
کی شخصیت اور
کے حوالے سے
ب ہم خود امام
یں اپنے کام کو
ید تر ہوتا جاتا
عارف اور ان
غ کا عشر عشیر بھی
تو مسلم ہے اور
کے اجراء نے
اور اس کے
ب اضافہ ہو رہا
رصغیر پاک و ہند
میں اردو' عربی
جراء بھی ہونے

نے "معارف
نگارشات سے
کے نامور فضلاء
ب روایت ہم
راں امام احمد
کے نمونہ نگارش
'علم حدیث اور

دیگر جملہ علوم اسلامیہ پر کامل دستگاہ رکھتے تھے۔

لیکن (علم تفسیر کے حوالے) قرآن کریم کی تفسیر کا کوئی نمونہ اب تک دستیاب نہ ہو سکا تھا' اگرچہ فتاویٰ رضویہ کی ۱۲ ضخیم جلدوں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و فضائل' شمائل پر تحریر شدہ ان کی دیگر تصانیف میں بے شمار تفسیری نمونے موتیوں کی طرح منتشر ملیں گے' لیکن تسلسل کے ساتھ کسی سورۃ کی تفسیر کا نمونہ دستیاب نہ تھا' حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمٰن مضطر صاحب' صدر مفتی ادارہ شرعیہ سلطان گنج پٹنہ (ہندوستان) قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے اپنے قلم سے تحریر شدہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کا ترجمہ مع تفسیر دریافت کی اور ترتیب و تہذیب کے بعد "پیغام رضا" کے امام احمد رضا نمبر' (ناشر: رضا دارالمطالعہ پوکھیرا' سیتامڑھی' بہار) میں شائع کرایا۔ ہم اسے "پیغام رضا" کے شکریہ کے ساتھ معارف رضا ۱۹۹۷ء میں شائع کر رہے ہیں۔ یہ مختصر تفسیر امام احمد رضا کی علم قرآن و تفسیر پر ان کی بے پناہ دسترس کا منہ بولتا ثبوت اور سید عالم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کا ایک دریائے موجزن ہے۔

ان کے علاوہ جن اہل علم و فضل کی نگارشات شامل ہیں ان کے اسمائے گرامی معہ عنوانات یہ ہیں۔

○ علامہ اختر حسین فیضی صاحب : آپ نے امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن "کنزالایمان" پر بعض لوگوں کے غیر علمی اعتراضات کا جامع علمی جواب قرآنی لغت اور ائمہ تفاسیر کے دلائل کی روشنی میں دیا ہے۔ آپ کا مقالہ بعنوان "کنزالایمان پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ" شائع کیا جا رہا ہے۔

○ فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے دو مقالے شامل ہیں

(۱)۔۔۔۔ "امام احمد رضا کی فقہی بصیرت" مصنفہ معروف محقق اور مصنف علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی قادری' دارالعلوم چریاکوٹ' اعظم گڑھ (ہندوستان)

(۲)۔۔۔۔ "امام احمد رضا کی وسعت علمی" مصنفہ علامہ جی۔ اے حق محمد' ریسرچ اسکالر ادارہ تحقیقات اسلامی' بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔

مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب معروف عالم' دانشور اور صاحب تصنیف بزرگ ہیں۔ پاک و ہند کے معیاری مجلوں میں ان کے تحقیقی مقالات شائع ہوتے رہے ہیں۔ امام احمد رضا کے حوالے سے ان کے اب تک متعدد مضامین شائع ہو چکے ہیں' زیر نظر معارف رضا کے مجلّہ میں ان کا ایک اور مضمون بعنوان "مزارات پر عورتوں کی حاضری امام احمد رضا کی نظر میں" بھی شامل اشاعت ہے۔

علامہ جی۔ اے۔ حق محمد مشہور بین الاقوامی ادارے ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک ابھرتے ہوئے ریسرچ اسکالر ہیں۔ تاریخ فتاویٰ پر ان کی گہری نظر ہے' جدید تحقیق کے رموز اور تکنیک سے بخوبی آگاہ ہیں ان کا مقالہ مختصر مگر اہل علم کے لئے توجہ طلب اور فکرانگیز ہے۔ انہوں نے فتاویٰ رضویہ میں استفتاء کی انڈکسنگ کے حوالے سے جدید انداز میں کام کا آغاز کیا ہے جس کی تکمیل مستقبل میں فتاویٰ رضویہ پر کام کرنے والوں کے لئے یقیناً" آسانی پیدا کرے گی اور تحقیق کے مزید نئے دریچے وا کرے گی۔ **فجزاهم الله احسن الجزاء**

○ "حضرت رضا بریلوی کی شاعری اپنے آئینہ میں"

اس عنوان پر محترم علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ العالی نے اپنے شہوار قلم کی جولانیاں دکھائی ہیں۔ آپ نے امام احمد رضا بریلوی کے خود متعین کردہ معیار پر ان کی نعتیہ شاعری کا جائزہ لیا ہے اور دلیل و برہان سے یہ ثابت کیا ہے کہ سچی اور حقیقی شاعری وہی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت الٰہی کا عرفان عطا کرے۔ رضا بریلوی علیہ الرحمتہ کی شاعری کا کمال یہی ہے اور رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی سی شاعری ہی سچی اور حقیقی شاعری ہے۔ ورنہ دیگر بتان آزری!

○ ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی' صدر شعبہ عربی گورنمنٹ کالج فیصل آباد' عربی زبان' لغت و ادب اور اس کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ' اس میدان میں تحقیق و تدقیق کا بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں' متعدد تحقیقی مقالوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنے مقالہ "فاضل بریلوی عربی شاعر کی حیثیت سے" میں ثابت کیا ہے کہ عربی شاعر کی حیثیت سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا مقام کسی اہل زبان عرب شاعر سے کم نہیں ہے۔ اور یہ کہ برصغیر پاک و ہند میں عربی شعر و ادب کے فروغ میں ان کا اہم کردار ہے۔

○ پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر' "**عمید کلیتہ الشرقیہ**" و پرنسپل اورینٹ کالج جامعہ پنجاب لاہور' علوم اسلامیہ اور عربی لغات و ادب کے مستند اسکالر ہیں۔ آپ کے تحقیقی مقالات (اُردو/ عربی) کو بین الاقوامی سطح پر علمی دنیا میں پذیرائی حاصل ہے' نامور محققین اور بہترین اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے مقالہ کا عنوان امام احمد رضا کے ایک نعتیہ قطع کے تیسرے مصرعہ سے منتخب کیا ہے "قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی" آپ نے زیر نظر مقالہ میں امام احمد رضا کی نعتیہ شاعری کی اس مصرعہ میں اشارہ کردہ خصوصیت پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے مقالہ کا ابتدائیہ' نفس مقالہ اور اختتامیہ خوبصورت ترتیب و تسلسل' تلمیحات و اشارہ جات' مختصر و جامع عبارت کی لڑیوں میں پرویا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث سے مختلف مثالوں اور حوالہ جات اور خود امام احمد رضا کے متعدد اشعار کے نقد و نظر کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام

احمد رضا کا یہ دعویٰ کہ

"قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی"

محض شاعرانہ تعلی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ محترم ڈاکٹر اظہر صاحب کی یہ نگارش "قافلہ حجاز" کے مدی خوانوں کے لئے نغمہ بشارت عظمیٰ اور ان سے معاندانہ چشمک رکھنے والوں کے لئے تازیانہ ہے۔

○ "فاضل بریلوی کی اردو نعت گوئی"

اس عنوان پر جناب افتخار عارف صاحب' صدر نشین مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کا ایک مختصر مگر جامع تبصرہ بھی شامل اشاعت ہے۔ جناب افتخار عارف برصغیر پاک و ہند کی ایک معروف ادبی شخصیت ہیں۔ بحیثیت شاعر اور ادیب ان کی تخلیقات کو قبول عام حاصل ہے۔ نثر و نظم میں ان کا ایک منفرد انداز ہے' ان کی پرواز تخیل بلند ہے۔ جناب افتخار عارف نے اپنے مختصر' سلیس اور رواں جملوں میں امام احمد رضا بریلوی کی نعتیہ شاعری کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اردو تاریخ ادب خصوصاً" نعتیہ ادب کی تاریخ میں رضا بریلوی کو اعلیٰ مقام پر مسند نشیں کیا ہے۔ ان کے اس مختصر مقالہ میں زبان و بیان کی چاشنی بھی ہے اور اردوئے معلی کی شیرینی بھی۔

○ جدید علوم پر امام احمد رضا کی مہارت تامہ کی جھلک دیکھنی ہو تو زیر نظر "معارف رضا" میں مشہور مصنف اور امام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے "زور قلم" مقالہ نگار' جناب ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی صاحب' ڈائریکٹر الرضا ریسرچ اکیڈمی بریلی شریف' ہند' کی تحریر بعنوان "امام احمد رضا اور ان کی تصنیف فوزمبین" کا ضرور مطالعہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اب تک امام احمد رضا کے سائنسی علوم پر تبحر کے حوالے سے متعدد مقالے سپرد قلم کرچکے ہیں جو برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر یورپین ممالک کے اخبار و رسائل میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ○ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ کو دور جدید میں "محقق علی الاطلاق" کی وہی حیثیت حاصل ہے جو ان کے پیش رو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمتہ کو حاصل تھی۔ امام احمد رضا کے اسلوب تحقیق سے متعلق پہلی بار ایک مقالہ نئی جہت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے' جو ہمارے اس مجلہ کی آرائش ہے۔ مقالہ کا عنوان ہے "امام احمد رضا کا اسلوب تحقیق" اور اس کے مصنف ہیں ادارہ ہذا کے ابھرتے ہوئے قلم کار فاضل اور صالح نوجوان عزیزی ڈاکٹر اقبال احمد اخترالقادری سلمہ الباری۔ ڈاکٹر اقبال احمد صاحب ادارہ کے آفس سیکریٹری بھی ہیں۔ امام احمد رضا کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے حوالے سے اب تک متعدد رسالے تحریر کرچکے ہیں۔ ان کی تحریر کی خصوصیت سلاست و روانی اور سہل نگاری ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ!

○ امام احمد رضا کی طباعی' ذہانت و فطانت اور فکر کی بلند پروازی کے بہت سے واقعات تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں۔ اس عنوان پر کہ "امام احمد رضا کا مقیاس ذہانت" کیا تھا' ڈاکٹر محمد مالک صاحب (ام۔

بی۔ بی۔ ایس)' ڈیرہ غازی خان (پاکستان) نے علم نفسیات کی روشنی میں ایک تجزیاتی مگر دلچسپ مضمون سپرد قلم کیا ہے۔ انہوں نے مختلف متبادل اصولوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام احمد رضا کا مقیاس ذہانت ان کے ہمعصر یا پیش رو سائنٹسٹ یا فلاسفر سے کسی طرح کم نہیں بلکہ افراط و تفریط کے اعتبار سے زیادہ معتدل اور اعلیٰ پیمانہ کا ہے۔

○ سرزمین ہند کے معروف عالم' قلمکار اور مدرس محترم علامہ شمشاد حسین رضوی صاحب (پرنسپل مدرسہ شمس العلوم' بدایوں' ہند) نے اپنے مقالہ "امام احمد رضا اور سائینٹفک انداز فکر" میں امام احمد رضا کی زودفہمی' معاملہ فہمی' تدبر' قوت استخراج' تجزیہ نگاری اور قوت **استحضار** کا ذکر کیا ہے اور مثالیں دیکر ثابت کیا ہے کہ امام صاحب کا انداز فکر ہر معاملہ میں سائینٹفک اور معتدل رہا ہے۔

○ محترم مفتی محمد خان قادری صاحب' شیخ الحدیث' مفتی و مہتمم جامعہ اسلامیہ لاہور پاکستان' کا اسم گرامی ملک کے مایہ ناز مصنفین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی تصنیف و تالیف کا محور سید عالم' نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے عشاق کے تذکرے ہیں' آپ کو عربی و فارسی زبان پر بھی کامل دسترس حاصل ہے' آپ صاحب تصانیف کثیرہ ہیں' سیرت پر عربی زبان کی متعدد قدیم اور جدید کتب کا اردو ترجمہ فرما چکے ہیں' آپ کے یہ ترجمے پاک و ہند میں بہت مقبول ہیں۔ امام احمد رضا علیہ الرحمتہ کے حوالے سے آپ کا تاریخی کارنامہ "شرح سلام رضا" ہے جو چار سو سے زیادہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ ملک و بیرون ملک کے شعراء' ادباء اور اہل علم و تحقیق نے اس کی تحسین کی ہے۔

حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب نے اپنے مقالہ "امام احمد رضا اور فتنہ انکار ختم نبوت" میں انوکھے انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ صاحب مقالہ نے تاریخی پس منظر کا پورا جائزہ پیش کرتے ہوئے مسئلہ کی اصل اور ابتداء سے بحث کی ہے اور دلائل و براہین اور تاریخی شواہد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس فتنہ کا مدعی مرزا غلام احمد قادیانی نہیں بلکہ پس پردہ کچھ اور مکروہ چہرے ہیں جن کے تانے بانے صیہونی اور نصرانی سازشوں سے ملتے ہیں اور یہ کہ فتنہ کا دروازہ انہی طاغوتی قوتوں کی شہہ پر کیا گیا۔ یہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ ہی تھا جس نے سب سے پہلے اس فتنہ کی اس کے سر اٹھاتے ہی بیخ کنی کی۔ اس جہاد میں ان کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خاں سے لیکر ان کے صاحبزادگان مولانا حامد رضا خاں اور مولانا مصطفےٰ رضا خاں (رحم اللہ اجمعین) تمام شریک رہے اور بعد میں ان کے متوسلین علماء نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔

○ ادارہ کے سیکریٹری جنرل' نوجوان محقق محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری زید **علمہ** نے علماء اسلام کے امام احمد رضا سے روابط کے ان سلسلوں کو

دریافت کرنے کی سعی و کاوش کر کے امام احمد رضا پر تحقیق کو نئی جہت دی ہے اور اس طرح سے ان کا یہ عمل مختلف ملکوں اور علاقوں میں بسنے والے محققین کے لئے ذریعہ ترغیب اور دعوت فکر و عمل بھی ہے۔

معارف رضا ۱۹۹۷ء میں امام احمد رضا کے علماء بلوچستان سے رابطوں پر مشتمل ایک مقالہ "امام احمد رضا اور علماء بلوچستان" کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے جو یقیناً" قارئین کرام کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔پاکستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے ڈاکٹر مجیداللہ قادری صاحب کی تحقیق کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مستقبل قریب میں مزید مقالات کا زیور طباعت سے آراستہ ہونے کا امکان ہے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود ارضیات کے پروفیسر ہیں۔ اس لئے قرآنی حکم "سیروا فی الارض" پر بھرپور عمل کرتے ہیں اور اپنے موضوع پر تحقیق کے لئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح وہ علم کے تینوں وسائل، مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنے مقالہ کو نہایت معلومات افزاء اور فکر انگیز بناتے ہیں۔ اس عمل میں وہ نہ صرف امام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے تاریخ کے گم شدہ سروں کو دریافت کرتے ہیں بلکہ منقطع رابطوں کو بحال کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ راقم کی نظر میں اہلسنت کی تنظیمی اور تربیتی تناظر میں ان منقطع رابطوں کی بحالی ایک بہت اہم عمل ہے جس کی افادیت اہل نظر کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ خدائے تعالیٰ ان کا یہ ذوق جستجو اور شوق شوریدگی سلامت رکھے (آمین)۔ ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔

○ سید محمد عبداللہ قادری صاحب، مقیم واہ کینٹ، نامور مصنف سیدنور محمد قادری مرحوم مغفور (کھاریاں، گجرات) کے قابل و فائق فرزند ہیں۔ اپنے والد ماجد کے صحیح جانشیں ہیں۔ صاحب قلم اور صاحب ذوق سلیم ہیں۔ انہوں نے معارف رضا ۱۹۹۷ء میں اشاعت کے لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور دہلی کے شریفی خاندان کے تعلقات کے حوالے سے ایک مختصر خاکہ بھیجا تھا جو ہم نے شامل اشاعت کیا ہے۔

○ محترم ڈاکٹر سراج احمد بستوی صاحب، برصغیر پاک و ہند کے ان چند "اولین و سابقین" میں سے ہیں جنہوں نے امام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے پی۔ ایچ۔ ڈی کر کے مستقبل کے ریسرچ اسکالرز کے لئے رہنمائی کا فریضہ ادا کیا ہے۔ آپ نے امام احمد رضا اور ان کے خلفاء و متوسلین کی ادبی خدمات پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ تحریر کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کی سند حاصل کی۔

خلیفہ اعلیٰ حضرت، مولانا نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمتہ کی حیات اور کارناموں پر ان کا مقالہ معارف رضا کے صفحات پر آپ ملاحظہ کریں گے۔

آخر میں راقم ان تمام مقالہ نگار حضرات کا جنہوں نے معارف رضا کے لئے مقالے تحریر کئے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے مشاغل سے قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنی نگارشات کے شہہ پاروں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سعی و کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

**وجزاهم الله احسن الجزاء** (آمین)

ہم ان تمام حضرات کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے دامے، درمے، سخنے ہماری مدد فرمائی یا ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور معارف رضا کو خوب سے خوب تر بنانے کی ہماری سعی کو آسان بنایا۔

ادارہ اپنے معزز سرپرستان محترم علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب اور محترم علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب کا بے حد شکرگزار ہے کہ جن کی رہنمائی اور سرپرستی کے بغیر "معارف رضا" کی تدوین و ترتیب اور اشاعت ممکن نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ (آمین)

ادارہ کے اراکین خصوصاً" نوجوان قلمکار عزیزی ڈاکٹر اقبال احمد اخترالقادری صاحب (آفس سیکریٹری)، جناب سید محمد خالد قادری صاحب (اکاؤنٹنٹ)، اسلام آباد برانچ کے ناظم اعلیٰ جناب کے۔ ام۔ زاہد صاحب اور ان کے دیگر معاونین کے پرخلوص تعاون کے لئے سپاس گذار ہے کہ ان کی انتھک محنت اور بے لوث خدمت کے باعث "معارف رضا" و دیگر کتب کی اشاعت و طباعت کے مراحل پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مذکورہ بالا حضرات کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور دو جہانوں کی فلاح و برکات سے نوازے۔ (آمین)

قارئین معظم !

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر کاوش کو قبول فرمائے اور امام احمد رضا کے مشن عشق رسول کے فروغ دینے اور ان کے علم و عرفان کی شمع کو روشن رکھنے کے لئے ہمت و قوت عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

# حواشی ترجمۂ قرآن

## افادۂ خامۂ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز

مفتی مطیع الرحمٰن مضطر
صدر مفتی ادارۂ شرعیہ سلطان گنج،
پٹنہ۔

جس طرح کسی بھی زبان میں دو طرح کے محاسن ہوتے ہیں۔ لفظی و معنوی اسی طرح اس کے اسلوب بیان بھی دو ہوتے ہیں۔ (۱) تقریری (۲) تحریری۔ دونوں اسلوب کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ مگر قرآن حکیم کا اسلوب نہ تو تقریری ہے اور نہ تحریری بلکہ دونوں سے جداگانہ ہے۔ اس میں تقریری شدت بھی ہے اور تحریر کی چاشنی بھی۔ تقریر کی گھن گرج بھی ہے اور تحریر کی سلاست و روانی بھی۔ یہود سے بھی خطاب ہے تو مسلمانوں سے بھی۔ منافقین سے بھی خطاب ہے اور کفار و مشرکین سے بھی۔ کہیں عبادت کا حکم ہے کہیں مناہی سے باز رہنے کا ارشاد۔ کہیں اطاعت و فرماں برداری پر جنتوں کی بشارت ہے کہیں عدوان و سرکشی پر عذاب جہنم کی تخویف۔ اس میں رشد و [illegible] سے انفس و ذوات میں غور و فکر کی دعوت ہے تو خود ساختہ عقیدوں اور مزعومات کو [illegible] بھی۔ کہیں مخاطب کے ساتھ خطاب سے تکلم کا انداز ہے تو کہیں غائب سے مخاطب کے انداز میں ہے۔ گویا ایک پھول ہزار رنگ کا مصداق ہے۔

قرآن کریم جس طرح اپنے لفظی و معنوی محاسن کے ساتھ ساتھ اس خاص اسلوب کے اعتبار سے رفعت اعجاز کے اس مقام پر ہے جہاں انسانی اسلوب کلام کے انتہائی کمالات سربسجود نظر آتے ہیں اور قرآن کے چیلنج

"اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔"

کے باوجود آج تک اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز و درماندہ رہ کر اسے کتاب الٰہی کی حیثیت سے تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔

اسی طرح دوسری زبانوں میں اس کے ترجمہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ لفظی و معنوی محاسن کے ساتھ ساتھ اس جداگانہ اسلوب کے اعتبار سے بھی ایسے بلند مقام پر ہو جہاں سے اعجاز کی حد شروع ہوتی ہے، اور جس پر انسانی دسترس اگر محال نہیں تو کم سے کم اس مقام تک ہر کس و ناکس کی رسائی بھی نہ ہو تاکہ جن لوگوں کے فہم و فکر کی براہ راست رسائی اصل قرآن کی اعجاز بیانی تک نہ ہو سکے وہ ترجمہ ہی سے کچھ اس کا اندازہ کر سکیں اور اسے خدا کی آخری کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہوں۔

اردو کی پیدائش سے لے کر ۱۹۱۱ء تک اس زبان میں قرآن کریم کے جتنے تراجم سامنے آئے اُن میں سے کسی ترجمہ سے بھی اس ضرورت کی تکمیل نہیں ہو پائی۔ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے امام احمد رضا سے اس کی گذارش کی۔ مگر چوں کہ امام موصوف دوسرے اہم ضروری دینی کاموں کی وجہ سے اس کے لئے وقت نہیں نکال پاتے۔ اس لئے صدر الشریعہ رات میں سوتے وقت یا دن میں قیلولہ کے وقت کاغذ، قلم اور دوات لے کر بیٹھ جاتے۔ اب امام احمد رضا زبانی طور پر فی البدیہہ برجستہ ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ لکھتے رہتے۔ اس طرح ۱۹۱۱ء کو "کنز الایمان" کی یہ گراں مایہ دولت، مسلمانان اہل سنت کو نصیب ہوئی جسے شروع سے آخر تک بہ نظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد تاجدار اشرفیت حضرت محدث اعظم ہند بے ساختہ پکار اٹھے۔

"جس کی کوئی مثال عربی زبان میں ہے، نہ فارسی زبان اور نہ ہی اردو زبان میں۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ پر لایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بظاہر تو ایک ترجمہ ہے مگر —— درحقیقت قرآن کی صحیح تفسیر —— بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اردو زبان میں قرآن ہے۔

(المیزان امام احمد رضا نمبر، ص ۲۴۵)

استاد سعید بن یوسف زئی امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان نے بھی برملا اعتراف کیا۔

"یہ ایک ایسا ترجمۂ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لئے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بہ وقت ترجمہ اس کی جلالت، تقدیس و عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جب کہ دیگر تراجم خواہ وہ اہل حدیث سمیت کسی بھی مکتب فکر کے علماء کے ہوں۔ ان میں یہ بات نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح وہ آیتیں جن کا تعلق محبوب خدا

شفیع روز جزا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یا جن میں آپ سے خطاب کیا ہے تو بوقت ترجمہ مولنا احمد رضا خاں صاحب نے یہاں بھی اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمہ سے کام نہیں چلایا ہے بلکہ صاحب ما ینطق عن الھویٰ اور ورفعنا لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ دیگر تراجم میں بالکل ہی ناپید ہے.... ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمہ میں وہ چیزیں پیش کی ہیں جس کی نظیر علماء اہل حدیث کے یاں بھی نہیں ملتی ہے۔

ایک اور غیر جانبدار عالم وممتاز صحافی مولنا کوثر نیازی نے یہ خراج تحسین پیش کیا۔

امام احمد رضا نے عشق افروز اور ادب آموز ترجمہ کیا ہے یہ ایمان پرور ترجمہ عشق رسول کا خزینہ اور معارف اسلامی کا گنجینہ ہے۔

مگر جس طرح نظم قرآن کے مطالب تک رسائی ہر کس وناکس کا کام نہیں بلکہ راسخین فی العلم کا حصہ ہے۔ اسی طرح "کنز الایمان"، کے مطالب اور مفاہیم پر کما حقہ دسترس بھی ہر عام وخاص کا کام نہیں۔ علوم وفنون کے ماہرین کا حق ہے ـــــــ اس لئے ضرورت تھی ایک ایسی تفسیر وتوضیح کی جس سے اس تنگیٔ وقت اور قلت فرصت کے زمانے میں عوام وخواص دونوں بقدر ظرف مستفید ہوتے۔

اپنی جگہ یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ کسی کتاب کی بسیط شرح لکھنی آسان ہے اور صحیح معنوں میں حاشیہ لکھنا دشوار۔ کیونکہ شرح نویس کو نہ تو کتاب کی ضخامت بڑھ جانے کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی تزئین کے وقت کی تنگ دامنی کا احساس۔ جبکہ حاشیہ نگار کو کاغذ وقرطاس کی کمی کا بھی خوف رہتا ہے اور تزئین کے وقت کی تنگ دامنی کا اندیشہ بھی۔ اسی لئے اسے گویا کوزے میں دریا کو بند کرنا ہوتا ہے۔ پھر ترجمۂ قرآن کی حاشیہ نگاری تو اور بھی مشکل ترین امر ہے اسلئے امام احمد رضا نے خود ہی اس کا بیڑا اٹھایا۔ اور کنز الایمان پر توضیحی حواشی لکھنا شروع کئے۔

ان حواشی کا ایک مختصر سا ابتدائی حصہ مجھے بریلی شریف کے ایک ناگفتہ بہ مقام سے ملا۔ یہی نہیں کہہ سکتا کہ حاشیہ کے اس مقام تک پہنچ کر دوسری اہم دینی ضرورتوں نے امام احمد رضا کو عنان قلم اپنی طرف منعطف کر دینے پر مجبور کر دیا اور اس طرح یہ توضیحی حواشی تشنۂ تکمیل رہ گئے، یا پھر امام احمد رضا کی دوسری بہت سی اہم تصنیفات کے ساتھ اس کے باقی حصے بھی دست برد زمانہ کی نذر ہو گئے۔

کنز الایمان کی یہ توضیحی حواشی اگرچہ ناتمام، اور سورۂ فاتحہ وسورۂ بقرہ کی محض چند آیات پر مشتمل ہیں پھر بھی ان کی اہمیت وافادیت سے صرف نظر ممکن نہیں۔

میں یہ عرض کرنا تو بھول ہی گیا کہ حواشی کا یہ ناتمام حصہ نہایت خستہ اور جا بجا سے کرم خوردہ ہے اس میں جہاں جہاں سے الفاظ غائب ہیں میں قوسین کے اندر اپنی سمجھ کے مطابق پیوندکاری کر دی ہے اب بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہوگی۔ امام احمد رضا کے حواشی کا دامن اس سے پاک ہے۔

ـــــــــــــ فقیر محمد مطیع رضوی

# حواشی ترجمۂ قرآن

افادۂ خامۂ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز

## (سُورَۃُ الفَاتِحَہ)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ[ف۱] الرَّحِیْمِ[ف۲] ۝

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔

اَلْحَمْدُ[ف۳] لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ بہت مہربان رحمت والا۔

**فوائد:** ۔ ف۱ "رحمٰن" اللہ عزوجل کا خاص نام ہے۔ ان ناموں میں جن کا دوسرے پر اطلاق حرام، بلکہ علماء نے کفر لکھا ہے۔ جیسے رحمٰن، قیوم، قدوس۔ لوگ عبدالرحمٰن، عبدالقیوم، عبدالقدوس نام رکھتے ہیں اور یہ بہت اچھے نام ہیں۔ مگر پکارنے میں تخفیف کے لئے لفظ عبد حذف کر کے نرے اسمائے الٰہیہ سے پکارتے ہیں۔ عبدالرحمٰن کو رحمٰن، عبدالقیوم کو قیوم، یہ سخت حرام ہے اس سے احتراز لازم ہے۔

ف۲ رحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی آتا ہے۔ تمام جہان سے بڑھ کر رحیم حضور رحمۃ للعالمین صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تمام عالم پر ان کی رحمت ہے اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ تو "بالمؤمنین رؤف الرحیم" ہیں۔ مگر اسمائے الٰہیہ سے جن ناموں کا اطلاق اس کے بندوں پر بھی آتا ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس (نے سمیع)، بصیر، علیم، غفور، رؤف، رحیم، حلیم، کریم اور ان کے سوا ستر کے قریب (اپنے اسمائے حسنیٰ سے) عطا کئے۔ حاشا یہ شرکت معنیٰ نہیں، اللہ عزوجل پاک ہے اس سے کہ کوئی کسی بات میں اس کا شریک ہو سکے۔ ذات وصفات اسما احکام سب میں وحدہٗ لاشریک لہ ہے۔ یہ اس کی صفات کریمہ کی تجلیاں ہیں کہ جو اس نے اپنے خاصوں (پر) فرمائیں۔

ف۳ یہ سورت کریمہ قرآن مجید کا خطبہ ہے۔ مولیٰ عزوجل نے بندوں کو اس میں اپنی حمد و ثنا و دعا تعلیم فرمائی اور انہیں کی زبان میں اسے اشارہ کیا کہ خالص غرض عباد رہے اور اس میں تمیع مقاصد قرآن مجید کو اور اس میں تمیع مقاصد قرآن مجید کو جمع فرما دیا۔ کتابیں اتارنا، رسولوں کا بھیجنا دو باتوں کے لئے ہے۔ تصحیح ایمان و اخلاص اعمال، مدار ایمان، اللہ عزوجل کی توحید اور اس کے محبوبوں سے محبت اور دشمنوں سے عداوت ہے۔ اور اخلاص اعمال، خاص اس کی عبادت ہے۔ پہلی تین آیتوں میں جزو اول یعنی توحید ہے اور پانچویں چھٹی میں جزو دوم، اور ساتویں میں سوم، باقی چوتھی آیت کہ وسط میں رہی اعمال کے لئے ہے۔ توحید بغیر تصدیق رسالت حضور سید عالم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقبول نہیں۔ بہتیرے کافر لا الٰہ الا اللہ کہا کرتے تھے محمد رسول اللہ نہ ماننے سے ابدی جہنمی ہوئے صلے اللہ علیہ وسلم، لہٰذا جزو دوم سے پہلے جس میں اس کی تصریح ہے جزو اول ہی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اپنی کتاب کریم کو حمد سے شروع فرمایا جسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ وہ محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ حمد کئے گئے۔ اولین و آخرین ان کے حامد ہیں۔ اللہ عزوجلہ جیسی ان کی حمد فرمائی کسی کی نہ فرمائی۔ وہ احمد ہیں تمام جہان سے زیادہ حمد کرنے والے۔ اللہ عزوجل کی جیسی حمد انہوں نے فرمائی کسی سے نہ ہوئی وہ حامد ہیں حمید ہیں، محمود ہیں، نبی الحمد ہیں۔ ان کا مقام مقام محمود ہے۔ ان کا نشان لواء الحمد ہے۔ توریت مقدسہ میں ان کی امت کا نام حمادین ہے۔ ہر طرح سے حمد کو ان سے نسبت ہے اور یاں تو محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اسی لفظ سے ابتدا فرمائی گئی کہ ذات وصفات کریمہ کی طرف اشارہ ہو۔ گویا ارشاد ہوتا ہے تمام حمد کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیں اور کریں گے جو جمیع محامد اولین وآخرین کو شامل اور ان سے اعلیٰ واکمل ہیں اور تمام حمدیں کہ اولین وآخرین نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیں اور کریں گے۔ ان سب کا مرجع کون ہے؟ اللہ۔ کہ ذات جامع جمیع کمالات کا علم ہے جس کے مظہر اتم واکمل حضور اقدس صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء، اولیاء، وجہان وجہانیاں مظہر اسماء وصفات ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظہر ذات رب العالمین سارے جہان کی پرورش فرمانے والا، جس نے اپنے فیض کا واسطۂ مطلق اور اپنی بارگاہ کا خلیفۂ اعظم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا اور دین و دنیا میں، اولیٰ و اخریٰ میں جو نعمت، جو رحمت کسی کو پہنچی یا پہنچے گی ان کے دست اقدس سے پہنچائی کہ بے اس وسیلۂ مطلقہ کے خلق کا کیا منہ تھا کہ ایک ایک ذرہ اس بارگاہ بے نیاز سے بلا واسطہ مستفیض ہوتا۔ الرحمٰن دنیا میں۔ بڑی نعمت والا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کر کے بھیجا۔ الرحیم آخرت میں کمال مہربان جس نے گنہگاروں کی شفاعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھی، جو بالمومنین رؤف الرحیم ہیں۔ مالک

یَوْمِ الدِّیْنِ انصاف کے دن کا مالک۔ جنت و دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھیں۔ جب ہر طرح سے استحقاق حمد اسی کو ثابت ہو لیا کہ کسی کے کمال ذاتی کے لئے حمد کیجئے تو وہ اللہ ہے، جامع جمیع کمالات۔ اس لئے حمد کیجئے کہ وہ ہمارا مولیٰ ہمارا پالنے والا ہے تو وہ رب العالمین ہے اور اگر اس لئے کہ فی الحال اس سے نفع پہنچتا ہے تو وہ رحمٰن ہے اور اگر نفع آئندہ کی امید پر تو وہ رحیم ہے اور اگر سزا کے خوف سے تو وہ مالک یوم الدین ہے، یہی وجوہ حمد ہیں اور سب اسی کے لئے ثابت۔ لہٰذا اسی کا مستحق عبادت ہونا برہان قطعی سے ثابت ہو کر عرض کرنا ہے۔ اِیَّاکَ نَعْبُدُ ہم تجھی کو پوجتے ہیں۔ ہم پوجتے ہیں اس میں شان دعویٰ نکلتی ہے۔ لہٰذا اپنے دعویٰ اپنے حول و قوت سے برأت کر کے اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بے تیری مدد کے نہ ہم عبادت کر سکیں نہ کچھ اس میں اس وہم کا شائبہ تھا کہ ابلا، وبواسطت اللہ عز و جل سے استعانت کرنا، ہے اور اس کا حکم ہے۔ وَابْتَغُوا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ میری طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ لہٰذا وسیلۂ عظمیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دونوں یاروں کی سچی معرفت عطا فرما۔ صحیح حدیث میں فرمایا الصراط المستقیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصاحباہ ابوبکر و عمر۔ صراط مستقیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور انکے دونوں رفیق ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آگے تمام وسائل کی تعمیم کرتا ہے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ راہ انکی جن پر تو نے احسان کیا وہ کون ہیں نبیین صدیقین شہداء صالحین علیہم الصلوٰۃ والسلام اجمعین۔ پھر یہ جان کر کہ اس راہ میں چور اور راہزن بکثرت ہیں اُن سے پناہ ملنے کی دعا کرتا ہے کہ نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہے نہ گمراہوں کی اب اس کا ایمان علماً و عملاً ہر طرح کامل ہو گیا۔

# مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

روز جزا کا مالک ف۱ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ف۲

ف۱ "ہم تجھی کو پوجیں" یہ حصر مطلق ہے اصالۃً یا وساطۃً کوئی غیر خدا کسی طرح مستحق عبادت نہیں ہو سکتا اگرچہ اسے وسیلہ ہی جان کر پوجے۔ مشرکین مکہ نے یہی عذر کیا تھا کہ وہ بتوں کو وسیلہ ٹھہرا کر پوجتے ہیں۔ قرآن عظیم نے ان کا رد فرمایا اور انہیں مشرک ہی ٹھہرایا اور دوسرا حصر کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ حصر حقیقت ہے یعنی حقیقۃً مدد تجھی سے ہے اگر دوسرے کو مستقل بالذات سمجھ کر اس سے مدد مانگی جائے تو شرک۔ (مشرک) ہے اور بارگاہ الٰہی میں وسیلہ جان کر، تو بیشک جائز و مستحسن بلکہ خود قرآن مجید میں اس کا حکم ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں "غیر سے ایسی استعانت انبیاء و اولیاء نے کی ہے" اس کی مثال پہلی ہی آیت ہے کہ حمد کا حصر اللہ عز و جل کے لئے فرمایا یعنی حقیقی ذاتی کمال اسی کے لئے ہے اور اپنے نبی کریم کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی بکثرت و بار بار حمد کئے گئے اور قیامت میں ان کے مقام کا نام مقام محمود رکھا۔ تو اولین و آخرین میں حضور کے لئے حمد ہے۔ توریت مقدس میں ہے۔ امتلأت الارض من تحمید احمد و تقدیسه ملك الارض ورقاب الامم۔ زمین بھر گئی احمد کی حمد اور تقدیس سے۔ احمد سارے زمین کا مالک اور تمام امتوں کی گردنیں اس کی ملک ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حمد و ملک عطائی ہیں۔ اور اللہ عز و جل کے لئے ذاتی۔ تو اس میں حصر ان کے لئے ثبوت کا منافی نہیں۔ یونہی اعانت و استعانت قرآن فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر دوسرا مدد نہیں کر سکتا تو یہ حکم کس لئے۔ حدیث میں ہے اذا اراد احدکم عونا فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی جب تم میں سے کوئی مدد چاہے تو یوں پکارے "اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو"۔ اور اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں کچھ اولیاء زندہ نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ الگ مدد کو فرمایا ہے۔ محض نادانی ہے۔ دوسرے سے مدد مانگنا اگر شرک ہو تو شرک میں مرنے اور زندے سب برابر۔ کیا زندے خدا کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تو اہل دل اسے سمجھنے کی بات ہے کہ اولیاء مردہ نہیں کہے جاتے وہ بعد وفات بھی زندہ ہیں۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت آگے مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

# اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ

ف ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ راستہ ان کا جن پر

# اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۵ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

تو نے احسان کیا ف نہ ان کا جن پر غضب ہوا۔

# وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

ف اور نہ بہکے ہوؤں کا۔

ف اوپر حدیث سے ثابت ہوا کہ صراط مستقیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صدیق و فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو سورۂ فاتحہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد پر مشتمل ہے اور شریعت مطہرہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب یا کم از کم سنت کیا اور ہر قعدہ میں التحیات واجب فرمائی جس کے اول میں حمد الٰہی کے بعد ہے اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔ سلام حضور پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اور آخر میں شہادت و توحید کے بعد ہے وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سب سے خاص تر بندہ اور رسول ہیں۔ پھر ہر اخیر قعدہ میں اس کے بعد درود کا حکم ہے، یہ ہمارے نزدیک سنت اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض ہے۔ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ غرض نماز از اول تا آخر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد سے (معمور اور) مالامال ہے۔ وہابیہ کا امام اسمٰعیل دہلوی کہ اپنی کتاب مسمّٰی بہ (صراط مستقیم) میں نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانے کو معاذ اللہ سخت ملعون الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا منکر نہایت گستاخ ضال ہے۔ سورۂ فاتحہ پر ایمان لانے والے خوب ہوشیار ہیں کہ فاتحہ نے جس طرح محبوبوں کے دامن تھامنے کی ہدایت فرمائی۔ یونہی دشمنوں سے دور بھاگنے کی و باللہ التوفیق۔

ف۲ اللہ عز و جل اپنے غضب سے بچائے۔ اس کے غضب کو غصہ سے ترجمہ کرنا بھاری غلطی ہے۔ غصہ اصل میں گلے کے اچھو کو کہتے ہیں اور مجازاً اس غضب پر اطلاق ہوا جو گلے کے پھندے کی طرح گھٹے اور آدمی کسی خوف یا خاطر سے اسے (ظاہر) نہ کر سکے۔ اصل معنی

یہ ہیں۔ اور اللہ عزوجل اس سے پاک ہے تو اس پر اس کے اطلاق سے احتراز چاہیے۔ جیسے ناواقف لوگ اس کی رضا کو رضامندی بولتے ہیں یہ بھی نادانی اور جہالت ہے۔ فارسی میں مند کا کلمہ ظرفیت کے لیے ہے۔ رضامندی یعنی رضا سے بھرا ہوا اور اللہ عزوجل ظرفیت سے پاک۔ ادب الفاظ ایک بہت بڑا علم ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ آج کل بہت لوگ اس سے عاری ہیں یا پرواہ نہیں کرتے اور یہ اول سے سخت تر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

ف۳ حدیث صحیح میں ارشاد ہوا کہ مغضوبوں سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے نصاریٰ۔ یہود و نصاریٰ دونوں کافر ہیں اور ہر کافر پر اللہ کا غضب اور ہر کافر گمراہ۔ پھر اس تخصیص کی حکمت سمجھئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوبانِ خدا کے ساتھ عداوت بھی کفر ہے اور ایسی جھوٹی نفسانی محبت کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ٹھہرائے یہ بھی کفر۔ تو کافر دونوں ہوئے۔ مگر وہ محبوبوں کی عداوت کی راہ سے، لہٰذا ان پر غضب کا لفظ ارشاد فرمایا اور یہ محبوبوں کی ادعائے محبت کی راہ سے، لہٰذا انہیں گمراہ بتایا اور یہی وجہ ہے کہ یہود پر ذلت و خواری مقرر فرمادی۔ ہزاروں برس ان کی سلطنت رہی پھر جب سے اعلان فرمادیا ضربت علیھم الذلۃ والمسکنۃ وباءو بغضب من اللہ کوئی بتائے کہ کسی یہود کی کہیں سلطنت ہوئی۔ براہ راست کوئی سلطنت نہیں ہوئی۔ فلسطین کی حکومت بیساکھی کے سہارے ہے ۱۲۔ کہ محبوبوں سے دشمنی کی تھی اس کا بدلہ یہی ہے کہ دنیا میں خوار اور آخرت میں نار۔ نصاریٰ کی گمراہی محبت محبوبان دین از راہ سے ہوئی۔ محبوبوں کی محبت موجب عزت ہے۔ مسلمان بحمد اللہ سچے محب ہیں۔ انہیں سچی عزت دی کہ آخرت کی سلطنت ہے۔ نصاریٰ جھوٹے محب تھے انہیں دنیا کی عزت، دولت، سلطنت عطا فرمائی کہ دنیا بھی نری جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اسے غور کرو کہ محبوبوں کی محبت اور عداوت میں یہ فرق ہوتا ہے پھر کیا کہنا ہے ان خوش نصیبوں کا جنہیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنَا آمین۔ سورۂ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت، آمین کلمۂ قرآن نہیں۔ وہ جہر دعا اور خود ایک دعا ہے اس کے معنی ہیں "الٰہی ایسا ہی کر" اور دعا میں سنت آہستہ بولنا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے۔ لہٰذا (نماز) میں آہستہ آمین کہنا سنت ہوا۔

## سُورَۃُ البَقَرَۃ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔

الٓمّٓ ۱ ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ ۲ لَا رَیۡبَ

وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن)، کوئی شک کی جگہ نہیں۔

ف۱ سورۂ آل عمران شریف میں بیان فرمائے گا کہ قرآن مجید کی آیتیں دو قسم ہیں متشابہات و محکمات حروف تہجی کہ سورتوں کی ابتدا میں مذکور ہیں۔ محال ہے کہ بے معنی ہوں۔ نہ یہی قول کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کے معانی ظاہر نہ فرمائے گئے ہوں جس سے خطاب فرمایا جائے۔ اس سے ایسا کلام جس کے معنی وہ نہ سمجھے شانِ مخاطبہ سے بعید ہے۔ اور اگر حضور نہ سمجھتے تو جہاں میں کون سمجھنے والا ہو سکتا ہے تو حاصل یہ ٹھہرے گا کہ وہ کلام نازل فرمایا جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ بات غیر معقول ہے۔ بلکہ یقیناً ان کے معانی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حضور پر دو قسم کے علم نازل فرمائے ایک وہ کہ امت کو جن کی تعلیم فرمانے کا حکم تھا کہ لتبین للناس مانزل الیھم دوسرے وہ اسرار کہ خاص محب و محبوب میں ہیں وہ اسرار مقطعات شریفہ میں ہیں ان میں اصل راہ تو یہی ہے کہ ان کے معنی کا علم اللہ و رسول پر حوالہ کیا جائے وبس اور بعض صحابہ وائمہ کے اشارات کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ یہ طریقہ تاویل کہلاتا ہے نہ کہ تفسیر۔ تفسیر رائے سے حرام ہے ... رائے کی گنجائش۔ تفسیر بیان مراد ہے، اور تاویل بیان احتمال و اشارات صحابہ و ائمہ نے جس طور پر ان میں کلام فرمایا اصلاً صالح انکار نہیں ... کہ وہ ان کی اپنی زیرک سے گستاخی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی ایک تاویل یہ مروی ہے کہ الف اشارہ ہے اسم جلالت کی طرف اور لام جبرئیل اور میم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ گویا فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جبریل کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ کلام دے کر بھیجا تو اس تقدیر پر اگلے دعویٰ ذٰلک الکتاب لاریب فیہ کی دلیل ہوئی کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، کلام کہ متکلم دوسروں کے ذریعہ سے پہونچائے اس میں شک کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو متکلم کا صدق ضروری نہ ہو، معاذ اللہ خلاف کا بھی امکان ہو یا سفیر جو لے کر آیا اس میں سہو یا خیانت کی گنجائش ہو یا جن کے پاس آیا ان میں یہ احتمال ہو کہ پورا نہ پہنچائیں گے یا بات پوری نہ سمجھیں گے۔ یہاں یہ تینوں صورتیں محال ہیں۔ متکلم اللہ ہے جل جلالہ جس کا صدق واجب اور کذب محال بالذات اور سفیر جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ سہو و خطا سے معصوم ہیں اور مخاطب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہادی، علوم و رسول معصوم ہیں۔ لہٰذا ذٰلک الکتاب لاریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بعض نے فرمایا الف ایک ہے اور لام تیس اور میم چالیس تو یہ اشارہ ہے کہ ایک اللہ نے تیس پارے والا قرآن چالیس برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بعض کہتے ہیں یہ قسمیں ہیں کہ کلام الٰہی میں مذکور ہوئیں۔ میں کہتا ہوں اسی تقدیر پر ممکن ہے کہ الف حضور کا قد مبارک ہو اور لام زلف مطہر اور میم دہن اقدس، گویا ارشاد ہوتا ہے تمہارے قد و زلف و دہن کی (قسم) اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یا الف حضور کا قامت مبارک ہے۔ جب حضور قیام میں ہوں اور لام کہ نصف جھکا ہوا ہے حالت رکوع کا اشارہ ہے اور میم کہ سمٹا ہوا ہے حالت سجود کا ایما گویا ارشاد ہوا کہ اے قائم، راکع، ساجد! تیرے قیام و رکوع و سجود کی قسم کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔

ف۲ اس جملہ کریمہ میں محتمل ہے کہ ذٰلک مبتدا اور الکتاب اس کی خبر ہے اور لاریب فیہ دوسرا جملہ۔ ذٰلک سے اشارہ قرآن عظیم کی طرف ہے کہ اس کی علو شان کے سبب اشارۂ بعید سے تعبیر فرمایا اور الکتاب میں لام عہد کا ہے۔ سورۂ کریمہ مدنیہ ہے مدینہ میں تشریف آوری حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل، یہود آپ کے بعثت اقدس کے منتظر تھے تو ان میں قرآن عظیم خوب معہود و معروف تھا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے انتظار میں ہم یہاں آباد ہیں ان پر ایک کتاب اترے

گی، تو یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے تم منتظر تھے۔ آگے دوسرے جملہ سے اس کی تاکید فرمائی کہ لاریب فیہ اس کے وہ کتاب معہود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور محتمل ہو کہ ذالک الکتاب مبتدا اور لاریب فیہ اس کی خبر ہو۔ پہلی صورت میں فیہ، کی ضمیر مضمون جملۂ اول کی طرف تھی اب نفس کتاب کی طرف ہوگی۔ یعنی اس کتاب کریم میں کوئی حرف محل شک نہیں۔ شک تو ہزاروں کو ہے۔ مگر جہاں آرا آفتاب بے پردہ و حجاب جب نصف (النہار) پر آئے اور مادر زاد اندھا جس کی آنکھوں کو شعاع کا بھی احساس نہیں، اگر اس میں شک کرے تو آفتاب مشکوک نہیں ہو جائے گا۔ آفتاب کو یہی کہا جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ؎

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم ⁂ چشمۂ آفتاب را چہ گناہ
راست خواہی ہزار چشم چناں ⁂ کور بہتر کہ آفتاب سیاہ

یہ آیت کریمہ وہابیہ پر قاہر رد ہے۔ وہابیہ اس سبوح قدوس کو معاذ اللہ کذب ممکن جانتے ہیں جب کذب ممکن ہوا صدق ضروری نہ ہوا۔ اور جب صدق ضروری نہ ہوا تو لاریب فیہ کہاں سے آئے گا؟ ضرور اس میں محل ریب ہوگا۔ لاریب فیہ تو یونہی ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جس پر کذب محال بالذات ہے کسی طرح اس میں کذب کا امکان (نہیں)، اور جب امکان مانا تو یقینا عقل کو احتمال کذب رہے گا۔ کیا دلیل ہے کہ کذب جو ممکن تھا واقع نہ ہوا؟ امام الحرمین نے کتاب الارشاد اور امام فخر رازی نے مفاتیح الغیب میں اور اور اکابر ائمہ نے تصریحیں فرمائی ہیں کہ جو بات ممکن ہے عقل اپنی طرف سے اس کے وجود و عدم کسی پر جزم نہیں کر سکتی اور کوئی تصریح نہ کرتا تو امکان کے معنی ہی یہ ہیں کہ اسے عدم و وجود دونوں سے یکساں نسبت ہو، پھر کس ذریعہ سے (مان لیا کہ) اس نے جو کچھ فرمایا ضرور حق ہے۔ اس کے جاننے کے ذریعے اگر ہو سکتے تو تین ہی یا تو اس کا وعدہ کہ کذب اگرچہ ممکن ہے مگر میں کبھی صادر نہ کروں گا۔ یا اس کی خبر کہ میں نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہی فرمایا ہے (اس امکان کو کام میں نہیں لایا)۔ یا اس کے نبی کی خبر کہ جو کچھ فرمایا ہے حق ہے۔ مسلمانو! ذرا غور کرو اگر معاذ اللہ اس کا کذب ممکن ہو تو اس کے وعدہ اور اس خبر کے صدق پر کیا اطمینان! ممکن کہ جھوٹ ہی ہوا ہو اور جب اس کی خبر پر اطمینان نہیں تو نبی کی خبر تو دوسرے درجے میں ہے۔ غرض امکان کذب مان کر تصدیق کلام اللہ کے سارے ذرائع بند کر دیئے یہ حاصل ہے وہابیہ کے ایمان کا جس کو قرآن فرما رہا ہے کہ لاریب فیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ امکان کذب (مان) کر سارا قرآن اور تمام دین و ایمان (تباہ و برباد) کر دیا۔ کسی پر اطمینان نہ رہا۔

# هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ۟

ف۱ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو ف۲ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔

ف۱ متقی صاحب تقویٰ کو کہتے ہیں۔ تقویٰ بچنا اور پرہیز کرنا۔ اور وہ سات قسم ہے۔ قسم اول کفر سے بچنا اور وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ دوم بدمذہبی سے بچنا اور وہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ سوم ہر کبیرہ سے بچنا یعنی نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے اور نہ کسی صغیرہ پر اصرار کرے۔ صغیرہ بھی اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ چہارم صغائر سے بھی بچنا۔ پنجم شبہات سے بھی احتراز۔ جس کو فرمایا

آدمی متقین کے درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک مباح کو ممنوع کے خوف سے ترک نہ کرے۔ ششم شہوات سے بچنا۔ ہفتم غیر کی طرف التفات سے بچنا یہ اخص الخواص کا منصب ہے اور قرآن عظیم ان ساتوں فرقوں کا ہادی ہے۔

ف۲ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے سب دل سے اس سب کی تصدیق کرنا، ماننا، گرویدہ ہونا۔ بعض گمراہوں نے جو یہ کہا کہ ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں یہ اس ایمان کے معنی ہوں گے جس کے وہ مدعی ہیں ورنہ فقط سچ سمجھنا ہرگز ایمان کے لئے کافی نہیں۔ ہزاروں یہود و نصاریٰ بلاشبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی دل میں سمجھتے تھے مگر ایمان سے حصہ نہ تھا۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءھم۔ یہ اہل کتاب اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلم علماء یہود تھے جب مشرف باسلام ہوئے اس آیت کریمہ کو سن کر عرض کی یا رسول اللہ واللہ کہ ہم حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ بیٹے میں احتمال ہے شاید عورت نے خیانت کی ہو اور حضور کی رسالت میں کوئی شک نہ تھا۔ مولیٰ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جحدوا بہا واستیقنتہا انفسہم۔ جو کہ منکر ہوئے اور دلوں میں خوب یقین تھا۔ اور فرماتا ہے وقد کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءھم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور بیشک اس نبی کے ظہور سے پہلے لڑائیوں میں اس کے صدقے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے کہ الٰہی اس نبی آخر الزماں کا صدقہ ہمیں ان پر فتح دے۔ پھر جب وہ جانا پہچانا نبی تشریف لایا، منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت کافروں پر۔ یہودی بادشاہ حیی نے اپنے بھائی سے کہ (عالم) یہود تھے پوچھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بولا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت موسیٰ نے دی تھی۔ کہا پھر تو اپنے دل کو ان کی طرف کیا پاتا ہے؟ کہا خدا کی قسم پہلے سے زیادہ عداوت (سے پر)، کہا اپنا بھی یہی حال ہے۔ یہ ہے ان سچ سمجھنے والوں کا۔ یقینا سچ سمجھتے تھے اور یقینا کافر تھے۔ مسلمانو! ان تباہ کنندگان ایمان سے پرہیز کرو۔ جو ترجمۂ قرآن مجید کا نام کریں اور ایسی الٹی سمجھائیں کہ ایمان ہی کا ناس ہو۔ ایمان میں سچا ماننا ضرور ہے یہ بھی سمجھے کہ اس قائل نے ماننے سے عدول (کیوں) کیا؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اس کا پیشوائے مذہب اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں جا بجا لکھ گیا ہے کہ " اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اوروں کو ماننا محض خبط ہے۔ سب انبیاء اتنی ہی بات سمجھانے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانئے "۔ جب یہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے تو وہ (ایمان) کے معنی ماننا کیسے لے سکتے ہیں کہ ایمان تو رسول پر لانا پڑتا ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ رسول کو ماننا محض خبط ہے لہٰذا (ان ہی کی) تقلید سے سچ سمجھنے پر اکتفا کی۔

# وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ

ف۱ اور نماز قائم رکھیں ف۲ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں

# يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

اٹھائیں ف۳ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے

ف غیب پر ایمان لا(نے کا حکم فر)مایا۔ غیب اسے کہتے ہیں جس تک عقل وحواس کی رسائی نہ ہو۔ ایسی بات بغیر نبی کے بتائے معلوم نہیں ہو سکتی۔ نبی کو نبی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں ارشاد فرماتا ہے۔ جنت ونار وحشر ونشر وعذاب وثواب وحساب وکتاب وملائکہ وغیرہم ہزاروں غیوب ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے اور ایمان اسی وقت تک مقبول ہے کہ ان پر بے مشاہدہ ایمان لائے۔ وقت نزع جب سینہ پر دم آتا اور حالت غرغرہ پیدا ہوتی ہے اس وقت پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں پیش نظر ہو جاتی ہیں۔ اس وقت کا ایمان مقبول نہیں کہ حکم تو غیب پر ایمان لانے کا تھا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عز وجل اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واسطے سے ہر مسلمان کو غیب کا علم دیتا ہے کہ غیب پر ایمان کا حکم ہے اور ایمان تصدیق ہے اور تصدیق علم ہے جو بات علم ہی میں نہیں اس کی تصدیق کیوں کر ہو سکتی ہے تو یہ آیت بھی وہابیہ کا رد ہے۔

ف۲ یہاں سے نماز کی عظمت ظاہر ہوئی کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایمان وہدایت کے ساتھ اسے قرین کیا۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہوا الصلوٰۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے اپنا دین قائم کیا اور اسے چھوڑا اس نے اپنا دین ڈھایا۔

ف۳ اس خرچ کرنے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ یہ دین اسلام کا (نماز) کے بعد دوسرا رکن ہے۔ اس جگہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ اسے ذکر فرمایا۔ عبادت (بدنی) سے ہوگی یا مال سے بدنی کی سرتاج نماز ہے اور دوم کی سردار زکوٰۃ۔

ف اوپر ایمان کا ذکر فرما چکا تھا مگر وہ مجمل تھا۔ اب ایک صحیح (معیا)ر ارشاد فرماتا ہے جس سے سب کچھ تفصیلاً آجائے کہ اس قرآن کریم اور خدا کی سب کتابوں پر ایمان لاؤ کتب الہیہ میں ایمانیات کی تفصیل ہے۔ ان پر ایمان میں تفصیلاً سب پر ایمان ہو جائے گا۔

ف قرآن عظیم جمیع مطالب کتب (سماویہ) پر مشتمل، بلکہ جملہ ما کان وما یکون کو حاوی ہے اور وہ خود مصدقا لما بین یدیہ اگلی کتب سماویہ کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ بایں ہمہ فرمایا گیا کہ ایمان لائیں اس پر بھی جو تم سے پہلے اترا یہ مسلمانوں کے ایک خاص طبقہ کے لئے ہے کہ وہ اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بخلاف یہود کہ توریت کو مانتے ہیں انجیل وقرآن کے منکر، نصاریٰ کہ انجیل کو مانتے ہیں۔ قرآن کے منکر۔ پھر غرض یہ ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابیں بدل دیں۔ تحریفیں کر دیں، گھٹا دیا، بڑھا دیا کسی کو یہ شبہ ہو کہ اب ان کتابوں پر ایمان ضروری نہ رہا، ان پر ایمان ویسا ہی ضروری ہے ان کے ہاتھوں کے تحریف ہونے سے کلام اللہ نہیں بدل گیا۔ ان کی نسبت یوں کہو کہ جو کچھ اس میں اللہ کا کلام ہے اس پر ہم ایمان لائے۔

* * *

# بالآخرة هم يوقنون ۝ اولئك على هدًى

اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے

# من ربهم واولئك هم المفلحون ۝ ان الذين

ہدایت پر ہیں۔ اور وہی مراد کو پہنچنے والے ف۲ بیشک وہ جن کی قسمت میں

# كفروا سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم

کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے

# لا يؤمنون ۝ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

نہیں ف۳ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا

# وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ۝

ٹوپ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ ف۴

ف۱ آخرت پر ایمان کا تین بار ذکر ہو چکا۔ غیب پر ایمان لاتے (انہیں)۔ آخرت غیب ہے۔ اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں ذکر آخرت ہے۔ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں تو اس (تفصیل) کے ساتھ ہے کہ کسی کتاب میں نہیں، باایں ہمہ چوتھی بار تصریحاً اسے ارشاد فرمایا کہ تمام طبائع کو آخرت کا یقین ہی ایمان پر مستقیم رکھتا، اور راہ اطاعت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ عز وجل لذاتہ مستحق (عبادت) ہے اگر بالفرض عبادت پر کوئی ثواب موعود نہ ہوتا کہ ترک پر کوئی عذاب ہو وہ مستحق عبادت ہے توریت مقدس میں ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو بہشت (کی) خواہش یا دوزخ کے خوف سے میری عبادت کرے، کیا اگر میں بہشت دوزخ نہ بناتا تو مستحق عبادت نہ تھا؟ مگر یہ صفت مردوں کی ہے عام خلائق مثل اطفال ہیں بھلائی کی (طرف) بلانے اور برائی سے روکنے کے لئے لالچ دیا جاتا اور ڈرایا دھمکایا جاتا ہے لہٰذا آخرت پر ایمان دیا بالتصریح جداگانہ ذکر فرمایا۔

ف۲ یہ نہ فرمایا کہ "تمہیں برابر ہے" کہ حضور تو ان پر حجۃ اللہ قائم فرما رہے ہیں۔ ہاں انہیں یکساں ہے ——— اور اسی تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بعض گمراہوں نے جو اس میں معاذ اللہ عبث ہونے کا احتمال نکالا ہے، محض ضلالت ہے کیا حجۃ اللہ قائم کرنا معاذ اللہ عبث ہے انہیں تبلیغ ودعوت نہ فرمائی جاتی تو روز قیامت ان کے لئے کہنے کو جگہ ہوتی کہ ہمیں کسی نے ڈرایا ہی نہیں۔ جیسا کہ باوصف ہزاروں تبلیغوں کے یہی جھوٹا عذر پیش کریں گے۔ اس کے رفع کے لئے انہیں ڈرایا گیا اور (حجۃ اللہ) ان پر قائم ہو گئی۔

ف۳ یہ آیہ کریمہ جبریوں، قدریوں، رافضیوں، معتزلیوں سب پر رد بلیغ ہے۔ جبریوں پر تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے بڑا عذاب بتاتا ہے۔ اگر انسان اپنے کام میں پتھر کی طرح مجبور محض ہے تو اس پر (عذاب) کس لئے؟ قدریہ، معتزلیہ نے بندے کو اپنے مطلقاً افعال، اور روافض نے افعال شر کا خالق اس لئے مانا تھا کہ ان کے زعم باطل میں مولیٰ تعالیٰ پر ارادہ شر کا الزام نہ آئے وہ اب بھی حاصل ہے۔ جب اس نے ان کے دلوں پر مہر فرمائی کہ حق نہ سمجھ سکیں۔ کانوں پر مہر لگا دی کہ حق بات کان تک ہی نہ پہونچے تو تمہارے ناقص (عقول) کے طور پر ان کے کفر کا الزام کس پر؟ تو ثابت ہوا کہ مذہب اہلسنت حق ہے کہ نہ اس پر اصلح واجب نہ اس کے کسی فعل پر سوال وارد۔ دو غلاموں کا ایک مالک مجازی ہو وہ ایک کو مسجد کی خدمت پر مقرر کرے، دوسرے کو پاخانہ کمانے پر، اور دونوں ہوں ایک سے، تو اس پر اگر کوئی اعتراض کرے، وہ یہی جواب دے گا میں مالک ہوں جس سے جو چاہا کام لیا۔ جب مالک مجازی سے سوال نہیں ہو سکتا تو مالک حقیقی سے سوال کرنے والا کون؟ جو چاہا

کیا۔ جو چاہے گا کرے گا۔ انسان اور پتھر میں فرق (بدیہی) ہے۔ مولیٰ تعالیٰ نے اسے عقل دی۔ ایک نوع اختیار دیا۔ اس نے اسے انکار میں صرف کیا۔ دنیا میں سزا یہ دی کہ ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی کہ اب سننے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے اور آخرت میں ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔

ف یہ آیت کریمہ نیچریہ کا رد ہے جو صرف کلمہ گوئی کو ایمان کے لئے کافی جانتے ہیں۔ یہاں ان کے کلمہ گوئی کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ مسلمان نہیں۔

ومن الناس من یقول اٰمنا باللہ وبالیوم الاٰخر وما
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور
ھم بمؤمنین ۝ یخٰدعون اللہ والذین اٰمنوا ج
وہ ایمان لانے والے نہیں ف۱ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو
وما یخدعون الا انفسھم وما یشعرون ۝ فی
اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ ف۲
قلوبھم مرض فزادھم اللہ مرضا ج ولھم عذاب
ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے
الیم بما کانوا یکذبون ۝ واذا قیل لھم لا
دردناک عذاب ہے۔ بدلا ان کے جھوٹ کا ف۳ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں
تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون ۝
فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں: سنتا ہے وہی
الا انھم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون ۝
فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ
واذا قیل لھم اٰمنوا کما اٰمن الناس قالوا
جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں ۔
انؤمن کما اٰمن السفھاء الا انھم ھم السفھاء
ف۴ سنتا ہے وہی احمق ہیں ف۵ مگر جانتے نہیں ف۶ اور جب
ولکن لا یعلمون ۝ واذا لقوا الذین اٰمنوا
ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے

قالوا اٰمنا واذا خلوا الی شیٰطینھم قالوا انا
شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
معکم انما نحن مستھزءون ۝
ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں ۔

ف۱ اس آیت کریمہ میں تقیہ (تقیہ کا عیب) والا مسلمانوں کو فریب ہی دیا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ بھی اس کے اس فریب کی گرفت نہ کرے گا تو (گویا اللہ کو بھی) فریب دینا چاہتا ہے اسے فرما دیا کہ یہ ان کا خیال خام ہے بلکہ خود اپنی جانوں کو فریب میں ڈالے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کر بچ گئے اور ایک دن وہ آنے والا ہے تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر جس دن دلوں کی چھپی جانچی جائیں گی۔ اس دن نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔

ف۲ یہ آیت کریمہ معتزلہ و روافض کا رد ہے۔ ان کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل پر (اصلح) واجب ہے یعنی بندہ کے حق میں وہی کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ جس کے دل میں بیماری ہو . . . . . . . اس کی بیماری بڑھا دینا کیا اس کے حق میں بہتر ہے؟ بلکہ وہی ہے یفعل اللہ ما یشاء اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

ف۳ یہ آیت کریمہ ان لوگوں پر رد ہے جو صلح کلی بننا چاہتے ہیں جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اس میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں اور اسے اصلاح جانتے ہیں۔ فرما دیا کہ یہ بڑا فساد ہے۔ اصلاح تو دین پر قائم رہنے میں ہے اور قیام دین کے دو رکن ہیں (الحب للہ والبغض للہ) محبوبوں سے محبت اور دشمنوں سے عداوت بغیر یکسو ہوئے نہیں ہوتا۔ دور رُخے پن سے دین تو گیا ہی، دنیا میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص دونوں فریق کی نگاہ میں (ذلیل) ہوتا ہے۔ ——— ف۴ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عقل، علم، کمالات کیسے ہی ہوں آدمی کو احمق ہونے سے نہیں بچا سکتے جب تک ایمان نہ لائے۔ ایک بوہرا جسے لوگ بے عقل کہیں اور ہو مسلمان، اور دوسرا کافر فلسفی کہ دنیا کی عقل بدرجہ کمال رکھتا اور فلسفہ و ہیئات و ہندسہ و ریاضی کا علامہ ہو، عند اللہ یہ احمق ہے اور اس کی عقل اس (سے) بدرجہا بہتر ہے کہ وہ نجات کی راہ چلا اور اس نے اپنے لئے ہمیشہ کی آگ اختیار کی اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہے۔ ف۵ حماقت پر حماقت یہ جہل مرکب کہ ہیں احمق، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عاقل۔ ف۶ یہ آیت کریمہ بھی تقیہ کا (رد) ہے۔

# کنز الایمان پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ

علامہ اختر حسین فیضی (دار العلوم قادریہ، چریا کوٹ، اعظم گڑھ انڈیا)

مجدد اسلام امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ العزیز دینِ اسلام کے سچے علم بردار اور دینِ حنیف کے ایک صاحب اخلاص مبلغ تھے، کسی عبادت یا افعال و کردار سے دین پر اگر کوئی آنچ آتی نظر آتی تو فوراً اس کا سد باب کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور احسن طریقے سے بیخ کنی کرتے۔

قرآنِ مقدس کے غلط ترجموں کی بہتات دیکھ کر ان کے خلیفۂ خاص حضرت صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمتہ اللہ علیہ (مصنف بہار شریعت) نے آپ سے ترجمہ کرنے کی گزارش کی، مصروفیات کے باوجود آپ نے اس کار اہم کی طرف توجہ فرمائی اور ایک مختصر سی مدت میں صدر الشریعہ کو املا کرا دیا، جس کا تاریخی نام "کنز الایمان فی ترجمتہ القرآن" (۱۳۳۰ھ) رکھا، جو چھپنے کے بعد تمام ترجموں پر صحت اور درستگی کے اعتبار سے فوقیت لے گیا۔ اس ترجمہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر معاندین نے ترجمہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تاکہ اس کا چڑھتا ہوا سورج غروب ہو جائے۔

سردست دو آیتوں پر اعتراضات کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین بغور مطالعہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ اعتراضات کس قدر بودے ہیں، معترض ہیں جناب مولوی جمیل احمد نذیری دیو بندی، مفتی جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور اعظم گڑھ یوپی۔ ہندوستان۔

(۱) وَلَئِنْ اَتَیْتَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ بِکُلِّ اٰیَۃٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَکَ ج وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّکَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِیْنَ (سورۃ بقرہ۔ پارہ ۲۔ آیت ۱۴۵۔)

ترجمہ:۔ "اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ

کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں، اور (اے سننے والے کسے باشد) اگر تو انکی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہو گا"۔ (کنز الایمان)

مذکورہ ترجمہ پر معترض نے یہ اظہار خیال کیا۔

اس ترجمہ میں خاں صاحب نے بریکٹ میں "اے سننے والے کسے باشد" کا اضافہ کرکے اس خطاب کو ختم کر دیا جو ماسبق سے چلا آرہا تھا، جب کہ تمام اردو و عربی مفسرین نے اسی ماسبق کے خطاب کی رعایت کی ہے، آیت کا سیاق وسباق اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ پوری آیت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں خطاب بدل کیسے جائے گا۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ بریلوی اعلیٰ حضرت نے اپنی روایتی فریب کاری اور چالبازی کا ہاتھ یہاں دکھا دیا، جو خطاب کسی بھی عربی اردو مفسر و مترجم کے خواب و خیال میں بھی نہیں (اور آیت کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوتے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا) خاں صاحب نے پوری آیت سے آنکھ بند کرکے اپنے ہاتھ سے وہ خطاب لکھ مارا (۱)

لگے ہاتھوں پیشوایان دیو بند کی دو اہم اور معتبر شخصیات کے ترجمے پیش کئے جارہے ہیں، جس سے اندازہ ہو گا کہ " اے سننے والے کسے باشد" یا اس قسم کے دوسرے جملے کا اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے ترجمہ کس قدر عصمت سوز اور قرآنی مفہوم کی ادائیگی سے بعید تر ہو گیا ہے۔۔۔ پیش ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ۔

"اور اگر آپ (ان) اہل کتاب کے سامنے تمام (دنیا بھر کی) دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ (کبھی) آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، (پھر موافقت کی کیا صورت) اور ان کا کوئی (فریق) بھی دوسرے (فریق) کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے (ان) نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں (اور وہ بھی) آپ کے پاس علم (وحی) آئے پیچھے تو یقیناً آپ (نعوذ باللہ) ظالموں میں شمار ہونے لگیں۔

اور ان کے شیخ الہند محمود الحسن دیو بندی یہ ترجمہ کرتے ہیں۔

اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ۔ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بیشک تو بھی ہوا بے انصافوں میں۔

مذکورہ بالا دونوں ترجموں میں خط کشید الفاظ سے تنقیص رسالت ظاہر ہوتی ہے، جب کہ قرآن مقدس کی کسی بھی آیت میں تنقیص رسالت کا شائبہ تک نہیں، قرآن مجید تو مکمل طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور توصیف ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش پر

بیت المقدس کے بجائے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس قبلہ سے انحراف کریں جب کہ کعبہ کا قبلہ بنایا جانا ہی آپ کو پسند تھا۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اسی آیت سے پہلے مذکور ہے۔

قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَکُمْ شَطْرَهٗ ط

(سورہ بقرہ۔ ۱۴۴)

ترجمہ:۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمھارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمھاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد الحرام کی طرف۔ اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کرو۔ (کنزالایمان) ۵ے

تقریب فہم کے لئے تحویل قبلہ کا پس منظر پیش خدمت ہے۔

سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے کعبۃ اللہ کی طرف (جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تعمیر کیا) منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالی کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے یہ سلسلہ تقریباً سولہ سترہ ماہ جاری رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے مدینہ کے یہودی بہت خوش تھے اور کہتے کہ اگر چہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارا دین قبول نہیں کیا، مگر ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں تو ادا کرتے ہیں، بعض یہ کہتے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہی اصل قبلہ ہے اسی لئے تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے رفقاء نے اپنا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ ان کی یہ بکواس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزری، اور صحابہ نے بھی اسے ناپسند کیا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا، اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کی پیروی کی، تو منافقوں اور یہودیوں کو بڑا قلق ہوا اور اِدھر اُدھر کی لایعنی باتیں کرنے لگے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان بیوقوفوں کی باتوں پر نہ جائیں اِن عقل کے اندھوں سے فرما دیں کہ اللہ ہی کا مشرق و مغرب ہے اسی کے حکم سے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تمھیں اعتراض کا کیا حق۔

ذیل میں علماء اسلام او معتبر مفسرین کی تحریرات پیش کی جا رہی ہیں ان حوالہ جات سے واضح ہو جائے گا کہ کون سا ترجمہ تفاسیر کی روشنی میں ہے، اور مفسرین کے نزدیک معتبر کیا ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ولئن اتبعت **اھواء ھم ---- تا ---- انک لمن الظالمین** کے تحت ارشاد فرماتے ہیں۔

**ان ظاہر الخطاب و ان کان مع الرسول الا ان الامر ادمنہ غیرہ** (۲)

ترجمہ:۔ ظاہر خطاب اگرچہ رسول کے ساتھ ہے لیکن اس سے مراد رسول کے علاوہ یعنی امتی ہیں۔

صاحبِ تفسیر خازن فرماتے ہیں۔

**ھذا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و المراد بہ الا مۃ لانہ صلی اللہ علیہ و سلم لا یتبع اھواء ھم ابدا۔** (۳)

ترجمہ:۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد امتی ہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں اور منافقوں کی کبھی بھی پیروی نہیں کر سکتے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

**فھو محمول علی ارادۃ امتہ لعصمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و خوطب علیہ السلام تعظیما الامر** (۴)

"اس خطاب سے مراد اُمتی ہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ اور رسول اللہ سے خطاب تعظیم امر کے طور پر ہے"۔

قاضی ثناء اللہ عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

**و المقصود من الایۃ نھی الامۃ و تھدید ھم عن اتبا ع الا ھواء علی خلاف العلم الذی جاء من اللہ تعالی بابلغ الوجوہ** (۵)

ترجمہ:۔ "آیت سے مقصود امت کو خواہشات کی اتباع سے ڈرانا اور دھمکانا ہے اس علم کے خلاف جو اللہ کی جانب سے بطریق احسن ثابت ہے"۔

اس آیت کی تفسیری میں مشہور مفسر ابن کثیر نے بھی یہی فرمایا کہ اس آیت میں نبی کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا گیا کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا صریح ظلم ہے (۶)

علامہ عبد اللہ بن احمد محمود النسفی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں

**و قیل الخطاب فی الظاھر للنبی علیہ السلام و المراد امتہ** (۷)

ترجمہ:۔ "ظاہر میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مراد ان کی امت ہے"۔

معترض موصوف یہ نہیں سمجھ سکے کہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز پر اعتراض کرنا اصل میں مستند علماء کرام مفسرین عظام پر اعتراض کرنا ہے، ان کے ترجمہ پر کیچڑ حقیقت میں معتبر مفسرین کی تفاسیر کو غیر معتبر ماننا ہے اس لئے کہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے انھیں حضرات کی تفاسیر کی روشنی میں ترجمہ کیا ہے جیسا کہ حوالہ جات سے ہے۔ اگر آپ "اے سننے والے کسی باشد" کا اضافہ نہ کرتے ترجمہ شان رسالت کے منافی ہوتا، اور قرآن مجید کی معنوی تحریف ہوتی۔

معترض کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم میں

بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ شروع میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آخر میں امتی سے اگر موصوف قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تفسیرِ جلالین اور تفسیرِ مدارک ہی کو کم سے کم سامنے رکھیں جن میں اس کی صراحت ہوتی ہے تو اس قسم کی لایعنی باتیں نہ کریں۔

ذیل میں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، جس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے پھر درمیان آیت سے خطاب بدل کر امتیوں سے ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تھانوی صاحب کا ترجمہ بھی پیش ہے جس میں اس خطاب کی رعایت بھی موجود ہے۔

و القد او حی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین

(سورہ زمر، آیت ۶۵)

ترجمہ:- "اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ (بات) وحی میں بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام (سب) غارت ہو جائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا (تو اے مخاطب کبھی شرک مت کرنا)"۔

"لقد اوحی" سے "من قبلک" تک خطاب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور "لئن اشرکت" سے "من الخاسرین" تک رسول کی امت سے ہے۔ اور تھانوی صاحب کے ترجمہ میں بھی اس کی رعایت ملحوظ ہے۔ اب جناب معترض تھانوی صاحب سے پوچھیں کہ حضور! یہاں خطاب تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ درمیان آیت میں خطاب بدل کیسے گیا،

اب معترض صاحب ہی کی زبان میں کیا یہ کہنا روا نہ ہو گا کہ "دیو بندی حکیم الامت نے اپنی روایتی فریب کاری اور چالبازی کا ہاتھ یہاں دکھا دیا جو خطاب کسی بھی عربی، اردو مفسر و مترجم کے خواب و خیال میں نہیں حکیم صاحب نے پوری آیت سے آنکھ بند کر کے اپنے ہاتھ سے وہ خطاب لکھ مارا۔"

ہم یہ نہیں کہتے کہ تھانوی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ یہاں ہمیں صرف اتنی سی بات پیش کرنا ہے کہ جب امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ترجمہ میں "اے سننے والے کسے باشد" سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور خطاب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو تھانوی صاحب کے ترجمہ میں "اے عام مخاطب" سے قرآن کے معانی میں کیوں نہیں فساد لازم آیا، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ معترض کی دورخی پالیسی اور نرا تعصب ہے۔

(۲) دوسرا اعتراض سورہ غاشیہ کی آیت "ولَسْتَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ" کے ترجمہ پر ہے، جس میں معترض نے علماء اہل سنت کو چیلنج دیا ہے اور بزعم خویش میدانِ کارِ زار جیت لیا ہے، ذیل میں آیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ کا ترجمہ اور موصوف معترض کا فلک شگاف نعرۂ اعتراض ملاحظہ فرمائیں۔

لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ

ترجمہ:- تم کچھ ان پر کڑوڑا نہیں (کنز الایمان)

ترجمہ میں جناب معترض لفظ "کڑوڑا" پر یوں لب کشا ہوتے ہیں۔

"اپنے اعلیٰ حضرت کی اردو دانی کا گلا پھاڑ پھاڑ اعلان کرنے والے رضای خانی علماء بتائیں کہ آخر یہ "کڑوڑا" کون سی اردو ہے" (٨)

ناظرین ہماری ذیل کی عبارتیں پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ اعتراض کی حقیقت کیا ہے، اور معترض کا مبلغ علم کیا ہے۔

جب امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے اپنا ترجمہ "کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن" پیش کیا تو اس وقت بریلی اور قرب و جوار کے علاقوں پر روہیلکھنڈ کی ٹکسالی زبان کا تسلط تھا، گویا وہاں کے باشندے خود اہل زبان تھے، اور اہل زبان اپنی زبان کے پوری طرح پیرو ہوتے ہیں، بلکہ اپنی زبان کی اقتداء کرنا واجب تصور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کر ترجمہ روہیل کھنڈ کی ٹکسالی زبان میں کیا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں لفظ "مُصَیطِر" کا ترجمہ "کڑوڑا" کیا گیا ہے، اور تمام عربی مفسرین نے "مصیطر" کی تفسیر "مُسَلِّط" سے کی ہے جیسا کہ تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر حسینی اور تفسیر ابن عباس میں ہے۔۔۔۔ اب "مصیطر" اور "مسلط" کے متعلق اہل لغات کا نظریہ ملاحظہ فرمائیں۔

مُصَیطِر:۔ جم کر کھڑا ہو جانے والا، مُسَلِّط، داروغہ۔ (٩)

مُسَلِّط:۔ (بضم میم و فتح سین و تشدید لام مکسور) برگمارندہ کسیں را بر کسی و مجازاً بمعنی غالب زور آور۔ (بفتح لام) شخصے کہ او را بر کسی گماشتہ باشند مجازاً بمعنی مغلوب۔ (١٠)

مسلط:۔ غالب، فاتح، کسی کو کسی پر مقرر کرنے والا۔ فرہنگ عامرہ ص ۴٨٠ از محمد عبد اللہ خاں خویشگی۔ مکتبہ اشاعت اردو دہلی۔

"کڑوڑا" سے متعلق بھی اہل لغات کی رائے گرامی ملاحظہ فرمائیں۔

کڑوڑا:۔ (بفتح اول) کسی شخص کا کسی عامل وغیرہ پر تعینات گر ہونا، اور اس کے کام کا نگراں رہنا۔ مصیطر اور مسلط عربی (١١)

کڑوڑا:۔ وہ حاکم جو اور افسروں پر افسر ہو، افسروں کا افسر، حاکموں کا حاکم (١٢)

کڑوڑا:۔ وہ شخص جو اور حاکموں پر حاکم ہو (١٣)

کڑوڑا:۔ وہ شخص جو عاملوں اور محصلوں پر خیانت کی نگرانی کے واسطے کوئی حاکم مقرر کرے، افسروں کا افسر، حاکموں کا حاکم، بڑا عہدہ دار جس کے ماتحت اور عہدے دار بھی ہوں ؎

کڑوڑوں کیوں نہ بیٹھیں بلک دل میں رنج کے تھانے
کہ درد عشق ہے یاں سائرو دائر کڑوڑا سا
جرأت (١٤)

جناب معترض مذکورہ بالا حوالہ جات پڑھیں اور اپنی مائیگی کا ماتم کریں۔ علمائے کرام اور مفسرینِ عظام کی شان پ

بے جا اعتراض کر کے گستاخوں کی فہرست میں نام نہ درج کرائیں۔

نوٹ:۔ اس مختصر جائزے سے جو باتیں واضح ہیں وہ یہ ہیں:۔

- امام احمد رضا قدس اللہ سرہ العزیز کا ترجمۂ قرآن (کنز الایمان) تمام مستند تفاسیر کا عطر مجموعہ ہے،
- اس کا مطالعہ ایک عام قاری کو ان تمام تفاسیر کی ورق گردانی سے مستغنی کر دیتا ہے،
- اس کی زبان و بیان سادہ، معتبر اور ٹکسالی ہے،
- اس پر خواہی نخواہی اعتراض، متعرض کی اپنی کم مائیگی اور علمی دیوالیہ پن کی مظہر ہوگی۔

------------

# مراجع


۱ -- رضا خانی ترجمہ و تفسیر پر ای نظر، ص ۱۴۴، مولوی جمیل احمد نذیری مبارک پوری، مکتبہ صداقت مبارک پور۔

۲ -- تفسیر کبیر، رابع ص ۔ ۱۴۳، امام فخر الدین رازی بیروت

۳ -- تفسیر خازن اول، ص۔ ۱۰۵

۴ -- تفسیر قرطبی، بحوالہ تفسیر ضیاء القرآن، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی

۵ -- تفسیر مظہری ص۔ ۱۴۵ قاضی ثناء اللہ عثمانی

۶ -- تفسیر ابن کثیر اردو اول ص ۔ ۷ اسماعیل بن عمر بن کثیر، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی۔

۷ -- تفسری مدارک مع الاکلیل ثانی ص ۔ ۹۱، علامہ عبداللہ بن محمود انسعی

۸ -- رضا خانی ترجمہ و تفسیر پر ایک نظر ص ۔ ۱۳۹، مولوی جمیل احمد نذیری مبارک پوری مکتبہ صداقت مبارکپور

۹ -- قاموس القرآن ص ۵۲۳، قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی مکتبہ علیحید قاضی منزل میرٹھ

۱۰ - غیاث اللغات ص ۔ ۶۶۴، محمد غیاث الدین رامپوری، رحمت اللہ روڈ بمبئی

۱۱ -اشرف اللغات ج۔ ۲، ص۔ ۹۸

۱۲ فیروز اللغات ص ۔ ۱۵۷، مولوی فیروز الدین، چوڑی والان دہلی

۱۳ سرمایہ ٔزبان اردو، ص۔ ۲۹۱

۱۴ فرہنگ آصفیہ جلد دوم ص۔ ۱۵۹۳، مولوی سید احمد دہلوی ترقی اردو بیورو نئی دہلی۔

# امام احمد رضا کی فقہی بصیرت

مفتی محمد عبد المبین نعمانی قادری
(دار العلوم قادریہ چریاکوٹ، اعظم گڑھ، انڈیا)

اللہ رب محمد صلی علیہ و سلما
و علی ذولہ و الہ ابد الدھور و کرما

رد المحتار علی الدر المختار معروف بہ فتاویٰ شامی سے کون اہل علم واقف نہیں اسی مشہور حاشیہ کہ متن در مختار شرح تنویر الابصار پر حضرت علامہ سید احمد بن محمد بن اسمعیل طحطاوی مصری (متوفی ۱۲۳۱ھ) نے بھی حاشیہ لکھا ہے جو حاشیہ الطحطاوی علی الدر المختار کے نام سے موسوم اور طحطاوی علی الدر سے مشہور ہے اس حاشیے کی اہمیت کے لئے یہی کافی کہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ نے اپنے حاشیے میں اس سے استفادہ کیا ہے یہ دونوں حواشی پورے عالم اسلام میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جتے ہیں اور فتاوے میں ان کے حوالے مقبول و معتمد ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ نے ہر دو پر اپنی تعلیقات سپرد قلم فرمائی ہیں۔ جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ہم یہاں حاشیہ طحطاوی علی الدر پر تعلیقات رضا کا تعارف، خصوصیات اور بعض اہم نمونے پیش کرتے ہیں مجدد اسلام مقبول انام امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے حواشی اور تعلیقات کا درجہ عام حواشی اور تعلیقات سے بالکل مختلف ہے عام طور سے محشی حضرات کسی ایک کتاب کا انتخاب کر لیتے ہیں پھر اپنی پوری صلاحیت اس پر صرف کرتے ہیں اس کے ہر ہر گوشے پر لغوی معنوی انداز سے بحث کرتے ہیں اور اس سلسلے میں قدیم حواشی اور اقوال کو بھی حتی المقدور نقل و جمع کرتے جاتے ہیں اس طرح اکثر حواشی حجماً ضخیم و عظیم ہو جاتے ہیں جو محشی کے کثرت مطالعہ اور ذوق تحقیق کی نشانی قرار پاتے ہیں جن حضرات نے کتب فتاویٰ وغیرہ پر اس طرح کی علمی خدمت کی ہے یقیناً سراہنے کے قابل ہے اور ان کے احسانات سے ہماری گردنیں جھکی ہیں مگر میدان تحقیق و تدقیق کے شہسوار اسلامی علوم و معارف کے بحر ناپیدا

کنار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ جب کسی کتاب پر حواشی و تعلیقات سپرد قلم فرماتے ہیں تو آپ کا انداز بالکل جداگانہ اور منفرد ہوتا ہے آپ متن کے ہر ہر لفظ کی تحقیق اور عبارت کی پوری تشریح میں خود کو مصروف نہیں کرتے بلکہ متعلقہ کتاب کا مطالعہ فرماتے چلے جاتے ہیں اور جہاں کہیں مصنف نے کوئی لغوی تحقیق میں کمی کی جس سے عبارت کا مفہوم کما حقہ، سمجھنے میں قاری کو دقت ہو سکتی ہے یا غلطی میں پڑ سکتا ہے تو آپ فوراً اس کمی کو پورا فرماتے ہیں پھر اگر لغوی تحقیق میں کوئی خامی اور غلطی دیکھتے ہیں تو اس پر بھی متنبہ فرماتے ہیں اور اگر مصنف نے کوئی تاریخی غلطی کی ہے یا اسماء الرجال میں تسامح واقع ہوا ہے تو پورے شرح و بسط کے ساتھ اس کی بھی نشاندہی فرماتے ہیں۔ یا اگر مصنف نے غیر مفتی بہ قول کو مفتیٰ بہ قرار دیا ہے یا حسن کو حسن بتایا ہے تو اس کی بھی تفصیل و تحقیق فرماتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصنف یا شارح نے کسی مسئلہ کو بیان کر کے ایک یا چند حوالوں پر اکتفا فرمایا اور دوسری کتب میں بھی یہ مسئلہ مصرح ہے تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ ان تمام کتب کی نشاندہی فرماتے ہیں

جن جن میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور بسا اوقات حسب ضرورت کتب و عبارات کے اختلاف و تفاوت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی ترجیحی رائے بھی حوالہ قلم فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شارح یا محشی متن کی تشریح کرتے ہوئے عبارت میں چند احتمالات پیش کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ ان میں ترجیح فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی کتاب میں کوئی عبارت موقع و محل کے لحاظ سے غیر مناسب نظر آتی ہے تو اس پر بھی خط تصحیح کھینچتے ہوئے مناسب عبارت کی نشاندہی فرماتے ہیں۔۔۔ گویا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حواشی و تعلیقات میں بھی شان افتاء، جذبۂ اصلاح اور تحقیق و تدقیق پوری آب و تاب کے ساتھ نگاہوں کو خیرہ کرتے نظر آتے ہیں جنھیں دیکھ کر ہر انصاف پسند اس حقیقت کے تسلیم پر مجبور ہے کہ اعلیٰ حضرت کے حواشی و تعلیقات مستقل تصنیف و تحقیق کا درجہ رکھتے ہیں، قدیم شروح و حواشی کا انتخاب یا عطر مجموعہ نہیں ہوتے جیسا کہ بیشتر شروح و حواشی کا حال ہے۔

جنھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریروں کے مطالعہ کا موقع ملا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت شروح و حواشی کے معروف طریقے پر کسی کتاب پر ہر عبارت کی شرح لکھتے تو شاید کسی ایک ہی کتاب کی شرح لکھنے میں عمر تمام ہو جاتی اور شرح پوری نہ ہو پاتی کیوں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کو انتہا تک پہونچا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا منشا اس طرح اپنے علم کی شان دکھانا نہ تھا بلکہ آپ کا منصب تو منصب تجدید و اصلاح تھا لہذا جب جس امر کے بارے میں سوال ہوا اس پر سیر حاصل بحث فرمائی اور مسئلہ کی تمام جہتوں کو اجاگر کر دیا اور جو آپ کا شرعی و دینی فریضہ تھا۔ اسی طرح جب کسی کتاب کا مطالعہ

فرمایا تو اس میں. جہاں. جہاں اصلاح و ترمیم اور تشریح و تصریح کی جس قدر ضرورت تھی اس پر نوٹ لگائے بغیر آگے نہیں بڑھے اور یہ بھی آپ کا دینی و علمی فریضہ تھا۔ اس طرح آپ کے مطالعہ سے گذری ہوئی کم کتابیں ایسی ہوں گی کہ اس پر آپ کے حواشی یا تعلیقات یا نوٹس نہ ہوں ان میں بعض مبسوط ہیں. بہت مختصر۔

سر دست حاشیہ طحطاوی پر اعلیٰ حضرت کی تعلیقات کے چند نمونے پیش کئے جا رہے ہیں جن سے اعلیٰ حضرت کے تعلیقات کی اہمیت بخوبی واضح ہو جائے گی، پہلے علامہ طحطاوی کے قول کا خلاصہ پیش ہو گا پھر اس پر اعلیٰ حضرت کی تعلیق کا خلاصہ۔

پہلی مثال:۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں لفظ رحمن و رحیم پر بحث کرتے ہوئے علامہ طحطاوی فرماتے ہیں بعض کے نزدیک رحمن ابلغ ہے اور اس کو زمخشری مشہور معتزلی مفسر (صاحب کشاف) نے پسند کیا ہے اور بعض کے نزدیک رحیم ابلغ ہے قول ثانی یعنی رحیم کے ابلغ ہونے پر امام طحطاوی نے بطور دلیل ایک حدیث بیان کی جس میں **رحیم الدینا و رحمن الآخرۃ** آیا ہے علامہ طحطاوی کا مقصد شاید یہ ہے کہ لفظ رحیم کو دنیا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جس میں اس کے محدد مومنین اور کفار دونوں ہیں مگر رحمن کو آخرت کے ساتھ خاص کیا. جہاں صرف مومنین ہی رحمت کے مستحق ہوں گے۔

اعلیٰ حضرت:۔ فرماتے ہیں حدیث کے اندر رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہا بھی آیا ہے یعنی دنیا و آخرت کا رحمن اور ان دونوں کا رحیم لہذا کسی ایک حدیث کے پیش نظر رحمن کو آخرت سے خاص کرنا اور رحیم کو دنیا سے صحیح نہیں ہے اور حدیث پاک کے الفاظ دونوں مذاہب کا رد کرتے ہیں اور مذکورہ حدیث میں رحمن و رحیم کا ذکر تفسیر کے ساتھ از راہ تفنن ہے اور صحیح وہی ہے جسے علامہ طحطاوی نے خود آگے بیان کیا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت سے ابلغ ہے یعنی یہ کہنا صحیح نہیں کہ رحمن رحیم سے زیادہ بلیغ ہے یا رحیم رحمن سے زیادہ، رحمن جو فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے یہ استیلا و غلبہ کی حیثیت سے ابلغ ہے اور رحیم جو فعیل کے وزن پر مبالغہ ہے جس میں تکرار کا معنی پایا جاتے ہے، لہذا اس تکرار معنی کی حیثیت سے ابلغ ہے۔

دوسری مثال:۔ بسم اللہ کے احکام و مقامات بیان کرتے ہوئے علامہ طحطاوی فرماتے ہیں بعض جگہ بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے اور انھیں مقامات میں سے ایک مقام سورہ برات سے ابتداء قرآت ہے یعنی جب سورہ برات سے ہی پڑھنا شروع کرے تب بھی بسم اللہ نہ پڑھے کہ یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن بعض مشائخ فقہا نے کراہت کے لئے یہ قید لگائی ہے کہ جب سورہ برات کو سورہ انفال (اس سے پہلے والی سورت) سے ملا کر پڑھے تو مکروہ ہے ورنہ سورہ برات ہی سے ابتدا ہو تو بسم اللہ پڑھنا بدستور سنت ہے۔

گویا علامہ طحطاوی اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ ابتداء قرات میں بھی بسم اللہ مکروہ ہے اور ضعف کے ساتھ بعض مشائخ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ پہلی والی سورۃ سے ملا کر پڑھے تو بسم اللہ مکروہ ہے ورنہ

سنت (حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی یہ قول اخیر ہی قوی ہے نہ کہ ضعیف)

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہی بات اس حدیث پاک سے ثابت ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

اعلیٰ حضرت نے جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ حدیث ترمذی شریف جلد دوم صفحہ ۱۳۴ پر اس طرح درج ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ سورہ انفال اور سورہ برات کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا جب کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاتبین وحی کو حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورۃ میں شامل کر دو سورہ انفال مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں ہے جبکہ سورہ برات آخر قرآن سے ہے ان دونوں کے بیان کی مشابہت کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ایک شمار کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور آپ نے ان دونوں سورتوں کے ایک ہونے کے بارے میں کچھ نہ فرمایا تو میں نے ان دونوں کو بسم اللہ کے بغیر ملا دیا۔ (ترمذی) لہذا اس حدیث سے صرف یہ ثابت ہوتے ہے کہ سورہ برآت جب انفال کے ساتھ پڑھی جائے تو اس میں بسم اللہ نہ پڑھے اور ابتداء پڑھنے کی صورت میں بسم اللہ کی نفی نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھیں گے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ جیسا کہ کسی سورت کو جب بیچ سے پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں گے گویا اعلیٰ حضرت قدس سرہ بعض مشائخ کی طرف نسبت کر کے جس قول کو ضعیف بیان کیا گیا ہے اسی کی توثیق و تائید فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خلف ارشد حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت بھی غنیہ کے حوالے سے اسی کی تصریح کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں سورۃ برات سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہے اور اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورۃ برات آگئی تو تسمیہ پڑھنے کی حاجت نہیں (غنیہ) اور جو یہ مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتداء بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے یہ محض غلط ہے۔ (بہار شریعت حصہ ۳، ص ۱۰۲، رضوی کتب خانہ بریلی)

تیسری مثال:- درمختار کے مصنف علامہ علاء الدین حصکفی (متوفی ۱۰۸۸ھ) نے کتاب کے خطبہ میں خدائے تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ **یا من شرحت صدور نا الخ** اے وہ جس نے ہمارے سینوں کو کھول دیا

اس پر علامہ طحطاوی فرماتے ہیں مراد ہے اے وہ جس کو پکارا گیا اور یہ تعظیم کے طور پر ہے۔

اس پر اعلیٰ حضرت اقدس سرہ اس کی مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس طرز تخاطب کو بعض لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کیوں کہ بہت سی احادیث میں اس طرح کا خطاب مذکور ہے ان میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا یا من مسترا القبیح و اظہر الجمیل (اے وہ جس نے قبیح کو چھپایا اور جمیل کو ظاہر فرمایا) دوسری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا من وعد فوفا و اوعد فعفا۔ اے وہ جس نے وعدہ کیا تو پورا فرمایا اور ڈرایا پھر معاف فرمایا

اعلیٰ حضرت کی تعلیق میں ایک تو اس بات کا اضافہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس طرز کو مکروہ بتایا ہے اور دوسرے اس کا رد کرتے ہوئے دو حدیثوں سے اپنے قول کی توثیق فرمائی، جب کہ علامہ طحطاوی نے محض بیان جواز پر اکتفا کیا ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی وسعت علم اور قوت استدلال پر روشنی پڑتی ہے۔

چوتھی مثال:۔ علامہ طحطاوی نے اپنی کتاب حاشیۃ الدرر میں تاریخ بغداد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب فقہ کے بارے میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امام اعظم اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے طلب علم کے بارے میں استخارہ کیا تو جواب ملا کہ قرآن سیکھو میں نے کہا اس کا نتیجہ کیا ہو گا تو جواب ملا جب تم قرآن حفظ کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے بچے پڑھنے آئیں گے پھر ان میں کوئی تم سے زیادہ قابل ہو جائیگا یا برابر ہو جائے گا تو آپ کی سرداری ختم ہو جائے گی اسی طرح علم حدیث کے بارے میں ہو جاتے ہے کہ جب آپ حدیث پڑھیں گے پھر طلبہ آپ کے پاس آئیں گے تو کچھ دنوں کے بعد جھوٹ سے آپ محفوظ نہ رہ سکیں گے یعنی آپ کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں بھی منسوب ہوں گی اس طرح بلا وجہ آپ مہتم ہوں گے تو میں نے کہا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں پھر کہا اگر میں نحو پڑھوں گا تو کیا ہو گا جواب ملا مدرس ہو گے اور آمدنی دو تین دینار سے زیادہ نہ ہوگی میں نے کہا اس کا بھی نتیجہ اچھا نہیں، پھر میں نے کہا اگر شاعر ہو جاؤں اور مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہ ہو تو جواب کہا گیا اس صورت میں یا تو کسی کی ہجو کرے گا یا تو کسی کی مدح دونوں صورتیں نقصان سے خالی نہیں، اس طرح علم کلام کے بارے میں جواب ملا کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ کلامی ہونے کے بعد تجھ کو زندیق کہا جانے لگے گا، آخری سوال فقہ کے بارے میں کیا کہ اس کا کیا انجام ہو گا جواب ملا، جب تو فقیہ بن جائے گا تو لوگ تجھ سے مسائل پوچھیں گے تو فتویٰ دے گا پھر تجھ کو عہدہ قضا کی دعوت ملے گی تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر نفع بخش کوئی علم نہیں پھر میں نے علم فقہ حاصل کیا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس من گھڑت واقعہ پر اظہار تعجب کرتے ہوئے سب سے پہلے خدا سے اپنے اور ناقل کے لئے معافی کی دعا کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام اعظم کے ناقدین کے اقوال بھی جمع کر دیئے ہیں جس کا جواب "السہم المصیب فی کبد الخطیب" نامی کتاب کے ذریعہ دے دیا گیا ہے یہ من گھڑت حکایت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تعجب ہے اسکو وضع کرنے والے نے کس چالاکی سے وضع کیا ہے کہ بظاہر مدح معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ حقیقت میں ذم پر مشتمل ہے۔ امام جلال الدین السیوطی کو بھی اسی سے دھوکا

لگا اور انھوں نے بھی اس کو مناقب میں نقل کر دیا، پھر انھیں کی اتباع میں اور انھیں پر اعتماد کرتے ہوئے علامہ طحطاوی نے بھی نقل کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے (آمین)

ہر عقلمند اس واقعہ کی کمزوری کی شہادت دے گا عوام الناس میں سے تو یہ کس کا قول ہو سکتا ہے مگر علماء دین میں سے کسی کا قول نہیں ہو سکتا اس کے بطلان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ خیر القرون کا دور تھا اور ان دنوں فقہ فروعات کے طور پر کسی فن کا نام نہ تھا بلکہ اجتہاد ہی کا دوسرا نام فقہ تھا اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم میں مہارت تامہ اور عربی دانی کے بغیر اجتہاد نا ممکن ہے۔ خدا اس مفتری کا بھلا نہ کرے جس نے اس من گھڑت واقع کو گڑھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہ تو قرآن کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی حدیث کا بلکہ آپ صرف عربی داں تھے اس لئے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے جو چاہا حلال کیا جس کو چاہا حرام کر دیا اور یہ بات کوئی بے حیائے دین ہی کہہ سکتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

مذکورہ واقع کے من گھڑت ہونے کی تصریح اور اس کو تاریخی و عقلی دلائل سے مبرھن کرنا نیز تاریخ بغدادی کے غیر مستند ہونے کی تحقیق اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وسعت مطالعہ، تاریخ دانی اور دقیق النظری پر دال ہے۔ جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی و علامہ طحطاوی اس کی تہ تک نہ پہونچ سکے۔

مذکورہ واقع کی وضعیت اس بات پر بھی دلالت کرتے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق غلط فہمیوں کی اشاعت کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے لہذا اگر آج عقل و تقلید شرعی کے دشمن آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھال کر اپنے بغض و عناد کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو چنداں تعجب کی جا نہیں، ان کے گھٹانے سے آپ کی شخصیت نہیں گھٹ سکتی ان کی مثال بس ایسی ہی ہے کہ ع

مہ فشاند نور و سگ غو غو کند

پانچویں مثال:- علامہ طحطاوی نے ذخائر المہمات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ الاشاعتہ کے مصنف نے بعض جاہل حنفیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے نقل کر کے اس کا شدید رد کیا ہے۔ اور ہندوستان کے ایک شیخ طریقت نے بھی اپنی ایک مشہور تصنیف میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ان جہلا کا شدید رد کیا ہے جو امام مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقلید امام اعظم کا نظریہ رکھتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت اس عبارت پر حاشیہ لکھتے ہوتے سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ الاشاعتہ کا مصنف کون ہے پھر یہ کہ شیخ طریقت اور ان کی مشہور تصنیف سے کیا مراد ہے پھر نفس مضمون پر تنقید فرماتے ہوئے اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہو۔

صاحب الاشاعتہ سے مراد سید محمد بن سعید عبد الرسول برزنجی مدنی شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۱۱۰۳ھ ہیں۔

اور وہ ہندوستانی مصنف شیخ طریقت جن کی تصنیف مشہور ہے وہ شیخ مجدد سرہندی ہیں اور ان کی مشہور تصنیف مکتوبات ہے جو فارسی زبان میں ہے اور اس میں الاشاعتہ کی طرح مسئلہ مذکورہ کا رد جلد اول کے مکتوب ۲۸۲ میں ہے۔ پھر جلد دوم مکتوب ۵۵ میں خود شیخ مجدد علیہ الرحمتہ نے اس قول کی یہ توجیہہ پیش کی ہے آنچہ خواجہ محمد پارسا در فصول ستہ، نوشتہ است کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول مذہب امام ابی حنیفہ، عمل خواہد کرد یعنی اجتہاد و حضرت روح اللہ موافق اجتہاد امام اعظم خواہد بود نہ آنکہ تقلید این مذہب خواہد کرد، (منتخب مکتوبات امام ربانی ص ۲۶۲ مکتوب جلد دوم مطبوعہ استنبول ترکی)

ترجمہ:۔ فصول ستہ، میں خواجہ محمد پارسا نے جو یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے نزول کے بعد امام اعظم کے مذہب پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ اسلام کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد کے موافق ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب حنفی کی وہ تقلید کریں گے۔

علامہ طحطاوی نے اس بات کو مطلق لکھ کر رد کر دیا جب کہ یہ بات بالکل بے اصل نہیں بلکہ اس کی اصل ہے جیسا کہ حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمتہ کے قول ثانی سے بخوبی واضح ہے البتہ بعض کا اسے تقلید امام اعظم سے تعبیر کرنا غلط ہے اور ہو سکتا ہے یہ بھی امام اعظم کے حاسدین کا غلط پروپیگنڈہ ہو کہ بات تھی موافقت اجتہاد کی مگر اس کو تقلید سے بدل دیا تاکہ اس سے امام اعظم کی شان گھٹانے اور احناف کی تنقیص کرنے کی راہ ہموار ہونے ہو اور بعض حنفی مصنفین نے غلط فہمی و حقیقت ناشناسی میں اس رد کو مطلق نقل کر ڈالا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی طبع جوہر شناس تھی جس نے حقیقت کی کھوج لگا کر مسئلے کی صحیح نوعیت کو واشگاف کر دیا، رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ آگے چل کر اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات پیش کی ہیں جنھیں اصل کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔

چھٹی مثال:۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں خزانہ میں ہے جب ظہر کا وقت حد اختلاف میں داخل ہو جائے یعنی ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو جائے تو یہ وقت مکروہ ہے۔

اس متن کی توضیح یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں اختلاف ہے کہ کب تک رھتا ہے امام اعظم کا قول یہ ہے کہ زوال سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ مگر صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی علیہم الرحمتہ کا قول ہے کہ ہر چیز کے سایہ کے ایک مثل ہونے تک ہے سایہ اصلی کے علاوہ، تو امام طحطاوی خزانہ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظہر کا وقت جب ایک مثل سے زیادہ ہو جائے تو حد اختلاف میں داخل ہو جانے کی وجہ سے مکروہ ہے اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ ارقام فرماتے ہیں۔

اسی کتاب حاشیہ طحطاوی کے صفحہ ۱۷۹ میں بحر الرائق

کے حوالے سے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وقت ظہر میں حنفی
کے نزدیک کوئی کراہت نہیں اور یہی بات زیادہ بہتر ہے
جیسا کہ میں نے ردالمحتار شامی کے حاشیہ جد الممتار میں اس
مسئلہ پر تحقیقی بحث کی ہے (ملاحظہ ہو جد الممتار جلد اول
ص ۱۹۲۔ المجمع الاسلامی مبارک پور)

یہاں پر علامہ طحطاوی خود اپنی تصریح کے خلاف
لکھ گئے تھے جس پر اعلیٰ حضرت نے تنبیہ فرمائی اور صفحہ و
حوالہ کی نشاندہی فرمادی کہ کس صفحہ پر علامہ طحطاوی نے
اس کے خلاف صحیح مسئلہ لکھا ہے اور کس کتاب کے
حوالے سے، اس سے اعلیٰ حضرت کے تبحر واستحضار علمی کا
پتہ چلتا ہے۔

ساتویں مثال:۔ علامہ طحطاوی تذکرۂ قرطبی کے حوالہ
سے ایک روایت نقل کرتے ہیں تو جب مومن آیۃ الکرسی
پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچائے تو خدائے تعالیٰ ہر
قبر کو مشرق سے مغرب تک نور سے بھر دیتا ہے اور ان کی
قبروں کو کشادہ کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو ساٹھ نبیوں کا
ثواب دیتا یہ ہر میت کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند
کرتے ہے اور ہر میت کے بدلے اس کے نامۂ اعمال میں
دس نیکیاں لکھتا ہے۔

حضرت علامہ طحطاوی نے اس کو نقل کر کے برقرار
رکھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت ان کے نزدیک
قابل اعتماد ہے مگر اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں یوں
لگتا ہے کہ یہ روایت یوں ہی ادھر ادھر کی ہے یعنی اس
روایت میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن سے اس کا پایۂ اعتبار
سے ساقط ہونا واضح ہے۔

علامہ طحطاوی کی نظر جہاں نہ گئی اعلیٰ حضرت نے اس
کو صاف محسوس کر لیا کہ یہ روایت قابل اعتماد معلوم نہیں
ہوتی کہ واقعی بعض باتیں مثلاً مشرق سے مغرب تک تمام
قبروں کو کشادہ کر دینا اور تمام جہاں کے مردوں کے برابر
ثواب ملنا اور یہ ساٹھ نبیوں کا ثواب ملنا تو عجیب تر ہے۔

لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کا مقام احتیاط ملاحظہ ہو کہ
صاف لفظوں میں اس کو موضوع نہیں قرار دیا جیسا کہ غیر
محتاط لوگوں کا طریقہ ہے اظہار تعجب کر کے سکوت اختیار
کرتے ہیں کہ کسی حدیث کو موضوع بتانا آسان کام
نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضعیف سے ضعیف سند اس کی
موجود ہو اور اس ظاہر اشکال کا کوئی جواب بھی ہو جس طرف
اپنی توجہ نہ ہو سکی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض
احادیث واقعتا مروی ہوں اور بعض الحاقی تو موضوع قرار
دے دینے میں سب کی تغلیط لازم آئے گی اور موضوع و
غیر موضوع کا تعین نہایت مشکل ہے بخاری شریف
کتاب العلم کی حدیث ہے **من کذب علی متعمدا
فلیتبوأ مغفدہ من النار**، جو قصد امجد پر جھوٹ باندھے
وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے" تو جس طرح غیر حدیث کو حدیث
بتانا کذب ہے اسی طرح حدیث کو غیر حدیث کہنا بھی بلکہ
من وجہ یہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس نکتے کو بہت سے
لوگ نہیں سمجھتے اور حدیث کو موضوع کہنے میں بڑی بے
باکی کا ثبوت دیتے ہیں۔

آٹھویں مثال:۔ تنویر الابصار متن درمختار میں ہے کہ اگر

کسی شہر میں اسلامی حاکم نہ ہو تو وہاں کے باشندگان کسی قابل اعتماد آدمی کے قول پر روزہ رکھیں، علامہ طحطاوی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہ تو وہاں قاضی ہو اور نہ ہی حاکم (بحوالہ فتاویٰ ہندیہ)

اعلیٰ حضرت:۔ اس پر ارقام فرماتے ہیں جہاں حاکم نہ ہو وہاں علماء حکمراں ہیں اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کا حکم مانیں اگر علماء زیادہ ہوں تو ان میں جو زیادہ علم والا ہو وہی والی ہو گا اور اگر سب علم میں برابر ہیں تو قرعہ اندازی کی جائیگی جس کا نام آئے گا اس کو حاکم مانا جائے گا اس مسئلے کی صراحت۔ الحدیقۃ الندیہ (مصنفہ علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ الرحمۃ) میں موجود ہے۔

تنویر الابصار چونکہ متن ہے اس لئے اس پر اختصاراً صرف حاکم کا ذکر فرمایا جس میں ضمناً وہ لوگ بھی آ گئے جو بجائے حاکم مانے جاتے ہیں، مثلاً قاضی اور عالم دین، اور جب یہ دونوں بھی نہ ہوں تو بستی کے قابل اعتماد دیندار شخص کی بات پر حکم ہو گا وہ جیسا حکم گا مسلمانوں پر اسی کے مطابق عمل لازم ہو گا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹنے نہ پائے کیوں کہ اتحاد و اتفاق ہی کا نام زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اس مسئلے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طحطاوی نے حاکم کی جگہ صرف قاضی کا ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس کی پوری تفصیل کرتے ہوئے علمائے دین کو بھی حاکم قرار دیا اور (الحدیقۃ الندیہ) کے حوالے سے اس کو مؤید بھی کر دیا اس سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی دقت نظر کا پتہ چلتا ہے۔

نویں مثال:۔ صاحب در مختار نے یہ مسئلہ بیان کیا حاکم تنہا رمضان المبارک کا چاند دیکھے تو اسے اختیار ہے خود لوگوں کو روزے کا حکم سے یا گواہ قائم کرے اس قائم کرنے پر حضرت علامہ طحطاوی حاشیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کسی کو شہادت پر آمادہ کر پھر وہ شخص گواہی دے کہ مجھ ایک آدمی نے خبر دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے اور اس نے مجھے شہادت د کی ترغیب دی ہے

اعلیٰ حضرت:۔ تحریر فرماتے ہیں بلکہ میرے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام یا حاکم کسی کو اپنا نائب مق کرے پھر اس کے سامنے خود شہادت دے۔

یہاں اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ طریقہ شہادت ا علامہ طحطاوی کے طریقہ شہادت میں جو نمایاں فرق ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

دسویں مثال:۔ باب الھدی میں علامہ طحطاوی نے الرائق کے حوالہ سے ایک روایت نقل کر کے فرمایا روایت عباس بن مرداس راوی کی وجہ سے ضعیف ہے کہ یہ منکر الحدیث اور ساقط الاحتجاج یعنی غیر متعمد ہے۔

اعلیٰ حضرت:۔ قدس سرہ اس پر ارقام فرماتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سبقت قلم سے انھوں نے لکھدیا ورنہ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور ان کے بارے میں کسی نے ایسی کوئی با نقل بھی نہیں کی ہاں ابن حبان کا قول ان کے بیٹے حضر کنانہ کے بارے میں ہے مگر ان کے قول میں خود اختلا

ہے کہ ایک جگہ تو ضعفاء میں شمار کیا ہے اور پھر ثقات میں بھی ذکر کیا جس سے ان کی توثیق معلوم ہوتی ہے جس طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان رجال پر بھی اعلیٰ حضرت کی نظر بڑی کڑی تھی ضعیف ثقہ ہر طرح کے راویان حدیث کے حالات ہمہ وقت مستحضر رہتے تھے۔

گیارھویں مثال:۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک غیر انبیاء پر خلیفۃ اللہ کا اطلاق جائز نہیں کیوں کہ ان کے نزدیک یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہما السلام کے لئے خلیفہ آیا ہے۔

اعلیٰ حضرت:۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں حضرت امام مہدی کے لئے خلیفہ اللہ کا لفظ آیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ غیر انبیاء پر بھی اس لفظ کا اطلاق جائز ہے۔

بارھویں مثال:۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں اگر عورت وجود (حیض و نفاس سے) پاک ہونے کے خاوند کے پاس اس کے بلانے سے نہ آئے تو خاوند کو اسے سزا دینے کا حق ہے۔

اعلیٰ حضرت:۔ فرماتے ہیں مناسب تھا کہ ایسے مرض سے سلامتی کی بھی قید لگائی جاتی جس کے ساتھ جماع مناسب ہو یا نقصان دہ ہے اسی طرح عورت کے بلوغ کی شرط ضروری تھی۔

اس سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ دقت نظر اور تعمق کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تیرھویں مثال:۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خط لکھے اور اس میں لکھے کہ اسکی پشت پر جواب لکھ دو تو مکتوب الیہ کے لئے اس کاغذ کا لوٹانا ضروری ہے اور اس میں تصرف کا حق نہیں۔

اعلیٰ حضرت:۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر اس مکتوب میں لکھا کہ اس کو پڑھ کر فلاں کو پہنچا دو تو مکتوب الیہ کے لئے اس میں بھی تصرف جائز نہیں اب یا تو وہ کاتب کی طرف لوٹا دے یا اس کی طرف پہنچا دے (جس کو کہا ہے) اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تحریروں میں تفریع مسائل اور استخراج احکام کی بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں یہ تفریع مسائل کی ایک بہترین مثال ہے۔

چودھویں مثال:۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں بدعتی یعنی بد مذہب کی تکفیر میں اختلافؒ ہے اگر بد مذہب کی بد مذہبی کفر تک پہونچ چکی ہے اور اس کی کوئی صحیح تاویل ممکن نہیں تو بالا جماع اس کی تکفیر کی جائیگی (یعنی اسکے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں) البتہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے (یعنی بعض نے اس کو بھی کافر کہا ہے اور بعض نے نہیں) علامہ ابن ہمام نے شرح ہدایہ (فتح القدیر) میں فرمایا کہ اہل مذاہب کے کلام میں ایسے بہت سے لوگوں کی تکفیر ثابت ہے لیکن یہ ان فقہا کا کلام نہیں جو منصب اجتہاد پر فائز ہیں اور جو مجتہدیہ ہو اس کا اعتبار نہیں فقہائے مجتہدین سے عدم تکفیر ہی ثابت ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر مجتہد کا قول اس وقت

معتبر نہیں جب وہ مجتہدین فقہاء کے اقوال کے خلاف ہو، اس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے علامہ طحطاوی کے اس کلیہ کا رد فرمایا ہے کہ غیر مجتہد کا اعتبار نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس وقت صحیح ہے جب کہ مجتہدین کی تصریحات کے خلاف جیسا کہ مذکورہ مسئلے میں لیکن مطلقاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ جو منصب اجتہاد پر فائز نہ ہو اس کا قول معتبر نہیں اگر ایسا ہو تو پھر ہر زمانے میں مجتہد کا ہونا لازم آئے گا اور نہ ہونے کی صورت میں حوادث فتاویٰ میں مکمل سکوت لازم ہو گا جس کا کوئی فقیہہ تو کیا کوئی مسلم بھی قائل نہیں، ہو سکتا ہے علامہ طحطاوی نے یہ فرمایا ہو کہ اس مسئلے میں غیر مجتہد کا قول معتبر نہیں اور ناقل نے اس کو چھوڑ دیا ہو اور خود علامہ طحطاوی سے بھی تسامح کا امکان ہے اس تعلیق سے اعلیٰ حضرت کی تصحیح مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔

پندرھویں مثال:۔ جانور کے بعض اجزاء جن کا کھانا مکروہ ہے ان کے ذکر کے بعد علامہ طحطاوی فرماتے ہیں اسی طرح وہ خون بھی مکروہ ہے جو گوشت سے نکلتا ہے۔

اعلیٰ حضرت:۔ فرماتے ہیں ردالمحتار (یعنی جس پر علامہ طحطاوی کا حاشیہ ہے) اس میں والدم المسفوح آیا ہے نیز وہ خون جو ذبح کے بعد رگوں میں رہ جاتے ہے وہ مکروہ نہیں اور اسے خود علامہ طحطاوی نے مسائل شتیٰ میں ذکر فرمایا ہے۔

لہذا علامہ طحطاوی کا دم اللحم کے بارے میں کراہت کا فتویٰ خود ان کی تصریح کے مطابق صحیح نہیں اس کا تعلق بھی اعلیٰ حضرت کی تصحیح مسائل سے ہے۔

سولہویں مثال:۔ علامہ طحطاوی امام نووی کے حوالے سے فرماتے ہیں ہر ملاقات کے وقت مصافحہ مستحب ہے اور صرف صبح و عصر کی نماز کے بعد کی شرعی تخصیص نہیں (یعنی جسے ہر ملاقات کے بعد مصافحہ مستحب ہے اسی طرح صبح و عصر کے بعد بھی مستحب ہے اور یہ عصر و فجر سے خاص نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد مستحب ہے کیوں کہ نماز کے بعد تجدید ملاقات ہوتی ہے) پھر علامہ طحطاوی امام ابو الحسن بکری کا قول نقل کرتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں لوگوں کی یہ عادت رہی ہو۔

اعلیٰ حضرت:۔ فرماتے ہیں یعنی فجر و عصر کے ساتھ تخصیص اس زمانے (یعنی امام نووی کے زمانے) میں لوگوں کی عادت رہی ہو اس تعلیق میں اعلیٰ حضرت یہ صراحت فرما رہے ہیں نماز کے بعد خصوصاً فجر و عصر کے بعد مصافحہ امام نووی کے یا ان کے ماقبل کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ درست ہے گویا علامہ طحطاوی کی تائید و توثیق فرما رہے ہیں۔

علامہ طحطاوی صراحت فرماتے ہیں کہ امام نووی کے زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ صبح اور عصر کے بعد مصافحہ کرتے تھے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ طحطاوی کا یہ قول امام ابو الحسن بکری کے کلام کا تتمہ ہے ورنہ تمام نمازیں اسی طرح ہیں یعنی ہر نماز کے بعد مصافحہ مستحب ہے۔

واضح رہے کہ امام نووی (متوفی ۶۷۶) کا زمانہ ساتویں

صدی ہجری کا ہے جس سے ثابت ہوا کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کا رواج آج کا نیا نہیں۔ قدیم زمانے سے بزرگان دین اور علماء و فقہا اور اس پر عامل رہے ہیں باوجودیکہ بعدیت نماز کی تخصیص شرعی نہیں مگر حکم عام سے خارج بھی نہیں۔

حاشیہ طحطاوی پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی تعلیقات کے چند نمونے پیش خدمت ہوتے امید کہ اس سے اہل علم و دانش نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حواشی و تعلیقات کی کیا حیثیت ہے اور ان کا مقام کیا ہے اور یہ کہ جب تک یہ حواشی منظر عام پر نہیں آتے اصل کتابوں سے استفادہ کرنے والے بعض ان مقامات پر جہاں مصنفین سے تسامحات واقع ہوئے ہیں غلط فہمی کا شکار ہوں گا بلکہ کتنے مفتی حضرات تو ان تعلیقات کے پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے افتاء میں غلطی بھی کر بیٹھیں گے لہذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی ہمارے ہی لئے نہیں پورے عالم اسلام کے لئے ایک نعمت کبریٰ اور آفتاب عالم تاب کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کرنوں کا سارا عالم بھکاری ہے۔ انشاء اللہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصانیف جس قدر دنیا والوں کے سامنے آتی جائیں گی آپ کی عظمت کا اسی قدر احساس بڑھتا جائے گا۔ آج عالم میں امام احمد رضا قدس سرہ کی تصانیف عام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ بحمد للہ ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا پاکستان اس ضرورت کو بخوبی پورا کر رہا ہے۔

## پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید

(ریسرچ اسکالر پنجاب یونیورسٹی، لاہور، پاکستان)

○

اُردو نعت کی تاریخ میں اگر کسی فرد واحد نے شعراء نعت پر سب سے گہرے اثرات مرتسم کیے ہیں تو وہ بلاشبہ مولانا احمد رضا خاں کی ذات ہے ---------- مولانا اُردو نعت کی تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے وسیع مطالعے کو پوری طرح اپنے فنِ نعت میں برتا۔ ---------- تبحرِ علمی، زورِ بیان اور وابستگی و عقیدت کے عناصر اُن کی نعت میں یوں گھل مل اور رچ بس گئے ہیں کہ اُردو نعت میں ایسا خوشگوار امتزاج کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔

مفتی محمد خان قادری
شیخ الحدیث ومفتی، جامعہ اسلامیہ لاہور

# امام احمد رضا اور مسئلہ ختمِ نبوت

الحمد اللہ رب العالمین والصلواۃ والسلام علی خاتم النبین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی ظلی و بزوری نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے۔ اور یہ کہے اور مانے کہ آپ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیگا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اسی عقیدہ کا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرمایا ہے۔

**ماکان محمد اباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبینؕ و کان اللہ بکل شی علیما (الاحزاب ۳۳ : ۴۰)**

(محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات عالیہ میں اس عقیدہ کی تصریح فرمائی۔

ا۔ مجھ پر انبیاء کا اختتام کیا گیا ہے:۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے اللہ تعالی نے دیگر انبیا پر چھ فضیلتیں عطا فرمار کھی ہیں۔

ا۔ مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے۔
۲۔ مخالفین کے دل میں میرا رعب ڈال دیا گیا ہے۔
۳۔ میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔
۴۔ میری خاطر تمام زمین کو پاک اور جائے سجدہ بنا دیا ہے۔

۵۔ مجھے تمام مخلوق کا نبی بنایا گیا ہے۔

۶۔ ختم بی النبیون، (مجھ پر انبیاء کا اختتام کر دیا گیا ہے)

### ۷۔ میں مکان نبوت کی آخری اینٹ ہوں:۔

-----O-----

بخاری و مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری اور دیگر تمام انبیاء کی مثال ایک عمدہ محل کی ہے۔ جسے بنایا گیا مگر اسمیں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ اسے ہر کوئی دیکھنے والا ہی کہتا کاش ! یہاں اینٹ رکھ کر اسے مکمل کر دیا گیا ہوتا۔

فکنت انا سدرت موضع البنة ختم بی البنیان وختم بی الرسل

میں نے آکر وہ جگہ پر کر دی۔ عمارت نبوت میری وجہ سے مکمل ہو گئی۔ مجھ پر رسولان کرام کا اختتام کر دیا گیا۔

بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں۔

فانا البنة وانا خاتم النبیین

میں عمارت نبوت کی وہی پہلی اینٹ ہوں اور میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں۔

### ۳۔ پہلے رسول آدم علیہ السلام اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں:۔

سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اول الرسل آدم و آخرھم محمد

پہلے رسول آدم اور آخری محمد ہیں۔

(نوادر الاصول بحکم ترمذی)

### ۴۔ پوری امت کا فیصلہ:۔

-----O-----

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیکر آج تک ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ ہر دور کے علماء، فقہاء، آئمہ، محدثین اور مفسرین نے اس بات پر تصریح کی جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ کافر، مرتد اور زندیق ہے۔

### ۵۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتوی

-----O-----

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعوی کیا اسے گرفتار کر لیا گیا وہ کہنے لگا۔ مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اپنی نبوت پر دلیل پیش کر سکوں تو آپ نے فرمایا۔

من طلب منه علامة کفر لانه بطلبه

ذلک مکذب لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی (خیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان)

جو شخص اس سے نشانی مانگے گا وہ کافر ہو جائیگا۔ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد قطعی کی مخالفت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

## اسلام کے خلاف گہری سازش:۔

-----O-----

ساڑھے بارہ سو سال تک مسلمانوں حکمران رہے۔ کفار نے ان کے خلاف ہر طرح کی جنگ لڑی مگر ناکام رہے۔ آخر انہوں نے ایک حربہ و منصوبہ سوچا۔ جس سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی کفار غالب اور مسلمان مغلوب ہو گئے۔

وہ منصوبہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو اپنے نبی کی ذات پر لڑا دیا جائے۔ کیونکہ جب تک انکا اسلام کے مرکز یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت و عشق قائم ہے۔ ان میں بلال سے لیکر غازی علم الدین تک پیدا ہوتے رہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے یہی بات اپنے ان اشعار میں بیان کر دی ہے۔ ؎

وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو
(کلیات اقبال اردو ص۔ ۶۰۸)

روح محمد نکالنے کیلئے کچھ افراد کو خریدا گیا ان میں سے کچھ افراد عرب کی سرزمین سے اور کچھ برصغیر کے تھے۔ جنہوں نے اسلام اور رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مین جو منہ میں آیا کہا انکی تحریرات کے چند نمونہ جات ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی جن اور فرشتے جبرائیل اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی برابر پیدا کر ڈالے
(تقویۃ الایمان ص۔ ۶)

۲۔ آپ کا فرمان ہے۔
میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں (تقویۃ الایمان ص۔ ۳۴)

۳۔ سب انسان آپس میں بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہو، وہ بڑا بھائی ہے۔ سو اسکی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔
(تقویۃ الایمان ص۔ ۳۳)

۴۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئیگا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔
(تحذیر الناس ص۔ ۲۸)

۵۔ بعد حمد و صلوۃ کے قبل عرض جواب یہ گذارش ہے۔

کہ اول معنی خاتم النبین کرنے چاہیں تا کہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا۔ کہ تقدم یا تاخر ذاتی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں **ولکن رسول اللہ و خاتم النبین** فرمانا اس صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔

(تحذیر الناس ص۔۳)

۶۔ لفظ رحمتہ للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ جلد دوم ص۔۹)

۷۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر دو عالم کی وسعت علم کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

(براہین قاطعہ، ص۔۵۱)

۸۔ اعلی علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہو تا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو چہ جائیکہ زیادہ (براہین قاطعہ ص۔۱۰۲)

۹۔ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں (براہین قاطعہ ص۔۵۱)

۱۰۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض مذہبی معاملات اور آخرت کے بارے میں ہی جانتے ہیں باقی معاملات میں دیگر لوگ زیادہ آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اسپر آپ کا فرمان شاہد ہے، **انتم اعلم بامور دنیاکم** (تم اپنی دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو۔)

۱۱۔ جو شخص بارگاہ نبوی میں حاضری کی نیت سے سفر کرے گا۔ اس کا سفر سفر معصیت قرار پائے گا۔ جو بھی مدینہ جائے، وہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائے۔ (کشف ضلالات ابن تیمیہ ص۔۹۳)

۱۲۔ وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست نہیں کی جا سکتی، جو ایسے کریگا وہ مردود ہے (**ھذہ مناھین للشیخ صالح بن عبد العزیز**، ص۔ ۸۳۔۸۴۔۸۹)

۱۴۔ اثر ابن عباس صحیح ہے۔ جس میں ہے۔ کہ ہر زمین کا الگ الگ خاتم النبین ہے (مناظرہ احمدیہ، ص۔۴۷)

**اھم نوٹ:۔**

یہاں اثر ابن عباس کی حقیقت سے آگاہی ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان الله خلق سبع ارضین فی کل ارض ادم کادمکم و نوح کنو حکم و ابراہیم کابرھیمکم و عیسی کعیسا کم و موسی کموسکم و نبی کنبیکم۔

(اللہ تعالٰے نے سات زمینیں پیدا کیں، ہر زمین میں آدم ہے تمہارے آدم کی طرح اور نوح تمہارے نوح کی طرح۔ ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح، عیسی ہے تمہارے عیسی کی طرح موسی ہے تمہارے موسی کی طرح اور حضور اکرم ہیں تمہارے نبی کی طرح۔)

تمام امت مسلمہ نے اس اثر کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا۔ کہ یہ قرآن کی نص قطعی "خاتم النبین" کے خلاف ہے۔

ملاحظہ کیجئے (۱) روح البیان ج۔ ۱۰، پ ۲۸، ص۔۴۵،۴۴ ۲۔ روح المعانی پ ۲۸، ص۔ ۱۴۳ ۳۔ فیض الباری ج۔۳، ص۔ ۳۳۳

مزید تفصیل کیلئے التبشیر برد التحزیر اور التبشیر پر اعتراضات کا جواب میں ملاحظہ کیجئے۔ (از علامہ احمد سعید کاظمی)

اس کے باوجود ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اس اثر کی صحت کو منوانے کی کوشش کی اور اس پر تحریری کام کیا۔

ہمارے مطالعہ کے مطابق اس بحث کا آغاز مولوی محمد احسن نانوتوی نے ۱۲۶۷ء میں کیا، جس کا رد اعلٰی حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان اور مولانا عبد القادر بد ایونی نے کیا۔ پروفیسر محمد ایوب قادری، نانوتوی کے حالات میں لکھتے ہیں:۔

یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ کہ اثر ابن عباس کے مسئلے میں علماء بریلی ور بدایوں نے مولوی محمد احسن کی بڑی شدت سے مخالفت کی، بریلی میں اس مخالفت کی قیادت مولوی نقی علی خان کر رہے تھے۔ اور بدایوں میں مولوی عبد القادر بن مولانا فضل رسول بدایونی سر خیل جماعت تھے (مولانا محمد احسن نانوتوی ص۔ ۹۴)

مولوی نانوتوی نے اپنا عقیدہ ان الفاظ میں بیان کیا۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں۔ اور ہر طبقہ میں نبی ہے اور حدیث مذکورہ سے ہر طبقہ میں انبیاء کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگرچہ ایک ایک خاتم ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہے۔ (تنبیہ الجہال بالہام الباسط اعتعال ص۔۶ از مفتی حافظ بخش انولوی)

مولانا نقی علی خاں مرحوم نے اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی۔ اپنے دور کے علما سے رابطہ کیا۔ استفتاء ارسال کیا۔ جسکی وجہ سے علماء بدایوں اور رامپور نے خوب بڑھ چڑھ کر موصوف کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ دونوں فریقوں کے مسلم بزرگ مولانا ارشاد حسین رامپوری نے مولانا نقی علی خان کی تائید کی اور لکھا۔ اس (اثر) پر عقیدہ رکھنا اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ خاتم النبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حدیث شاذ ہے۔

(تنبیہ الجہال، ص۔ ۲۶)

## تحذیر الناس کیوں لکھی گئی؟

-----○-----

یہاں اس بات کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی نے "تحذیر الناس عن انکار ابن عباس" مولوی محمد احسن نانوتوی کی حمایت میں ہی لکھی تھی۔ ہوا یوں کہ مولوی احسن نانوتوی نے اپنی تائید حاصل کرنے کیلئے۔ ایک سوالی اشتہار چھپوا کر دیگر اضلاع کے علماء کرام کو بھیجا۔ اسکے انہیں صرف دو جواب موصول ہوئے ان میں سے ایک جواب ان کے رشتہ دار مولوی محمد قاسم نانوتوی کا آیا۔ جنہوں نے باقاعدہ ان کی حمایت کی اور اس اشتہاری سوال کے جواب میں پوری کتاب "تحذیر الناس عن انکار ابن عباس" لکھ ڈالی۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ کیجئے (مولانا نقی علی خان بریلوی، ص۔ ۶۳)

مولوی انور شاہ کشمیری بھی کہتے ہیں۔

**قد الف مولانا النا نو توی رسالة مستقلته فی شرح الا ثرا المذکور سماها تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس**

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنھما کے اثر کی شرح میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک مستقل رسالہ "تحذیر الناس عن انکار ابن عباس" تحریر کیا ہے)

(فیض الباری ج ۳ ص ۳۳۳)

نوٹ:۔ مولوی انور شاہ کاشمیری نے اس مسئلہ میں نانوتوی سے اختلاف کیا ہے۔ الغرض عارضی رشتہ داری کی لاج رکھنے کیلئے مستقل کتاب لکھ دی کاش ذہن میں اس دائمی رشتہ کا خیال ہوتا جو دنیا، قبر، حشر، پلصراط، میزان دخول جنت اور بعد از دخول جنت بھی کام آئیگا۔ کاش ذہن میں یہ کیفیت ہوتی!

انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا
سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان گیا

یاد رہے "تحذیر الناس" یہی وہ کتاب ہے ساری دنیا میں مرزائی ہزاروں کی تعداد میں جسے فری تقسیم کرتے ہیں۔

بلکہ بھٹو کے دور میں جب اس فتنہ کا سربراہ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے گیا۔ تو اس نے دیگر دلائل کیساتھ ساتھ اس کتاب کی عبارات کو بھی پیش کیا۔ جسکا جواب مفتی محمود دیوبندی کے پاس کیا ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی کے بیٹے مولانا شاہ احمد نورانی سینہ تان کر کھڑے ہوگئے۔ اور کہا ہم ایسا کہنے والے کو بھی کافر ہی سمجھتے ہیں۔

## کیا عبارات بالا کے قائل کو نبی کی ضرورت ہے؟

۱ -- جب مان لیا جائے کہ کروڑوں محمد پیدا ہوسکتے،

۲ -- سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض مذہبی معاملات سے آگاہ ہیں دیگر معاملات میں دوسرے لوگ آپ سے بڑھ سکتے ہیں،

۳ --آپ کا علم ملک الموت کے بھی برابر نہیں،

۴ --آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں،

۵ --آپ مر کر مٹی میں مل گئے،

۶ --اب آپ سے کوئی تعلق امت کا نہیں رہا،

۷ --خاتم النبین اور رحمتہ للعالمین آپ کے خاصے نہیں،

تو اب بتائیے کیا نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں۔ کیا ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہوگی؟ کہ میں ب اپنے سیاسی، اقتصادی، معاشی، سماجی اور معاشرتی مسائل کیلئے کسی شخص کیطرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نبی کی شریعت موجود ہے۔ تو ذہن کہے گا۔ اسمیں تو صرف مذہبی معاملات کا حل ہے۔ بقیہ مسائل کا حل وہاں سے نہیں مل سکتا۔

## لیکن انکو ضرورت نہیں

-----O-----

لیکن ان لوگوں کو نئے نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں۔ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اسکی تعلیمات زندہ ہیں، انکا فیض آج بھی جاری ہے، وہ صرف مذہبی معاملات ہی نہیں، بلکہ وہ ہر مسئلہ کا حل جانتا ہے، انکے پاس تا قیامت امت کو درپیش مسائل کا ہے، انکی نگاہ صرف اپنے صحابہ پر ہی نہیں تا قیامت آ والی امت پر ہے، وہ ہر ہر امتی کے مسائل سے آگاہ ہیں۔ اور انکے حل پر قادر بھی۔ وہ عالم ماکان ومایکون ہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق سے لیکر دخول جنت و کے تمام معاملات سے آگاہ فرمایا ہوا ہے،

جب یہ غلط قسم کے عقائد کے جراثیم امت مسلم مختلف طریقوں سے چھوڑے گے۔ اسکے ساتھ ضرور محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا شخص سامنے لایا جائے جو یہ جس کی ضرورت تم محسوس کرتے ہو وہ میں ہوں۔ اسکے مرزا غلام احمد قادیانی کو خریدا گیا اور اس نے (معاذ اللہ) اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ مختلف اہل علم نے ا فتنہ کے خلاف تحریری و تقریری جہاد کیا۔

## اعلیٰ حضرت کی خصوصیت:-

-----O-----

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ اور خاندان نے بھی خوب اور بھرپور انداز میں اس فتنہ کے قمع کیلئے جدوجہد کی۔

یاد رہے۔ انہوں نے نہ صرف فتنہ مرزائیت بلکہ ا قوت اور بنیادیں فراہم کرنے والے جتنے گروہ تھے، ان کی سرکوبی کی۔

کون نہیں جانتا آپ ہی کی واحد شخصیت تھی۔

نے ان گستاخانہ عبارات کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ تمام عمر انکے ردکیلئے وقف کر دی۔ امت مسلمہ کو بدعقیدگی سے بچانے کیلئے علماء حرمین سے فتوے حاصل کیئے، صبح و شام ایک کر کے سینکڑوں کتب کا انبار لگا دیا۔

باقی لوگوں کی نظر صرف فتنہ مزرائیت پر تو گئی مگر اسکے ان حواریوں کیطرف نہ گئی۔ جو اس کی تقویت کا سبب بن رہے تھے۔ اللہ تعالے نے فاضل بریلوی کو وہ نور بصیرت عطا فرمایا کہ آپ کی نگاہ ان تمام فتنوں کیطرف گئی اور آپ نے ہر ہر فتنہ کے سد باب کے لئے اپنی توانائیاں صرف کر دیں۔

آیئے ہم اب صرف آپکے فتنہ مزرائیت کے خلاف کیے جانے والے کام کا تعارف اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

## اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی خدمات:۔

-----O-----

مسئلہ ختم نبوت میں صرف اعلیٰ حضرت نے ہی کام نہیں کیا۔ بلکہ آپ کا تمام خاندان اسکے لیئے وقف تھا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی اور آپ کی اولاد کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔

آپ نے پہلے پڑھا، جب کچھ لوگوں کیطرف سے "اثر ابن عباس" جو مرزائیت کی ایک بنیاد ہے، کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے جس شخص نے اس کے خلاف کمربستہ ہوکر جہاد کیا، وہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علیخان ہی تھے۔ جنکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

## اعلیٰ حضرت کا تحریری کام:۔

-----O-----

اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر متعدد فتاویٰ جات کے علاوہ پانچ مستقل درج ذیل کتب خود تحریر کین۔

۱ -- جزا اللہ عدوہ بابائہ ختم النبوۃ۔ ۱۳۱۷ھ
(دشمنان خدا اور ختم نبوت کے منکریں کو اللہ برباد کرے)

۲ -- السوء و العقاب علی المسیح الکذاب۔ ۱۳۲۰ھ
(جھوٹے مسیح پر اللہ کا عذاب وعقاب)

۳ -- قہر الدیان علی مرتد بقادیان۔ ۱۳۲۳ھ
(قادیانی مرتد پر اللہ کا قہر)

۴ -- المبین ختم النبین۔ ۱۳۲۶ھ (ختم نبوت کا واضح بیان)

۵ -- الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ ۱۳۴۰ھ
(قادیانی مرتد پر خدا کی تلوار)

## مولانا حامد رضا بریلوی کا کام:۔

-----○-----

آپ کی رہنمائی میں آپ کے صاحبزادے حجتہ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک مستقل کتاب فتنہ مرزائیت کے خلاف لکھی۔

**الصارم الربانی علی اسراف القادیانی ۱۳۱۵ھ**
(قادیانی کے کفر پر خدائی تلوار)

۱۔ سب سے پہلی کتاب ۱۳۱۷ھ میں "جزاء اللہ عدوہ" تصنیف فرمائی اس تصنیف لطیف کا تعارف خود منصف قدس سرہ، کی زبانی سنیے:۔

"اللہ و رسول نے مطلقاً نفی نبوت تازہ فرمائی، شریعت جدیدہ وغیرھا کی کوئی قید کہیں نہ لگائی، اور صراحتہ "خاتم" بمعنی آخر بتایا، متواتر حدیثوں میں اسکا بیان آیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیھم اجمعین سے ابتک تمام امت مرحومہ نے اس معنی ظاہر و متبادر و عموم و استغراق حقیقی تام پر اجماع کیا (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم ہیں) اور اسی بنا پر سلفاً وخلفاً ائمہ مذاہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کو کافر کہا۔ کتب احادیث و تفسیر و عقائد وفقہ ان کے بیانوں سے گونج رہی ہیں۔ فقیر غفرلہ المولی القدیر نے اپنی کتاب "جزاء اللہ عدوہ بابائہ ختم النبوۃ" ۱۳۱۷ھ (دشمن خدا کے ختم نبوت کا انکار کرنے پر خدائی جزاء) میں اس مطلب ایمانی پر صحاح وسنن و مسانید و معاجیم و جوامع سے ایک سو بیس حدیثیں اور تکفیر منکر پر ارشادات ائمہ و علمائے قدیم وحدیث وکتب عقائد واصول فقہ وحدیث سے تیں نصوص ذکر کیے، وللہ الحمد۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۶، ص ۵۹)

۲۔ ۱۳۲۰ھ کو آپ نے دوسری کتاب "السوء والعقاب علی المسیح الکذاب" تصنیف کی یہ مولانا محمد عبد الغنی امر تسری کے استفتاء کا جواب ہے۔

سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان نے ایک مسلم عورت سے نکاح کیا عرصہ تک باہمی معاشرت رہی، پھر مرد مرزائی ہو گیا، تو کیا اس کی منکوحہ اس کی زوجیت سے نکل گئی ہے؟ ساتھ ہی امر تسر کے متعدد علماء کے جوابات منسلک تھے۔

امام احمد رضا خان بریلوی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ "السوء والعقاب علی المسیح الکذاب" (جھوٹے مسیح پر عذاب و عقاب) قلمبند فرمایا۔ جس میں دس وجہ سے مرزائے قادیانی کا کفر بیان کر کے فتاویٰ ظہیریہ، طریقہ محمدیہ، حدیقہ ندیہ، بر جندی شرح نقایہ اور فتاویٰ ہندیہ (عالمگیری) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

"یہ لوگ دین اسلام سے خارج ہیں، اور انکے احکام بعینہ مرتدین کے احکام ہیں"

پھر سوال کا جواب ان الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں۔

شوھر کے کفر کرتے ہی عورت نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ اب اگر بے اسلام لائے اپنے اس قول و مذہب

سے بغیر توبہ کیے یا بعد اسلام و توبہ بغیر نکاح جدید کیے، اس سے قربت کرے زنائے محض ہو اور جو اولاد ہو، یقیناً ولد الزنا ہو، یہ احکام سب ظاہر اور تمام کتب میں دائر و سائر ہیں۔ (السوء والعقاب، ص۔ ۲۱)

۳۔ پھر ۱۳۲۳ھ میں "قہر الدیان علی مرتد بقادیان" تحریر فرمایا۔

یہ رسالہ بھی امام احمد رضا بریلوی کے رشحات قلم سے ہے۔ اسمیں ختم نبوت کے منکر، کلمۃ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کے دشمن، جھوٹے مسیح، مرزائے قادیانی شیطان کاردکر کے عظمت اسلام کو اجاگر کیا ہے۔

۴۔ المبین ختم النبین، مولانا ابو الطاہر نبی بخش کے استفتاء کے جواب میں ۱۳۲۶ھ کو تحریر فرمائی جس مین دریافت کیا گیا تھا۔

بعض لوگ "خاتم النبین" میں الف لام عہد خارجی قرار دیتے ہیں (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض انبیاء کے خاتم ہیں) اور بعض اسے استغراقی قرار دیتے ہیں۔ (اب مطلب یہ ہو گا کہ آپ تمام انبیاء کے خاتم ہیں) ان میں سے کس کا قول صحیح ہے؟

امام احمد رضا بریلوی نے اس کے جواب میں ایک مختصر رسالہ تحریر فرمادیا۔ فرماتے ہیں

"جو شخص لفظ خاتم النبین میں "النبین" کو اپنے عموم و استغراق پر نہ مانے بلکہ اسے کسی تخصیص کی طرف پھیرے اسکی بات مجنون کی بک یا سرسامی کی بہک ہے اس کو کافر کہنے سے کچھ ممانعت نہیں کہ اس نے نص قرآنی کو جھٹلایا۔ جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اسمیں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص

(فتاوی رضویہ، ج ۶، ص۔۵۸)

پھر خاتم النبین میں تاویل کی راہ کھولنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "آج کل قادیانی بک رہا ہے کہ خاتم النبین سے ختم شریعت جدید مراد ہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی اسی شریعت مطہرہ کا مروج اور تابع ہو کر آئے کچھ حرج نہیں اور وہ خبیث اس سے اپنی نبوت جمانا چاہتا ہے (فتاوی رضویہ، ج۔۶، ص۔۵۴)

یاد رہے تقریباً بائیس صفحات اس بحث پر لکھے کہ الف لام استغراقی ہے

۵۔ آخری تصنیف ۱۳۴۰ کو تحریر کی اسی سال آپ کا وصال ہے پیلی بھیت سے شاہ میر خاں قادری مرحوم نے ۱۳۴۰ھ کو ایک استفتا بھیجا سائل نے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی تھی۔ جس سے قادیانی، حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتے ہیں اور پوچھا تھا کہ اس استدلال کا جواب کیا ہے؟

امام احمد رضا بریلوی نے اعتراض کا جواب دینے سے پہلے سات فائدے بیان کیے، جن میں واضح کیا کہ مرزائی، حیات عیسی علیہ السلام کا مسئلہ کیوں اٹھاتے ہیں۔ دراصل مرزا کے ظاہر و باہر کفریات پر پردہ ڈالنے کیلئے ایک ایسے مسئلے میں الجھتے ہیں جس میں اختلاف آسان ہے پھر بھی یہ مسلمہ ان کے لیے مفید نہیں پھر سات وجہ سے بتایا کہ یہ آیت

قادیانیوں کی دلیل نہیں بن سکتی اور حدیث کو دلیل بنانے کے دو جواب دیتے۔

٦۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حجتہ الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی نے ۱۳۱۵ھ میں ایک سوال کے جواب میں ایک کتاب "الصارم الربانی" تصنیف فرمائی جس میں مسئلہ حیات عیسی علیہ السلام کو تفصیل سے بیان کیا اور مرزا کے مثیل مسیح ہونے کا زبردست رد کیا۔

امام احمد رضا خان بریلوی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں۔

"اس ادعائے کاذب (مرزا کے مثل مسیح ہونے) کی نسبت سہارن پور سے سوال آیا تھا۔ جس کا ایک مبسوط جواب ولد عز فاضل نوجوان مولوی حامد رضا خان محمد حفظ اللہ نے لکھا اور بنام تاریخی "الصارم الربانی علی اسراف القادیانی" مسمی کیا یہ رسالہ حامی سنن، ماحی فتن، ندوہ شکن، ندوی افگن قاضی عبد الوحید صاحب حنفی فردوسی، صین عن الفتن نے اپنے رسالہ مبارکہ تحفہ حنیفہ میں کہ (عظیم آباد اپٹنہ) سے ماہوار شائع ہوتا ہے۔ طبع فرمادیا"۔

قارئین آپ نے ملاحظہ کیا اعلیٰ حضرت کی کم از کم تین پشتوں نے مرزائیت اور انکے ہم نوا لوگوں کے خلاف بلا خوف لومتہ لائم کام کیا، تحریک چلائی، حرمین سے فتوے حاصل کیے، کتب تحریر کیں تاکہ یہ فتنہ دب جائے۔ اب ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بھی سوچئے۔ جنہوں نے عالم عرب کو اعلیٰ حضرت کے خلاف بھڑ کانے کیلئے انہیں نعوذ باللہ مرزائی قرار دیا۔ اس کے رد کیلئے البریلویہ کا تنقیدی جائزہ از علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری کا مطالعہ ضروری ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ اس موضوع پر حضرت علامہ احمد سعید کاظمی قدس سرہ کی کتاب "التبشیر بردا لتحزیر" نہایت ہی قابل قدر کتاب ہے۔

واضح رہے اس فتنہ کے خلاف اعلیٰ حضرت کے تلامذہ، خلفاء اور آپ کے ہم مسلک و ہم مشن لوگوں کی خدمات تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں، چند اسمائے گرامی گرامی ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی
۲۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری
۳۔ علامہ ابو الحسنات قادری
۴۔ علامہ ابو البرکات سید احمد قادری
۵۔ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی
٦۔ علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی
۷۔ مولانا شاہ احمد نورانی
۸۔ مولانا عبد الستار خان نیازی
۹۔ مولانا محمد الیاس برنی

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی خاتم النبین رسولہ الکریم بالمومنین رؤف رحیم

(بشکریہ کنز الایمان سوسائیٹی لاہور)

اعلیٰ حضر
بریلوی علیہ ا
صدی کے مج
مجددیت کی گ
بنیاد پر نہ تھ
حیات و خدما
یقیناً آپ مجد
ہوتا ہے کہ و
کے اپنے عہد
برائیوں کے
دنیاوی مصلح
باطل کا فریض
رعایت کر
و عزم فرید
خصوص میں
چودھویں صد

# مزارات پر عورتوں کی حاضری
## امام احمد رضا کی نظر میں

مفتی محمد عبد المبین نعمانی (اعظم گڑھ، انڈیا)
(دار العلوم قادریہ، چریا کوٹ، اعظم گڑھ، انڈیا)

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ و الرضوان بلاشبہ اپنے عہد، چودہویں صدی کے مجدد تھے۔ اس وقت علماء فحول نے آپ کی مجددیت کی گواہی دی۔ اور یہ گواہی محض کسی عقیدت کی بنیاد پر نہ تھی بلکہ حقیقت پر مبنی تھی اعلیٰ حضرت کی حیات و خدمات کا ایک ایک گوشہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یقیناً آپ مجدد تھے کیونکہ مجدد کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ابھرتے ہوئے فتنوں کا سد باب کر کے اپنے عہد کے چیلنجوں کا جواب دے، امت میں در آئی برائیوں کے خلاف کھلا جہاد کرے ہر طرح کی سیاسی اور دنیاوی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر احقاقِ حق و ابطالِ باطل کا فریضہ انجام دے اس سلسلے میں نہ اپنوں کے ساتھ رعایت کرے نہ غیروں کی کوئی پرواہ۔ اس کا مقصد وحید و عزم فرید صرف اور صرف اعلائے کلمتہ الحق ہو، اس خصوص میں جب ہم تاریخ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو چودہویں صدی کی کوئی بھی شخصیت امام احمد رضا کے برابر کسی طرح نظر نہیں آتی آپ سے بلند و بالا ہونا تو دور کی بات ہے آپ کے عہد میں بھی مفسرِ قرآن تھے مگر آپ مفسر اعظم تھے۔ محدث بھی تھے مگر آپ محدث اعظم تھے فقیہہ بھی تھے مگر آپ فقیہہ اعظم تھے علم ہیئات و توقیت، منطق و فلسفہ، حساب و تصوف، سلوک و طب اور جفر ہر ہر فن کے جاننے والے موجود تھے مگر آپ ان سب میں ماہر و کامل تھے تقریباً پچپن علوم و فنون علماء نے گناتے ہیں جن میں حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ یکتائے روز گار تھے۔ گویا آپ کی ذات گرامی ؏

"آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری"

کی صحیح مصداق تھی۔ پھر حیرت یہ ہے کہ جن جن علوم میں آپ کی صرف چند سطریں ہیں یا گنتی کے صفحات ہیں وہ دوسروں کے سیکڑوں صفحات پر بھاری ہیں یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر آپ کی بیشتر تصانیف جو منظر عام پر آچکی ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ؏

## ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے

ایک فتاویٰ رضویہ ہی کو لے لیجئے جو بظاہر فقہی تحقیقات اور نادر تنقیحات کا مجموعہ ہے لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو دسیوں علوم و فنون کا گنجینہ ہے غرض اعلیٰ حضرت امام وقت بھی ہیں اور مجدد اعظم بھی انھوں نے جہاں ایک طرف یہودیت و عیسائیت کا رد فرمایا ہے ہندوازم کے بکھیے ادھیڑے ہیں مشرکین ہند کی گھناونی سازشوں کا پردہ چاک کیا ہے قادیانیت ورافضت کا جنازہ نکالا ہے وہابیت و نجدیت کے پرخچے اڑاتے ہیں، کفر و بد مذہبیت کے اندھیروں میں حق کا اجالا پھیلایا ہے، وہیں خود مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بدعتوں اور غلط رسموں کے خلاف بھی بے خطر قلم چلایا ہے۔ اور حسن و قبح کے درمیان واضح یکسر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی جن خرافات و بدعات کا رد اور قلعہ قمع فرمایا ہے ان کی ایک اجمالی فہرست ملاحظہ ہو۔

۱---قبروں پر سجدہ

۲---قبروں کے اوپر اگربتی جلانا

۳---قبور و مزاراتِ اولیاء پر عورتوں کا جانا

۴---عورتوں کا مساجد میں طاق بھرنا اور گیت گانا

۵--- شادیوں میں باجے بجانا (سوائے اس دف کے جسکی اجازت ہے)

۶---قبروں کا بوسہ اور طواف

۷---قبروں کا حد شرع سے اونچا کرنا

۸---قوالی مع مزامیر

۹---نوحہ و سینہ زنی ڈھول تاشہ و دیگر خرافاتِ محرم و تعزیہ

۱۰-اعراسِ بزرگان دین میں مرد و عورت کا اختلاط

۱۱-زندوں یا مردوں کو جھک کر سلام کرنا۔ وغیرہ وغیرہ

ان بدعات و رسوم قبیحہ کا اعلیٰ حضرت نے کھل کر رد فرمایا ہے۔ ان میں جو حرام ہیں حرام کہا۔ ناجائز ہے ناجائز کہا اور خلافِ اولیٰ کو خلافِ اولیٰ تحریر فرمایا گویا شریعت و اعتدال کے دامن کو ذرہ برابر ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور جو واقعی شرعی حکم تھا وہی بیان فرمایا اور ایک سچے عالم دین، فقیہ ملت اور مجدد امت کا کام بھی یہی ہے۔

اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے تصنیفاتِ اعلیٰ حضرت، فتاویٰ رضویہ۔ فتاویٰ افریقہ، احکام شریعت، عرفانِ شریعت وغیرہ کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب و رسائل کا مطالعہ نہایت مفید اور تشفی بخش ہے۔

۱---امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات۔ از مولانا یٰسین اختر مصباحی، مطبوعہ المجمع الاسلامی، مبارکپور

۲--- فاضل بریلوی اور امورِ بدعت۔ از پروفیسر فاروق القادری، مطبوعہ دارالعلوم محبوب سبحانی، بمبئی

۳---ارشاداتِ اعلیٰ حضرت۔ از راقم الحروف محمد عبدالمبین نعمانی، اعجاز بکڈپو، کلکتہ

۴--- پھول اور کانٹے۔ از مولانا عطا محمد رضوی، رضا اسلامک مشن، گونڈہ

۵--- بے غبار مسلک۔ از مولانا انوار احمد نعیمی جلالپوری،

دارالعلوم وارثیہ، لکھنؤ

۶--- امام احمد رضا اور احیائے دین۔ شکیل احمد اعوان (کیپٹن) رضا اکیڈمی لاہور

۷--- امام احمد رضا نمبر (المیزان بمبئی و قاری دہلی) ماہنامہ قاری، مٹیا محل دہلی نمبر ۶،

سر دست یہاں مزارات اولیاء و قبور عامہ مسلمین پر عورتوں کی حاضری کی بابت امام احمد رضا کے نظریات پیش کئے جاتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے خاص اس مسئلے میں مستقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کا نام ہے۔

"جمل النور فی نھی النساء عن زیارۃ القبور"۔ (۱۳۳۹ھ) (عورتوں کو زیارت قبور سے منع کرنے کے بارے میں نورانی جملے۔) یہ نام تاریخی بھی ہے اور حکم شرعی و نظریہ رضوی پر دال بھی یہ رسالہ متوسط سائز کے بیالیس ۴۲ صفحات پر مشتمل ہے جسے جدید ترتیب و ترجمہ اور تحشیہ سے مزین کر کے "مزارات پر عورتوں کی حاضری" کے نام سے حضرت علامہ احمد مصباحی نے المجمع الاسلامی مبارک پور سے شائع کیا ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے عام رسائل و کتب کی طرح اسے اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے جناب مولوی حکیم عبدالرحیم صاحب، مدرس اول مدرسہ قادریہ، احمد آباد گجرات نے سوال بھیجا اور بحرالرائق و تصحیح المسائل کے حوالہ سے عورتوں کے لئے زیارت قبور کو جانے کی اجازت پر زور دیا تو اعلیٰ حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا۔

میری رائے اس مسئلے میں خلاف پر ہے مدت ہوئی اس بارے میں میرا فتویٰ تحفۂ حنفیہ (پٹنہ) میں چھپ چکا ہے میں اس رخصت کو جو بحرالرائق میں لکھی ہے مان کے بہ نظر بحالاتِ نساء (عورتوں کے آج کے حالات دیکھ کر) سوائے حاضری روضۂ انور کہ واجب یا قریب بواجب ہے مزارات اولیاء یا دیگر قبور کی زیارت کو عورتوں کا جانا یا تباع غنیہ علام محقق ابراہیم حلبی (یعنی علامہ حلبی کی فقہ حنفی کی مشہور کتاب غنیہ میں بیان کیئے ہوئے حکم شرعی پر چلتے ہوئے) ہرگز پسند نہیں کرتا۔ خصوصاً اس طوفان بے تمیزی رقص و مزامیر و سرود میں جو آج کل جہال نے (جاہلوں نے) اعراس طیبہ میں برپا کر رکھا ہے اس کی شرکت تو میں عوام رجال (عام مردوں) کو بھی پسند نہیں رکھتا الخ (ص ۵۔۶ جمل النور۔)

اس مختصر جواب پر سائل صاحب کو اطمینان نہ ہوا اور دوبارہ بعض عقلی و نقلی دلائل، جواز کے لکھ کر ارسال کیئے۔ ان کے دلائلِ جواز کا خلاصہ یہ ہے۔

۱ ------- عمدۃ القاری شرح بخاری ج ۴ ص ۸۷،

**ان زیارۃ القبور مکروھۃ للنساء بل حرام فی ھذا الزمان الخ۔** یہ حکم مصر کی بغایا مغنیہ دلالہ کا ہے اس حکم کو نیک بخت عورتوں پر لگانا غلط ہے۔ ان کے حرام ہونے سے ذاکرات اور فیض لینے والی عورتوں کو کیا نقصان اگرچہ ایسی عورت ہزاروں میں ایک ہو۔ دونوں کو ایک لکڑی سے ہانکنا غلط ہے

۲ ------- خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مقدس

میں غربی دیوار میں کلام مجید رکھا ہے اس دیوار کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر توجہ لیتی ہیں اور یہ عورتیں نیک بخت پردہ نشین اور برقع اوڑھ کر آنے والی ہیں الخ۔ ان سب عورتوں پر حکم حرمت لگانا غلط ہے۔

۳ ------ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زیارت قبور کے وقت سلام کرنا حضرت نبی علیہ الصلوۃ و السلام نے بتایا مشکوۃ شریف، مسلم شریف، نسائی ج ۱ ص ۶۳۵ میں ہے۔ ایں دلالت دارد بر جواز زیارت مر نسارا۔ (یہ حدیث خاص کر عورتوں کے لئے زیارت قبر پر دلالت کرتی ہے)

اب تطبیق سمجھ لیجئے کہ گربے گانے والی قوالی سننے والی عورتوں کے لئے زیارتِ قبورِ اولیاء کو جانا حرام اور فیض لینے والی عورتوں کو باپردہ شریعت کے احکام بجالا کر جانا جائز۔ یہ تھا مولوی صاحب کے بیان کا خلاصہ۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اب اس کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔

مولانا المکرم اکرمکم و علیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔ آپ کی رجسٹری ۱۵ ربیع الآخر کو آئی میں ۱۲ ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر شام ہی سے ایسا علیل ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا

میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تھا۔ آج تک یہ حالت ہے کہ دروازہ سے متصل مسجد ہے چار آدمی کرسی پر بیٹھا کر مسجد لیجاتے اور لاتے ہیں میرے نزدیک وہی دو حرف کہ اول گذارش ہوتے کافی تھے اب قدر تفصیل کروں۔

پہلے گذارش کر چکا کہ عباراتِ رخصت میری نظر میں ہیں، مگر نظر بحال زمانہ میرے نہ میرے بلکہ اکابر متقدمین کے نزدیک سبیلِ ممانعت ہی ہے اور اسی کو اہل احتیاط نے اختیار فرمایا صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابو داؤد میں اُم المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد اپنے زمانہ میں تھا۔ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعھن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔

اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں تو ضرور انھیں مسجد سے منع فرما دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئیں۔

پھر تابعین ہی کے زمانے سے ائمہ نے ممانعت شروع فرما دی پہلے جوان عورتوں کو پھر بوڑھیوں کو بھی پہلے دن میں پھر رات کو بھی، یہاں تک کہ حکم ممانعت عام ہو گیا۔ کیا اس زمانے کی عورتیں گربے والیوں کی طرح گانے ناچنے والیاں، فاحشہ دلالہ تھیں اب صالحات (نیک) ہیں یا جب فاحشہ زائد تھیں اب صالحات زیادہ ہیں یا جب فیوض و برکات نہ تھے اب ہیں یا جب کم تھے اب زائد ہیں۔ حاشا بلکہ قطعایقیناً اب معاملہ بالعکس (الٹا) ہے اب اگر ایک صالحہ (نیک) ہے تو جب ہزار تھیں۔ جب اگر ایک فاسقہ تھی اب ہزار ہیں۔ اب اگر ایک حصہ فیض ہے جب ہزار حصے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لا یاتی عام الا والذی بعدہ شر منہ۔ (یعنی ہر بعد والا سال پہلے سے بُرا ہو گا)۔

بلکہ عنایہ امام اکمل الدین بابرتی میں ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرمایا۔ وہ اُم المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس شکایت لے گئیں۔ فرمایا اگر زمانہ اقدس میں حالت یہ ہوتی حضور عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ پھر فرمایا۔

فاخنج به علماء نا و منعوا الشواب عن الخروج مطلقاً اما العجائز منعهن ابو حنيفه رضی الله تعالی عنه عن الخروج فی الظهر و العصر دون الفجر و المغرب و العشاء و الفتوی الیوم علی کراهة حضورهن فی الصلوات کلها بظهور النساء۔

ترجمہ: اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا اور جوان عورتوں کو نکلنے سے مطلقاً منع فرما دیا رہیں بوڑھیاں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں ظہر و عصر میں نکلنے سے منع کیا فجر و مغرب اور عشاء سے نہیں۔ مگر آج فتویٰ اس پر ہے کہ بوڑھیوں کی حاضری بھی تمام نمازوں میں مکروہ ہے کیونکہ اب فساد نمایاں ہے)۔

اسی عینی جلد سوم میں آپ کی عبارت منقولہ سے ایک صفحہ پہلے ہے۔

قال ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه المراة عورة الخ۔

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ عورت سراپا شرم کی چیز ہے سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے قریب اپنے گھر کی تہ میں ہوتی ہے اور جب باہر نکلے شیطان اس پر نگاہ ڈالتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن کھڑے ہو کر کنکریاں مار کر عورتوں کو مسجد سے نکالتے اور امام ابراہیم نخعی تابعی استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مستورات کو جمعہ و جماعت میں نہ جانے دیتے۔

جب اُن خیر کے زمانوں میں، ان عظیم فیوض و برکات کے وقتوں میں، عورتیں منع کر دی گئیں اور کاہے سے۔ حضورِ مساجد و شرکتِ جماعات سے! حالانکہ دین مبین میں ان دونوں کی شدید تاکید ہے تو کیا دواز منہ شرور (برائیوں کے زمانے) میں ان قلیل یا موہوم فیوض کے حیلے سے عورتوں کو اجازت دی جائے گی۔ وہ بھی کاہے کی۔ زیارت قبور کو جانے کی، جو شرعاً موکد نہیں اور خصوصاً ان میلوں ٹھیلوں میں جو خدا ناترسوں نے مارات کرام پر نکال رکھے ہیں یہ کس قدر شریعتِ مطہرہ سے مناقضت۔ (مخالفت) ہے شریعتِ مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ جلبِ مَصلَحت (خوبی کو حاصل کرنے) پر سَلبِ مَفسدَہ۔ (برائی دور کرنے) کو مقدم رکھتی ہے۔

جبکہ مفسدہ اس سے بہت کم تھا اس مصلحت عظیمہ سے (اس بڑی خوبی کے پیش نظر) ائمہ دین امام اعظم و صاحبین و من بعدھم (دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اور بعد کے دیگر حضرات نے) روک دیا اور عورتوں کی مثلیں نہ بنائیں کہ صالحات جائیں اور فاسقات نہ جائیں بلکہ ایک حکم عام دیا جسے آپ ایک پھانسی میں لٹکانا فرمارہے ہیں۔

تو اب کہ مفسدہ (فساد) جب سے اشد (سخت تر) ہے اس مصلحت قلیل (یعنی قصہ فیض وغیرہ) سے روکنا کیوں نہ لازم ہو گا۔ اور عورتوں کی قسمیں کیوں چھانٹی جائیں گی۔ صلاح و فساد قلب امرِ مضمر ہے (یعنی دل کی اچھائی اور برائی ایک پوشیدہ چیز ہے) اور دعوے کے لئے سب کی زبان کشادہ (یعنی سب اپنے کو اچھا بتانے کیلئے زبان کھولے ہوتے ہیں) اور محق و مبطل (یعنی واقعہ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ معلوم نہیں) مع ھذا صلاح سے فساد کی طرف انقلاب (نیکی سے برائی کی طرف پھرپا) کچھ دشوار نہیں۔ خصوصاً ہوا لگ کر خصوصاً عورتوں کے دل کہ تقلب کے لئے (یعنی پلٹ جانے کے لئے) بہت آمادہ.....

مرد کہ اپنے نفس پر اعتماد کرے احمق ہے نہ کہ عورت نفس تمام جہان سے بڑھ کر چھوٹا ہے جب قسم کھاتے حلف اٹھاتے نہ کہ جب خالی وعدوں پر امید دلاتے۔

**ومایعدھم الشیطن الا غرورا** (نساء ۱۲۰) الستبلان الا غرورا۔ اور شیطان انھیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے (کنزالایمان)

بالخصوص اب کہ قطعاً فساد غالب اور صلاح نادر ہے۔ اس صورت میں مفتی کو تفصیل کیوں کر جائز۔ یہ تفصیل نہ ہوگی بلکہ شیطان کو ڈھیل اور اس کی رسی کی تطویل (یعنی دراز کرنا اور مزید موقع فراہم کرنا)

پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فتح القدیر حلبی، طحطاوی شامی فتقی شرح ملتقی اور شرح لباب سے ایسی عبارتیں لاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکم کی بنیاد اکثر پر ہوتی ہے

نادر احکام شرعیہ کے لئے بنیاد نہیں بنتے اور نہ ہی نفس پر اعتماد جائز۔ (پھر فرمایا)

اسی غنیہ کے اسی صفحہ ۵۹۵ میں اسی آپ کی عبارت منقولہ سے پہلے اس کے متصل ہے " ینبغی ان یکون التنزیتہ مختصابز منہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیث کان یباح لھن الخروج للمساجد و الاعیاد وغیر ذلک وان یکون فی زماننا للبتحریم "۔

(ممانعت کا تنزیہی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص ہونا چاہیئے جبکہ عورتوں کے لئے مسجدوں عیدوں وغیرہ میں حاضر ہونا مباح تھا اور ہمارے زمانے میں تو تحریمی ہونا مناسب ہے)

اسی عینی شرح بخاری جلد چہارم میں امام ابو عمر سے ولقد کرہ اکثر العلماء خروجھن الی الصلوات فکیف الی المقابر الخ۔

(اکثر علماء نے تو نمازوں کے لئے عورتوں کا نکلنا مکروہ رکھا ہے تو قبرستانوں کو جانے کا کیا حال ہو گا)۔

عینی شرح بخاری جلد سوم کی عبارت آپ (سائل) نے نقل کی اس میں نہ زنان مصر (مصر کی عورتوں) سے حکم خاص ہے نہ مغنیہ و دلالہ کی تخصیص۔ اس میں سولہ صنف (قسم) فسادِ زنان بیان کیں جن میں دو یہ ہیں اور فرمایا۔ اس کے سوا اور بہت سے اصناف قواعد شرعیہ کے خلاف۔۔ اور بتایا کہ ام المومنین اپنے ہی زمانہ کی عورتوں کو فرماتی ہیں کہ ان میں بعض امور حادث ہوتے۔ کاش ان حادثات کو دیکھتیں کہ جب ان کا ہزارواں حصہ نہ تھے۔

عبارت منقولہ سے ایک ورق پہلے دیکھئے جہاں انہوں نے (یعنی علامہ عینی نے) اپنے ائمہ حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب نقل فرمایا ہے کہ حکم (ممانعت کا) مطلق رکھا ہے نہ کہ زمانہ فتنہ گر سے خاص۔ اور اس کی علت خوف فتنہ بتائی ہے نہ کہ خاص وقوع، ہاں جن سے (فتنے کا) وقوع ہو رہا ہے جیسے زنانِ مصران کے لئے حرام بدرجہ اولیٰ بتایا ہے۔ کہ جب خوفِ فتنہ پر ہمارے ائمہ مطلقاً حکم حرمت فرما چکے تو جہاں فتنے پورے ہیں وہاں کا کیا ذکر۔

کیا مدینہ طیبہ کی وہ بیبیاں کہ صحابیات و تابعیات تھیں اور ان امام اجل (ابراہیم نخعی تابعی) کی مستورات معاذ اللہ فتنہ گر تھیں حاشا ہرگز نہیں۔ یا للعجب اگر صحابہ و تابعین کرام کو بھی کہا جائے کہ سب کو ایک لکڑی ہانکا اور متقین و فجاز کا فرق نہ کیا۔ حاشا ثم حاشا حم (ہرگز نہیں ان سے ہرگز اس کی امید نہ کی جائے) تو ثابت ہوا منع عام ہے صرف فاسقات (بدکار عورتوں) سے خاص نہیں۔ اور ان کا خصوصاً ذکر فرما کر زنانِ مصر (مصری عورتوں) کے فضائل (عادات) گنانا اس لئے ہے کہ ان پر بدرجہ اولیٰ حرام ہے نہ کہ صرف فتنہ اٹھانے والیوں کو ممانعت ہے یا وہ بھی صرف مغنین لگانے والی) اور دلالہ کو۔

اسی نے عینی جلد چہارم کی عبارت کا مطلب واضح کر دیا کہ حکم یہ بیان فرمایا کہ اب زیارت قبور عورتوں کو مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ ویسی کو حرام ہے ایسی کو حلال ہے ویسی کو تو پہلے بھی حرام تھا۔ اس زمانہ کی کیا تخصیص۔

غنیہ نے شعبی سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔

سئل القاضی عن جواز خروج النساء الی المقابر الخ

(ترجمہ:- یعنی امام قاضی سے استفتا ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا ایسی جگہ جواز یا عدم جواز نہیں پوچھتے۔ یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے جب گھر سے وہ باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب واپس ہوتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔

ملاحظہ ہو، استفتا کیا خاص فاسقات کے بارے میں تھا مطلق عورتوں کے قبروں کو جانے کا سوال تھا اس کا یہ جواب ملا اس جواب میں کہیں فاسقات کی تخصیص ہے۔

یہاں ایک نکتہ اور ہے جس سے عورتوں کی قسمیں بنانے ان کی صلاح و فساد پر نظر کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ اور قطعاً حکم سب کو عام ہو جاتا ہے اگرچہ کیسی ہی صالحہ پارسا ہو فتنہ وہی نہیں کہ عورت کے دل سے پیدا ہو وہ بھی ہے اور سخت تر اس سے وہ جس کا مناق (فاسقوں) سے عورت پر اندیشہ ہو۔ یہاں عورت کی صلاح (نیکی و پارسائی) کیا کام دیگی۔

حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ مقدسہ صالحہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسی معنیٰ پر عمل طور سے متنبہ کر کے حاضری مسجد کریم مدینہ طیبہ سے باز رکھا ان پاک بی بی کو

مسجد کریم سے عشق تھا پہلے امیرالمومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں قبلِ نکاح (انھوں نے) امیرالمومنین سے شرط کرالی کہ مجھے مسجد سے نہ روکیں اس زمانۂ خیر میں عورتوں کو ممانعت قطعی جزئی نہ تھی جس کے سبب بیبیوں سے حاضری مسجد اور گاہ گاہ زیارت بعض مزارات بھی منقول۔ غرض اس وجہ سے امیرالمومنین نے ان کی شرط قبول فرمالی پھر بھی چاہتے یہی تھے کہ یہ مسجد نہ جائیں۔ یہ کہتیں آپ منع فرمادیں میں نہ جاؤں گی امیرالمومنین بہ پابندی شرط منع نہ فرماتے امیرالمومنین کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا منع فرماتے وہ نہ مانتیں ایک روز انھوں نے یہ تدبیر کی کہ عشاء کے وقت اندھیری رات میں ان کے جانے سے پہلے راہ میں کسی دروازے میں چھپ رہے جب یہ آئیں اس دروازے سے آگے بڑھی تھیں کہ انھوں نے نکل کر پیچھے سے ان کے سر مبارک پر ہاتھ مارا اور چھپ رہے۔ حضرت عائشہ نے کہا۔ انا للہ فنسد الناس۔ (انا للہ لوگوں میں فساد آگیا)

یہ فرما کر مکان کو واپس آئیں اور پھر جنازہ ہی نکلا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انھیں یہ تنبیہ کی کہ عورت کیسی ہی صالحہ ہو اس کی طرف سے اندیشہ نہ سہی فاسق مردوں کی طرف سے اس پر خوف کا کیا علاج۔

اب یہ سب کو ایک پھانسی پر لٹکانا ہوا یا مقدس پاک دامنوں کی عزت کی شریروں کے شر سے بچانا۔ ہمارے ائمہ نے دونوں علتیں ارشاد فرمائیں ارشاد ہدایہ۔ لحافیہ من خوف الفتنہ۔ (یہ ممانعت خوف فتنہ کے سبب ہے دونوں کو شامل ہے عورت سے خوف ہو یا عورت پر خو ہو۔ (خلاصہ جمل النور صفحہ ۳۵)...... اس کے بعد ا حضرت نے مسجد و جماعت میں شرکت اور قبر پر جانے مخالفت پر دونوں علتوں نصوصِ متعدد، کتب فقہ سے فرمائی پھر کتب علماء سے ان مقامات کو شمار کرایا جن عورت کو جانے کی اجازت ہے اور نتیجہ کے طور پر ارشا فرمایا کہ ان میں قبور و مساجد کی اجازت کہیں نہیں بلکہ صا فرمادیا کہ ان کے سوا میں اجازت نہیں اس کی تفصیل ا حضرت کے رسالہ مروج النجا لخروج النس (۱۳۱۵ھ) میں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے علماء کے اقوا ممانعت و جواز کے درمیان مختلف انداز سے تطبیق فر ہے جن کا نقل کرنا باعث تطویل ہے جن کو تفصیل مطلوب ہو اصل کتاب "جمل النور" ملاحظہ کریں۔ ا بیانات سے بہر حال یہ بات واضح ہوگئی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کسی طرح عورتوں ک زیارت قبور کے لئے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے بلک بعض جن عبارات فقہیہ سے جواز کا پہلو بظاہر نکلتا تھا ا کا ایسا مطلب بیان کیا ہے کہ جواز کے سارے راستے مسدو ہو گئے ہیں۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی اس شدید ممانعت اور ا بدعات قبیحہ کے خلاف اس قلمی جہاد کے باوجود بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت بدعات قبور کے موجد ہیں کس درجہ مضحکہ خیز اور کیسا صریح جھوٹ ہے اور

جھوٹ زیادہ تر انھیں لوگوں میں بولا جاتا ہے جو براہ راست اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ نہیں رکھتے۔

آج کے بعض سجادہ نشینوں اور مجاورین قبور پر بھی افسوس ہے کہ سنی حنفی ہوتے ہوتے اور علماء کرام وائمہ عظام کی تصریحات کے باوجود مزارات پر عورتوں کی آمد ورفت کو روکنے کا معقول انتظام نہیں کرتے بلکہ بعض تو اس کوشش میں رہتے ہیں کہ عورتوں کی زیادہ سے زیادہ آمد ہو تاکہ ان سے ان کی آمدنی بڑھے۔ ایک مجاور صاحب سے کہا گیا کہ آپ ان عورتوں کو روکتے کیوں نہیں، فرمایا انھیں اسے تو آمدنی ہوتی ہے مرد کیا دیتے ہیں۔ غرض اولیاء کے مزارات کو محض منفعت کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اور اس کے لئے عورتوں کو آلۂ کار۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔

گر ہمیں مقبرہ ہمیں مجاور۔۔ کار مرداں تمام خواہد شد

## خیر مقدم مجدد مائۃ حاضرہ

غالباً مسلمانان الٰہ آباد کے لئے یہ پہلا اہم اور موقع ہے کہ عزالاسلام حجۃ الملۃ والدین سند العلماء تاج الفضلاء اعلیٰ حضرت جناب مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی مجدد مائۃ حاضرہ کی تشریف آوری کا مژدہ فرحت افزا دے رہے ہیں۔ ۲۰ اپریل یوم پنجشنبہ کو ۶ بجے صبح قبلہ و کعبہ والد ماجد جناب مولانا حکیم سید شاہ نذیر احمد صاحب مدظلہ العالی استقبال کے لئے ریلوے اسٹیشن پر تشریف لیجائینگے۔ اسی وقت جناب مولانا ممدوح مزار پر انوار جد امجد جناب حضرت سید شاہ محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ پر بغرض فاتحہ خوانی و ادائے رسم تعزیت تشریف لائینگے۔ اور بعد تناول ما حضر دس بجے دن کو ڈیرہ دون میل سے عازم بریلی ہونگے۔ ایسے مقدس یگانہ روزگار بزرگ کی زیارت مغتنمات سے ہے لہذا مسلمانوں کو ۶ بجے صبح اسٹیشن پر آنا چاہئے بعد دس بجے دن تک دائرہ شاہ محمد اجمل قدس سرہ العزیز میں زیارت ہو سکتی ہے۔

المعلن

(حافظ) شاہ سید احمد عفی عنہ۔ داماد سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب سجادہ اجملیہ دائرہ شاہ اجمل الٰہ آباد

# امام احمد رضا کا مقیاسِ ذہانت

از:- ڈاکٹر محمد مالک (ایم،بی،بی،ایس-ڈیرہ غازی خان)

نفسیات (Psychology) وہ سائنسی علم ہے جو شعوری یالاشعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے- مختلف ماہرین نفسیات نے مختلف انداز میں نفسیات پر بحث کی ہے- لیکن ایک بات مشترک ہے کہ نفسیات انسان کے شعور، ذہن، کردار اور اعمال کے مطالعہ کا علم ہے یا یوں کہیئے کہ نفسیات وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے- اپنی ذہنی استعداد کا اندازہ کر سکتا ہے- اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیتا ہے اسلئے زندگی میں ہر قدم پر علم نفسیات ہماری راہنمائی کرتا ہے- بلکہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں-

من عرف نفسہ فقد عرف ربہ

ترجمہ:- جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا-

ماہرین نفسیات کے بقول اپنے آپکو پہچانتے کیلئے ذہانت کی ضرورت ہے-

ذہانت کیا ہے؟ ("What is Intelligence?")

پنٹر کہتا ہے کہ ذہانت وہ قابلیت ہے جس کی مدد سے انسان زندگی کے تمام مواقع کا کامیابی سے سامنا کر سکتا ہے-

ٹیلیفورڈ کہتا ہے کہ ذہانت وہ شئے ہے جسکی پیمائش ذہنی آزمائش کے ذریعے کی جاتی ہے-

بینے (Binet) کہتا ہے کہ ذہانت سے مراد وہ قابلیت ہے جسکی مدد سے- بہتر فیصلہ کیا جاسکتا ہے اسے- بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور- بہتر طریقے سے استدلال کیا جاسکتا ہے-

# ذہانت کی پیمائش
# (Measurement of Intelligence)

نفسیات کے بتدریج ارتقاء کے بعد ماہرین نے ذہانت کی پیمائش کیلئے بھی تحقیق شروع کی اور آزمائشوں (Tests) کے وہ طریقے بھی دریافت کیئے جن کے ذریعے سانی ذہانت کی پیمائش ممکن ہوسکے۔ ان آزمائشوں کے یعے اب شرح ذہانت معلوم کرنا ممکن ہوگیا ہے۔ جسے م طور پر مقیاس ذہانت / ذہانت نسبتی / آئی۔کیو (Intelligence Qustient) نفسیات دو قدرے لف علوم کا آمیزہ ہے۔

فلسفہ:۔ (Philosophy) جس نے اس کو بہت سے ابتدائی مسائل فراہم کیئے اور

علم الاعضاء:۔ (Physiology) جس نے اس کیلئے بہت سے ابتدائی طریق کار تجویز کیئے۔

فلاسفرز نے ہمیشہ ذہن کی ادراکی قوت میں دلچسپی لی یعنی وہ قوتیں جو ذہنی جستجو سے تعلق رکھتی ہیں، فکر و اک کا شعور عطا کرتی ہیں۔

ابتداء میں ماہرینِ علم الاعضاء کا خیال تھا کہ شاید دماغ یا م کی بناوٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ذہنی قابلیت کی کمی یا بیشی کا سبب ہے۔ لہذا بے حد ذہین (Genius) اور کند ذہن (Mentally Retarded) افراد کے دماغ کو تول اور چیڑ پھاڑ کر تجزیہ اور تحقیق کی گئی لیکن کوئی کار آمد نتیجہ برآمد نہ ہوسکا۔ بالآخر ۱۹۰۵ء میں فرانس کے ماہر نفسیات بینے (Binet) [1] نے اس مسئلے کا درست اور قابل فہم جواب پیش کیا اور کہا کہ ذہنی قابلیت و صلاحیت کی پیمائش ذہنی آزمائش کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

۱۹۰۸ء میں بینے (Binet) نے اپنے پیشکردہ ٹسٹ میں اصلاح کی اور بعد میں ان آزمائشوں کو عمر کے لحاظ سے ترتیب کیا۔ اس طریقہ کار کے ذریعے ذہنی عمر (Mental Age) کی اصطلاح نے جنم لیا۔

# ذہنی عمر
# (Mental Age)

ذہنی عمر سے مراد وہ عمر ہے جس کا تعین آزمائش میں کامیابی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے مثلاً ۴ سال کی عمر کا بچہ اپنی عمر کیلئے تیار کردہ سوالنامہ کے صحیح جوابات دیدے تو اس کی ذہنی عمر ۴ سال ہے۔ اگر وہ بچہ جواب نہ دے سکے تو اس کی ذہنی عمر کم سمجھی جائیگی۔ ہاں اگر ایک بچہ ذہین ہے تو اس کی ذہنی عمر (Mental Age) طبعی عمر (Chronological Age) سے زیادہ ہوسکتی ہے۔ مثلاً ایک ۵ سال کی عمر کا بچہ ۸ سال کی عمر کے بچے کیلئے بنائے ہوئے ٹسٹ میں کامیاب ہوجاتا ہے تو اس کی جسمانی عمر تو ۵ سال ہے مگر ذہنی عمر ۸ سال ہوگی۔ اس میں بہر کیف اضافی ٹسٹ پاس کرلینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال

کے طور پر ایک بچہ ۸ سالہ گریڈ کے پورے اور ۹ سالہ گریڈ کے آدھے سوالات حل کر لیتا ہے تو اس کی ذہنی عمر ساڑھے آٹھ سال ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک ۱۰ سال کی عمر کا بچہ ۸ سالہ ٹسٹ میں کامیاب ہوجاتا ہے تو اس کی ذہنی عمر ۸ سال ہوگی۔

ذہنی برتری (Mental Superiority) یا کم تری کے اظہار کا یہ طریقہ کئی وجوہ کی بنا پر بہتر نہیں ہے۔ مثلاً ۶ سالہ بچے کا ذہنی اعتبار سے ترقی یافتہ (Advanced) ہونا شاذو نادر ہی ہوتا ہے۔ پچاس ہزار میں سے بمشکل ایک بچہ اتنی غیر معمولی اور اعلیٰ ذہانت کا مالک ہوسکتا ہے۔ لیکن ۱۳ یا ۱۴ سال کی عمر کے بچے کا ۶ سالہ ترقی یافتہ ہونا ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس طرح ایک زیادہ واضح پیمانے کی ضرورت ہے۔ تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر بار بار بچوں کی ذہانت کی پیمائش کی جائے تو عمر میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ذہنی عمر (Mental Age) کی ترقی یا تنزلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو بچہ ۶ سال کی عمر میں ذہنی عمر کے اعتبار سے ۶ سال برتر ہے تو ۸ سال کی عمر میں نسبتاً ۸ برس برتر ہوگا۔ اس طرح جو چیز مسلسل باقی رہتی ہے وہ طبعی عمر پر ذہنی عمر کا تناسب ہے، فرق نہیں اور یہی وہ تناسب ہے جسے اصطلاحاً مقیاس ذہانت (I.Q) کہتے ہیں۔

مقیاس ذہانت (Intelligence Qutient "I.Q") معلوم کرنیکا فارمولا۔

سٹین فورڈ بینے ٹسٹ (Stan Ford Binet Test) کے مطابق (I.Q) معلوم کرنیکا فارمولا یوں ہے کہ بچے کی ذہنی عمر کو طبعی عمر سے تقسیم کر کے ۱۰۰ سے ضرب دیا جائے تو اس بچے کا (I.Q) معلوم ہوجائیگا۔

آئی۔کیو = ذہنی عمر / طبعی عمر x ۱۰۰

یا

IQ = Mentl Age (MA) / Chronological Age (CA) x 100

فرض کیجئے کہ بچے کی طبعی عمر ۵ سال اور ذہنی عمر ۷ سال ہے تو فارمولے کی رو سے

IQ = MA / CA x 100 = 7 / 5 x 100 = 140

تو آئی۔کیو ۱۴۰ ہوگا۔

اس کر برعکس اگر بچے کی طبعی عمر ۱۲ سال ہو اور ذہنی عمر ۸ سال ہو تو فارمولے کی رو سے

IQ = MA / CA x 100 = 8 / 12 x 100 = 67

تو آئی۔کیو ۶۷ ہوگا۔

ماہرین نفسیات کے مطابق آئی۔کیو ۱۴۰ یا اس سے زیادہ غیر معمولی ذہانت (Gifted) کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آئی۔کیو ۷۰ (Border Line) کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ آئی۔کیو ۷۰ سے کم ذہنی کمی (Mental Retardation) کا پتہ دیتا ہے۔ اور آئی۔کیو ۱۰۰ اوسط ذہانت کا سکور ہے۔

الغرض انفرادی طور پر I.Q. معلوم کرلینے سے شعبہ

کے انتخاب میں مدد ملتی ہے لیکن اس کیلئے لازم ہے کہ ذہانت کی پیمائش کی کسوٹی کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں I.Q. نفسیاتی آزمائشوں میں سب سے زیادہ مقبول اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے ذریعے راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

آئی۔کیو سکور (I.Q. SCORE)

(آئی۔کیو رینج صفر تا دو سو)

سٹین فورڈ بینے ٹسٹ کے مطابق I.Q. سکور کی درجہ بندی (Classification) یوں ہے:

| I.Q. Range | Approx % of Population | Classification |
|---|---|---|
| 140 and Above | 1.3 | Gifted |
| 130 ----- 139 | 3.1 | Superior |
| 120 ----- 129 | 8.2 | |
| 110 ----- 119 | 18.1 | High Average |
| 90 ----- 109 | 46.5 | Average |
| 80 ----- 89 | 14.5 | Low Average |
| 70 ----- 79 | 5.6 | Borderline |
| Below 70 | 2.6 | Mentally Retarded (MR)2 |

# ذہانت کا تعین
# (Assessing Intelligence)

ذہانت کی حقیقت اور تشکیل کیلئے مختلف ماہرین نفسیات نے مختلف نظریات پیش کیئے اور یہ نظریات (Theories) اپنی نوعیت کے تھے۔ یہاں پر صرف ان نظریات کے نام تحریر کیئے جاتے ہیں۔

(A) Factor Theories of Intelligence:
- (i) G-Factor Theory
- (ii) Multi factor Theories
- (iii) Hierarachial Theory

(B) Process Oriented Theories of Intelligence:
- (i) Piagets Theory
- (ii) Bruner's Theory

(iii) Information Processing Theory

# ذہنی آزمائش
# (Intelligence Tests)

یوں تو ذہنی آزمائش کے کئی ایک ٹسٹ موجود ہیں لیکن مشہور ٹسٹ درج ذیل ہیں۔

۱۔ سٹین فورڈ بینے ذہانت کا سکیل (Stanford Binet Intelligence Scale)

# ویشلر ٹسٹ
# (Wechsler Tests)

○ -(سٹین فورڈ بینے ذہانت کا سکیل)۔ اس ٹسٹ کو بینے اور سائمن نے مل کر عمر کے لحاظ سے ترتیب دیا۔ ۱۹۱۲۔ میں ولیم سٹرن (William Stern) نے ذہنی عمر اور طبعی عمر کے تناسب کا نظریہ پیش کیا۔ بعد میں ٹرمن (Terman) نے اس آزمائش میں نظر ثانی کی اور اسے تین ہزار بچوں پر آزمایا اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ

(i) -۱۳ سال کی عمر تک طبعی اور ذہنی عمر میں ایک خاص نسبت ہے جو بعد میں قائم نہیں رہتی۔

(ii) ذہنی عمر بمقابلہ طبعی عمر کم بڑھتی ہے اور ۱۸ سال کی عمر کے بعد ذہنی عمر نہیں بڑھتی۔ اور عموماً مستقل رہتی ہے۔ گرچہ طبعی عمر بڑھتی رہتی ہے۔

۱۹۳۷۔ میں ٹرمن (Terman) اور ماڈاے میرل (Maud A Merril) نے مزید اصلاح کی اور اسے نئی شکل میں پیش کیا جس میں ۲ سال سے ابتدا کی گئی۔

اسی طرح ۱۹۶۰۔ میں دوبارہ نظر ثانی ہوئی۔ نمبر لگانے کا طریقہ بدل دیا گیا اور شماریاتی طریقہ استعمال کیا گیا۔

○ - ویشلر آزمائشیں۔ (Wechsler Tests)۔ ویشلر نے لفظی اور کارکردگی آزمائشوں کو اکٹھے کیا اور اسطرح ترتیب دیا کہ بڑوں اور بچوں کیلئے الگ الگ آزمائشیں بنائیں۔ جن کے یہاں پر صرف نام تحریر کیئے جاتے ہیں

(i) -ویشلری پیمانہ ذہانت بلغان Wechsler Adult Intelligence Scale (W.A.I.S)

(ii) ویشلری پیمانہ ذہانت بچگاں Wechsler Intelligence Scale for Children (W.I.S.C)

(iii) ویشلری ما قبل مدرسہ اور ابتدائی پیمانہ ذہانت Wechsler Pre-School and Primary Scale of Intelligence (W.P.P.S.I)

آجکل یہ آزمائشیں ایک اور طریقہ پر مستعمل ہیں۔ جو کہ I.Q. Deviation کہلاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا سٹینڈرڈ سکور ہے یعنی ایسا I.Q جو Standard Deviation Units کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ویشلر ٹسٹ تین مختلف Deviation I.Q کا پتہ دیتا ہے۔

(a) Verbal Sub-Tests

(b) Performance Sub-Tests

(c) Full Scale I.Q.

اس طریقۂ کار کو فارمولے کی روشنی میں یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔

Standard Score = x-m/sd

جبکہ ایکس (x) انفرادی سکور (Individual Score) ہے۔ m سے مراد اوسط (mean) ہے۔ اور SD سے مراد معیاری انحراف (Standard Deviation) ہے۔ واضح رہے کہ ماہرین شرح ذہانت صرف ایک ٹسٹ سے نہیں نکالتے بلکہ ایک ٹسٹ سیریز کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ ایک سیریز میں عموماً ۸ ٹسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹسٹ میں ۴۰ سوال، تمام ٹسٹ کے حاصل کردہ نمبروں کا اوسط نکالنے کے بعد ایک خاص جدول (Table) کے ذریعے شرح ذہانت معلوم کی جاتی ہے اور یوں وہبی بچے (Mentally Gifted) کا I.Q. سکور سامنے آتا ہے۔

## وھبی بچے
## (Mentally Gifted/ Gifted Children)

مقیاس ذہانت چارٹ (I.Q Score) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ Extremes of Intelligence میں جس طرح ایک طرف ذہنی کم عمر والے بچے ہوتے ہیں تو اسی طرح دوسری طرح وھبی بچوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میرا موضوع سخن انتہائی ذہین و فطین (وھبی) بچوں کی خصوصیات اور امت مسلم میں ایک عظیم مسلم سکالر کی مثال، محفوظ ریکارڈ کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ تاریخ میں کئی شخصیتوں کے نام سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں۔ چند شہرۂ آفاق ہستیوں کے بچپن کے ریکارڈ محفوظ ہیں۔ ان سے ان کی اعلیٰ ذہانت و فطانت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ تو آئیے ماہرین نفسیات نے تجربات و مشاہدات کے بعد جو اعداد و شمار (Bio-data) پیش کیئے ہیں اس کی روشنی میں چند خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ یہ بچے مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں۔

۲۔ ایسا بچہ دس لاکھ میں ایک ہوتا ہے۔

۳۔ یہ بچے مستقل مزاج ہوتے ہیں اور ان کے تخلیقی کام لائق تحسین ہوتے ہیں

۴۔ یہ بچے اپنے ہمجولیوں (Peer Group) میں ہم آہنگ Adjust نہیں ہو پاتے۔ کیونکہ ان کی ذہنی عمر کا معیار جسمانی عمر کے مقابلے میں کہیں بلند ہوتا ہے۔

۵۔ یہ بچے اپنے ہم عمر بچوں اور اساتذہ کی نگاہ میں انتہائی منفرد ہوتے ہیں۔ چنانچہ مارگن سائیکالوجی (Morgan Psychology) صفحہ 539 پر لکھا ہے کہ حیرت انگیز I.Q. سکور والے بچے اپنے ہم عمر بچوں اور اساتذہ کی نگاہ میں Misfit اور Mis understood ہوتے ہیں کیونکہ ان کا I.Q پختہ عمر کے لوگوں کے معیار پر ہوتا ہے۔ اسلئے اکثر اس ماحول میں Adjust ہوجاتے ہیں۔

۶۔ ایسے بچے اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں سے تعلق

رکھتے ہیں چنانچہ Robert E.Silverman Psychology (فورتھ ایڈیشن) صفحہ 231 پر لکھا ہے۔ کہ "وھبی" (Gifted) بچوں کے والدین عام بچوں کے والدین سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔

۷۔ ماہر نفسیات لیتا۔ایس ہالنگ ورتھ (Leta S Holling Worth) ۱۸۸۶۔۱۹۳۹ نے ۱۳ بچوں کا مطالعہ کیا جن کا I.Q ۱۸۰ یا اس سے زیادہ تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسا بچہ دس لاکھ میں ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ماہرین نفسیات مثلاً ایل۔ایم ٹرمین وغیرہ نے بھی وھبی بچوں کی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔ الغرض یہ بات ثابت ہوجاتی ہے۔ کہ وھبی بچہ کی ذہنی عمر طبعی عمر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسلیئے بچپن میں اس سے میحرا لعقول کام سرزد ہوتے رہتے ہیں۔

ماہرینِ نفسیات نے لکھا ہے کہ جان سٹورٹ مل (John Staurt Mill) کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مل ۳ سال کی عمر میں پڑھ لیتا تھا اور اس لحاظ سے اس کا I.Q. ۲۰۰ ہوا۔

L.M.Terman کہتا ہے کہ تین سو مشہور آدمیوں کی زندگیوں کا مطالعہ ۳ ماہرین نفسیات نے کیا۔ اور جہاں کہیں ریکارڈ تسلی بخش نکلا اور ماہرین کا اتفاق ہوگیا وہاں I.Q. معین ہوگیا[۳] ان ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مشہور ہستیوں کا I.Q. کافی اونچا تھا۔

گوئٹے جس نے ۸ سال کی عمر میں لاطینی میں شعر کہنا شروع کیا بچپن میں اس کا I.Q ۱۸۵ تھا، جوانی میں I.Q ۲۰۰ تھا۔

ریاضی دان پاسکل (Pascal) کا I.Q ۱۸۰

فرانسی ادیب والٹیر (Voltaire) کا I.Q ۱۷۵

امریکہ کے چھٹے پریذیڈنٹ جان قونسی ایڈمز (John Quincy Adams) کا I.Q ۱۶۵ تھا۔

I.Q کے بارے میں محققین (Researchers) اور ماہرین (Educators) کی تحقیقات کے مطابق:

فلاسفرز کا I.Q ۱۷۰

شاعروں کا اور ناول نویسوں کا I.Q ۱۶۰

سائنسدانوں کا I.Q ۱۵۵ ہوتا ہے۔

الحمدللہ میں مسلم مفکرین میں سے ایک ایسی ہستی کا محفوظ ریکارڈ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو بیک وقت فلاسفر، سائنسدان، شاعر اور ادیب، مدبر سیاستدان، قائدِ سوادِ اعظم، مجددِ اسلام، مترجم، مفسر، محدث، مفتی، فقیہہ، عظیم ماہرِ تعلیم، عظیم ماہر نفسیات، ماہر اقتصادیات، عظیم ریاضی دان، عظیم ماہر فلکیات، اور بے مثال شیخِ طریقت، الغرض جامع العلوم شخصیت ہے۔ جس سے اس مفکر اسلام کی خداداد ذہانت اور ایک ریکارڈ I.Q کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس شہرۂ آفاق ہستی کا اسم گرامی امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ہے۔

یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ علمی دنیا میں امام موصوف سے تقریباً پوری دنیا نے استفادہ کیا۔ بالخصوص ہند و پاک کے علاوہ براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، براعظم امریکہ اور حرمین شریفین کے مفتیانِ مذاہبِ اربعہ شامل

ہیں۔

امام احمد رضا فتاویٰ رضویہ جلد چہارم ص ۱۴۹ پر رقمطراز ہیں:

"فقیر کے یہاں علاوہ دیگر مشاغلِ کثیرہ دینیہ کے کارِ فتویٰ اس درجہ وافر ہے کہ دس مفتیوں کے کام سے زائد ہے۔ شہر و دیگر بلا دو امصار، جملہ اقطار ہندوستان و بنگال، پنجاب، ملیبار و برہما وارکان، چین، غزنی وامریکہ وافریقہ حتیٰ کہ سرکار حرمین محترمین سے استفتاء آتے ہیں اور ایک وقت میں پانچ پانچ سو جمع ہوجاتے ہیں۔"

## (Gifted) آئی۔کیو۔I.Q. کی عظیم مثال:۔

اب تک ملکی و غیر ملکی ماہرین نفسیات کی کم و بیش جتنی کتب منظر عام پر ہیں ان میں اعلیٰ ذہانت کو پیش کرتے ہوئے غیر مسلم شخصیت کا نام اور ان کا آئی۔کیو (I.Q) پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ مسلمان قاری کے دل میں مسلم مفکرین کے اعلیٰ I.Q کے بارے میں تجسس ہی رہا ہے۔ امید واثق ہے کہ میں ذہانت اور مقیاس ذہانت (I.Q) محفوظ ریکارڈ کی روشنی میں جامعیت کے ساتھ ابتداء کر رہا ہوں جو محققین و ماہرین نفسیات کیلئے دعوتِ فکر ہے اور اقبال کے شاہین کیلئے قابل فخر بھی۔ تو آیئے ایک بین الاقوامی مسلم سکالر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت ذہانت اور بے مثال I.Q کا محفوظ ریکارڈ کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔

امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی بے مثال ذہانت اور بے نظیر حافظے کے کمالات اتنے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کیلئے دفتر چاہیے۔ یہاں پر صرف چند واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

## تعلیم و تربیت:۔

ولادت:۔ امام احمد رضا خان کی ولادت ۱۰ شوال مکرم ۱۲۷۲ھ بمطابق ۱۴ جون ۱۸۵۶۔ میں ہندوستان کے شہر بریلی (یو۔پی) میں ہوئی۔ والدین کی کمالِ شفقت اور اعلیٰ تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتے۔

رسم بسم اللہ خوانی، فراستِ ایمانی:۔ امام احمد رضا خان کی بسم اللہ خوانی اور دینی تعلیم کا آغاز ڈھائی سال کی عمر میں ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹر حسن رضا اعظمی اپنے پی۔ایچ۔ڈی مقالہ (فقیہہ اسلام) کے صفحہ ۱۶۰ پر یوں رقمطراز ہیں [۴]

"رواج کے مطابق امام احمد رضا کے جد امجد اور والدِ محترم [۵] نے ۱۲۷۵ھ کے اوائل میں بسم اللہ خوانی کی محفل سجائی اور اعلیٰ حضرت کا مکتب کرایا"۔

امام احمد کا رضا کا بچپن پاکیزگی اور ذہانت و ذکاوت میں ضرب المثل تھا۔ آپ عہدِ طفلی میں بھی یکتائے روزگار تھے۔

بسم اللہ خوانی کا عجیب واقعہ۔ بسم اللہ خوانی کے وقت عجیب واقعہ پیش آیا۔ مناسب خیال کرتا ہوں کہ یہ واقعہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے صدر شعبۂ عربی اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر مختارالدین احمد آرزو کی زبانی پیش کیا جاتے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔

دو استاد صاحب نے بسم اللہ کے بعد الف، با، تا، ثا جسطرح پڑھایا جاتا ہے پڑھایا۔ آپ پڑھتے رہے لیکن جب لام الف کی نوبت آئی تو آپ خاموش رہے۔ اُستاد صاحب نے دوبارہ کہا، کہو میاں لام الف۔ آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا یہ دونوں تو پڑھ چکے ہیں۔ ل بھی اور الف بھی۔ اب یہ دوبارہ کیوں؟ اسوقت آپ کے جد امجد علامہ رضا علی خان موجود تھے۔ فرمایا بیٹا! استاد کا کہا مانو۔ جو کہتے ہیں پڑھو آپ نے جد امجد کے حکم کی تعمیل فرمائی مگر ان کے چہرے کو تجسس کی نظر سے دیکھا۔ وہ فراست سے سمجھ گئے۔ فرمایا بیٹا۔ تمہارا خیال درست ہے۔ اور سمجھنا بجا ہے کہ حروف "مفردہ" میں ایک "مرکب" لفظ کیسے آیا۔ مگر بات یہ ہے کہ شروع میں تم نے جو الف پڑھا ہے وہ دراصل ہمزہ ہے۔ اور یہ درحقیقت الف ہے۔ لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اور ساکن کیساتھ ابتدا ناممکن ہے۔ اسلئے ایک حرف یعنی لام اول میں لاکر اس کا تلفظ بنانا مقصود ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا تو کوئی ایک حرف ملا دینا کافی تھا لام کی کیا خصوصیت ہے۔ با۔ دال۔ سین بھی اول میں لاسکتے تھے۔ جد امجد نے نہایت محبت و جوش میں گلے لگایا۔ دل سے دعائیں دیں اور پھر اسکی توجیہہ ارشاد فرمائی"۔

آپ کے محفوظ ریکارڈ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ بچپن میں کتاب کو ایک چوتھائی پڑھکر باقی ساری کتاب خود پڑھ لیتے اور جو ایک مرتبہ پڑھ لیا وہ ازبر ہوجاتا تھا امام احمد رضا خان بریلوی ابتدائی تعلیم کا ذکر کرتے ہوتے خود فرماتے ہیں:

"میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ میں دیکھکر کتاب بند کر دیتا۔ جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھکر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے :

"احمد میاں تم یہ تو کہو تم آدمی ہویا جن۔ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ امام احمد رضا نے فرمایا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے"۔

## عہد طفلی کا حیرت انگیز واقعہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے علمی اور روحانی ماحول میں آنکھ کھولی۔ بچپن بڑے نازونعم میں گزرا۔ والدین کی کمالِ شفقت، بہترین تعلیم و تربیت اور فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے۔ فطری طور پر

ذہین تھے اور حافظہ بلا کا قوی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا کا عہد طفلی بھی طہارتِ نفس، اتباع قرآن و سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسنِ سیرت کے اوصاف سے مزین تھا۔ واقعہ یوں ہے: تقریباً ساڑھے تین سال کی عمر تھی، ایک نیچا کرتہ پہنے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے تھے کہ ایک گاڑی میں کچھ طوائفیں بیٹھی ہوئی کسی رئیس کے ہاں گانے بجانے جارہی تھیں۔ ان کا سامنا ہوتے ہی فوراً اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ طوائفیں ہنسنے لگیں۔ ان میں سے ایک بولی واہ صاحبزادے، آنکھوں کو چھپالیا اور ستر کھول دیا۔ امام احمد رضا نے برجستہ ایسا نفیس اور سائنٹیفک جواب عہدِ طفلی میں دیا کہ بڑے بڑے ماہرینِ نفسیات سر دھنتے رہ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں:

"جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے"۔ یہ جواب سن کر وہ طوائفیں سکتے میں آگئیں کہ یہ کوئی 1/2 3 سال کا بچہ ہے یا ۶۰ سال کا ماہر نفسیات بول رہا ہے۔

تبصرہ:۔ پچھلے صفحات میں ہم نے نفسیات کے حوالے سے ذہنی عمر (Mental Age) اور مقیاسِ ذہانت (I.Q) پر تفصیلاً بحث کی ہے اور I.Q کا فارمولا بھی پیش کیا ہے۔ اس فارمولے کی روشنی میں ہم مفکر اسلام امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ان جامع الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں جس سے ان کا ایک ریکارڈ I.Q ثابت ہوتا ہے۔

آئی۔کیو = ذہنی عمر / طبعی عمر x ۱۰۰

I.Q = Mental Age/Chronological Age x 100

اس فارمولے کی روشنی میں وہبی بچے (Mentally Gifted) کا آئی۔کیو چونکہ بلند ہوتا ہے اور یہ اس کی ذہنی عمر (Mental Age) کی نشاندہی کرتا ہے یعنی اگر طبعی عمر کم ہو تو ذہنی عمر کا معیار باشعور شخص کی سوچ کے معیار کو ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا امام احمد رضا کا کم سنی میں یہ جواب اعلیٰ ذہانت و فطانت اور یونیک (Unique) I.Q کی بہترین مثال ہے جسے نفسیات کی کتب میں جگہ دی جانی چاہیئے۔

نفسیات تسویہ صفحہ نمبر ۱۰۰ پر پروفیسر ڈاکٹر سی۔اے قادر لکھتا ہے کہ:

"گوئٹے جس نے آٹھ سال کی عمر میں لاطینی میں شعر کہنا شروع کیا بچپن میں ۱۸۵ آئی۔کیو رکھتا تھا۔ اور جوانی میں ۲۰۰"۔

اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۹۹ پر درج ہے کہ "جان سٹورٹ مل کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مل ۳ سال کی عمر (طبعی عمر) میں پڑھ لیتا تھا"۔ اس حساب سے اس کی ذہانتی نسبت (I.Q) ۲۰۰ ہوئی۔

اب ہم اسلامی تاریخ کے آفتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ریکارڈ کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں جس سے ان کا بے مثال آئی۔کیو (I.Q) ظاہر ہوتا ہے۔

○ امام احمد رضا نے ڈھائی سال کی عمر میں قرآن پاک

پڑھنا شروع کیا اور اسی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔

○ چار سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کیا۔ یقیناً بچپن میں امام احمد رضا کا I.Q ۲۰۰ ایک ریکارڈ I.Q ہے۔ محققین و ماہرین کے سامنے امام احمد رضا کی عبقری (Genius) شخصیت مزید تحقیق و جستجو کیلئے پیش کیجاتی ہے۔

○ چھ سال کی عمر میں ایک عظیم مجمع میں ماہ مبارک ربیع الاول میں میلاد پاک پڑھا اور دو گھنٹے علم و عرفان کے دریا بہائے۔

○ دس سال کی عمر میں "ہدایۃ النحو" کی شرح بزبان عربی لکھی اور ۱۰ سال ہی کی عمر میں فقہ کی مشہور و مستند کتاب "مسلم الثبوت" پر حاشیہ لکھا۔

○ تیرہ سال کی عمر میں عربی زبان میں "ضو النہایہ فی اعلام الحمد والھدایہ" تصنیف فرمائی۔

○ تیرہ سال ۱۰ ماہ اور ۵ دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی۔

○ چودہ سال کی عمر میں مسند افتاء پر ممکن ہوتے اور مسئلہ رضاعت پر پہلا فتویٰ دیا۔

امام احمد رضا اپنی حیرت انگیز اور میحر العقول فطری ذکاوت کیوجہ سے بہت جلد فارغ التحصیل ہو گئے۔

چنانچہ خود فرماتے ہیں:

"میں نے جب پڑھنے سے فراغت پائی اور میرا نام فارغ التحصیل علماء میں ہونے لگا اور یہ واقعہ نصف شعبان ۱۲۸۶ھ کا ہے۔ اسوقت میں ۱۳ سال ۱۰ ماہ اور ۵ دن کا تھا، اسی روز مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی اور میری طرف شرعی احکام متوجہ ہوئے تھے" (۶)

○ سولہ سال کی عمر میں "حل خطاء الخط" تصنیف فرمائی۔

○ اٹھارہ سال کی عمر میں "السعی المشکور فی ابداء الحق المہجور" اور "فصل القضائی رسم الافتا" (بزبان عربی) تصنیف فرمائیں۔

○ بائیس سال کی عمر میں "معتبر الطالب فی شیون ابی طالب" لکھا جسے بعد میں شرح المطالب فی مبحث ابی طالب (۱۳۱۶ھ) میں شامل کر دیا گیا۔

○ تیئیس سال کی عمر میں "نقاء النیرہ فی شرح الجوھرہ" اور "الطراز الرضیہ الی النیرۃ الوضیہ" تصنیف فرمائیں۔

○ چوبیس سال کی عمر میں بزبان عربی "اطائب الاکسیر فی علم التکسیر" (مصنف کے ایجادات کثیرہ (۷)) اور "نفی الفیئ عمن بنورہ انار کل شیئ" تصنیف کئے گئے۔

○ پچیس سال کی عمر میں درج ذیل رسائل تصنیف فرمائے۔

۱۔ الکلام البہی فی تشبیہ الصدیق بالنبی
۲۔ وجہ المشقوق بجلوۃ اسماالصدیق والفاروق
۳۔ مطلع القمرین فی ابانۃ سبعۃ العمرین
۴۔ سلطنت المصطفٰی فی ملکوت کل الورے
۵۔ المعود لتنقیح المحمود

○ چھبیس سال کی عمر میں درج ذیل رسائل تصنیف فرمائے۔

۱۔ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفٰے والآل والاصحاب
۲۔ احکام الاحکام فی التناول من ید من مالہ حرام
۳۔ انفس الفکر فی قربان البقر
۴۔ اجلال جبریل بجعلہ خادم اللمحبوب الجمیل
۵۔ الآمر باحترام المقابر

ستائیس سال کی عمر میں دیگر تصنیفی کام کے علاوہ جو مشہور رسائل تصنیف فرمائے وہ یہ ہیں۔

۱۔ اقامتہ القیامہ علیٰ طاعن القیام لنبی تہامہ
۲۔ ہدی الحیران فی نفی الفیئ عن شمس الاکوان
۳۔ حسن البراعہ فی تنقید حکم الجماعہ
۴۔ النعیم المقیم فی فرحتہ مولد النبی الکریم
۵۔ سیف الزمان لدفع ضرب الشیطن
۶۔ عبقری حسان فی اجابت الاذان

اٹھائیس سال کی عمر میں دیگر تصنیفی کام کے علاوہ جو رسائل تصنیف فرمائے وہ درج ذیل ہیں۔

۔ الزلال الانقی من بحر سبقتہ الاتقے
۔ بذل الصفالعبدا لمصطفیٰ
۔ البشریٰ العاجلہ من تحف آجلہ
۔ شوارق النسا۔ فی حدل المصر والفنا۔
۔ احسن الجلوہ فی تحقیق المیل والزراع والفراسخ والفلوہ
۔ النزیر الہائل لکل جلف جاحل
۔ لمعتہ الشمہ
۔ فتح خیبر
۔ الرائحتہ العنبریہ من المجمرۃ الحیدریہ

(اس دوران دیگر تصنیفی کام مثلاً فتاویٰ نویسی، صحاح ستہ اور تفاسیر پر حاشیہ نگاری اور مختلف عقلی علوم وغیرہ پر تصنیفی کام جاری رہے۔)

علیٰ ھذا القیاس تصنیف و تالیف کی ایک طویل فہرست ہے جس کا یہ مقالہ متقاضی نہیں ہے۔ پھر یہ عبقریٔ زماں لکھتے ہی چلے گئے بلکہ اتنا لکھاکہ قلم کو آپ کی مدت حیات میں استراحت نہ مل سکی۔ آپ نے مسلسل ۵۵ برس قلم کی جولانیاں دکھائیں اور ۷۰ سے زیادہ علوم و فنون میں ایک ہزار سے زائد تصانیف (عربی، فارسی، اردو زبان میں) تحریر فرمائیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی کی خداداد ذہانت اور محیر العقول واقعات تحریر کرنے سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالقادر کی تصنیف "نفسیات تسویہ" (Psychology of Adjustment) کی ایک عبارت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تاکہ امام بریلوی کی پہلودار شخصیت مزید ابھر کر سامنے آسکے۔ چنانچہ "نفسیات تسویہ" ایڈیشن چہارم صفحہ نمبر ۱۰۰ پر لکھا ہے۔ "نامور آدمیوں کے ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ جوانی میں انہوں نے تخلیقی کام کئے۔ مثلاً۔ بہترین شاعری ۲۵ اور ۳۰ سال کی عمر میں لکھی گئی۔ کیمیا، طبعیات اور ایجادات کیلئے۔ بہترین زمانہ ۳۰ اور ۳۵ سال کی عمر کا ہے۔ اس کے بعد دور انحطاط آجاتا ہے اور

پرانے خیالات کو دہرایا جاتا ہے"۔

مندرجہ بالا تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ۴۰ سال کی عمر کے بعد کا زمانہ انحطاط (ذہنی) کا زمانہ ہے۔ لیکن جب ہم امام بریلوی کی شخصیت اور کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں تو بچپن، جوانی اور ۴۰ سال کے بعد کا زمانہ۔ بہتر سے۔ بہترین علمی، تحقیقی اور تخلیقی دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور دورِ انحطاط (ذہنی) سے مستثنیٰ نظر آتا ہے۔ بلکہ ان کا آخری دور انکی تصنیف و تالیف کا مصروف ترین دور تھا۔ ایک ایک دو دو دن میں پورا رسالہ قلمبند کر دیا جاتا۔

چنانچہ قارئین کرام کی دلچسپی کیلئے امام بریلوی کی خداداد ذہانت اور علمی تبحر کے چند واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔

## محدث بریلوی اور محدث سورتی

-----O-----

ایک مرتبہ امام احمد رضا پیلی بھیت تشریف لے گئے اور مولانا وصی احمد محدث سورتی (۸) کے ہاں مہمان ہوئے۔ اثنائے گفتگو "عقود الدریہ فی تنقیح فتاویٰ الحامدیہ" (۹) کا ذکر چل پڑا۔ حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ وہ کتاب میرے کتب خانہ میں ہے۔ محدث بریلوی نے اس وقت تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا "جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجئے گا"۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور یہ بھی فرمایا کہ "ملاحظہ فرمانے کے بعد بھیج دیجئے گا۔ آپ کے پاس کتابیں بہت ہیں اور میرے پاس گنتی کی۔ یہی چند کتابیں ہیں۔ جن سے فتویٰ دیا کرتا ہوں"۔ حضرت محدث بریلوی کو اسی دن واپس آنا تھا مگر ایک جاں نثار مرید کی دعوت پر رکنا پڑا آپ نے رات میں "عقود الدریہ"۔ کی دونوں ضخیم جلدوں کا مطالعہ فرما لیا۔ لیکن ان جلدوں کو سامان میں رکھنے کی بجائے محدث سورتی صاحب کے یہاں بھجوا دی۔ اس واقعہ کے بعد محدث سورتی صاحب تشریف لائے اور عرض کیا "کیا میری اتنی سی گزارش پر "کہ مطالعہ کے بعد کتاب واپس فرما دیں گے"۔ آپ کو اتنا ملال ہوا کہ آپ کتاب ابھی واپس کر رہے ہیں"۔ حضرت محدث بریلوی نے فرمایا "اگر کل ہی جانا ہوتا تو بریلی ساتھ لے جاتا۔ لیکن جب رُک گیا تو شب میں اور صبح میں پوری کتاب دیکھ ڈالی۔ اب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے"۔ محدث سورتی نے فرمایا کہ "ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا"۔ حضرت محدث بریلوی نے فرمایا۔ "اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین مہینے۔ جہاں کی عبارت چاہوں گا، فتاویٰ میں لکھ دوں گا اور مضمون تو انشاء اللہ عمر بھی کیلئے محفوظ ہو گیا"۔

# محدث بریلوی اور محدث کچھوچھوی

-----O-----

تحریک پاکستان کے صفِ اول کے رہنما علامہ سید محدث کچھوچھوی ایک عجیب و غریب واقعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت خداداد حافظہ کا یوں بیان فرماتے ہیں۔

"میں نے حساب کی تعلیم اسکول میں پائی تھی۔ لہذا مجھے حساب دانی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ حساب والے استفتاء حل کرنے کیلئے زیادہ تر میرے ہی سپرد فرماتے۔ ایک مرتبہ ورثے کی تقسیم کے سلسلے میں پندرہ بطن کا مناسخہ آیا۔ ظاہر ہے کہ مورثِ اعلیٰ کی پندرھویں پشت میں درجنوں وارث ہوں گے۔ مجھے اس کے جواب میں دو راتیں اور ایک دن مسلسل محنت کرنا پڑی۔ ایک ایک پیسے اور درجنوں وارثوں کا حق قلمبند کر دیا۔ عصر کی نماز کے بعد حسب معمول اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کی خدمت میں جا بیٹھا تاکہ حساب کی مکمل تفصیل آپ سے عرض کردوں۔ اور آپ اصلاح کی ضرورت محسوس فرمائیں تو اصلاح کر دیں۔ میں نے وہ استفتاء پڑھنا شروع کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی سنتے سنتے اپنی انگلیوں کو بھی حرکت دے رہے ہیں۔ یہ استفتاء چونکہ پندرہ پشتوں کے درجنوں وارثوں کے حساب کتاب پر مبنی تھا اسلیئے یہ فل سکیپ کے دو صفحات پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے یہ استفتاء یعنی سوال ہی پڑھکر ختم کیا اور ابھی جواب میں تحریر کیئے ہوئے وارثوں کے حصے ظاہر نہ کیئے تھے کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے بلا توقف فرمانا شروع کیا۔ آپ نے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دیا۔ غرض درجنوں وارثوں کے نام اور ان کے حصے بتا دیئے۔ اب میں حیران و ششدر تھا کہ مجھے اپنی حساب دانی پر اتنا ناز تھا۔ استفتاء کو میں نے اپنے طور پر بیس دفعہ پڑھا۔ ہر ایک کا نام بار بار پڑھکر ان کے حصے نکالے۔ اس کے باوجود مجھ سے کوئی ان سب وارثوں کے نام پوچھے تو حصے کجا میں نام بھی شاید پورے نہ بتا سکوں جب تک لکھے ہوئے سامنے نہ رکھوں۔۔۔۔ اللہ اللہ یہ کیا تبحر، کیسی وسعت ادراک اور کتنی عظیم خداداد ذہانت و صلاحیت تھی جو حق تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے"۔

اسی طرح انوار رضا میں ہے کہ امام احمد رضا مشکل سے مشکل فتاویٰ کا جواب اپنے شاگردوں اور احباب کو اس طرح قلمبند کراتے کہ حیرت ہوتی بے شمار کتابوں کے حوالے

اس سلسلے میں دیتے اور سب زبانی فرماتے۔ الماری میں سے فلاں کتاب نکالو۔ اتنے ورق الٹ لو۔ فلاں صفحہ پر اتنی سطروں کے بعد یہ مضمون ہو گا اسے نقل کر دو غرض کہ ان کا حافظہ، ذہانت اور دماغی باتیں عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی علمی تبحر اور ذہانت و ذکاوت کا آئینہ دار ہے۔ ایک دفعہ آپ نے نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری عمر سے دس گنا زیادہ کام لے لیا ہے۔ یہ اسکا انتہائی فضل و کرم ہے" (۱۰)

خداداد ذہانت اور علمی تبحر کا منفرد انداز ملاحظہ ہو چنانچہ انوار رضا میں لکھا ہے

"دارالافتا میں بیک وقت چار چار خطوط اور فتوے املا کراتے، کاتب لکھتے جاتے، سب کے مضامین الگ الگ، سب کے دلائل الگ الگ، سب کے مآخذ الگ الگ، مگر کسی ایک کا تسلسل نہ ٹوٹتا اور سرعت فکر کا یہ عالم کہ چاروں کاتب فارغ نہ ہوتے پانچویں ورق کیلئے املا تیار ہوتا"۔

انوار رضا میں خداداد حافظ کے کمال کا ایک واقعہ یوں درج ہے

"ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک استفتاء آیا دارالافتاء میں کام کرنیوالوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا اور جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا۔ فقہا کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑیگا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا عجب نئے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں۔ امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے ابن ہمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحہ میں ابن عابدین نے رد المختار کی فلاں جلد اور فلاں صفحہ پر فتاویٰ ہندیہ میں فتاویٰ خیریہ میں یہ یہ عبارت صاف صاف موجود ہے اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی ہوئی عبارت میں ایک نقطہ کا فرق نہیں اس خداداد ذہانت اور فضلِ و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا۔

مندرجہ بالا چند واقعات کے بعد مفکر اسلام امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا جوانی میں ذہانت اور بے مثال مقیاسِ ذہانت I.Q کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔

اب خداداد ذہانت و فطانت کے تاریخی واقعات عمر کے آخری حصہ کے بیان کیئے جاتے ہیں جن کو پڑھکر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری ایام میں بچپن اور جوانی کا مقیاس ذہانت I.Q برقرار و بحال ہے جو اپنی مثال آپ ہے ماہرین نفسیات کیلئے جہاں دعوت فکر ہے وہاں امت مسلم کیلئے قابل فخر بھی ہے۔

## صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن کیا (۱۱)

یہ واقعہ ۲۹ شعبان ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء کا ہے یعنی جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی عمر ۶۳ برس تھی۔ ایک عریضہ آیا جس پر اعلیٰ حضرت کے القاب کے ساتھ ساتھ حافظ لکھا ہوا تھا امام احمد رضا اس وقت تک حافظ نہ تھے شیر بیشئہ اہلسنت مناظر اعظم مولانا حشمت

علی خان صاحب کا بیان ہے کہ اس عریضے کو سنکر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قبلہ کی چشمان مبارک میں آنسو بھر آئے اور فرمانے لگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے حق میں قرآن حکیم میں آیا ہے۔

(یعنی:- جب ان لوگوں کی تعریف میں ایسی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو ان کے اندر نہیں تو وہ لوگ اپنی ایسی تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ ان کیلئے ہلاکت ہے) دوسرے دن سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع فرمادیا جس کا وقت عشا کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ حفظ کرنے کا انوکھا انداز ملاحظہ ہو۔

مصنف بہار شریعت علامہ مولانا امجد علی خان صاحب (خلیفۂ اعلیٰ حضرت) قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے اور امام احمد رضا سماعت فرماتے جاتے پھر جماعت قائم ہوتی تھی اعلیٰ حضرت قبلہ جتنا قرآن پاک سنتے تھے وہ سب تراویح میں سنا دیتے۔ کبھی ایک پارہ کبھی ڈیڑھ پارہ۔ روزانہ یہی معمول رہا یہاں تک کہ رمضان المبارک کی ستائیسویں تاریخ کی نماز تراویح میں حفظ قرآن عظیم پورا کر لیا اور صرف ایک مہینے میں حافظ ہو گئے اور فرمایا "الحمدللہ ہم نے کلام پاک ترتیب کے ساتھ یاد کر لیا اور یہ اسلئے کہ بندگان خدا کا کہنا غلط ثابت نہ ہو"۔

حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عشاء کے وضو فرمانے کے بعد جماعت قائم ہونے تک کے مختصر سے وقت میں ہر روز پارہ ڈیڑھ پارہ صرف زبانی سنکر اور نماز تراویح میں سنانے کے باوجود مختلف فتاویٰ لکھنے، مسائلِ شریعت اور اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سنانے وغیرہ روزانہ کے مشاغل دینیہ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ (۱۲)

الغرض اعلیٰ حضرت اعلیٰ کرامت کا نمونہ ربانیہ ہیں جن کے بلند مقام کو بیان کیلئے اب تک ارباب لُغت و اصطلاح لفظ پانے سے عاجز رہے ہیں۔

## زندگی کے آخری ایام اور خداداد ذہانت کا بیان

-----O-----

وصال سے چند ماہ قبل رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی غرض سے پہاڑی مقام بھوالی ضلع نینی تال تشریف لے گئے کچھ عرصہ قیام رہا۔ کتابیں پاس نہ تھیں پھر بھی رسائل بھی تحریر کیئے اور فتاویٰ کے جوابات بھی دیتے رہے جن میں اصل کتابوں کے متون مع حوالے (ایک دو حوالے نہیں دس دس، بیس بیس تیس تیس حوالے) تحریر فرماتے یہ سب کچھ اعلیٰ ذہانت اور بے پناہ قوت حافظہ کے زور پر تھا۔ الغرض عمر کے آخر حصہ میں بھی حافظہ کی خداداد صلاحیت اور بے مثال و لازوال مقیاس ذہانت I.Q برقرار رہا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ

کا آخری دور آپکی تصنیف و تالیف کا مصروف ترین دور تھا۔ ایک ایک دو دو دن میں پورا رسالہ قلمبند کر دیا جاتا۔

الغرض مندرجہ بالا ثبوت و واقعات امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت و ذکاوت اور بے مثال آئی۔کیو I.Q کیلئے کافی سے زائد ہیں۔ ان تمام کی روشنی میں دیکھا جائے تو امام احمد رضا بریلوی کا بچپن کی عمر میں یہ نفیس جواب

" پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے جب دل بہکتا ہے پھر ستر بہکتا ہے" مقیاس ذہانت I.Q کا عالمی ریکارڈ ہے۔

الغرض ماہرین و محققین نفسیات کی کتابوں میں جتنے مغربی ذہین شخصیات کا تذکرہ اور انکے کارنامے بیان کئے گئے ہیں ان سب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی عالمگیر اور تاریخ ساز شخصیت کو خداداد ذہانت اور بے مثال I.Q (بچپن، جوانی، آخیر عمر) کے حوالے سے ممتاز و مسلم مقام حاصل ہے جس پر انکا مندرجہ بالا محفوظ ریکارڈ شاہد عادل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکی لازوال و بے مثال علمی، دینی، سائنسی خدمات عالم اسلام کیلئے قابل فخر ہیں اور ماہرین کیلئے دعوت فکر و عمل اور درس تحقیق و جستجو ہیں۔

## حواشی و حوالاجات

[1] --- ذہانت کا پہلا ٹسٹ ۱۹۰۵ء میں فرانس کے ماہر نفسیات الفرڈ بینے (Alfeerd Binet) نے اپنے معاون تھیوڈور سائمن (Theodore Simon) سے ملکر تیار کیا۔ فرانس کی وزارت تعلیم نے ایک کمیشن قائم کیا۔ بینے اس کمیشن کا ممبر تھا۔ اس کمیشن نے بینے کو اس کام پر مامور کیا کہ ناقص الذہن (Mentally Retarded) بچوں کیلئے تعلیمی پروگرام مرتب کرے۔ ان دونوں نے ملکر ذہنی آزمائش کے ٹسٹ بنائے جو انہیں سے موسوم ہیں۔ یہ ٹسٹ ۳۰ سوالات پر مشتمل تھے جو آسان سے بتدریج مشکل ہوتے جاتے تھے۔ یہ ٹسٹ ۳ تا ۱۰ سال کی عمر تک تھے۔ (راقم)

[2] --- ذہنی کم عقل کی درجہ بندی Classification تین اقسام کی ہے۔

Educable
1, MR
Trainable
Mild
Moderate

2, MR
Serve
Profound

Idiot < 25

Imbecile 25-49

3, MR

Morons 50-69

۳--- Genetic Studies of Genius vol-II, (Stanford University Press 1926)

۴--- ڈاکٹر حسن رضا اعظمی نے پٹنہ یونیورسٹی سے امام احمد رضا کی فقاہت پر ۱۹۷۹ء میں ڈاکٹریٹ کیا۔ ان کا مقالہ فقیہہ اسلام ۴۸۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ جسے اسلامی پبلیکیشنز سنٹر پٹنہ نے شائع کیا ہے۔ (راقم)

۵--- امام احمد رضا کے والد گرامی علامہ نقی علی خان اور دادا جان علامہ رضا علی خان اپنے دور کے عظیم سکالر اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ (راقم)

۶--- الاجازۃ الرضویہ لمبجل مکۃ البھہ ------ امام احمد رضا بریلوی ص ۳۰۹

۷--- مدینہ منورہ سے مولانا سید حسین مدنی ابن سید عبدالقادر شامی علم تکسیر کی تحصیل کیلئے امام احمد رضا کے پاس آئے۔ ۱۴ مہینے دولت کدے پر قیام کیا۔ موصوف ہی کیلئے علم تکسیر میں یہ رسالہ لکھا

نوٹ:- اہل دانش اسی حیرت انگیز ذکاوت کیوجہ سے امام بریلوی کیلئے Super Genius Genius اور Super Man of the East جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ (راقم)

۸--- حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر شبینہ میں بخاری شریف جائز ہوتی تو صرف محدث سورتی ہی ختم شریف کرسکتے۔ راقم

۹--- عقود الدریہ علامہ ابن عابدین شامی کی تصنیف ہے۔ فتاویٰ حامدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ بزبان عربی دو فخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

۱۰ -انوار رضا

۱۱ - تحقیقاتِ نفسیات سے پتہ چلتا ہے کہ ۴۰ سال کے بعد انحطاط کا دور شروع ہوجاتا ہے اور میڈیکل سائنس کے تحقیقات کے مطابق ۵۰ برس کے بعد دماغ کو خون کی سپلائی کم ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ جسے اصطلاح میڈیکل سائنس میں Authoros clerosis کہتے ہیں اور یاداشت متاثر ہوتی ہے لیکن امام بریلوی کی ذہانت کا معاملہ محیر العقول ہونے کے ساتھ تاریخ اسلامی کاانوکھااور سنہری واقعہ ہے۔ (راقم)

۱۲ - تجلیات رضا۔ مطبوعہ۔

# امام احمد رضا اور سائنٹیفک اندازِ فکر

علامہ شمشاد حسین رضوی

امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات و شخصیت، اور ان کی تعلیمات و نظریات، ہندوستان کی تاریخ میں ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان اپنے شہر کو متاثر کیا، بلکہ پورے سماج اور معاشرہ کو متاثر کیا۔ ملکی اور بین الاقوامی طور پر اپنی تعلیمی، تہذیبی اور تمدنی تعلیمات کی اشاعت کی۔ ان کی تعلیمات تالیفات سماج کے ہر فرد، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیئے مینارۂ ہدایت ہیں اور صحراؤں میں بھٹکنے والوں کے لئے مشعل نور ہیں۔

امام احمد رضا کی تصنیفات نہ صرف علماء کے لئے مفید ہیں، بلکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ماہرین ان کی تحقیقات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ فلسفہ و منطق سے رغبت رکھنے والوں کے لئے ان میں، دقت نظر، رفعت خیال فکر کی بلندی نظر آتی ہے۔ زبان و بیان، فصاحت و بلاغت اور ادب کے ماہرین امام احمد رضا کی کتابوں میں، سلاست و روانی، لفظ و بیان کی خوبیاں، تراکیب کی چستی، محاورات کا برمحل استعمال، اضراب و امثال کا جلوۂ رنگیں، رمز و کنایہ، استعارہ و تشبیہ، مجاز و مرسل کی رعنائیاں، اسلوب کلام کی شیرینیت اور طرز نگارش کی انفرادیت سے آگاہ ہوسکتے ہیں۔

فنون جدیدہ سے تعلق رکھنے والے آئیں اور دیکھیں کہ امام احمد رضا کی تخلیقات میں کیا نہیں ہے۔ ریاضی و ہندسہ، علم جفر و توقیت، علم خطوط و مثلث، علم مساحت، علم دائرہ، لوگارثم کے ایسے خوبصورت گلاب کھلے ہیں جو ذہن و دماغ کو خوشبوؤں میں بسار ہے ہیں ارباب تنقید کے لیئے بھی امام احمد رضا کی تالیفات شعری تخلیقات میں لذت کے اسباب پائے جاتے ہیں، اس میں کیا شک؟ کہ امام احمد رضا کی نثری و شعری خدمات کے ذریعہ، ان کی نفسیات، شخصیت، فنکارانہ صلاحیت، ذہنی لیاقت، شعور و لاشعور کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام احمد رضا کے یہاں "روح عصر" کی تابناکی ہے۔ تو دوسری طرف آفاقی عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ کلاسیکی

روایات ہے تو سائنٹیفک انداز فکر بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی بے جا نہ ہوگا کہ انہیں کے علم و فن کا چراغ آج فکر دانش کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ انہیں کے ملکۂ بہار کا جادوئی اثر ہے کہ بڑے بڑے کروفر والے انسان اور علم و فن، شعور و دانش سے دلچسپی رکھنے والے ان کی علمی شان و شوکت، اور فنی طمطراق کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آج بھی جب ارباب تحقیق، اہل نقد و نظران کے شعلۂ طور پر ایک نگاہ باز گشت ڈالتے ہیں تو چشم و دل، ذہن و روح ہجوم تجلی سے معمور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے ان کوتاہ فہم تاریخ نویسوں، اور تنقید نگاروں پر جو امام احمد رضا کے بارے میں صرف یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ:

> "غیر مقلد اور اہل حدیث کی سخت گیری نے ان کے خلاف ایک جماعت پیدا کی جس کے بانی احمد رضا خاں تھے اور یہ جماعت "بریلوی" کے نام سے مشہور ہوئی ان لوگوں نے سختی کے ساتھ پرانے حنفی خیالات کی تجدید کی اور فاتحہ خوانی، چہلم، برسی، گیارہویں، عرس و پیر پرستی، قیام، میلاد وغیرہ کو پھر سے رائج کیا یہ دراصل اہلحدیث اور وہابی تحریک کا رد عمل تھا۔"

(جدید اردو تنقید۔۔۔۔اصول و نظریات، صفحہ نمبر ۱۱۸)

شارب ردولوی صاحب نے "امام احمد رضا" کی تعلیمی و تہذیبی تحریک کو صرف وہابی تحریک کا رد عمل قرار دے کر انصاف و دیانت سے کام نہیں لیا اور نہ ہی تنقیدی اصول کے تقاضوں کو پورا کیا۔ کیوں کہ امام احمد رضا کی تعلیمات میں صرف فاتحہ خوانی، تیجہ و دسواں، عرس و چہلم، اور قیام و میلاد کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ان میں ایسے اصول و نظریات بھی ہیں جو مختلف علوم و فنون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زندگی، سماج، معاشرہ، اور مقصدیت کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔

شارب ردولوی نے جو نظریہ پیش کیا، وہ نہ صرف محدود ہے بلکہ تعصب اور تنگ نظری پر مبنی بھی ہے اس لئے کہ امام احمد رضا کا نصب العین سماج و معاشرہ، ملک و ملت، تہذیب و تمدن کو باقی رکھنا اور ان تہذیبی سرمائے کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رکھنا بھی تھا۔ اسی وجہ سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایسے عوامل و عناصر پر خاص توجہ صرف کی، جو سماج اور معاشرہ کے لئے "جزو لاینفک" کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً عقیدہ و مذہب، اخلاق و تصوف، علوم و فنون، فلسفہ و منطق، شعر و شاعری، شعور ادراک رسم و رواج، رہن سہن کے آداب، لباس، وغیرہ۔ ہاں ان عناصر و عوامل کی بقاو تحفظ میں جو بھی آڑے آیا امام احمد رضا نے اس پر تنقید کی اور اس کے رد عمل میں کتابیں تصنیف کیں اور یہ ضروری بھی تھا کیوں کہ جسم کی صحت و تندرستی کے لئے ایسے جراثیم کو ختم کر دینا ہی مناسب ہے۔ جو امراض کے باعث ہوتے ہیں اور جسم کی رگوں میں خلل ڈالتے ہیں۔ اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی کے غلط خیالات اور فاسد عقائد، سماج و معاشرہ کے لئے مہلک جراثیم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لئے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان پر تنقید کی۔ ڈاکٹر شارب ردولوی نے امام

احمد رضا کی اس تنقید کو تو وہابی تحریک کا رد عمل قرار دیا مگر یہ تنقید وجود میں کیوں آئی؟ کیسے آئی؟ اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ اس سے نظر بچا گئے۔ ظاہر ہے اصولی طور پر ڈاکٹر صاحب نے کوئی سنجیدہ تنقید سے کام نہیں لیا بلکہ تعصب کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل بھن کر لکھ مارا۔

اولاً:۔ شارب صاحب کو چاہیئے تھا کہ وہ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات، نظریات اور اصول و کلیات کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے۔

ثانیاً:۔ اس کے پس منظر اور پیش منظر کو مطالعہ میں رکھتے۔

ثالثاً:۔ انہیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیئے تھا کہ امام احمد رضا کا فکری رویہ کیا ہے؟ انداز فکر کس قسم کا ہے؟ مثبت یا منفی! سائنٹیفک ہے یا غیر سائنٹیفک؟ اس کے بعد انہیں امام احمد رضا کی تحریک پر تبصرہ یا تنقید کرنی چاہیئے تھی۔ مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے اپنے ذہن و فکر کی پراگندگی کا اظہار کیا ہے۔ جو ایک تاریخ نویس اور تنقید نگار کے لئے تعجب کی بات ہے۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی نہ صرف عالم دین، فقیہہ، محدث اور مفتی ہی تھے، بلکہ وہ بہترین فلسفی، سائنس داں، ریاضی داں بھی تھے۔ علوم جدیدہ میں انہیں کمال کا درک تھا اور لوگ تو صرف علوم و فنون کی سطح پر ہی تیرتے ہیں، لیکن وہ ہر علم اور ہر فن کی پاتال میں شناوری کرتے تھے۔ اوروں کو صرف ایک یا دو فن پر عبور حاصل ہوتا ہے مگر امام احمد رضا ہر فن مولیٰ تھے۔ انہیں ہر علم میں پوری دستگاہ حاصل تھی وہ جس راہ چل دیتے ہیں ان کے مبارک قدموں کے گہرے نقوش دکھائی پڑتے ہیں اور کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آتی۔ سچ ہے کہ ؎

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

ماہر رضویات اس بات سے واقف ہیں کہ امام احمد رضا کا انداز فکر منفی نہیں مثبت تھا سائنٹیفک تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت میں انداز فکر کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اس کے اسباب و محرکات کیا ہوتے ہیں جو اس قسم کی فکر کو جنم دیتے ہیں۔ آیئے تفصیل سے اس پر بحث کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس انسان میں منطقی، فلسفی اور سائنسی صلاحیت ہوتی ہے اور جو اسی قسم کے فکر و شعور سے کام لیتا ہے تو اس کے اندر سائنٹیفک انداز فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان میں کھلی ذہنیت، صحیح معلومات کی خواہش اور علم کی تلاش میں اختیار کئے جانے والے طریقوں پر اعتماد اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز ان خوبیوں والا انسان جب اپنی فکری جولانیاں دکھاتا ہے تو اس کی رفتار برقی لہروں جیسی نہیں ہوتی ہے کہ سوئچ آن کیجئے اور ادھر بلب روشن ہو گیا بلکہ اس کی فکر و نظر اور شعور و ادارک کی رو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے اور ان مرحلوں میں طبعی تناسب پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی وہ مطلوبہ معلومات تک پہنچ سکتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تصنیفات و تالیفات اور فکری تخلیقات میں یہ تمام مرحلے واضح اور نمایاں دکھائی پڑتے ہیں۔ وہ مرحلے مندرجہ ذیل ہیں۔

(١) مسئلہ کا صحیح طور پر احساس۔
(٢) مسئلہ کی توضیح و تجزیہ۔
(٣) معلومات کی فراہمی۔
(٤) معلومات کی تعبیر۔
(٥) عارضی حل یا قیاسات کی ترتیب۔
(٦) اخذ نتائج اور تعمیم کا عمل۔
(٧) تعمیمات کا انطباق۔

(١)

## امام احمد رضا۔۔۔اور مسائل کا احساس

○

امام احمد رضا فاضل بریلوی "١٨٥٦ء سے ١٩٢١ء" تک بقید حیات رہے۔ اس ٦٥ سال کی مدت میں ہندوستان میں کیسے کیسے انقلابات آئے؟ کن کن فتنوں نے جنم لیا؟ سماجی اور معاشرتی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ آئیے اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

اس بات میں شک نہیں کہ مغلیہ سلطنت کے وہ فرماں روا جو تخت و تاج کے مالک تھے اور سیاہ سفید کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے، انگریزوں کے سبب ان کی طاقت و توانائی دم توڑ رہی تھی۔ لال قلعہ کی وہ عمارت جہاں سے فرمان جاری ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ ویران ہوتی جارہی تھی اور اس پر مردنی کے آثار گہرے ہو چلے تھے، یہ بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، دلی اجڑ رہی تھی اور کوچہ و بازار میں عزت و ناموس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں انگریز رفتہ رفتہ ہندوستان پر قابض ہو رہے تھے اور ان کی حکومت کا تسلط ہوتا جارہا تھا۔ انگریز اپنے اقتدار کے زعم میں نہ صرف ہندوستان کو تاراج کر رہے تھے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر رہے تھے اور اپنی تہذیب و تمدن ہندوستان پر تھوپنا چاہ رہے تھے۔ بھلا ہندوستانی مسلمان اور غیور ہندوستانی اسکو کب پسند کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی کے دلوں میں انگریزوں کے تئیں نفرت و حقارت کے انگارے دہکنے لگے۔ یہاں کا ہر فرد اپنے طور پر انگریزوں سے بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نفرت اور حقارت کا یہ آتش فشاں پھٹ پڑا اور اس کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ ١٨٥٧ء میں غدر کا یہ المناک واقعہ پیش آیا۔

ہر طرف انگریزوں کی رہائش گاہ نذر آتش کی جانے لگی اور اس سلسلے میں بہت سے انگریز بھی لقمۂ اجل ہو گئے مگر ١٨٥٧ء کا یہ انقلاب زیادہ کامیاب نہ ہوا اور انگریز دھیرے دھیرے اس بحرانی صورت حال پر قابو پا گئے اور اپنی خفیہ تدبیروں سے اس انقلاب کو ختم کر دیا۔ اس سلسلے میں "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کی پالیسی پر وہ عمل پیرا ہوئے۔ انگریزوں نے ہی ہندوستان کی مختلف قوموں کے مابین نفرت کا بیج بویا اور آپس میں پھوٹ ڈلوادی۔ جس کے نتیجے میں بذات خود ہندوستانی ایک دوسرے کے خلاف برسرپیکار ہو گئے۔ اس انقلاب میں سب سے زیادہ

نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ ہزاروں مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ بہادر شاہ ظفر پر اس قدر مظالم ہوئے کہ دہلی ان کے لئے تنگ ہو گئی۔ وہ اور ان کے فرزند تختۂ دار پر لٹکا دیئے گئے۔ ظلم وستم اور بربریت کا اس قدر ننگا ناچ ہو رہا تھا کہ بعض انگریز بھی اس درندگی کو ناپسند کر رہے تھے۔ اس سے نہ صرف ذہنوں میں تبدیلی ہوئی، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک قسم کا زوال آگیا۔ کل تک جن کے حوصلے بلند تھے اب پست ہو گئے۔ جو عزم وارادہ کے فولاد تھے ان میں ضعف و نقاہت اس حد تک بڑھی کہ سانس لینے کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ جو جذبہ و جوش کے شعلوں میں بھڑکتے تھے سسکیاں لینے پر مجبور ہو گئے۔ غرض کہ زندگی میں ایک قسم کی ناامیدی سی چھا گئی۔ حسرت ویاس، غم واندوہ سے لوگ چور چور سے ہو گئے۔ ایسے مایوس کن اور مخدوش حالات میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد اور رہنما کی جن کی شخصیت میں گوناگوں خوبیاں ہوں، ان گنت خصوصیات اور کمالات ہوں۔ جن میں مختلف علوم و فنون پائے جائیں اور جنہیں ماضی کی روایات سے بھی دلچسپی ہو۔ اور موجودہ صورتحال پر بھی نظر رکھے اور جو مستقبل میں پیش آنے والے سنگین نتائج سے بھی نبرد آزما ہو سکے یہ تمام خوبیاں صرف امام احمد رضا کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہترین قائد تھے اور اپنے معاصرین پر تفوق رکھتے تھے۔ ان کی ذکاوت حس کا یہ عالم تھا کہ زندگی، سماج، معاشرہ کے ہر متغیر عناصر کا انہیں احساس تھا، صرف احساس ہی نہیں بلکہ امام احمد رضا ان احساسات کا گہرا شعور بھی رکھتے تھے۔ یہ تغیرات خواہ کسی شعبۂ زندگی سے متعلق ہوں۔ مذہب و عقیدہ سے متعلق ہوں، یا تہذیب و تمدن سے زبان وادب سے متعلق ہوں یا علوم و فنون سے، صنعت و حرفت سے متعلق ہوں، یا علوم مادیات، اور علوم طبیعات و معاشیات سے متعلق ہوں یا سائنسی اختراعات سے، امام احمد رضا ان تمام مسائل کا صحیح طور پر احساس رکھتے تھے۔ ظاہر ہے یہ تمام تغیرات انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہوئے۔ وہابیت کی تحریک بھی چلی، انگریزی تہذیب و تمدن کا تسلط بھی ہوا۔ انگریزوں کی آوازوں میں طاقت و توانائی عطا کرنے والے بھی اس ہندوستان میں بیدار ہوئے اور اس کے بدلے جاگیریں بھی حاصل کیں۔ ترک موالات کا بھی زور بڑھا۔ ترک گاؤکشی کا مسئلہ بھی اٹھا۔ سادہ لوح مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے داؤ پیچ بھی چلے۔ عشق و محبت، عقیدہ و ایمان کی دولت بے بہا پر ڈاکہ بھی ڈالے گئے۔

اس بات میں کوئی شک و تردد نہیں ہے کہ امام احمد رضا ان تمام مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ ہندوستانی سماج میں کیا انقلابات آ رہے ہیں۔ کیا کیا تغیرات جنم لے رہے ہیں۔ کس قسم کے مہلک جراثیم پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ علم و احساس صرف آپ کی ذات و شخصیت، یا ذہن و دماغ تک محدود نہ تھی بلکہ امام احمد رضا کی تالیفات و تصنیفات، نثری و شعری تخلیقات میں بھی پایا جاتا ہے۔

(۲)

## امام احمد رضا اور توضیح و تجزیہ

"سائنٹیفک طریقہ" میں مسائل کے احساس کے بعد توضیح و تجزیہ کی منزل آتی ہے اس مقام پر بھی امام احمد رضا تنہا نظر آتے ہیں اور اپنے معاصرین میں فائق و ممتاز، اور لوگ تو صرف سرسری طور پر توضیح و تجزیہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن امام احمد رضا کی خصوصیت و خوبی یہ ہے کہ وہ بال کی بھی کھال نکال لیتے ہیں اور کسی بھی مسئلہ کی توضیح و تجزیہ اس انداز میں فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے قد آور مفکر و دانشور انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں ترک موالات کی تحریک چلی۔ اس ہوشربا طوفان میں نہ معلوم کتنے کروفر والے علماء، دانشور اور مفکر بہہ گئے۔ وہ جنہیں اپنے علم و فن، فکر و دانش اور دقت نظر پر ناز تھا۔ وہ جو آسمان خطابت کی بلندیوں میں پرواز کرتے تھے مولانا عبدالباری، مولانا عبدالماجد بدایونی جیسے افراد بھی "ترک موالات" کے برق و باراں میں پھنس کر رہ گئے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اور ترک موالات کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ مثلاً:-

(۱) موالات کیا ہے؟

(۲) ترک موالات کا مفہوم کیا ہے؟

(۳) موالات کی کتنی قسمیں ہیں؟

(۴) کیا "نان کوآپریشن" کو ترک موالات کہہ سکتے ہیں؟

(۵) تحریک ترک موالات کے کیا اسباب و علل تھے؟

(۶) اس تحریک کی کیا حیثیت ہے؟

اسی طرح جب کبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے علوم جدیدہ سے متعلق مسائل پوچھے گئے تو آپ نے اس پر بھی سائنٹیفک انداز میں بحث کی۔ آب مطلق کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے مندرجہ ذیل سوالوں کا تحقیقی جواب دیا۔

(۱) آب مطلق کیا ہے؟

(۲) آب مطلق کا مصداق کون کون سا پانی ہے؟

(۳) پانی کا رنگ کیسا ہے؟

(۴) اس بارے میں کیا نظریات ہیں؟

(۵) آبی کس رنگ کو کہتے ہیں؟

(۶) پانی کے کتنے اوصاف ہیں؟

ارباب فکر سے پوشیدہ نہیں کہ مسائل کی توضیح و تجزیہ میں ان سوالوں کی کیا اہمیت ہے تفصیل کے لئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مندرجہ ذیل رسائل کا مطالعہ کریں۔

(۱) **المحجة الموتمنه فی ایته الممتحنه**

(۲) **النور والنورق فی اسفار الماء المطلق**

(۳)

## معلومات کی فراہمی

"تحقیقات رضویہ" کے بارے میں جو واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ امام احمد رضا کے سامنے جو

بھی مسئلہ آیا اس کے تمام پہلوؤں کے بارے میں آپ نے معلومات کیں۔ اس بابت ماضی میں کیا روایات رہی ہیں۔ اسلاف کیا نظریات رکھتے ہیں۔ دانشوروں کی کیا رائے ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، کلام و منطق، صرف و نحو، ادب و بلاغت، سائنس اور علم طبیعات سے بھی آپ نے معلومات پیش کی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے امام احمد رضا معلومات کی فراہمی میں حد سے زیادہ فراخ دل تھے۔ کسی مسئلہ میں آپ نے نہ صرف جزئیات سے کام لیا ہے، بلکہ مقدمات، اصول و کلیات کی بھی ترتیب دی ہے۔ ان مقدمات کے مطالعہ سے ہر قاری مسائل کا عارضی حل پیش کر سکتا ہے۔ مثلاً دیکھئے:۔

شیخ عبدالجلیل پنجابی بارہ بنکوی نے ماہ ذیقعدہ ۱۳۰۳ھ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے یہ دریافت کیا:

"کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کہ روسر کی شکر کہ ہڈیوں سے صاف کی جاتی ہے اور صاف کرنے والوں کو کچھ احتیاط اس کی نہیں کہ وہ ہڈیاں پاک ہوں یا ناپاک حلال جانور کی ہوں یا مردار کی، اور سنا گیا ہے اس میں شراب بھی پڑتی ہے۔"

اس سوال کو ذہن میں رکھیئے۔ امام احمد رضا نے براہ راست اس مسئلہ کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے جواب سے قبل چند مقدمات کی ترتیب اس طرح کی ہے۔

**مقدمۂ اولیٰ:۔** ہر جانور یہاں تک کہ غیر ماکول و نا بوح کی بھی مطلقاً پاک ہیں جب تک ان پر ناپاک رسومت نہ ہو سوا خنزیر کے کہ نجس العین ہے، اور اس کا ہر جزو بدن ایسا ناپاک کہ اصلاً صلاحیت طہارت نہیں۔

**مقدمۂ ثانیہ:۔** شریعت مطہرہ میں طہارت و حلت اصل ہیں اور ان کا ثبوت خود حاصل کہ اپنے اثبات میں کسی دلیل خاص درکار اور محض شکوک و ظنون سے ان کا اثبات ناممکن کہ طہارات و حلت پر بوجہ اصالت جو یقین تھا اس کا زوال بھی اس کے مثل یقین ہی سے متصور نرا ظن لاحق یقین سابق کے حکم کو رفع نہیں کرتا۔

**مقدمۂ ثالثہ:۔** احتیاط اس میں نہیں کہ بے تحقیق بالغ و ثبوت کامل کسی شئے کو حرام و مکروہ کہہ کر شریعت مطہرہ پر افترا کیجئے۔ بلکہ احتیاط اباحت ماننے میں ہے کہ وہی اصل متیقن اور بے حاجت مبین خود مبین۔

**مقدمۂ رابعہ:۔** بازاری افواہ قابل اعتبار نہیں اور احکام شرع کی مناط و مدار نہیں ہو سکتی۔ بہت خبریں بے سروپا ایسی مشتہر ہو جاتی ہیں جن کی کچھ اصل نہیں یا ہے تو بیزار تفاوت۔

**مقدمۂ خامسہ:۔** حلت، حرمت، طہارت، نجاست احکام دینیہ ہیں ان میں کافر کی خبر محض نامعتبر، بلکہ مسلمان فاسق بلکہ مستور الحال کی خبر بھی واجب القبول نہیں۔

**مقدمۂ سادسہ:۔** کسی شئے کا محل احتیاط سے دور یا کسی قوم کا بے احتیاط و شعور و پروائے نجاست و حرمت سے مہجور ہونا اسے مستلزم نہیں کہ وہ شئے یا اس قوم کی استعمالی یا بنائی ہوئی چیزیں ناپاک یا حرام و ممنوع قرار پائیں کہ اس سے اگر یقین ہوا تو ان کے بے احتیاطی پر اور

بے احتیاطی مقتضی وقوع دائم نہیں پھر نفس شئے میں سوا ظنون و خیالات کے کیا باقی رہا۔

**مقدمۂ سابعہ**۔ شدت بے احتیاطی جس کے باعث اکثر احوال میں نجاست و آلودگی کا غلبہ وقوع و کثرت شیوع ہو بیشک باعث غلبۂ ظن۔ اور غلبۂ ظن شرعاً معتبر اور فقہ میں بنائے احکام مگر اس کی دو صورتیں ہیں:۔

**صورت اولیٰ**۔ یہ کہ جانب راجح پر قلب کو اس درجہ وثوق و اعتماد ہو کہ دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کر دے اور محض ناقابل التفات سمجھے گویا اس کا عدم وجود یکساں ہو، ایسا ظن غالب فقہ میں ملحق بے یقیں کہ ہر جگہ کار یقیں دے گا، اور اپنے خلاف یقین سابق کا پورا مزاحم ورافع ہو گا اور غالباً اصطلاح علماء میں غالب ظن واکثر رائے اسی پر اطلاق کرتے ہیں۔

**صورت ثانیہ**۔ یہ کہ ہنوز جانب راجح پر دل ٹھیک ٹھیک نہ جمے، اور جانب مرجوح کو محض مضمحل نہ سمجھے بلکہ ادھر بھی ذہن جائے اگرچہ بعصف و قلت یہ صورت نہ یقیں کا کام دے اور نہ یقین خلاف کا معارضہ کرے بلکہ مرتبہ شک و تردد میں ہی سمجھی جاتی ہے۔

**مقدمۂ ثامنہ**۔ کسی شئے کی نوع و صنف میں بوجہ ملاقات نجس و احتیاط حرام بنجاست و حرمت کا تیقن اس کے فرد سے منع واحتراز کا موجب ہو سکتا ہے جب معلوم و محقق ہو کہ یہ ملاقات و اختلاط بروجہ عموم و شمول ہے اور اگر ایسا نہیں بلکہ صرف اتنا محقق کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاص ناپاک و حرام میں خصوصیت ہے جس کے باعث قصداً اس کا التزام کرتے ہیں تو اس بنا پر ہرگز ہرگز حکم تحریم و تجنیس علی الاطلاق روا نہیں۔

**مقدمۂ تاسعہ**۔ جب بازار میں حلال و حرام مطلقاً یا کسی جنس میں مختلط ہوں اور کوئی ممیز و علامت فارقہ نہ ملے تو شریعت مطہرہ خریداری سے اجتناب کا حکم نہیں دیتی کہ آخر ان میں حلال بھی ہے تو ہر شئے میں احتمال حلت قائم اور رخصت واباحت کو اسی قدر کافی۔

**مقدمۂ عاشرہ**۔ حضرت حق جل و علا نے ہمیں یہ تکلیف نہ دی کہ ایسی چیز کو استعمال کریں جو واقع و نفس الامر میں طاہر و حلال ہو کہ اس کا علم ہمارے حیطۂ قدرت سے ورا، نہ یہ تکلیف فرمائی کہ صرف وہی شئے برتیں جسے ہم اپنے علم و یقین کی رو سے طیب و طاہر جانتے ہیں اس میں بھی حرج عظیم ہے۔

یہ مقدمات عشرہ۔ وہ رہنما اصول ہیں جن کے سہارے بہت سے مسائل کی جانکاری کی جا سکتی ہیں اور زندگی و سماج، معاشرہ میں پیش آنے والے جزئیات و واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ان مقدمات کے مطالعہ سے اس بات کا اندازہ مشکل نہیں کہ امام احمد رضا اپنے قارئین کے لئے معلومات کی فراہمی میں فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ ان مقدمات کا تعلق ایک طرف علم و فن سے ہے تو دوسری طرح زندگی، سماج و معاشرہ اگر ایک طرف دین و مذہب سے ہے تو دوسری طرف معاملات و رسومات سے۔

(۴)

## معلومات کی تعبیر و تنظیم

امام احمد رضا بریلوی نے علم و فن، فقہ و حکمت، شعور و ادراک، فلسفہ و منطق، اور دیگر علوم جدیدہ کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ ہمارے سامنے فتاویٰ رضویہ اور دیگر رسائل کی صورت میں موجود ہیں، یہ فراہم کردہ معلومات نہایت اہم اور معرکتہ الآرا ہیں۔ اس کے مطالعہ سے طالب علموں، اور علوم کے متلاشیوں میں ترتیب و تنظیم کی قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں ایسی صلاحیت اور توانائی آجاتی ہے کہ وہ سماجی زندگی اور معاشرتی ماحول میں ایک انقلاب لاسکتا ہے اور سماج اور معاشرہ، زندگی اور اقدار حیات میں طاقت و توانائی لاسکتا ہے یہ آزمودہ اور تجربہ ہے کہ وہ افراد جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور نظریات سے شعور آگہی رکھتے ہیں وہ زندگی کی ہر شاہراہ پر کامیابی سے سفر کر رہے ہیں اور خاردار راہوں سے بہ سلامت گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ نیزان میں ترتیب و تنظیم کی لیاقت و صلاحیت بھی شباب پر نظر آتی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بذات خود اس طرف نشان دہی فرمائی ہے اور معلومات کے مابین ترتیب و تنظیم لانے کے راز سے آشنا کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

واضح ہو کہ کسی شئے حرام خواہ نجس کے دوسری چیز میں خلط ہونے پر یقین دو قسم ہے۔

- شخصی
- نوعی
  - اجمالی
  - کلی
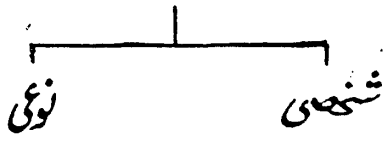
**شخصی:۔** ایک فرد خاص کی نسبت تیقن۔ م آنکھوں سے دیکھا کہ اس کوئیں میں نجاست گری ہے۔

**نوعی:۔** یعنی مطلق نوع کی نسبت یقین اس کی دو قسمیں ہیں جو نقشۂ بالا سے ظاہر ہے اور وہ قسم یہ ہیں:۔ اجمالی۔ کلی۔

**اجمالی:۔** یعنی اس قدر ثابت کہ اس نوع میں اختلا واقع ہوتا ہے نہ یہ کہ علی العموم اس کے ہر فرد کی نسبت عل ہو۔ جیسے کفار کے برتن، کپڑے، کنوئیں۔

**کلی:۔** یعنی نوع کی نسبت بروجہ شمول و عموم، دوام التزام اس معنی کا ثبوت مثلاً تحقیق پائے کہ فلاں نجس یا حرام چیز اس ترکیب کا جزو خاص ہے کہ جب بناتے ہیں اسے شریک کرتے ہیں۔

یہ وہ ضابطہ و اصول ہے جو مقدمات سابقہ کے مابین ترتیب و تنظیم میں مدد کرتا ہے اور کسی خاص امر جزئی کے لئے قیاسات کی راہ ہموار کرتا ہے نیز اس امر جزئی کے بابت اخذ نتیجہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ منزل بہت کٹھن اور دشوا ہے، سائنس کا استاد اس دشواری کا احساس کرسکتا ہے لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے تعلیمی، تہذیبی، سماجی اور مذہبی تعلیمات میں اس دشواری والی منزل کو بڑی خوبی سے عبور کرلیا۔ یہ صرف ان کی علمی، فنی دستگاہ اور مہارت کے سبب ہے۔ ورنہ بڑے بڑے سائنس دا حضرات بھی اس منزل پر قلابازیاں کھاتے ہیں جس طر

شعراء اور قصیدہ نگار گریز کی منزل میں پھسل جاتے ہیں۔

## (۵)
## عارضی حل یا قیاسات کی ترتیب

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہ صرف معلومات کی فراہمی کی ہے بلکہ اپنے مخاطبین کو مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ ان مقدمات اور اصول و ضوابط کے ذریعہ ہر نئی چیز کے بارے میں اخذ نتائج کریں۔ کوئی حل پیش کریں، اور انگریزوں کے توسط سے درآمد اشیاء کے استعمال کے بارے میں شرعی حیثیت کا تعین کریں۔ مثلاً "تنبیہ" کے زیر عنوان آپ فرماتے ہیں۔

**تنبیہ:۔** فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے ان مقدمات عشرہ میں جو مسائل و دلائل تقریر کئے جو انہیں اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس قسم کے تمام جزئیات مثلاً بسکٹ، نان پاؤ، رنگت کی پوڑیوں، یورپ کے آئے ہوئے دودھ، مکھن، صابن، مٹھائیوں، وغیرہ کا حکم خود جان سکتا ہے۔ غرض ہر جگہ کیفیت خبر حالت، مخبر و حاصل واقعہ و طریقۂ مداخلت، حرام و نجس و تفرقۂ ظن و یقین و مدارج ظنون و ملاحظۂ ضابطہ و کلیہ، مسالک ورع و مدارات خلق و غیرہا امور مذکورہ کی تنقیح و مراعات کرلیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی جزئیہ ایسا نہ نکلے گا جس کا حکم تقاریر سابقہ سے واضح نہ ہو جائے۔ (فتاوی رضویہ جلد دوم ص ۱۱۰)

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی عبارت سابقہ میں جن اشیاء کا ذکر کیا ہے، وہ سب سماجی و معاشرتی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، ان میں بعض یورپ سے آتے ہیں اور بعض اسی دیش میں بنتے ہیں، کسی بھی نئی چیز کو اپنے سماج اور زندگی میں شامل کر لینا۔ اس طرح کہ سماج کا تحفظ بھی ہو سکے اور مزید اس میں وسعت آئے۔ نیز اس کے عناصر میں اضافہ ہو۔ یہ سماج کے تئیں مفید تر نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ لوگ جو امام احمد رضا کی تحریک کو سماج سے الگ تھلگ تصور کر بیٹھے ہیں وہ آئیں اور اس پر غور کریں کہ اس مظلوم مفکر و دانشور نے سماج کے تئیں خوشگوار ماحول پیدا کیا ہے یا پھر اس کے خلاف؟

زندگی اور اس کے ارد گرد استعمال میں آنے والی کسی نئی چیز کو سامنے رکھ کر امام احمد رضا کے فراہم کردہ اصول و ضابطہ کے سہارے جن افراد سماج کی فکر و نظر کی رسائی مقدمات عشرہ تک ہوگی۔ اسے ہم قیاسات کی ترتیب یا "عارضی حل" کا نام دیں گے اس سے جو نتیجہ برآمد ہو گا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کو جاننے کے لئے مندرجہ تحریر کا مطالعہ کریں۔

## (۶)
## تعمیم کا عمل،

ارباب فکر و دانش سے پوشیدہ نہیں کہ جتنے بھی کلیات ہوتے ہیں ان میں عمومیت اور شمولیت پائی جاتی ہے، اسی وصف کے اعتبار سے کسی نتیجہ خیز قیاس کا کبریٰ بننے کی

صلاحیت رکھتی ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہ صرف کثیر جزئیات پر حکم لگایا ہے بلکہ ایسے اصول و کلیات بھی فراہم کیے ہیں جن میں عموم و شمول کا وصف پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہی تعمیم کا عمل ہے اور اسی پر تمام جزئیات کے احکام کا دارومدار ہے۔ امام احمد رضا سے جب بھی کسی جزئی یا کسی خاص شئے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے تعمیم کے عمل سے کام لیا۔ یہ عملی تعمیم کہیں تو تجربوں کی بنیاد پر انجام پذیر ہوا۔ اور کہیں کلاسیکل روایات کے سہارے، اور کہیں امام احمد رضا نے فکر و نظر کی نئی جہتوں اور نئی سمتوں سے کام لیا ہے۔ ۲۴ ذی الحجہ ۱۳۲۴ھ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی سے علی گڑھ عید گاہ کی سمت قبلہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں۔

شہر علی گڑھ کی عید گاہ کہ صدہا سال سے بنی ہوئی ہے اور حضرات علمائے متقدمین بلا کراہت اس میں عیدین کی نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ آج کل کی نئی روشنی والوں نے اپنے قیاسات اور نیز آلات انگریزیہ سے یہ تحقیق کیا ہے کہ سمت، قبلہ سے منحرف ہے، اور قطب شمالی کے داہنے کونے کی پشت پر واقع ہے جس سے نوے ۹۰ فٹ کے قریب مغرب سے پھری ہوئی ہے لہذا اس کو توڑ کر سمت ٹھیک کرنا مسلمانان شہر پر بر تقدیر استطاعت کے لازم اور فرض ہے ورنہ نماز اس میں مکروہ تحریمی ہے۔ الخ

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے صورت مسئولہ جواب دینے سے قبل تعمیم کے عمل سے کام لیا ہے اور ک ایسے نتائج اخذ کیے ہیں جن میں عمومیت اور شمومیت مفہوم نکلتا ہے۔

مثلاً:- اور اتنا تو اکابر نے فرمایا کہ جو مسجد مدتوں سے بنی ہوا اور اہل علم و عامہ مسلمین اس میں بلا تکبیر نمازیں پڑھتے رہے ہوں جیسا کہ عید گاہ کے مذکور کی نسبت سوال میں مسطور ہے اگر کوئی فلسفی اپنے آلات و قیاسات کی رو سے اس میں شک ڈالنا چاہے اس کی طرف التفات نہ کیا جائے کہ صدہا سال سے علماء و سائر مسلمین کو غلطی پر مان لینا نہایت سخت بات ہے بلکہ تصریح فرماتے ہیں کو ایسی قدیم محرابیں خود ہی دلیل قبلہ ہیں جن کے بعد تحری کرنے اور اپنا قیاس لگانے کی شرعاً اجازت نہیں۔

آگے چل کر امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ:-

امام فقیہ ابو جعفر ہندوانی نے بغداد مقدس، و بخارا شریف کا قبلہ ایک بتایا، علماء نے خراسان و سمرقند وغیرہما بلاد مشرقیہ کے لئے جن میں ہندوستان بھی داخل بین الغربین قبلہ ٹھہرایا۔ اسی حکم کی بنا پر ہندوستان میں ستارۂ قطب داہنے شانے پر لیا گیا اور قدیم سے عام مساجد اسی سمت پر بنیں کہ بین الغربین کا اوسط مغرب اعتدال تھا اور اس کی طرف توجہ میں قطب

سیدھے ہی شانے پر ہوتا ہے اور اس کی پہچان آسان، اور اس میں انحراف بقدر مضر نہیں۔ لہذا اسی پر تعامل ہوا، یہ مدعیان ہیئت سمجھے کہ عام بلاد ہندیہ یا شاید خاص علی گڑھ کا یہی قبلہ تحقیقی ہے حالانکہ وہ محض ناواقفی ہے ہندوستان آٹھ درجے عرض شمالی سے ۳۵ درجے تک آباد ہے اور طول مشرقی ۶۶ درجے سے ۹۲ درجے تک۔

ہم نے اپنے رسالہ ’’کشف العلی عن سمت القبلہ‘‘ (۱۳۰۴ھ) میں براہین ہندسہ سے ثابت کیا ہے کہ شروع جنوبی ہند جزیرہ سرندیپ وغیرہا سے تیئس ۲۳ درجے چونتیس ۳۴ دقیقہ عرض تک جتنے بلاد ہیں جن میں مدراس، حاطہ بمبئی، حیدر آباد کا علاقہ وغیرہا داخل ہے سب کا قبلہ نقطۂ مغرب سے شمال کو جھکا ہوا ہے۔ ستارۂ قطب داہنے شانے سے سامنے کی جانب مائل ہوگا اور انتیسویں درجۂ عرض سے اخیر شمالی ہند تک جس میں دہلی، بریلی، مراد آباد، میرٹھ، پنجاب، بلوچستان، سنگاپور، قلات پشاور، کشمیر وغیرہا داخل ہیں۔ سب کا قبلہ جنوب کو جھکا ہوا ہے قطب سیدھے کندھے سے پشت کی طرف میلان کرے گا۔ دلیل کی رو سے یہ عام حکم ساڑھے بتیس درجہ سے ہوتا تھا مگر ۲۸ سے ۳۲ تک عدم انحراف کے لئے جتنا طول درکا ہے ہندوستان میں اس طول و عرض پر آبادی نہیں۔

۲۳۔۳۲ سے ۲۸ تک جتنے بلاد کثیرہ ہیں ان میں کسی کا قبلہ مغربی، جنوبی، کسی کا خاص نقطۂ مغرب کی طرف۔

ارباب فکر و دانش سے التجا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مندرجہ بالا اقتباسات کا گہری نظر سے مطالعہ کریں۔ اور بتائیں کہ یہ عمل تعمیم نہیں تو پھر کیا ہے۔ اس عمل تعمیم سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اہل علم اور ارباب فکر دانش میں یہ قوت لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اخذ نتائج اور کسی مسئلہ کے عارضی حل کی کوشش کریں اور بتائیں کہ ان اقتباسات کی روشنی میں کس علاقہ کا سمت قبلہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام احمد رضا کو علوم ہندسہ میں کس قدر مہارت تھی اور اس فن میں کس قدر درک رکھتے ہیں۔

## (۷)
## تعمیمات کا انطباق

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جن مقدمات عشرہ کی وضاحت کی اور جس کا میں گذشتہ صفحات میں ذکر کر چکا ہوں ان سے جو تعمیم سمجھ میں آتی ہے اس تعمیم کا انطباق روز مرہ اور سماجی زندگی میں کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر کوئی خبر آئے تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ خبر کس قسم کی ہے؟ اور مخبر کی حالت کیسی ہے؟ نیز ہر نئی چیز جو آپ کے استعمال میں آئے۔ اس کے بارے

میں آپ مقدمات عشرہ کے توسط سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں شرعی قباحت ہے یا نہیں؟ اسی طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سمت قبلہ سے متعلق جو تحقیق کی ہے اس تحقیق سے جو تعمیم سامنے آئی ہے اس کی روشنی میں آپ اپنے قرب و جوار، اور قریبی علاقوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کہاں ہے اور اس کی سمت کیا ہے؟

امام احمد رضا اس تعمیم کا انطباق کرتے ہوئے خاص شہر علی گڑھ کے سمت قبلہ کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:-

"علم ہیئات میں ادراک سمتِ قبلہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک تقریبی کہ عامۂ کتب متداولہ میں مذکور دوسرا تحقیقی کہ زیجات میں مسطور۔ یہاں سے واضح کہ یہ حضرات ان دونوں سے محجور اگر وہ طریقہ تقریبی جانتے ان پر معترض نہ ہوتے کہ اس کی رو سے سمت قبلہ علی گڈھ نکالیں تو ضرور قطب شمالی شانۂ راست سے جانب پشت ہی پھرا رہے گا کہ اس طریقہ پر علی گڑھ کا خط نقطۂ مغرب سے ساڑھے دس درجہ جانب جنوب جھکا ہوا ہے ظاہر ہے کہ نقطۂ مغرب کی طرف منہ کرتے تو قطب محاذات شانہ پر رہتا اب کہ مغرب سے دس درجہ جنوب کو پھرے قطب ضرور جانب پشت میلان کریگا"۔

اس اقتباس سے اندازہ ہوا کہ شہر علی گڑھ کی عید گاہ اپنی سمت قبلہ میں بنی ہوئی ہے اس کے متعلق نئی روشنی والوں کے قیاسات غلط اور نرے فاسد ہیں۔ امام احمد رضا نے اپنے فتاویٰ میں علوم ہندسہ کے ذریعہ شہر علی گڑھ کا قبلہ نکالا ہے اور اس کی سمت کا تعین فرمایا ہے آپ فتاویٰ رضویہ جلد چہارم کا مطالعہ کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے تعمیم کا انطباق ہے اور اس عمل انطباق سے امام احمد رضا نے مسائل کے سوال کا جواب دیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے علوم جدیدہ اور کچی معلومات کی رو سے عید گاہ کے سمت قبلہ کے بارے میں شوشہ چھوڑا۔ امام احمد رضا نے ان لوگوں کی سخت تنقید کی ہے اور ان کی معلومات کو اپنی تحقیقات و تدقیقات کی تیز و تند ہواؤں میں خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا ہے جو ارباب دانش و بینش سے مخفی نہیں۔ اس مضمون کے مطالعہ سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ امام احمد رضا اپنے فتاویٰ، مضامین، رسائل اور کتابوں میں سائنٹیفک طریقہ سے کام لیتے ہیں اور اس طریقہ کے کل مراحل سے عبور کر کے ہی اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں جو اس طریقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث و تمحیص کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا انداز فکر سائنٹیفک ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا انداز فکر سائنٹیفک تھا اور وہ کھلی ذہنیت رکھتے تھے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ان کا یہی رویہ تھا۔ یہ رویہ محض رویہ نہیں، بلکہ مثبت اور تعمیری رویہ ہے اس سے نہ صرف انہیں پورے سماج، پورے معاشرہ کو فائدہ ہوا۔ اور آج بھی ہو رہا ہے انشاء اللہ آئندہ بھی ہو گا۔

## شارب ردولوی سے ایک گذارش

○

آپ نے اپنی کتاب "جدید تنقید اصول و نظریات" میں امام احمد رضا کی تحریک کو صرف وہابی تحریک کا رد عمل قرار دے کر آپ پہلو تہی کر گئے۔ آپ سے گذارش ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات و نظریات کا مطالعہ کریں ان میں سائنٹیفک انداز فکر، منطقیانہ بحث و تمحیص، فلسیانہ گہرائی و گیرائی ملے گی۔ ساتھ ساتھ علوم جدیدہ کے جلوے بھی دکھائی دیں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ امام احمد رضا ایک تحریک اور ایک مشن لیکر اٹھے تھے۔ یہ تحریک زندگی، سماج کے لئے مفید ہی نہیں مفید تر تھی اور آج بھی ہے مگر شرط یہ ہے کہ انصاف و دیانت سے کام لیجئے اور تعصب کو دور چھوڑیئے تو آپ محسوس کریں گے کہ:-

امام احمد رضا اس مایۂ ناز شخصیت کا نام ہے جس
قوم و ملت کی آبرو قائم ہے اور علم و فن کا وقار
بلند تر ہے جس نے عشق و محبت کی داستاں کو
دور دور تک پہنچایا اور اپنے علم و فن، تحقیق و
تدقیق سے بڑے بڑے سائنس دانوں کے دانت
کھٹے کر دیئے۔

امام احمد رضا کی دیدۂ بینا سے نکلی ہوئی شعاعیں بہت دور تک پہنچیں اور کائنات میں پھیل گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علم و فن کا چرچا عام ہے ہر طرف ان کی شخصیت، علمیت، قابلیت اور لیاقت پر تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں۔

ایسی نامور اور پاکباز ہستی بار بار جنم نہیں لیتی ہے بلکہ ہزاروں سال بعد جب جب دنیا کو ضرورت پیش آتی ہے تو منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ ایک مقصد اور ایک تحریک لیکر آتی ہے جس کی تکمیل لے لئے پوری زندگی کوشش کرتی ہے۔

امام احمد رضا بریلوی بھی ایک مقصد اور نصب العین کے پیش نظر اس خاکدان گیتی میں تشریف لاتے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ١٨۵٧ء سے قبل اپنے اور بیگانے اسلام کے تئیں کچھ غلط نظریات ترتیب دے رہے تھے، عشق و محبت کے خلاف محاذ آرائی کی جا رہی تھی۔ ایمان و ایقان کی عمارتوں میں شگاف ڈالنے کی کوششیں جاری تھیں۔ خانقاہوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، اخلاق، کردار میں فساد پیدا کئے جا رہے تھے سماج اور معاشرہ کو گھن کی طرح چاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس قسم کی غلط کوششیں ہر طرف سے کی جا رہی تھی اور ١٨۵٧ء کے بعد تو مسلمانوں کی صورت حال دگرگوں تھی۔ لوگوں کے حوصلے پست تھے اور زندگی کی نمود قریب قریب مٹ چکی تھی۔

امام احمد رضا خاں بریلوی نے اس کا دفاع کیا۔ مسلمانوں میں عزم و حوصلہ اور ولولہ و امنگ کی صور پھونک دی۔ عشق اور ناموس رسالت مآب صلے اللہ علیہ وسلم کا

تحفظ کیا۔ سماج و معاشرہ کی بقاء کے لئے اپنے قلم کا استعمال فرمایا۔ وہ صلیبی قوم جو مسلمانوں اور اسلام پر حملے کر رہی تھی اس کا زبردست اور دندان شکن جواب دیا۔

**شارب صاحب!** نظر اٹھا کر دیکھئے۔ کون ہے؟ جو امام احمد رضا کا مقابلہ کر سکے۔

سرسید کو لیجئے۔ تو وہ انگریزوں کے روبرو قدموں پر گر گئے۔ مولانا ابو الکلام آزاد گاندھی کے سامنے اپنی چمک دمک کھو بیٹھے۔ مولانا عبد الباری صاحب بھی پھسل گئے۔ مولانا عبدالماجد تو بہت دور تک بھکے، ایرے غیرے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن امام احمد رضا اپنی جگہ قائم رہے۔ ہزاروں طوفان اٹھے اور ختم ہو گئے آندھیاں چلیں، مگر ان کا چراغ جلتا رہا اور آج بھی جل رہا ہے۔

سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ
احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی

(شکریہ، رضا دار المطالعہ، پوکھریرا، بہار، انڈیا)

---

# جلسہ اہل سنت و جماعت مشاغل العلوم فاروقیہ بجودھپور

## سالانہ عالیشان جلسہ

اللہ اکبر — اللہ اکبر

الحمد للہ القوی المتین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار مکہ تاجدار مدینہ مالک عرب وعجم کے سچے فدائیو السلام علیکم۔ الحمد للہ کہ چودہ برس سے بغرض حمایت وحفاظت مذہب حق اہل سنت وجماعت محلہ مدنپورہ میں جلسے ہوتے رہے اور ہمیشہ علماء کرام اس جلسہ کو مشرف فرماتے رہے۔ شکر ہے اس رب ذو الجلال کا کہ اس سال بھی یہ جلسہ نہایت شان وشوکت سے بتاریخ ۲۹۔۳۰۔ رجب المرجب یکم شعبان المعظم ۱۳۴۳ھ مطابق ۲۳۔۲۴۔۲۵ فروری ۱۹۲۵ء بروز دوشنبہ۔ سہ شنبہ۔ چہارشنبہ منعقد ہوگا۔ اراکین انجمن کی التماس ہے کہ شیدایان ذکر خیر الانام تاریخ معینہ پر اپنے عزیز اوقات جلسہ پر قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ علماء کرام نائبین خیر الانام کی نورانی صورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔

## اسمائے علماء کرام

(۱) امام الشریعت شیخ الطریقت مقتدائے اہل سنت حجۃ الاسلام حضرت مولانا مولوی حاجی قاری مفتی شاہ محمد حامد رضا خان صاحب نیز حضرت ناصر الملۃ قبلہ مولانا مولوی قاری مفتی شاہ محمد مصطفےٰ رضا خان صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم صاحبزادگان مجدد مائۃ حاضرہ مؤید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت

(۲) سید السادات مجمع السعادات حضرت مولانا مولوی حاجی شاہ ابو المحامد سید محمد صاحب اشرفی جیلانی محدث کچھوچھہ شریف۔

(۳) امام العارفین شیخ السالکین حضرت مولانا مولوی حاجی حافظ قاری شاہ محی الدین صاحب بلخی

(۴) مقتدای صوفیان پیشوای عارفان حضرت صوفی محمد جان صاحب کرمانی سجادہ نشین درگاہ حضرت چراغ ربانی ولی پوری۔

(۵) امام العرفا شیخ الفقراء حضرت مولانا شاہ عبید اللہ صاحب فاروقی بھلواروی۔

(۶) امام المناظرین مقدام المفتیین حضرت مولانا مولوی حکیم حافظ سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی (ناظم آل انڈیا سنی کانفرنس) و جناب مولانا مولوی قاری حافظ حسام الدین صاحب آبادی

(۷) سلطان المدققین زبدۃ المنطقین حضرت مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب بہاری۔

(۸) شمس المتکلمین راس المتقین حضرت مولانا مولوی حکیم حافظ عبد المجید صاحب بدایونی۔

(۹) عمدۃ المقررین قدوۃ الفلسفین حضرت مولانا مولوی محمد یسین صاحب چریاکوٹی۔

(۱۰) زبدۃ المدرسین عمدۃ المحققین حضرت مولانا مولوی محمد اکرام الحق صاحب گنگوہی۔

(۱۱) فصیح البیان طلیق اللسان حضرت مولانا مولوی حکیم محمد رضوان صاحب غازی پوری۔

(۱۲) محقق مذہب اہل سنت جناب مولانا مولوی ابو النعمان احمد علی صاحب اعظمی۔

(۱۳) حضرت مولانا مولوی حافظ ابو الفتح محمد حشمت علی خاں صاحب رضوی لکھنوی

# امام احمد رضا اور اُن کی تصنیف

# فوزِ مبین

ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی
(ڈائریکٹر، الرضا ریسرچ اکیڈمی، بریلی، انڈیا)

حرکت زمین کے سلسلہ میں پروفیسر مولانا حاکم علی صاحب نے ۱۴/ جمادی الاول ۱۳۳۹ھ کو امام احمد رضا کو ایک مکتوب بھیجا تھا جس میں حرکت زمین کی تائید میں قرآنی آیات و تفاسیر کے ساتھ ساتھ سائنسی حوالے بھی درج کئے گئے تھے اور امام سے درخواست کی تھی کہ وہ حرکت زمین کے قائل ہو جائیں۔ اخیر میں حاکم علی صاحب نے یہ التجا بھی کی تھی۔

"غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہوجاؤ تو پھر انشاء اللہ العزیز سائنس کو اور سائنس دانوں کو مسلمان کیا ہوا پائیں گے۔"

اس پر امام احمد رضا نے "نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان" نامی ایک رسالہ لکھا جس میں قرآنی آیات اور تفاسیر سے حاکم علی صاحب کے دلائل کو کاٹتے ہوئے سائنسدانوں کے نظریات کا رد کیا اور آخر میں لکھا۔

"محب فقیر! سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تاویلات دور از کار کرکے سائنس کے مطابق کرلیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے اختلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے۔ دلائل سائنس کو پامال و مردود کردیا جائے۔ جابجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا اثبات ہو۔ سائنس کا ابطال و اسکات ہو یوں قابو میں آئے گی اور یہ آپ جیسے فہیم سائنس دان کو باذنہ تعالیٰ دشوار نہیں۔ آپ اسے بچشم پسند دیکھتے ہیں۔"

امام احمد رضا نے ریاضی۔ ہیئت۔ فلسفہ قدیمہ و جدیدہ اور دیگر سائنسی علوم پر جو کتب و رسائل لکھے وہ دنیوی شہرت یا کسی دنیوی غرض کی خاطر نہیں بلکہ ان سے خدمت دین لینے کے لئے لکھے۔ انہیں مسلمان بنائے رکھنے کی خاطر لکھے۔ انھوں نے توقیت، جفر، تکسیر، نجوم، الجبرا، جیومیٹری، اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری وغیرہ پر

جو درجنوں کتابیں تصنیف فرمائیں وہ اس بات کی شاہد ہیں۔

• امام احمد رضا نے مندرجہ بالا موضوعات اور مضامین پر کتب بھی تصنیف فرمائیں اور ان علوم سے متعلق دوسروں کی تصانیف پر حواشی بھی لکھے۔

حاشیہ اصول طبعی، حاشیہ علم الہیت، حاشیہ شمس بازغہ، حاشیہ حدائق النجوم، حاشیہ برجندی، حاشیہ زیج بہادر خانی، حاشیہ جامع بہادر خانی، حاشیہ شرح چغمینی وغیرہ اس بات کی گواہ ہیں۔

امام کے تعاقب اور رد کی یہ خوبی ہے کہ وہ مخالف کے حملہ کا جواب اسی ہتھیار سے دیتے ہیں جس ہتھیار سے وہ حملہ کرتا ہے۔ مخالف اپنے دعوے کے ثبوت میں جس علم و فن کی کتب سے دلائل پیش کرتا ہے امام اسی علم و فن کی کتب سے اس کا رد فرماتے ہیں۔

امام کے طرز استدلال کے لاجیکل اور سائنٹفک ہونے کے سلسلہ میں ماہر رضویات پروفیسر مسعود احمد صاحب نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنس داں ڈاکٹر عبدالسلام کی تحریر پیش کرتے ہیں۔ جسے انھوں نے پروفیسر موصوف کو ایک مکتوب میں لکھ کر بھیجا۔

"مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا نے اپنے دلائل میں axiomatic اور Logical پہلو مدنظر رکھا ہے....."

مشہور امریکی میٹرولوجسٹ (Metrologist) البرٹ۔ ایف پورٹا نے اپنے فلکیاتی علم کے زعم باطل پر ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ۱۷/ دسمبر ۱۹۱۹ء کو سیاروں کی اجتماع اور کشش کے سبب دنیا میں زلزلے اور طوفان برپا ہوں گے۔ دنیا ایک قیامت صغری سے دوچار ہوجائے گی۔ دنیا کے بعض علاقے نیست و نابود ہوجائیں گے۔

پورٹا کی اس پیشن گوئی سے پوری دنیا خاص طور سے امریکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ جب امام احمد رضا کو اس کا علم ہوا تو انھوں نے فلکیاتی علم سے ہی پورٹا کی پیشن گوئی کو غلط ثابت کردیا اور اس کے رد میں ایک مستقل رسالہ بنام "معین مبین بہر دور شمس و سکون زمین" (۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۱۹ء) تصنیف فرمایا۔ بالآخر وہی ہوا جو امام نے کہا تھا۔ مٹرولو جسٹ کے جھوٹے علم کا دعویٰ جھوٹا ہوا اور امام کے سچے علم کی حقانیت ثابت ہوگئی۔

معین مبین کی تصنیف کے بعد امام احمد رضا نے سائنس، ریاضی، ہیئت و فلسفہ سے متعلق دو معرکۃ الآراء کتابیں مزید تصنیف فرمائیں۔

۱۔ **الکلمتہ الملہمہ فی الحکمتہ المحکمتہ لوہاء فلسفہ المشئمہ**

۲۔ فوزمبین در رد حرکت زمین

الکلمتہ الملہمہ۔ فلسفہ قدیمہ کے رد میں ہے اور فوزمبین فلسفہ قدیمہ و جدیدہ دونوں کے رد میں ہے۔

مندرجہ بالا دونوں کتب کی تصنیف کی کہانی خود امام احمد رضا بریلوی کی زبانی ملاحظہ کیجئے جسے وہ الکلمتہ الملہمہ کے دیباچہ میں رقم فرماتے ہیں

"بعونہ تعالیٰ۔ فقیر نے رد فلسفہ جدیدہ میں ایک مبسوط کتاب مسمی بنام تاریخی "فوزمبین در ردحرکت زمین" لکھی جس میں ۱۰۵ دلائل سے حرکت زمین باطل

کی اور جاذبیت و نافریت وغیرہ ہما مزعومات فلسفہ جدیدہ پر روشن رد کئے جن کے مطالعہ سے ہر ذی انصاف پر بحمدہ تعالیٰ آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا کہ فلسفہ جدیدہ کو اصلا عقل سے مس نہیں۔ اس کی فصل سوم میں ایک تذییل لکھی جس میں وہ دس دلائل ذکر کیے کہ فلسفہ قدیمہ نے رد حرکت زمین پر دیئے۔ ہم نے ان کا ابطال کیا کہ یہ دلائل باطل و زائل ہیں۔ ان میں سے تعلیم پنجم یہ تھی۔ فلک میں میل متدیر ہے تو زمین میں نہ ہوگا کہ طبیعت متضاد ہے۔ ہفتم یہ کہ زمین مبدء میل متقیم ہے تو مبدء میل متدیر محال۔ ہشتم یہ تھی کہ زمین کا دورہ طبعا و ارادتا نہ ہونا ظاہر اور قسر کو دوام نہیں۔ نہم یہ حرکت زمین ماننے والوں کے نزدیک یہ حرکت لاتمناہی ہے تو قوت جسمانی سے اس کا صدور محال۔ دہم یہ کہ طبیعات میں ثابت ہے کہ حرکت وضعیتہ نہ ہوگی مگر ارادیہ اور زمین ذات ارادہ نہیں۔ ان کے رد نے اصول فلسفہ قدیمہ کے ازہاق و ابطال کا دروازہ کھولا ہم نے ۳۰ مقام ان کے رد میں لکھے۔ جن سے بعونہ تعالیٰ تمام فلسفہ قدیمہ کی نسبت روشن ہوگیا کہ فلسفہ جدیدہ کسی طرح بازیچہ اطفال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ یہ تذییل ان مقامات جلیل کے سبب بہت طویل ہوگئی اور اس کی فصل چہارم دور جا پڑی۔ ولد اعز ابوالبرکات محی الدین جیلانی المعروف بہ مولوی مصطفےٰ رضا خاں سلمہ الملک المنان و ابقاہ والی معالی کمالات الدین والدنیا وقاہ کی رائے ہوئی کہ ان مقامات کو رد فلسفہ قدیمہ میں مستقل کتاب کیا جائے اگرچہ دم الاخوین یکجا نہ ہو۔ ایک کتاب رد فلسفہ جدیدہ میں رہے دوسری رد فلسفہ قدیمہ میں........ وہ کتاب کامل النصاب بعون الملک الوہاب یہ ہے مسمی بنام تاریخی **الکلمتہ الملہمہ المحکمتہ لوہاء فلسفہ المشئمتہ**

------۱۳۳۸ھ------

آخر میں تحریر فرماتے ہیں :

"اس کی تقریب یوں ہوئی۔ ۱۸/ صفر ۳۸ھ کو ولد اعز مولانا مولوی ظفر الدین بہاری اعلیٰ مدرس عالیہ شہرام جعلہ اللہ کاسمہ' ظفر الدین نے ایک سوال بھیجا کہ امریکہ کے کسی مہندس نے دعویٰ کیا ہے ۱۷/ دسمبر ۱۹۱۹ء کو اجتماعات سیارات کے سبب آفتاب میں اتنا بڑا داغ پڑے گا کہ اس کے باعث زلزلے آئیں گے۔ طوفان شدید آئے گا۔ ممالک برباد کردیئے جائیں گے۔ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ غرض قیامت کا نمونہ بتایا تھا۔ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کا جواب چند ورق پر دے دیا گیا کہ یہ محض اباطیل بے اصل ہیں۔ نہ وہ اجتماع سیارات اس تاریخ کو ہوگا جس کا وہ مدعی ہے نہ جاذبیت کوئی حقیقت رکھتی ہے اس کے ضمن میں بعض دلائل رد حرکت زمین کے لکھے۔ جب انہیں طویل ہوتے دیکھا جدا کرلیے ........اور فلسفہ قدیمہ کی تقریب کی جسے اس سے جدا کرکے بحمدہ تعالیٰ یہ کتاب الکلمتہ الملہمتہ تیار ہوئی...."

جیسا کہ اس سے ماقبل عرض کرچکا ہوں کہ پورٹا کی پیشن گوئی کو امام احمد رضا نے غلط ثابت کردیا تو پورٹا کی غلط پیشن گوئی ہی ان دونوں کتابوں الکلمتہ الملہمہ اور فوزمبین کی تصنیف کی سبب بنی۔

"فوزمبین در رد حرکت زمین"

------ ۱۳۳۸ھ ------

کتاب فوز مبین کا نام تاریخی ہے جو ۱۳۳۸ھ میں تصنیف کی گئی اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب حرکت زمین کے رد میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں دیباچہ میں

"یہ رسالہ مسمی بنام تاریخی "فوز مبین در رد حرکت زمین" ایک مقدمہ چار فصل اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔"

مقدمہ میں مقررات ہیات جدیدہ کا بیان جن سے اس رسالہ میں کام لیا جائے گا۔"

فصل اول میں : نافریت پر بحث اور اس سے بطلان حرکت زمین پر ۱۲ دلیلیں۔

فصل دوم میں : جاذبیت پر کلام اور اس سے بطلان حرکت پر ۵۰ دلیلیں۔

فصل سوم میں : خود حرکت زمین کے ابطال پر اور ۴۳ دلیلیں۔

یہ بحمدہ تعالیٰ حرکت پر ۱۰۵ دلیلیں ہوئیں جن میں ۱۵ اگلی کتابوں کی ہیں جن کی ہم نے اصلاح و تصحیح کی اور پورے ۹۰ دلائل نہایت روشن و کامل .بفضلہ تعالیٰ خاص ہماری ایجاد ہیں۔

فصل چہارم میں : ان شبہات کا رد جو ہیئات جدیدہ اثبات حرکت زمین میں پیش کرتی ہے۔

خاتمہ میں کتب الٰہیہ سے گردش آفتاب و سکون زمین کا ثبوت و الحمد اللہ مالک الملک و الملکوت۔

زیر نظر کتاب فوز مبین کے ان حصوں سے متعلق (جواب تک ماہنامہ الرضا' ماہنامہ رضائے مصطفیٰ میں .قسط وار اور بعدہ ماہنامہ سنی دنیا (اگست ستمبر ۱۹۸۳ء شمارہ نمبر ۹'۱۰) میں چھپا۔ پروفیسر مسعود احمد صاحب اور پروفیسر ابرار حسین صاحب نے کافی کچھ لکھا ہے اور دونوں کے مقالات پر مغز ہیں اور دانشوروں کو اس کتاب کے مطالعہ کی طرف متوجہ کراتے ہیں۔

پروفیسر مسعود صاحب نے رسائل۔ اظہار کراچی اور معارف رضا کراچی نیز کتابی شکل میں جو مکتبہ چشمہ رحمت بلرامپور سے چھپا ہے۔ میں امام احمد رضا کے قدیم و جدید علوم سے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ دراصل فوز مبین سے متعلق ہے اور معارف رضا ۱۹۸۳ء میں پیش گفتار فوز مبین کے عنوان سے باقاعدہ اسی کتاب کے بارے میں تحریر فرمایا اور اعلیٰ حضرت کے ریاضی و ہیئت اور سائنسی علوم کی مہارت پر کافی' روشنی ڈالی ہے۔

پروفیسر ابرار صاحب نے بھی معارف رضا ۱۹۸۵ء میں مقدمہ رسالہ فوز مبین در رد حرکت زمین کے عنوان سے بھرپور مقالہ تحریر فرمایا ہے اور امام احمد رضا کے سائنسی علوم پر بحث کی ہے اس کے علاوہ پروفیسر موصوف نے معارف رضا ہی کے دوسرے شماروں میں فاضل بریلوی کی ریاضی دانی پر بھی مقالات لکھے۔ لوگارثم فیکٹرو مساوات مثلث مسطح' (Trignomqtery plane) مثلث کروی (Spherical Trignomatery) نظریہ مدوجزر وغیرہ پر امام کی مہارت پر روشنی ڈالی۔

ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے پروفیسر ابرار حسین کے ایک مکتوب کے حوالے سے امام احمد رضا کے جدید الجبرا کے ایک اہم مضمون ٹاپالوجی (Topology) سے بھرپور واقفیت کا تذکرہ بھی کیا۔ ان دو پروفیسر صاحبان

کے علاوہ ایم حسین ما لکپوری، شبیر حسن بستوی، سید ریاست علی قادری، محمد اعظم سعیدی، علامہ شبیر احمد غوری، مفتی عبدالمنان، احمد ثناء آرائین وغیرہ نے بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سائنسی و ریاضی علوم پر روشنی ڈالی ہے جو مختلف رسائل میں چھپ چکے ہیں۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی اس تصنیف میں طبیعیات (Physics) کیمیا (Chemistry) جغرافیہ (Geography) ہیئت (Astronomy) نجوم (Astrology) توقیت (Timings) فلسفہ قدیمہ (Old philosphy and Science) ریاضی (Mathematics) وغیرہ علوم سے کام لیا ہے اور مختلف موضوعات و نظریات مثلاً رفتار و حرکت (Speed and velocity) نظریہ حرکت، نظریہ کشش ثقل (Gravitation) و وزن (Mass weight) حجم و ثقل اور ثقل اضافی (Volume Densitychal Density) مرکز گریز اور مرکز جو یا طاقتوں (Centrifugal and Centripatel) جمود، اسراع، دباؤ، اچھال تیراؤ (Floatation) سیاروں اور ستاروں کی چال، ان کی دوری زمین کی ہیئت، مد و جزر (Tiales) نظریہ اضافیت (Therory of Relativity) دخان بخارات، حرارت ایٹم، لوگارثم (Logarithms) مساوات فیکٹر ڈائنامکس (Dynamics) محرک (Projectile) ٹریگینومیٹری (Trignonmatery) جیومیٹری، مثلث کروی (Spherical Trigonometry) وغیرہ کا استعمال کیا ہے اور ان پر بحث کی ہے۔

امام احمد رضا کے علم کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے کسی کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھی ہو وہ ان علوم و فنون پر ایسی مہارت کے ساتھ روشنی ڈالے اور جہاں غلطی نظر آئے ان کی نشاندہی کرکے اصلاح بھی کرے۔

فوزمبین میں امام احمد رضا نے باقاعدہ نام لے کر نیوٹن(۱)، کوپر نیکس(۲)، کپلر(۳)، ہرشل(۴)، طوسی(۵)، ابن سینا(۶)، بطلیموس(۷)، ملا محمد جون پوری(۸) کے نظریات کا رد اور ان کا تعاقب کیا ہے۔

ابو ریحان البیرونی(۹) کے سونے کو ہوا اور پانی میں تولنے اور پانی میں اس کے وزن کے کم ہوجانے کی تائید کی ہے گویا اس طرح انہوں نے ارشمیدس(۱۰) کے تیراؤ اچھال کے کلیہ پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ایک طرح سے (ArchemedisPrinciple) کی تائید کی ہے۔

گیلی لیو(۱۱) کے جمود اور کشش ثقل کے نظریات اور آئن آشائن(۱۲) کے نظریہ اضافیت (Theory of Relativity) کا انہیں کے دلائل کی روشنی میں منطقیانہ اور سائنسی طرز پر رد فرمایا ہے۔

نیوٹن اور دیگر سائنس دانوں کے نظریات کو مندرجہ ذیل کتب سے اخذ کیا ہے اور ان کتب پر کلام بھی کیا ہے۔

علم طبعی(۱۳)، اصول علم الہیاۃ(۱۴)، سوالنامہ ہیاۃ جدیدہ(۱۵)، جغرافیہ طبعی(۱۶)، نظارہ عالم(۱۷)، علاوہ ان کتابوں کے تعریبات الشافیہ(۱۸)، حدائق النجوم(۱۹)، شرح تذکرہ(۲۰)، شرح طوسی(۲۱)، شرح قطبی(۲۲)،

شرح خضری(۲۳)، شرح حکمت العین(۲۴)، حکمت العین(۲۵)، ہدیہ سعیدیہ(۲۶)، تحریر طوسی(۲۷)، شرح برجندی(۲۸)، مجسطی(۲۹)، شرح مجسطی(۳۰)، شمس بازغہ(۳۱)، مفتاح الرصد(۳۲)، چغمینی(۳۳) اور الدر المکنون(۳۴) وغیرہ کے حوالے بھی دیئے ہیں اور ان سب پر کلام بھی کیا ہے۔ ان میں درج سائنسی و فلسفیانہ نظریات و کلیات کا رد اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے وہاں اصلاح بھی فرمائی ہے۔

امام احمد رضا نے اپنی مندرجہ بالا کتب کا حوالہ بھی دیا ہے۔ الکلمتہ الملهمتہ(۳۵)، النھی النمیر فی الماء المستدیر(۳۶)، البرہان القویم علی العرض التقویم(۳۷)، در القبح عن درک وقت الصبح(۳۸)

امام احمد رضا نے دیمقراطیسی(۳۹) نظریہ یعنی ایٹم کے نظریہ کی تائید کی ہے جولو، وسطا سیرس اور پلاس نام کے چار سیاروں کا مزید ذکر کیا ہے اور ان کی کیفیت نظارہ عالم میں درج ہے۔

جونو (Juno) نسبت بعد سیارات بہ نسبت بعد زمین ایک فرض کے ۱۲۶۹ء۲ زمانہ گردش سالانہ ۱۵۹۳ء۲۱ وسطا (Vesta) نسبت بعد سیارات بہ نسبت بعد زمین ایک فرض کرکے ۳۶۰ء۲ زمانہ گردش سالانہ انگلینڈ نظریہ حرکت اور نظریہ کشش ثقل دریافت کیا۔ اس نے علم طبیعیات کے ہر برانچ حرارت، نور آواز، برق، چمبک، وغیرہ پر کام کیا اور اپنے نظریات پیش کیے۔ اس کی دو کتابیں (Principal) لیٹن زبان میں اور (Opticism) انگریزی زبان میں بہت مشہور ہیں۔

نیوٹن کے تین بنیادی اصول (کلیہ حرکت) مندرجہ ذیل ہیں۔

(ا) جو شے حرکت میں ہے وہ حرکت میں رہے گی اور حالت سکوت میں ہے تو اسی حالت میں رہے گی جب تک ان کے حالات میں تبدیلی کے لئے کوئی خارجی طاقت نہ لگائی جائے۔

(ب) کسی جسم کی معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح لگائے گئے طاقت کا بالواسطہ نسبتی (Directly Propotional) ہوتا ہے۔

(ج) نیوٹن کے پہلے اصول کو کلیہ جمود (Law of Inertia) بھی کہتے ہیں۔

نیوٹن : کا نظریہ ثقل کشش۔ ہر جسم دوسرے جسم کو ایک طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے جو ان کے کمیت وزن کے بالواسطہ نسبتی اور دونوں کے درمیانی فاصلہ کے اسکوائر کے معکوس نسبتی ہوتا ہے۔

معیار حرکت (Momentum) یہ وزن اور حرکت کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔

## حواشی

ا۔ نیوٹن۔ پورا نام آئزک نیوٹن ہے۔ (۱۶۴۲ء۔۱۷۲۷ء) ولادت بمقام (Wollsthrope)

۲۔ کوپر نیکس (۱۴۷۳ء۔۱۵۴۲ء) پولینڈ میں پیدا ہوا اس نے زمین کو گرد شمس حرکت کرنے کا نظریہ پیش کیا اور سورج کو مرکز عالم تسلیم کیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ (Revolutionilous) ہے اس نے بطلیموسی نظریات کا رد کیا ہے۔

۳۔ کپلر : (۱۵۷۱ء۔۱۶۳۰ء) ویل (Wiel) میں پیدا ہوا۔ سیاروں کی حرکت (Planetry motion) کا اصول وضع کیا۔ اس نے کوپر نیکس کے نظریات کی تائید کی۔

۴۔ ولیم ہرشل : نیوٹن کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے حالات کتابوں میں کم ہی ملتے ہیں۔ اس نے دوربینیں بنائیں۔ جن کے ذریعے آٹھویں سیارہ یورینس (Uranus) دیکھا پہلی دوربین ۱۶۶۸ء میں بنائی۔

۵۔ طوسی : نصیرالدین طوسی۔ نصیرالدین بن جعفر۔ بن محمد طوسی ہیت داں کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مشہور کتاب تجرید ہے۔ متوفی ۶۷۲ھ)

۶۔ ابن سینا : (۳۷۰ھ م ۹۸۰ء) (۴۲۸ھ م ۱۰۳۷ء) ریاضی، فلسفہ، طب، ادب، فقہ، کا زبردست ماہر۔ طب میں۔ القانون، منطق و فلسفہ میں الشفاء طبیعیات (Physics) میں تسع رسائل اور جیومیٹری میں ترجمہ اقلیدس۔ اس کی یادگار ہیں۔

۷۔ بطلیموس : (Ptolemy) اس کی پیدائش قبل مسیح علیہ السلام اسکندریہ مصر میں بتائی جاتی ہے۔ اس کی مشہور کتاب کا نام المجسطی (Majesty) ہے۔

۸۔ ملا محمود جونپوری : متوفی ۱۰۶۲ھ مطابق ۱۶۵۲ء)

شمس بازغہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ جو خود ان کی کتاب الحکمۃ البالغہ کی شرح ہے۔

۹۔ ابوریحان البیرونی : (کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ص ۱۱۱۴، الجلد الخامس مصنف مصطفٰے بن عبداللہ متوفی ۱۰۶۷) ہے میں استاد ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی سن وفات ۴۲۳ء اس طرح لکھی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آیا۔ البتہ چند رسالوں میں جہاں ان کا سرسری طور پر تذکرہ آیا ہے سن وفات ۱۰۴۸ تحریر ہے۔ مقام وفات غزنہ ہے۔ یہ طبیب، ماہر ریاضی و طبیعیات اور جغرافیہ، نجوم و ہیئت کے زبردست اسکالر تھے۔ مشہور کتاب الہندسہ ہے۔

۱۰۔ ارشمیدس : (Archemedis) پیدائش بمقام سسلی ۲۸۷ برس قبل مسیح اور انتقال ۲۱۲ سال قبل مسیح۔ اس نے واٹر اسکریوچرخی (Pulleys) اور دباؤ ہوا مشین کی ایجاد کی۔ (Infinity) کا خیال پہلے اسی نے پیش کیا۔ یہ رقیق جسم (Hydro statics) کے توازن کا بانی ہے۔ اس نے ارشمیدس اصول (Archemedis Principle) نکالا جو اس طرح ہے۔ اگر کوئی جسم رقیق میں ڈبویا جائے تو اس میں اچھال ہوتا ہے۔ یعنی وزن کا نقصان ہوتا ہے جو اس جسم کے ذریعہ ہٹائے گئے رقیق کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ فرض کیا کسی جسم کا ہوا میں وزن "و" ہے اور پانی میں "و" ہے تو اچھال = و ـ و۔ اگر جسم کا حجم "ح" ہو اور پانی کا ثقل نوعی "ث" ہے تو ہٹائے گئے (Loss multi) پانی کا وزن = ح x ث لہذا و ـ و = ح x ث

ث=و-و

۱۱- گیلے لیو: پورا نام گیلے لیو گلیلی ہے (Galileo Galilei) (۱۵۶۴ء ۱۶۴۲ء) مقام ولادت شہر پسا (اٹلی) اس نے گرتے ہوئے جسم کے بارے میں کلیات پیش کئے (Laws of falling bodies) سب سے پہلے دوربین (Telescope) کی ایجاد اس نے کی۔ گردش زمین کے نظریہ کی تائید اور حرکت مستقیمہ (Translatory motion) اور حرکت متدیرہ (Rotatory motion) کا بھی اصول وضع کیا۔

۱۲- آئن آسٹائن: پورا نام البرٹ آئن اسٹائن۔ تاریخ پیدائش ۱۴/ مارچ ۱۸۷۹ء بمقام اولم مغربی جرمنی (۱۹۵۶ء) میں امریکہ میں انتقال ہوا۔ نظریہ اضافیت (Theory of Relativity) اس کی مشہور تھیوری ہے۔ روشنی کی کوانٹم تھیوری اور فوٹو الیکٹرک اثر کے کلیہ کی کھوج پر اسے ۱۹۲۱ء میں نوبل پرائز دیا گیا۔

۱۳- علم طبعی: مختلف لائبریریوں میں تلاش کے باوجود اس کتاب کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکی۔

۱۴- علم الہیات: تالیف الدکتور کرنیلوس فان فندیک البروتی الامریکانی (م ۱۸۹۵ء) طبع فی بیروت (۱۸۷۴ء) زبان عربی۔ فن ہیئت (رضا لائبریری رام پور میں کتاب دیکھنے کو ملی) امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بزبان عربی اس کا حاشیہ لکھا ہے اور اصول طبعی کا حاشیہ اردو میں تحریر فرمایا ہے۔

۱۵- سوالنامہ ہیاۃ جدیدہ: اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔

۱۶- جغرافیہ طبعی: رضا لائبریری رام پور میں یہ کتاب ملی۔ مولفہ لکشمی شنکر سن اشاعت ۱۸۸۵ء بنارس چندر پربھا پریس۔ اس میں چھ ابواب ہیں۔

۱۷- نظارہ عالم: زبان اردو فن ہیئت' مولفہ محمد عبدالرحمٰن خاں کلیانی سپرنٹنڈنٹ پولیس و جج عدالت خفیہ اودے پور' مطبع منشی محمد امجد علی مراد آبادی' ۱۷/ مارچ ۱۸۸۹ء یہ کتاب رضا لائبریری میں ملی۔

۱۸- تعریبات الشافیہ: پورا نام ہے التعریبات الشافیہ المرید الجغرافیہ مع البقیہ طبع فی عزہ رجب ۱۲۵۴ھ مصنف رفاعہ بدوی رافع۔ پورا نام رفاعہ بدوی بن علی بن محمد بن علی بن رافع الطہطاوی الحسینی (م ۱۲۹۰) زبان عربی' فن جغرافیہ۔

۱۹- حدائق النجوم: فارسی زبان میں راجہ رتن سنگھ زخمی پیدائش ۱۱۹۷ھ متوفی ۱۲۶۷ھ کی ہیئت پر مشہور کتاب ہے جو ۶۵ جز پر اور جسے ۱۲۵۳ھ میں رتن سنگھ نے محمد علی شاہ کے حکم سے لکھا تھا اس کتاب میں جدید مغربی تحقیقات سے بھی استفادہ کیا ہے۔

۲۰- شرح تذکرہ

۲۱- شرح طوسی

۲۲- شرح قطبی

۲۳- شرح خضری' ان کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ ۲۰' ۲۱ کے مصنف علامہ خضری ہیں۔

۲۴- شرح حکمت العین (عربی) از: میرک بخاری

۲۵- حکمت العین از: کاتبی قزوینی تلمیذ طوسی

۲۶- ہدیہ سعیدیہ (عربی) علامہ فاضل خیرآبادی

۲۷۔ تحریر طوسی از : علامہ برجندی

۲۸۔ شرح برجندی۔ معلومات حاصل نہ ہو سکی۔

۲۹۔ مجسطی۔ بطلیموس

۳۰۔ شرح مجسطی (عربی) علامہ عبدالعلی

۳۱۔ شمس بازغہ۔ ملا محمود جونپوری

۳۲۔ مفتاح الرصد۔ معلومات حاصل نہ ہو سکی۔

۳۳۔ شرح چغمینی۔ چغمینی خوارزم میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ اصل کتاب کا نام ہے **الملخص** اسی کو **چغمینی** کہتے ہیں۔ مصنف ہیں ابوعلی محمود بن محمد بن عمر **چغمینی** (م ۶۱۸ھ) کتاب **الملخص** کے شارحین ہیں۔

۱) میرسید شریف جرجانی

۲) شیخ کمال الدین ترکمانی

۳) سنان الدین یوسف

۴) شیخ محمد بن حسین رشید مہدی

۵) عبدالماجد

۶) موسیٰ پاشا بن محمد (قاضی زادہ)

۳۴۔ **الدرالمکنون** : رضا لائبریری رام پور میں تین کتابیں اس طرح ملیں۔

۱) **درالمکنون**۔

۲) **درالمکنون** فی غرائب الفنون (عربی) مصنفہ ناصر الدین

۳) **درالمکنون فی سبعتہ فنون**۔ از : محمد بن احمد بن الیاس **الحنفی** م ۹۱۲ھ

۳۵۔ **الکلمتہ الملہمہ** : اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے۔ جس کا مفصل ذکر آچکا ہے۔

۳۶۔ **النہی النمیر فی الماء المستدیر** فتاویٰ رضویہ جلد اول میں رسالہ ہے یعنی جس میں کنویں کے دور کو ۴۹ء۴۹ ۳۵ ہاتھ ثابت کیا ہے۔

۳۷۔ **البرہان القویم علی العرض التقویم** نجوم و توقیت پر مبنی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا نام ہے۔

۳۸۔ **درء القبح عن درک وقت الصبح**' مصنف اعلیحضرت (زبان اردو) سحری کے وقت کی جلیل تحقیق اور اسے رات کا ساتواں حصہ جاننا محض خطا ہے۔

۳۹۔ ۴۰۰ قبل مسیح علیہ السلام **دیمقراطیس** (Democritus) نامی یونانی فلسفی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مادہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے۔

جب یہ ملتے ہیں تو صورت نکلتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان اجزاء کو تقسیم کرتے چلے جاؤ تو ایک ایسا بھی مرحلہ آئے گا کہ مزید ٹکڑے کرنا ناممکن ہوگا۔ اس سے جز لایتجزی (Atom) کا نظریہ ابھرا۔

جے۔ جے۔ ٹامس۔ رودرفورڈ' نیل بوہر وغیرہ نے اس تھیوری پر تحقیقی کام کیا۔

# ماخذ و مراجع

☆ کتب اعلیٰ حضرت


۱۔ الکلمتہ الملہمہ

۲۔ النہی النمیر

۳۔ درء القبح

۴۔ البرہان القویم

۵۔ نزول آیات فرقان

۶۔ معین مبین

☆ دیگر کتب

۷۔ حیات اعلیٰ حضرت از : ملک العلماء محمد ظفر الدین

۸۔ اکرام رضاء از : برہان ملت مفتی برہان الحق

۹۔ سوانح اعلیٰ حضرت از : علامہ بدرالدین

۱۰۔ حیات امام اہلسنت : پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

۱۱۔ امام احمد رضا اور عالم اسلام : ایضاً

۱۲۔ فاضل بریلوی اپنوں اور بیگانوں کی نظر میں

۱۳۔ اجالا' از : پروفیسر مسعود احمد

۱۴۔ سہود سراغ از : کالی داس گپتا رضا

۱۵۔ سوانح اعلیٰ حضرت از : علامہ نسیم بستوی

۱۶۔ فقیہ اسلام از : ڈاکٹر حسن رضا

۱۷۔ امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں'
از : مولانا یٰسین اختر

۱۸۔ ہندوستان میں مذہبی قیادت اور علماء مصلحین (انگریزی کا ترجمہ) از : ڈاکٹر باربراڈی مٹکاف

۱۹۔ جہان رضا' مرید احمد چشتی

۲۰۔ کشف الظنون' از : حاجی خلیفہ مصطفےٰ بن عبداللہ

۲۱۔ المیزان امام احمد رضا نمبر

۲۲۔ معارف رضا کے مختلف شمارے

۲۳۔ سنی دنیا کے مختلف شمارے

۲۴۔ الرضا کے مختلف شمارے

تاریخ وفات مولانا عبدالحمید قادری پانی پتی علیہ الرحمہ

نتیجہ فکر عالی جناب امام اہل سنت عدوے اہل ہوی و بدعت مجدد مائۃ حاضرہ صاحب حجۃ قاہرہ شیخ المشائخ حضرت مولانا مولوی حاجی حافظ قاری شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

للہ لبی عبد الحمید — قال الرضا فی ارخ السعید
عبد الحمید عند الحمید — فی نعم قرب تاج المزید

۱۳۳۹ ھ

دیگر

از نتیجہ فکر جناب سید نذیر الآفاق صاحب عرف علی نوشہ قادری، صابری، جیلانی، ملتانی، خلاقی، آفاقی فخری، نوری، کوردلوی کرتمہ اللہ النوی

اللہ نور و محمد الکل علی ما ابدا حسن کل حسین بایدہ فاطمہ فی وجہ الفؤاد

۱۳۳۹ ھ

فلاح الدارین ——— ۳۹ ——— بابت ماہ رمضان ۱۳۳۹ھ

# حضرت رضا بریلوی کی شاعری اپنے آئینے میں

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد
(سرپرست اعلیٰ: ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا، پاکستان)

-----○-----

قرآنی تصور یہ ہے کہ جن وانس اللہ کی بندگی اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں (ذریت : ۵۶) ہم زندہ ہیں تو ان کے لئے ----- مریں گے تو انھیں کے دیدار کے لئے ----- حشر میں اٹھیں گے تو انھیں کی شفاعت کے لئے ----- وہ مطلوب و مقصودِ کائنات ہیں ----- ان کی غلامی تب اللہ کی بندگی ہے ----- من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (نساء : ۸۰) ----- اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دو پیمانے نہیں ----- اللہ نے اپنے کرم سے ایک ہی پیمانہ رکھا ہے (توبہ : ۲۴) ----- اللہ ہر طرف ہے، سجدہ بیت اللہ ہی کی طرف کیوں؟ ----- قرآن حکیم نے یہ راز کھولا کہ محبوب رب العالمین کی رضا اسی میں ہے۔ ان کا رخ مبارک اسی طرف ہے اس لئے سب اس طرف سجدہ کیا کریں (بقرہ : ۱۴۴) ----- بیت اللہ ہمارے محبوب کا منظور نظر ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے ----- اور ہم نے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جو آپ کا رخ پھیرا تھا تو اس لئے کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کون بیت اللہ کو چاہتا ہے اور کون ہمارے محبوب کو چاہتا ہے (بقرہ : ۱۴۳) ----- ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہی اچھے لگتے ہیں ----- جس طرف وہ دیکھ رہے ہیں تم بھی اسی طرف دیکھو (بقرہ : ۱۴۴) ----- ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تم بھی ان کو دیکھو ----- ہم بھی اور ہمارے فرشتے بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں، تم بھی اُن درود و سلام بھیجو ----- بار بار بھیجو (احزاب : ۵۶) ----- انھیں کے گیت گاتے جاؤ ----- انھیں کے نغمے الاپے جاؤ ----- حضرت رضا بریلوی اس قرآنی تصور پر

ایمان و یقین رکھتے تھے۔۔۔۔۔ کیا خوب کہا ہے ؎

دھن میں زباں تمہارے لئے، بدن میں ہے جاں تمہارے لئے
ہم آئے یہاں تمہارے لئے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے

عشق و محبت کی ساری داستانیں اس ایک شعر میں سمو کر رکھ دیں! ۔۔۔۔۔ اللہ اللہ! بدن میں جاں ان کے لئے ہے۔۔۔۔۔ دھن میں زباں ان کے لئے ہے! تو پھر کیوں نہ ان کے گیت گاتے جائیں؟۔۔۔۔۔ پھر کیوں نہ ان کے نغمے الاپے جائیں؟ ۔۔۔۔۔ ہاں نعت لکھنے کو دل چاہتا ہے۔۔۔۔۔ مگر قلم کہاں سے لائیں؟ ۔۔۔۔۔ روشنائی کہاں سے لائیں جو اس جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کریں؟۔۔۔۔۔ حضرت رضا بریلوی کی نظر درخت طوبیٰ کی طرف اٹھتی ہے۔۔۔۔۔ جنتِ عدن کے اس درخت کی جڑ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوانِ معلیٰ میں ہے اور شاخیں ہر جنت کی کھڑکیوں اور محلوں میں جھول رہی ہیں۔۔۔۔۔ اس میں سوائے سیاہی کے ہر خوش نما رنگ جنت نظارہ بنا ہوا ہے۔۔۔۔۔ جڑ سے کافور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔۔۔۔۔ ہاں اس درخت کی بلندیاں، اللہ اللہ! ۔۔۔۔۔ حضرت رضا بریلوی کی نظر اس درخت کی سب سے اونچی، نازک، سیدھی شاخ پر پڑتی ہے۔۔۔۔۔ یہی اس قابل ہے کہ جب محبوب رب العالمین کی مدح و ثنا کے لئے ہاتھ میں قلم ہو تو اسی شاخ کا قلم ہو جس کو ہر رنگ نے چھوا مگر سیاہی نے نہ چھوا۔۔۔۔۔ حضرت رضا بریلوی، حضرت جبرئیل علیہ السلام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ؎

طوبیٰ میں جو سب سے اونچی، نازک، سیدھی نکلی شاخ
مانگوں میں نبی نعت لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاخ

-----O-----

نعت گوئی حضرت رضا بریلوی کے خمیر میں گندھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ روز الست ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور نعت مصطفےٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تاج سر پر رکھ دیا گیا تھا۔

ز حسنت تا بہار تازہ گل کرد
رضایت را غزل خواں آفریدند

-----O-----

قرآن حکیم سے نعت گوئی سیکھی اور احکام شریعت کو پیش نظر رکھا، فکر و خیال کو نفس سے محفوظ رکھا اور پامال نہ ہونے دیا۔۔۔۔۔ ؎

ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ
بے جا سے ہے، اَلْمِنَّۃُ لِلّٰہ محفوظ
قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی
یعنی رہے احکامِ شریعت ملحوظ

-----O-----

نعت گوئی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو رہبر بنایا اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔۔۔۔۔ وہ مداح رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود منبر بچھایا اور ان کو بٹھایا۔۔۔۔۔ دعاؤں سے نوازا ؎

رہبر کی رہِ نعت میں گر حاجت ہو
نقشِ قدم حضرتِ حسان بس ہے

-----○-----

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کفش برداری اور در کی دربانی اور جاروب کشی کو حضرت رضا بریلوی نے اپنے لئے سعادت سمجھا۔

کرمِ نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں
کہ رضائے عجمی ہو، سگِ حسانِ عرب

-----○-----

اردو نعت گوئی میں شہید جنگ آزادی مولانا کفایت علی کافی کا رنگ پسند آیا کہ وہ اللہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا------ وہ درد و سوز سے معمور تھا------ وہ زندگی سے بھرپور تھا------ وہ ایک مہکتا چمن تھا۔

مہکا ہے مرے بوئے دہن سے عالم
یاں نغمۂ شیریں نہیں تلخی سے بہم
کافی سلطانِ نعت گویاں ہیں رضا
ان شاء اللہ میں وزیر اعظم

-----○-----

مگر بلندی فکر اور مضمون کی بندش میں کمال کے باوجود مولانا کفایت علی کافی کے درد دل کے آرزومند رہے کہ بغیر درد دل کے شاعری، شاعری نہیں------

پرواز میں جب مدحت شہ کے آؤں
تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں

مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا
کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں؟

-----○-----

یہ آرزو پوری ہوئی، وہ دور بھی آیا جب دردِ دل اور سوزِ جگر سے سینہ پھکنے لگا------ لاوا ابلنے لگا۔

آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا
مشتاق طبع، لذت سوزِ جگر کی ہے

-----○-----

شاعری میں کسی کو استاد نہ بنایا، فیض ربِ قدیر سے کارگہِ فکر میں انجم ڈھلتے رہے------ دیکھنے والے دیکھ دیکھ کر جھومتے رہے---۔

جبینِ طبع، ناسودہ داغ شاگردی سے
غبار منت اصلاح سے ہے دامن دور

اور------

نظمِ پُر نور رضا، لوث تلمذ سے ہے پاک

-----○-----

حضرت رضا بریلوی نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کیا، شاعری کو پیشہ نہیں بنایا بلکہ شاعری کی ہوس ہی کو دل سے نکال باہر پھینکا------ محبت کو سینہ سے لگا کر رکھا

پیشہ مرا شاعری، نہ دعوئے مجھ کو

-------

ع نہ شاعری کی ہوس نہ پروا

-----O-----

بس اتنا ہی بہت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں اور ثنا خوانوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہی سعادت ہر سعادت سے بلند و بالا ہے------

ہے بلبل رنگیں رضا، یا طوطئ نغمہ سرا
حق یہ کہ واصف ہے ترا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

-----O-----

حضرت رضا بریلوی کی نظر میں وہی آنکھ، آنکھ ہے جو ان کا دیدار کرتی رہے------ وہی لب، لب ہیں جو ان کی مدح میں زمزمہ خواں رہے------ وہی سر، سر ہے جو ان کے آگے جھکتا رہے------ اور وہی دل، دل ہے جو ان پر قربان ہوتا رہے۔

وہی آنکھ، ان کا جو منہ تکے، وہی لب کہ محو ہوں نعت کے
وہی سر، جو ان کے لئے جھکے، وہی دل، جو ان پہ نثار ہے

-----O-----

رات دن اسی جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گم رہنا، خیال کی دنیا کو چہرہ انور کی تابانیوں سے بسائے رکھنا، فراق میں بھی وصال کے مزے لوٹنا------۔

تھا ملاقات رضا کا ہمیں اِک عمر سے شوق
بارے، آج اس کو مدینہ میں غزل خواں دیکھا

-----O-----

وہ ہند میں رہتے تھے مگر مدینہ میں بسے تھے------ جسم یہاں، روح وہاں------ دماغ یہاں، خیال وہاں------ سینہ یہاں، دل وہاں------

جان و دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے
تم نہیں چلتے رضا؟ سارا تو سامان گیا !

-----O-----

تاجدار دو عالم، جان جہاں، جان جاں، جان ایماں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ محویت نصیب ہوتی جس نے مدح و ذم اور تعریف و توصیف سے بے نیاز کر دیا، ان کے در پر ایسا جھکایا کہ ہر چوکھٹ سے بے پروا کر دیا------

نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز طعن
نہ مرا گوش بمدحے، نہ مرا ہوش ذمے
منم و کنج خمولی کہ نہ گنجد در وے
جز من و چند کتابے، دوات و قلمے

-----O-----

اللہ کی عطا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نے نعتوں کو یہ سوز و ساز بخشا کہ جس کو دیکھتے نثار ہو رہا ہے، جس کو دیکھئے سر دھن رہا ہے------۔

اے رضا ! جان عنادل، ترے نغموں کے نثار !
بلبلِ باغِ مدینہ، ترا کہنا کیا ہے !

-----O-----

رضائے خستہ کیا کہنا، عجب جادو بیانی ہے
نمک ہر نغمۂ شیریں میں ہے، شور عنادل کا !

-----O-----

سارے عالم میں دھوم ہے، بوستاں گونج رہے ہیں،
دل تڑپ رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں------ ے

گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں
کیوں نہ ہو؟ کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے!

-----O-----

گلشن مہک رہے ہیں، خوابیدہ دل بیدار ہو رہے ہیں،
روشنیاں پھیل رہی ہیں، سینوں میں کونین سما رہے
ہیں-----

کیوں نہ گلشن مری خوشبوئے دھن سے مہکے؟
باغ عالم میں، میں بلبل ہوں، ثنا خواں ہوں کس کا؟

-----O-----

اللہ اللہ کیا سماں ہے، مرغانِ نغمہ سنج آج خاموش
خاموش سے ہیں، صف بہ صف آگے بڑھ رہے ہیں،
نذرانوں میں چمن پہ چمن پیش کر رہے ہیں----- کہ
آج وہ بلبل چہچہا رہا ہے جس کی چہک نے سب
بلبلوں کو دم بخود کر دیا ہے ے

اے رضا، وصفِ رخِ پاک سنانے کے لئے
نذر دیتے ہیں چمن، مرغِ غزل خواں ہم کو

-----O-----

فارسی نعتوں کی یہ بلندیاں کہ نور الدین عبدالرحمن جامی
جیسا باکمال نعت گو شاعر بھی حیران نظر آ رہا ہے---- ے

طوطی اصفہاں، سن کے کلام رضا!
بے زباں، بے زباں، بے زباں ہو گیا

-----O-----

سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا، اردو زبان میں
حضرت رضا جیسا باکمال نعت گو شاعر پیدا نہیں ہوا ے

یہی کہتی ہے، بلبلِ باغِ جناں، کہ "رضا کی طرح کوئی سحر بیاں
"نہیں ہند میں واصفِ شاہِ ہدیٰ، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم"

-----O-----

اس کے فکر کی بلندیوں، خیال کی وسعتوں، جذبات و
احساسات کی سر مستیوں کا یہ عالم کہ بہار ہشت خلد،
بھی "چھوٹا سا عطر دان" بنی جا رہی ہے ے

بزم ثنائے زلف میں، میری عروسِ فکر کو
ساری بہارِ ہشت خلد، چھوٹا سا عطر دان ہے

-----O-----

اس میں کسی کو شک نہیں، اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ
ملک سخن کی شاہی حضرت رضا بریلوی ہی کو جچتی اور
سجتی ہے ے

ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلّم
جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیئے ہیں

-----O-----

اور اس ملک سخن کی وسعتوں کا کیا ٹھکانہ۔ جہاں نعت
کی حکومت ہے، جہاں عشق مصطفےٰ (صلی اللہ علیہ
وسلم) کا سکہ چلتا ہے، جہاں کے ماہ و سال نئے، جہاں
کے شب و روز نئے----- جہاں زندگی ہی زندگی
ہے----- جہاں روشنی ہی روشنی ہے------ ے

ہے مرے زیر نگیں ملک سخن تا ابد
مرے قبضے میں اس خطے کے چاروں سرحد
اپنے شہی ملک سے تعبیر ہے ملک سرمد
ہے تصرف میں مرے کشورِ نعتِ احمد
میں بھی کیا اپنے نصیبے کا سکندر نکلا !

-----○-----

ملک نعت کی اس تاجداری و شہریاری کے باوجود جب وہ نعت کی بلندیوں اور رفعتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل کے حیرت کدے میں کچھ کھوسے جاتے ہیں----- خود باختگی اور خود رفتگی کے اس عالم میں بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں ؎

کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے
سکتہ میں پڑی ہے عقل، چکر میں گماں آیا

عقل سکتے میں کیوں نہ پڑے کہ وہ ذات آپ کی مدح و ثنا کر رہی ہے جو عقل سے وراء، وراء الوراء اور وراء الوراء ہے-----؎

اے رضا خود صاحبِ قرآں ہے مداحِ رسول
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحتِ رسول اللہ کی؟

حضرت رضا بریلوی نعت کی بلندی اور عقل کی نارسائی کے باوجود ہمت نہیں ہارتے----- جب تک دنیا میں رہے آپ ہی کا نام جپتے رہے، آپ ہی کے گیت گاتے رہے----- جب دنیا سے گئے تو آپ ہی کا داغِ محبت لے کے گئے ؎

لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے
اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے

-----○-----

اور اب آرزو یہ ہے کہ کاش میدان محشر میں جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خدمت گار فرشتے دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ وہی تو عاشق خستہ جگر ہے جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام نذر کیا کرتا تھا اور سلام کے یہ گجرے ہم پیش کیا کرتے تھے----- تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی قبول فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے عاشقوں کو خوب جانتے پہچانتے ہیں----- تو جب میدانِ محشر میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں اور سب آپ کے حضور صلوۃ و سلام پیش کریں تو فرشتے مجھے دیکھتے ہی بول اٹھیں، اے رضا!

وہی سلام پڑھو، وہی سلام----- آج تو جان جاناں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جلوہ فرما ہیں-----؎

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، "ہاں رضا" !
"مصطفے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام"

اے کاش جب فرشتے اشارہ کریں تو رضا کی زباں پر انھیں کے نغمے جاری ہو جائیں ! ----- اے کاش انھیں کے جھنڈے تلے میں نعت پڑھتا چلوں ! ؎

صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے
لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لئے

# قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی

تحریر: پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
(عمید الکلیۃ الشرقیہ / عمید الکلیۃ الدراسات الاسلامیۃ والشرقیہ، جامعہ پنجاب، لاہور)

نعت گوئی اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی سمیت تمام اسلامی زبانوں میں (یا دوسرے لفظوں میں اہل اسلام کے ہاں (مستعمل زبانوں میں)، ایک ایسا فن شریف و رفیع بن چکا ہے جس کی گہرائیوں اور گیرائیوں کی حدود لا محدود اور جس کی وسعتوں اور عظمتوں کا کوئی حصر و حساب نہیں مگر یہ فنِ شریف و رفیع ایسا نازک و باریک بھی ہے کہ جس کی نزاکتیں اور باریکیاں ہر بوالہوس کا کام نہیں، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں خود فراموشی کا وہ مرحلہ درکار ہے جہاں ممدوح خالق و مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے سوا اور کسی چیز کو ملحوظ نہیں رکھنا ہوتا، حضرت عزت بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب حقیقت کی ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں:۔

ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا !

گویا حضور رب العالمین جل جلالہ میں تو گنجائش پیدا ہو ہی جائے گی کہ اس کی رحمتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں "وَسِعَتْ رَحْمَتِیْ كُلَّ شَیْءٍ" اس حقیقت پر گواہ ہے مگر حضور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر گستاخی یا بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی ظاہر ہو گیا اور نا شعوری طور پر بھی شان نبوی کا کوئی پہلو ملحوظ نہ رہ سکا تو اعمال صالحہ کے تمام ذخائر نابود و فنا ہو جائیں گے "اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ." کے بعد اس پر کسی اور شہادت کی تلاش ضلالت و گمراہی کے سوا اور کیا ہو گا؟

مگر حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ، کا دعوی ہے کہ برصغیر میں ان کا سا سحر بیان نعت گو کوئی نہیں۔

یہی کہتی ہے بلبل باغ جنان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہے
ھند میں واصف شاہ ھدی، مجھے شوخئ طبع رضا کی قسم

شاعرانہ جذب و شوق میں بیخود ہو کر یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ شعر کہتے ہوئے شریعت غراء سے سرمو انحراف نہ ہو گا، شاعرانہ حسن و جمال اور فکر و معنی کا کمال

بھی ہوگا اور پاس شریعت بھی ملحوظ رہے گا مگر یہ کمال و جمال یک جا کرنا سوائے حضرت رضا کے کسی اور کے لئے ممکن نہ ہوگا۔

جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیونکہ آتے
لا اسے پیش جلوہ زمزمہ رضا کہ یوں !

جس شاعر کو اپنے لفظ و معنیٰ پر پورا پورا قابو ہو وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، شاعرِ دربارِ رسالت سیدنا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے جب قریش کے شعراء کی ھجو گوئی اور گستاخانہ روش کا جواب دینے کے لئے کہا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھا کہ حسان! یہ تو بتاؤ کہ تم قریش کی ہجو کیسے کروگے؟ میں بھی تو انہیں میں سے ہوں؟! تم بھلا ابو سفیان بن حارث کا جواب کیسے دوگے وہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے؟! تو دعائے نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سرفراز ہو کر تائید روح القدس سے نوازے جانے والے شاعر کا پر اعتماد جواب یہ تھا کہ: "سأَسُلُّکَ کَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَۃُ مِنَ الْعَجِیْنِ" یعنی حضرت کو یوں نکال لوں گا جس طرح آٹے میں سے بال کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے اس باکمال بندے نے جو دعویٰ کیا اسے اپنے عمل کے دلائل سے صحیح ثابت کر دکھایا، ابو سفیان بن الحارث کی ہجو کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: اَتَھْجُوْہُ وَلَسْتَ لَہٗ بِکُفُوٍ (یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ھجو کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو ان کے ہم پلہ و ہمسر ہی نہیں ہو) اب یہاں آکر عقل گم ہو جاتی ہے اور سانس رک جاتی ہے کہ حارث بن عبد المطلب کا بیٹا عبد اللہ بن عبد المطلب کا فرزندِ جلیل کا ہمسر و ہم پلہ کیسے نہیں، دونوں کے والد تو ایسی شاخیں ہیں جو ایک ہی شجرۂ طوبیٰ سے پھوٹی ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ و ہم سر کیسے نہ ہوتے؟! دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے دعوے کو سچ کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ: "فَشَرُّکُمَا لِخَیْرِکُمَا الْفِدَاءُ" (یہ اس لئے ہے کہ تم دونوں میں سے جو شر اور برا ہے اسے اس پر فدا ہو جانا چاہیئے جو سراپا خیر اور بھلائی ہے) اسے کہتے ہیں حکیمانہ اسلوب، ایک ایسا منصفانہ انداز گفتگو جس میں متکلم اپنے مخاطب پر چھوڑ دے کہ وہ اپنے عقل و ضمیر سے فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے افضل و برتر کون ہے! جو افضل و برتر ہے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا!

حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نعت مصطفوی کے ضمن میں جو دعویٰ کرتے ہیں اسے وہ بھی حضرت حسان انصاری کے تتبع و تقلید میں اپنے میدان شعر گوئی میں عملی طور پر ثابت بھی کرتے ہیں، وہ جہاں آداب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھتے ہیں وہاں نعت گوئی میں بھی بیمثال و بے نظیر فکر و معنیٰ اور لفظ و ترکیب کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں، وہ جہاں شعر و شاعری کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہاں وہ شرع متین کے اصول و ضوابط کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن توازن اور اعتدال کی اس راہ کے لئے انہوں نے جو ہادی و رہنما تلاش کیا ہے اور جو سہارا انہیں میسر آیا ہے وہ واقعی ایسا مضبوط اور واضح حق نما ہے جس سے بڑھ کر کوئی مضبوط سہارا نہیں ہو سکتا اور جس سے

اعلیٰ و برتر کوئی ہادی و رہنما نہیں ہو سکتا، وہ اپنی اس خوش نصیبی اور حظ سعید پر ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ بے جا سے ہے، المنۃ للہ، محفوظ
قرآں سے میں نے نعت گوئی سیکھی یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ

تو گویا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ میدان نعت میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اسلوب نعت و مدح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما بناتے ہیں، جو بلا ریب و بلا شک مضبوط سہارا اور حبل متین ہے۔

اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بڑے خوبصورت اسلوب اور روح پرور انداز میں بیان فرمایا ہے، اپنی محبت و اطاعت کا وسیلہ فرمایا ہے، کافتہ الناس کا ہادی برحق بتایا ہے، آپ کتاب اللہ میں رحمتہ للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء و المرسلین ہیں، شاہد، مبشر، بشیر، نذیر اور داعی الی اللہ ہیں، آپ شمس الضحیٰ اور بدر الدجیٰ ہیں، نور مبین ہیں، سراپا ہدایت ہیں، رفع ذکر شرح صدر اور فتح مبین سے نوازے گئے ہیں، آپ قرآن کی رو سے عبد اللہ ہیں اور عبدہ کا شرف رکھتے ہیں، مُزَمِّل ہیں، مُدَثِّر ہیں، آپ رسول المبشر ہیں، امی لقب ہیں۔ طیبات کو حلال ٹھہرانے والے اور خبائث کو حرام قرار دینے والے ہیں۔ انسانوں کو پابندیوں اور جکڑبندیوں سے آزادی دلانے والے ہیں۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ آپ کا احترام و محبت سعادت ہے اور آپ کی توہین و بے ادبی شقاوت و بدبختی ہے۔ یہ تمام باتیں نعت و مدح نبوی کی وہ باتیں ہیں جو قرآن نے بتائی اور سمجھائی ہیں اور یہی سرچشمہ ہے جس سے فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی نعت کے فوارے پھوٹتے ہیں شاعر کی شاعرانہ تعلی اور جوش بیان جب قابو سے نکل جائے تو اس خشک دماغ اور اکھڑ مزاج بدو کی طرح ہو جاتا ہے جو ادب و احترام سے ناآشنا اور نتائج و عواقب سے بالکل بے نیاز و نابلد ہوتا ہے، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اسی کیفیت کے حامل بدووں کا ذکر ہے۔ جہاں اہل ایمان کو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آواز بلند کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور اگر کوئی گستاخ آپ کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بھی بلند کرے گا تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اور اسے احساس ہی نہیں ہو گا۔

برصغیر کا امام نعت گوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مدح سرا ہوتا ہے اور یوں گویا ہوتا ہے۔

یاٹ وہ کچھ، دھار یہ کچھ، زار ہم
یا الٰہی کیونکر اتریں پار ہم
کس بلا کی مے سے ہیں سرشار ہم
دن ڈھلا، ہوتے نہیں ہوشیار ہم

یہ نعتیہ غزل "ہم" کے قافیہ کے ساتھ گونجتی چلی جاتی۔ اور شاعر کبھی اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے:

اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)
جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم

پھر شاہ و گدا اور عطا و سوال کا تذکرہ ہوتا ہے۔

باعطا تم، شاہ تم، مختار تم
بے نوا ہم، زار ہم، ناچار ہم

اکتیس اشعار پر مشتمل یہ نعتیہ غزل یونہی ایمان افروز و روح پرور مناظر، اعترافات، مناقب و مدائح اور اعتذار و التجا کے ساتھ گونجتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اچانک آخر میں عاشقِ صادق اور مومنِ مخلص کو احساس ہوتا ہے کہ "ہم تم" کے اس تکرار سے شاید بارگاہ رسالت میں گستاخی کا سامان پیدا ہو گیا ہے۔ محب صادق تڑپ اٹھتا ہے اور خود کو ایک ایسا تازیانہ زجرو توبیخ رسید کر دیتا ہے جو اس کے ایمانِ صادق اور حبِ خالص کی شہادت بھی ہے۔

ان کے آگے دعویٔ ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم

یہ تازیانہ گویا ندامت اور توبہ کا تازیانہ ہے۔ شاعری کی حد تک اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو گستاخی پر محمول کی جا سکے یا جس سے سوئے ادب کا کوئی اشارہ بھی ملتا ہو مگر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ انداز گوارا نہیں۔ اس لیے مطلع اور غزل تو شاعر کا جوش تھا جو شاعرانہ انداز سے تمام ہوا مگر مقطع ایک عاشق رسول کا مقطع ہے۔ جسے اپنے محبوب رسول کے حضور اتنی سی بے تکلفی بھی گوارہ نہیں:

اسرا و معراج سیرت پاک کا ایک بالکل منفرد، بیمثال اور مہتمم بالشان باب ہے۔ سورہ اسرا یا بنی اسرائیل کا نقطہ آغاز مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا آئینہ دار ہے۔ جہاں عیوب و نقائص اور ہر قسم کے عجز و ضعف سے پاک خدائے بزرگ و برتر آپ اپنے بندہ خاص (عبدہ) کو اپنی قدرت کاملہ کے مشاہدات کراتا ہے۔ پھر قبۃ الصخرہ سے سدرۃ المنتہیٰ تک کے سفر افلاک کا تذکرہ سورۃ النجم میں فرمایا گیا ہے۔

واقعہ اسرا و معراج، عام الحزن اور سفر طائف میں راہ حق میں زحمت اٹھانے اور زخم کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا انعام خاص ہے جو اس نے اپنے حبیب پاک پر ارزانی فرمایا، یہ اشارۂ حق ہے اس بات کا کہ اِنَّ مَعَا الْعُسْرِ یُسْرَا (تنگی کا ساتھ سہولت بھی ہوتی ہے) کا حکم ربانی برحق ہے، یہ فضل و انعام ربانی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار بھی ہے۔ اسوۂ رسول زمین پر بھی اور اسوۂ رسول افلاک پر بھی، عظمت کی یہ سبقت دراصل حضرت انسان کے ہاتھوں تسخیر افلاک کی نوید بھی ہے اور صبر و استقامت اور ہمت پیغمبرانہ کی دلیل بھی، حکیم الامت شاعر مشرق نے کیا خوب فرمایا تھا:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون !

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو عظمت مصطفوی کے حدیقہ سرمدی کی بلبل خوش نوا و خوش سرا ہیں، انہوں نے سیرت طیبہ کے اس قرآنی باب کو موضوع سخن بنایا اور خوب نبھایا ہے "در تہنیت شادی اسرا" "مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام" اور "نوشۂ ملک خدا تم پہ کروروں درود" میں اس موضوع کا خوبصورت نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

ن سیرت کے اس پہلو کے متعلق قرآنی آیات کے الفاظ
کو جس خوبصورتی سے تضمین کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے
ور ثابت ہوتا ہے کہ رضا نے بلاشبہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ
یہ وسلم قرآن کریم ہی سے سیکھی ہے اور قرآنی آداب
ت گوئی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ اس نوع کے شعری
ونے مشتے از خروارے کے عنوان سے پیش کرنا کافی ہو
۔ فرماتے ہیں۔

پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں
کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں

قصر "دنیٰ" راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں
روح قدس سے پوچھیئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں

سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں اسراء و معراج کے دلچسپ
ارے ہیں شعراء نے ان مناظر کو موضوع سخن بنایا ہے مگر
ل بریلوی کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں۔

فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر
بس قسم کھائیے اُمّی تری دانائی کی
شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال
دھوم "والنجم" میں ہے آپ کی بینائی کی

شب معراج طالب و مطلوب اور محب و محبوب کے
یان جو راز و نیاز ہوئے اسے صرف وہی جانتے ہیں۔ کتاب
ہی بھی اس مضمون کو فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ
ب نے اپنے بندے پر وحی کی جو چاہے جتنی چاہے جیسی
چاہے وحی کر دی تھی) کے جامع و مانع اسلوب میں پیش کیا
ہے۔ مولانا احمد رضا بھی ان اسرار کو پر اسرار انداز میں ہی بیان
کر جاتے ہیں، اور اقراء کی اولین وحی ربانی کو تعلیم نبوی کا
ربانی اسلوب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

غنچے "ما اوحیٰ" کے جو چٹکے "دنیٰ" کے باغ میں
بلبلِ سدرہ تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں
اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اسمیں جم جم ہے کہ بیش
کثرتِ کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں
پنجہ مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے
چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں
ایسا اُمّی کس لئے منت کشِ استاذ ہو
کیا کفایت اسکو اقراء ربک الاکرم نہیں

عقل کے اندھوں کے سامنے قرآن عزیز نے اسراء
اور معراج نبوی پر جو سب سے بڑی دلیل دی ہے اس پر
کم کم غور کیا گیا ہے۔ بات یہ بشر کے آنے یا جانے کی نہیں
بلکہ اصل بات ذات سبحان کی ہے۔ جو تمام عیوب و نقائص
اور ضعف و ناتوانی کے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اسراء و
معراج دراصل فعل ہے ذات محب اور ذات باری کا،
یہاں عجز بشری کا کیا سوال ذرا مولانا کی بات سنیئے کس طرح
اس دلیل ربانی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کلمات قرآنی
کی خوبصورت تضمین کی ہے، فرماتے ہیں:

پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا
تنزلی میں ترقی افزا دنیٰ تدلّٰی کے سلسلے تھے!

# فاضلِ بریلوی عربی شاعری کی حیثیت سے

ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
(صدر شعبۂ عربی۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ ایک مستند عالم دین، صاحب نسبت صوفی، قابل اعتماد فقیہہ اور لائق اتباع راہنما تھے جن کے علم و فضل نے اک عالم کو یقین کی نعمت عطا کی اور جن کے دل زندہ نے ہر قلب سلیم کو جذب و کیف کی لذت سے آشنا کیا، جن کی فقاہت نے دور جدید کے چیلنج کو قبول کیا اور جن کی بصیرت و مستقبل بینی نے ملت اسلامیہ کو اپنے اور پرائے میں پہچان کرنے کی صلاحیت بخشی۔ آپ کے ہمہ جہتی کردار نے ہر انسان کو متاثر کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اثر آفرینی دو آتشہ ہوتی جارہی ہے۔ وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس محسن کے احسانات کا ادراک تیز تر ہوجائے گا۔ متنوع اوصاف کی حامل یہ ذات ہر کسی کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ شرط صرف حوصلے اور صلاحیت کی ہے، آج یہ کیفیت ہے کہ علماء، اساتذہ اور محققین کی ایک کثیر جماعت آپ کے علمی شہ پاروں کا کھوج لگانے میں مصروف ہے، جسے جو پہلو پسند ہے وہ اسے ہی مقصود نظر بنارہا ہے، اس تمام بو قلمونی کے باوجود جب آپ کی شخصیت کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو ایک حقیقت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ اس تنوع میں ایک وحدت ہے، اس ہمہ جہتی کا ایک مرکز ہے اور اس ذات کا ایک ہی حوالہ ہے، مظاہر کثیر ہیں مگر داخل کے آئینہ خانے میں ایک ہی وجود جلوہ ریز ہے وہ وجود ایک ہے مگر اس کی جہتیں لامحدود ہیں، جلوہ ایک ہے مگر جلوہ ریزیاں بے حساب ہیں، فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ بہر رنگ ایک ہی کی بات کرتے ہیں، آپ کے تفسیری استخراجات ہوں یا فقہی استدلالات، گفتگو کا کلامی پہلو ہو یا نگارشات کا جدلیاتی رخ، آپ کے نثری کارنامے ہوں یا شعری جواہرپارے، ایک لگن اور ایک خیال اور ایک کیف ہے جو قارئین اور سامعین کے دلوں کو ایک سمت کھینچے چلا جارہا ہے، منزل ایک ہے راستے مختلف، محبوب ایک ہے اظہار کے پیرائے متعدد، یہ منزل، یہ محبوب وہ ذات ہے جو ساری کائنات کی تخلیق کا سبب اور ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی تعلیمات کا قاری ایک لمحہ بھی اس وجود سے غافل نہیں رہ سکتا اس لئے کہ نثر و نظم کا ہر اسلوب اور بیان و کلام کا ہر

شمارہ مدینہ منورہ کی جانب رخ کئے ہوئے ہے۔ یہ
ری کی خوش بختی ہے کہ وہ ہر لمحہ دربار گہربار میں
حاضر رہتا ہے۔ علم کے ساتھ یقین کی منزل اسے آسودگی
عطا کرتی ہے۔ لفظوں میں نہاں جذبے اور حرفوں سے
ی ہوئی محبت اس کے قلب و نظر کو بالیدگی عطا کرتی
ہے اور وہ اس کیف مسلسل میں اپنے آقا کی حضوری
میں ہوتا ہے' یہ لمحات زندگی کی معراج اور عمل کا
حاصل ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی
محبت و عقیدت ان کی ہر تحریر میں نمایاں ہے' مگر ان کی
شاعری میں اس کا اظہار نمایاں تر ہے اور مسحور کن
بھی' کہ اس سے دل چیدہ کو جلا ملتی ہے' عشق و محبت
کے یہ زمزمے کوثر و تسنیم کی پھوار کی طرح شعور و
آگہی کو معطر کردیتے ہیں' نعت کہنے والوں کی کمی نہیں'
بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنھوں نے مدح رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنالیا ہے' ہر مدح
نگار محترم ہے کہ وہ ایک عظیم مشن میں شریک ہے۔
لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی نعت میں
جو جاذبیت اور کشش ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ
کا کوئی شعر یا مصرعہ جب کہیں سے گوش نواز ہوتا ہے تو
سامع اس کی شناخت میں غلطی نہیں کرتا اس لئے کہ ہر
مصرعہ مہکتا ہے اور ہر شعر صاحب شعر کی طرف توجہ
دلاتا ہے' یہ منفرد انداز لفظی حسن کا مرہون منت نہیں
بلکہ اس باطنی کیف کا غماز ہے جو صاحب کلام کے دل میں
موجزن ہے۔ باطن کی سرمستی لفظوں میں تحلیل ہوگئی
ہے اور شعر دل کے جذبوں کا امین اور باطن کا عکاس
بن گیا ہے' ماہرین فن کہتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل
بریلوی علیہ الرحمتہ کے ہر شعر میں سوز محبت کے ساتھ
شریعت اسلامیہ کی پاسداری کا خصوصی اہتمام ہے' میں
سمجھتا ہوں کہ یہ اہتمام داخل کا پرتو ہے' جب محبوب
دل میں مسند نشین ہو اور ذات محبوب دل کی دھڑکنوں
میں جاگزیں ہو تو آداب محبت سکھائے نہیں جاتے'
محبت کی پختگی اور عشق کا کمال خود راہبری کرتے ہیں'
شاعر پھر لفظ تلاش نہیں کرتا' بلکہ مناسب الفاظ خود
باوضو ہوکر اترنے لگتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی
علیہ الرحمتہ کی شاعری ایسے ہی معطر جذبوں اور مطہر
خیالات کی حامل ہے۔ یہ اس دل کی آواز ہے جو در
حبیب پر ہردم سرنگوں ہے' جہاں سر کے جھکنے یا نہ جھکنے
کو نہیں دیکھا جاتا باطن کے سجدوں کی بات ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ
الرحمتہ کی شاعری پر گفتگو کسی صاحب دل کا کام ہے کہ
یہاں صرف فنی حوالہ کافی نہیں۔ یہ شعری حسن و جمال
کا مسئلہ نہیں صفائے قلب کی عکس ریزیوں کا مرحلہ
ہے' یہ شعر نہیں جذبوں کی اکائیاں ہیں جو لفظوں کے
روپ میں لو دے رہی ہیں' یہ گفتگو آپ کی عربی شاعری
کے حوالے سے طالب علمانہ کوشش ہے۔ مولانا کی
شاعری پر گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ مدح رسالت کی
روایت اور اسلامی تصورات پر اک نظر ڈال لی جائے
تاکہ اس تناظر میں آپ کی شاعری کا جائزہ لیا جاسکے۔

اس بارے میں علماء ادب نے مختلف اور متفاوت

نظریات پیش کئے ہیں۔ علماء عروض نے شعر کو ایسا کلام موزوں کہا ہے کہ جس میں وزن قافیہ مقصود ہو۔ (ا) علامہ ابن سیرین کا قول ہے "**الشعر کلام عقد بالقوافی**" (۲) یعنی شعر وہ کلام ہے جو قافیہ سے بندھا ہوا ہو، سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاص ترتیب سے ایک مخصوص ہیئت کا تعین ہی سب کچھ ہے؟ کیا لفظوں کے ورے معانی جو مقصود اصلی ہیں کسی ضابطے یا قانون کے پابند نہیں؟ ابن رشیق القیروانی نے اسی لئے شعر کو چار عناصر پر مشتمل قرار دیا ہے۔ "**الفظ والوزن والمعنی والقافیہ**" (۳) حقیقت یہ ہے کہ الفاظ ذریعہ ہیں معانی تک پہنچنے کا اور اگر الفاظ یہ فریضہ باحسن طریق انجام نہ دیں تو شعر ابلاغ کے بنیادی وصف سے محروم ہو کر ناقابل التفات ٹھہرتا ہے اور اگر معانی مرغوب و محبوب نہ ہوں تو الفاظ کی تراش خراش سعی لاحاصل قرار پاتی ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ "**ان اللفظ جسم وروحتہ المعنی وارتباطہ بہ کارتباط الروح والجسم**" (۴) یعنی لفظ جسم اور اس کی روح معنی ہے اور لفظ کا معنی سے وہی تعلق ہے جو جسم سے روح کا ہے۔

شعر میں معانی کی عظمت کا اعتراف اس کی شعور سے لغوی نسبت کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے اور شعر کو شعور کا انعکاس سمجھا گیا ہے۔ (۵) امام راغب علیہ الرحمتہ نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا "**وسمی الشاعرا" الفطنتہ ودقتہ معرفتہ**" (۶) کہ شاعر کو اس کی فطانت اور لطافت معرفت کی بنا پر ہی شاعر کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شعر کو تاثر کی اکائی ہونا چاہئے اور یہ حدت تاثر جذبہ صادقہ سے ہی ناشی ہوتی ہے، یہی جذبہ صادقہ اسے اسلامی تعلیمات میں جواز کی سند مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے رد شعر و شاعری کے متصل صاحبان ایمان کے استثناء کا ذکر کیا تھا تاکہ واضح ہوجائے کہ شعر کا رد و قبول اس کے **مشتملات** کے حوالے سے ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شعر کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں جن کا بغور مطالعہ شعر کے بارے میں درست سمت کا تعین کرتا ہے۔

تفصیلی مباحث سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ایک دو ارشادات کا حوالہ مقصود کی وضاحت کے لئے کافی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں فرمایا : "**ھو کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح**" (۷) کہ شعر ایک کلام ہے اس کا حسن، حسن ہے اور اس کا قبیح قبیح، اسی طرح ایک اور روایت کی وضاحت فرمائی : "**انما الشعر کلام فمن الکلام خبیث وطیب**" (۸) شعر ایک کلام ہی تو ہے اور کلام بھی اچھا برا ہوتا ہے۔

ایک روایت جو متعدد صورتوں میں کتب صحاح میں موجود ہے اور جس کی جامع شکل سنن ابی داؤد میں یہ ہے "**ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمۃ**" (۹) "بے شک بعض بیان جادو اور بے شک بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔" یہ حدیث مبارک خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ اگر اس میں **من تبعیض** کا ہے تو بعض

ـبہ صادقہ سے ہی ناشی وں کا حکمت سے پر ہونا ثابت ہوا اور اگر یہ **من**
سلامی تعلیمات میں جوا کے لئے ہے تو ہر شعر کے پراز حکمت ہونے پر
مجید نے رد شعر و شاعری ہوا' کم از کم توجیہہ یہی ہوسکتی ہے کہ ہر شعر نہ
ستثناء کا ذکر کیا تھا تاکہ بعض شعر تو یقیناً حکمت خیز ہوتے ہیں' اس حدیث
ں اس کے مشتملات ساتھ وہ حدیث بھی پیش نظر رہے جس میں حضرت
ث مبارکہ میں شعر کے ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
ں متعدد روایات موجود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "کلمہ حکمت تو
بارے میں درست سمجھن کی متاع گم شدہ ہے جہاں سے بھی اسے ملے وہ
کا بہتر حق دار ہے۔" (۱۰) نتیجہ یہ نکلا کہ کلمہ
رف نظر کرتے ہوئے ت مومن کی متاع گم گشتہ ہے اور بعض شعر کلمہ
مقصود کی وضاحت کے ت ہوتے ہیں اس لئے بعض شعر مومن کی متاع
رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی شعر کا ایک حصہ مومن کا مطلوب ہے اس
صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اخذ اور لائق استفادہ ہے۔ یہ بھی توجہ طلب
۔ **کلام حسنہ حسن و** ہے کہ عموماً شعر ہی جادو صفت اور سحر آفرین ہوتا
کلام ہے اس کا حسن' اور بیان عموماً وعظت و حکمت پر مشتمل' لیکن ایسا
طرح ایک اور روایت ممکن ہے کہ بیان کبھی حدود شعر میں داخل ہوکر سحر
**عر کلام فمن الکلام** جائے اور شعر حدود بیان میں آکر سحر سے حکمت
سام ہی تو ہے اور کلام ئے۔ اس تغیر حالت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لبید
مورتوں میں کتب صحاح اللہ تعالیٰ عنہ کا مصرعہ "**الا کل شئی ماخلا اللہ**
شکل سنن ابی داؤد میں ل" (۱۱) اکثر پڑھا کرتے تھے اور مدافعت رسالت
**ا وان من الشعر لحکم** حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کی یلغار کا
جادو اور بے شک بعض ب دینے کا ارشاد فرماتے تھے۔ "**یاحسان اجب عن**
یث مبارک خصوصی **ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الھم ایدہ بروح**
**من تبییض** کا ہے تو بعض" (۱۲) "اے حسان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدافعت کرو اور اے اللہ ان کی روح القدس سے تائید فرما۔"

حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مسجد نبوی میں منبر بچھانا' خود سماعت فرمانا اور ان کے اشعار پر تحسین فرمانا اور جنت کی بشارت دینا کتب احادیث میں موجود ہے' ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جب یہ شعر سنا۔

**(ھجوت محمدا فاجبت عنہ۔ وعنداللہ فی ذاک الجزاء)**

"تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی (ھجو) کہی تو میں نے آپ کی طرف سے (تجھے) جواب دیا اور اس کا اللہ کے ہاں بدلہ ہے۔"

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "**جزاک علی اللہ الجنتہ یاحسان**" (۱۳) یعنی اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔"

حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدہ "بانت سعاد" کا سماعت فرمانا اور انعام میں اپنی ردائے مبارک عطا کرنا تاریخ ادب کے طالب علم پر مخفی نہیں۔ (۱۴) یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے پورے قصیدے کو پوری توجہ سے سنا حتیٰ کہ جب ایک مصرعہ نامناسب معلوم ہوا تو اسے بدل دیا مگر مصرعہ اولیٰ کو برقرار رکھا جس سے شعر کی حدود سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ شعر یوں تھا۔

**ان الرسول النور یستضاء بہ**
**مھند من سیوف اللہ مسلول (۱۵)**

"بے شک رسول اللہ کے نور ہیں جن سے روشنی پائی جاتی ہے۔ آپ اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تیز تلوار ہیں۔"

روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصرعہ ثانیہ میں سیوف اللہ کے بجائے سیوف الھند کہا تھا جسے آپ نے بدل دیا' اس سے ذوق شعری کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے اور اس بات کا بھی کہ جہاں عظمت ذات پر حرف آئے وہ نامقبول ہے۔ معیار یہ ٹھہرا کہ ہر وہ شعر جس میں احترام مصطفوی کا خیال نہ رہے اور جس کے لفظوں سے جلالت شان پر کسی پہلو سے زد پڑنے کا خطرہ ہو تو وہ نامناسب ہے۔

شعر کی حیثیت اور حدود کے تعین کے بعد "مدح نگاری" کے بارے میں اسلامی روش کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے تاکہ مدح کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہوجائے اور اس کی روشنی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی شاعری پر گفتگو کی جاسکے۔

مدح انسانی فطرت کی تاثر پذیری کا اظہار ہے' فطرت سلیم حقوق آشنا ہوتی ہے' عبادت بھی اسی جذبہ انقیاد کا نام ہے۔ تخلیق ایک نعمت ہے' جود بخشی ایک احسان ہے۔ اس لئے اس پر سپاس گزاری بھی بھرپور اور مکمل ہونا چاہئے' عبادت صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ ہر ہر عضو جسم سے مدح پروردگار ہے۔ یہ نثر میں بھی ادا ہوتی ہے اور نظم میں بھی۔ لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مدح کے تقدس کو برقرار نہیں رکھتا اور اسفل السافلین کے انحطاط کی طرف اترنے لگتا ہے پھر موعود ذہنی بھی بدلتا ہے اور زاویہ نگاہ بھی جس سے حقائق کا چہرہ دھندلانے لگتا ہے اور نظر گرد و پیش کے وقتی اور ہیجانی مغالطوں میں اسیر ہوجاتی ہے۔ نتیجتاً عناصر مدح میں سوچ کی ناپختگی اور خیال کی نادرستی راہ پانے لگتی ہے اور وقتی مصلحتیں اور مادی حوائج مدح میں ابتذال کا تعفن پیدا کردیتے ہیں پھر ہر کہ و مہ جسے وزن و قافیہ کی کچھ سدھ بدھ ہوتی ہے مدح نگاری کو حصول رزق کا ذریعہ بنالیتا ہے۔ کم ظرف مداح' غیر مستحق ممدوح ہوجاتے ہیں' یہ مدح کا ارزل ترین مقام ہے جس سے اجتناب کا حکم دیا گیا اور ایسے مدح نگاروں کے منہ میں خاک بھرنے کا ارشاد ہوا۔ (۱۶)

اسلامی تعلیمات اپنی عمومی روش اعتدال کے ساتھ مدح نگاری میں جلوہ ریز ہیں' مدح نگاری ایک انفعالی عمل کا فعالی اظہار ہے۔ اس لئے مدح نگار بیک وقت تاثر پزیر بھی ہوتا ہے اور تاثر آفرین بھی' وہ ممدوح کی شخصیت سے مترشح ہونے والی صفات کو قبول کرتا ہے اور پھر اس قبولیت کا اظہار اپنے شدت جذبات کے سہارے کرتا ہے۔ اس دوگونہ عمل میں اگر کسی ایک کی تہذیب و تنقیح مناسب نہ ہوسکے تو نتیجہ غیر تسلی بخش نکلتا ہے۔ اس لئے مدح نگار کی تاثر پذیری کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اس کے اندرونی جذبات کے اظہار کی تہذیب بھی درکار ہے۔ اسلام طرفین کی اصلاح کا ضامن بنتا ہے تاکہ کسی پہلو بھی غیر صالح خیالات پرورش نہ پاسکیں' ممدوح کا انتخاب بھی غور و فکر چاہتا ہے تاکہ غیر مستحق ممدوح نہ بن جائے' اس کے ساتھ

مدح کو بھی آداب آشنا ہونا چاہئے تاکہ فرق مراتب کی فطری ضرورت کا احساس باقی رہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے تو اس کا اعلان بھی کرتا ہے اور اگر ناراض ہو تو رد عمل بھی دیتا ہے۔ یہ فطرت انسانی کا اقتضاء ہے اور اسلام انسان کو اس فطری حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں وہ اس حق کو عین فطرت اور عین واقعہ بنانے کا خواہش مند ضرور ہے۔ اسلام کی یہی فیاضانہ مگر محتاط روش تھی کہ مدح نگاری پر کوئی ناروا پابندی عائد نہیں کی گئی بلکہ مناسب اظہار جذبات کو راہ دکھائی۔

مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی فطری جذبے کا سب سے ارفع اظہار ہے۔ یہ اپنی مخصوص ہیئت اور عناصر ترکیبی کے حوالے سے بھی منفرد ہے۔ یہ خالص جذبوں اور معطر خیالات کا وہ حسین مرقع ہے جو سراسر محترم اور ہمہ تن مقدس ہے۔ یہ مدح نگار کے ضمیر کی آواز ہے جو سامع کو بہرنوع متاثر کرتی ہے' یہ عام مدیح کی طرح نہ آسان ہے اور نہ ہر کسی کے بس کی بات ہے بلکہ یہ تو ایک مشکل ترین صنف ہے' تاریخی عمل بتاتا ہے کہ وہ شعراء جو ہرکس و ناکس کی مدح میں مبالغے اور غلو کی تمام حدیں پار کررہے تھے اور جنہیں رائی کا پہاڑ بنانے کا فن بھی آتا تھا مدح ممدوح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ژولیدہ بیان ثابت ہوئے کہ ایک شعر بھی نہ کہہ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ سفلی جذبات اور مادی خواہشات کے دام میں اسیر اس روحانی سربلندی کے قابل نہ ٹھہرے تھے۔ پاکیزگی خیالات کے حوالے سے نعت عام انداز مدیح سے قطعاً" مختلف ہے۔ اس لئے اسے عام مدحیہ شاعری کا جزوخیال کرنا اور اسی کے پیمانے سے ناپنا اس فن شریف سے انصاف نہ ہوگا' اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نعت کا موضوع وہ ذات ہے جو دیگر ممدوحین سے بلند تر اور عظیم تر ہے۔ وہ ایسے خصائص عالیہ سے متصف ہے جہاں نہ شراکت ممکن ہے اور نہ کماحقہ اس کا بیان مدح نگار کے بس میں ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر رخ قلب شاعر کو تحریک دیتا ہے' یہ تو شاعر کا اپنا ظرف اور حوصلہ ہے کہ وہ جمال جہاں آراء کے کن کن گوشوں سے کسب فیض کی استطاعت رکھتا ہے۔ نعت معروضی تصویر کشی نہیں اور نہ واقعات شماری ہے بلکہ یہ ایسا ذاتی عمل ہے جس میں ذات محبوب کا عکس جمیل دل پر نقش ہوجاتا ہے۔ نعتیہ شاعری ممدوح کی صورت گری نہیں اپنے باطن کا عکس ہے۔ وہ باطن جہاں ممدوح بصد حسن و زیبائی مسند نشیں ہے۔ موضوعات مدح کو جب شاعر اپنے داخل کے حوالے سے محسوس کرتا ہے اور اس کا قلبی تناظر اس احساس کو فعال قوت بنادیتا ہے تو نعت وجود میں آتی ہے' اگر عقیدت و محبت کا سوز نہیں اور مدح دل کی آواز نہیں تو یہ منظوم سیرت نگاری ہوگی نعت نہیں۔

نعت کی حدود کا تذکرہ کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں :

"حقیقتاً" نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اس میں تلوار کی دھار پر

چلتا ہے۔ اگر شاعر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے۔ کہ اس میں راستہ صاف ہے کہ جتنا چاہئے بڑھ سکتا ہے، غرض حمد میں ایک جانب کوئی حد نہیں اور نعت شریف میں دونون جانب سخت حد بندی ہے۔"

(۱۷)

اس حد بندی کے عناصر یہ ہیں۔

- ممدوح یکتا اور بے مثال ہے، مدح کے مضامین میں یکسانی کا احتمال ہے کہ مقصود نظر ایک ہے۔ وہ ذات جس کا ذکر ہر کہیں ہوتا رہا ہے، ہورہا ہے اور ہوتا ہے گا، مدح نگار کا امتحان ہے کہ وہ کون سا گوشہ انتخاب کرتا ہے تاکہ نعت اس کے داخل کی آواز بنے اور صرف عروضی جمع تفریق بن کر نہ رہ جائے۔
- ممدوح ہمہ صفت موصوف ہے۔ ممدوح اگرچہ ایک ہے مگر اس کی ذات اس قدر لامحدود اور لامتناہی ہے کہ بہت کچھ کہنے کے بعد بھی بہت کچھ کہنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اس کے لئے نعت گو کو سیرت کے مطالعہ کا ذوق چاہئے اور صفات کی کثرت کا احساس بھی۔
- مدح میں اعتراف عجز چاہئے، نعت گو کو اپنی پوری توانائیاں خرچ کرنے کے بعد بھی عجز کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ذات موصوف کا حق بھی یہی ہے اور احترام ذات کا تقاضا بھی۔ یہاں ہر مدح خام اور ہر بیان کوتاہ ہے۔ علامہ بوصیری علیہ الرحمتہ کا ارشاد ہے :

**وانسب الی ذاتہ ماشئت من شرف**
**وانسب الی قدرہ ماشئت من عظم**

**فان فضل رسول اللہ لیس لہ**
**حد فیعرب عنہ ناطق بغم**

(۱۸)

ادب و احترام کا خیال ہر لحہ دامنگیر رہنا چاہئے، موضوع نازک بھی ہے اور عظیم بھی، نازک یوں کہ یہاں جنبش لب یا لغزش قدم پر دنیا و عقبیٰ کی تباہی کا خطرہ ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اس دربار میں۔

- صوتی آہنگ عاجزانہ اور آواز پست رہے۔
- طرز خطاب میں انکسار اور تواضع رہے۔
- پکار بے باکانہ نہ ہو کہ یہ سوئے ادب ہے۔
- اسم ذات سے نداغیر محمود ہے کہ خود پروردگار عالم نے یوں نہیں پکارا۔
- ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کی عزت و حرمت کا احساس بھی دامنگیر رہے۔
- تشبیب عربی قصائد کا ابتدائیہ رہی ہے اس بارے میں علماء مختلف الخیال رہے کہ یہ نعتیہ قصائد کا سرنامہ بن سکتی ہے یا نہیں، دلائل دونوں جانب موجود ہیں مگر یہ بہرحال تسلیم ہے کہ اس سے قاری کے ذہن میں موضوع کی عظمت کے تصور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہئے، جذبات عشق منہ زور ہوکر نعت کی نورانی فضا کو مکدر نہ کریں بلکہ صرف ذات محبوب کے حواشی کے طور پر آئیں (یوں کہ غبار ناقہ سے محمل لیلیٰ کا سراغ ملے۔)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ایک پرگو شاعر تھے۔ انہیں اصناف سخن کی حدود و قیود کا بھی احساس تھا اور شعری اثر آفرینی کا بھی، اردو، فارسی اور عربی میں ان کی شعری

کاوشیں دنیائے ادب سے خراج عقیدت وصول کرچکی ہیں، بہت سے ماہرین فن آپ کی اردو شاعری کے حوالے سے تحقیقی مقالے مرتب کرچکے ہیں۔ آپ کے شعری ذوق اور ادبی عظمت کو ہر صاحب فن نے سراہا ہے۔ ہماری گفتگو چونکہ صرف عربی شعر کے بارے میں ہے اس لئے ان تمام فنی و ادبی محاسن سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم عربی شاعری کے تناظر میں اپنی گزارشات پیش کررہے ہیں۔ عربی شاعری میں نعتیہ روایت اس قدر قدیم ہے جس قدر قدیم ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نعت نے اسلامی معاشرے میں ایک برتر صنف سخن کی حیثیت اختیار کرلی اور یہ عقیدت و محبت کا سلسلہ عصر حاضر تک عرب دنیا میں اپنی عظمت منوارہا ہے، غیر عرب اسلامی دنیا میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مدح رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی سطوت قائم ہوئی، ہر دل مضطر کی پکار نعت کے قالب میں ڈھلی اور غیریت زبان کے باوجود عربی نعتیہ شاعری کا رواج عام ہوا، ترکستان، ایران، افغانستان میں ترکی اور فارسی شاعری کے ساتھ عربی شاعری بھی ارتقا پذیر رہی، برصغیر پاک و ہند میں یہ سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو صاحبان علم بھی تھے اور جنہیں صوفیاء کی محافل میں رسائی بھی حاصل تھی، صفائے قلب نعتیہ شاعری کا جوہر ہے جس کے بغیر نعت کہی ہی نہیں جاسکتی۔ اس لئے برصغیر میں یہ صنف لطیف، صوفیاء کی مجالس میں پروان چڑھی۔ عبدالمقتدر تھانیسری، مولانا احمد شریعی، شیخ حامد جمالی، شیخ محمد یعقوب صرفی، مولانا فیض احمد بدایونی، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، غلام علی آزاد بلگرامی، مولانا محمد حسن سنبھلی، شاہ عبدالقادر بدایونی، مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا خیرالدین وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کی توجہ سے عربی شعر کو جلا ملی اور عربی نعتیہ شاعری کا وجود برقرار رہا۔ مولانا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ اسی گروہ کا نمائندہ نام ہے۔ جن کی شاعری کا سارا سرمایہ نعتیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ عجمی ماحول میں زندگی گزارنے والے علماء اپنی ذاتی کاوشوں سے اس رابطے کو قائم رکھ سکے تھے۔ یہ محنت طلب کام تھا مگر باطنی کیف اور ذوق فراواں ان مشکلات سے کامیاب گزرنے میں معاون رہے، شاعری کو دو حوالوں سے ناپا جاسکتا ہے کمیت کے پیمانے سے یا کیفیت کے حوالے سے، فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی عربی شاعری برصغیر کے بہت سے بزرگوں سے تعداد شعر کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اگرچہ آپ کی عربی شاعری پر کوئی مستقل تالیف سامنے نہیں آئی مگر پھر بھی جو کچھ ان کی تحریروں میں بکھرا ہوا ملتا ہے وہ ایک مستقل دیوان کا حجم ضرور رکھتا ہے۔

اب تک جو اشعار دستیاب ہوچکے ہیں ان کے مطابق مراثی، تقاریظ، مدحیہ کلام اور مناظرانہ انداز شعر کا مجموعہ چار سو شعر کے قریب ہے جبکہ نعتیہ شاعری کی مناسبت سے ۳۵۳ اشعار موجود ہیں۔ اس طرح آپ کے عربی اشعار کی مجموعی تعداد ۷۵۱ شعر ہے اور یہ تعداد

ایک عربی دیوان کے عمومی حجم سے بھی زیادہ ہے۔

کمیت کے اعتبار سے فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ عربی زبان و ادب کے طلبہ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں کہ برصغیر میں اس حد تک پرگو شاعر کم دیکھنے میں آیا۔ عربی شعر کے حوالے سے محققین کو اس جانب اپنی تحقیقات کا رخ موڑنا چاہئے۔

فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کے کلام کا داخلی مطالعہ یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اس میں جابجا قدیم عربی شاعری سے مولانا کا شغف نمایاں ہے۔ علماء فن جانتے ہیں کہ مطالعہ علمی پیش رفت کا سب سے موثر ذریعہ ہے (علامہ اقبال کی شاعری میں ایسے حوالے ہر کہیں موجود ہیں اور بعض اساتذہ نے اس ذہنی ربط کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کی ہے۔) آپ نے مولانا فضل الرسول بدایونی علیہ الرحمتہ کی مدح میں ۳۱۳ اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا' یہ نونیہ قصیدہ عربی قصائد میں اپنی فصاحت و بلاغت اور روانی کی بنا پر بلند مقام رکھتا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست اور خیالات کا بہاؤ اس قدر منضبط ہے کہ پورا قصیدہ ایک اکائی بن گیا ہے۔ اس کی ابتداء میں عربی قصائد کے مشتملات کی مناسبت سے تشبیب کہی گئی ہے اور قدیم عربی قصائد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتاب الحماسہ' میں جعفر بن علبہ الحارثی کے اشعار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنے قصیدے میں اس کا ماہرانہ انداز میں ذکر کیا اور بعض عمدہ اضافے کئے۔ فرماتے ہیں :

**بانت وما لانت فبانت لواعتی**

**یاخیبتی فی الصبر والکتمان**

**رافت ازمتہ راحتی من راحتی**

**وکنالک کل مودع الاخدان**

**ولت وما والت فوالت عبرتی**

**لم لااھیم اذالحبیب جفانی (۱۹)**

مولانا کی شاعری میں تشبیب کا حوالہ تو ضرور ہے مگر آپ کبھی بھی اپنے مقصود نظر سے غافل نہیں ہوتے' یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے غیابت کا ایک لمحہ بھی گوارا نہیں۔ اس لئے اگر کہیں روایت قصیدہ کو نبھایا تو صرف اس حد تک کہ ان کے اشعار کا ماضی سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

**ماکان ھنا دیدنی لکنہ**

**تشبیب شعر لا دوالشمان (۲۰)**

مولانا کی نعتیہ شاعری کا مرکزی نقطہ توسل واستغاثہ ہے۔ آپ کے ہاں شعری حکایت کا تصور نہیں ہے' آپ جو کچھ کہتے ہیں لمسے اپنے دل کی آواز اور روح کی پکار بناتے ہیں' ان کا رجحان طبعی خود سپردگی اور جان دادگی کا غماز ہے۔ کیف آمیز وجدانی احساسات نے ان کی شاعری کو والہانہ پن عطا کیا ہے۔ آپ جس زبان میں بھی اظہار کرتے ہیں یہی طرز ادا اپناتے ہیں' بے ساختہ پکار آپ کی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔ مولانا کے استغاثے میں زندگی کی بے چینیوں سے سکون کی تلاش' شر اعداء سے حفاظت کا سامان اور آخرت میں

توسل و شفاعت کی تمنا شامل ہے' دنیا کے مصائب سے پناہ کی خواہش کے ضمن میں مدینہ منورہ کی حاضری' تصوراتی حضوری اور فراق کی چبھن کے مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ یہ حصہ آپ کے وجدان کا مظہر ہے۔ آپ بھری دنیا سے منہ موڑ کر ایک دربار کے ژلہ ربا ہونے میں راحت پاتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان کا کوئی ممدوح نہیں۔ اس لئے ان کی عقیدت و محبت توحید مست ہے۔ دوئی اور شراکت کا کوئی شائبہ اس وحدت فکر کو داغدار نہیں کرتا۔ آپ صرف اپنے کریم کے گدا ہونے میں سکون پاتے ہیں اور مدح اہل دول ان کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ کاسہ لیسی کی ہر جہت سے محفوظ رہنا وہ کارنامہ ہے جس کی مثال مشکل سے ملے گی' علوم دینیہ کی مہارت اور تعلیمات اسلامیہ کی محبت نے آپ کو سیرت اور حواشی سیرت کے لاتعداد موضوع مہیا کردیئے تھے۔ موضوعات کی کثرت اور خیالات کی بہتات نے کلام میں حکایاتی انداز پیدا نہیں ہونے دیا' واقعہ نگاری سے اجتناب اور احترام میں بسی ہوئی شرمیلی آنکھ نے آپ کو منفرد وصف عطا کردیا ہے۔ شریعت کی مطابقت نے شعر کو مقدس اور صاحب شعر کو محترم بنادیا ہے۔ سیرت نگاری یا فضائل شماری ان کی شاعری کا ہدف نہیں بلکہ واقعات سیرت کے قلبی تاثر اور فضائل و خصائل کے داخلی وجدان کا اظہار مقصود ہے' واقعات ہوں یا فضائل' یہ خارج کی بات نہیں بلکہ آپ کے لوح قلب پر منعکس ضیاپاشیاں ہیں کہ ان کی پرچھائیاں اشعار کے آئینوں میں جگمگارہی ہیں۔ مولانا کے ہاں موضوعات مدح محرکات نفس میں ڈھل گئے ہیں۔ اس لئے ان کی مدحیہ شاعری میں جذبات کی فراوانی اور خیالات کی سرشاری عطر بیز ہے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ طلبی ان کا خاص موضوع ہے۔ اس لئے والہانہ پکار بھی ہے اور قلب مضطر کا استغاثہ بھی۔

رسول اللہ انت بعثت فینا
کریما رحمتہ حصنا حصینا

تخوفنی العدی کیدا متینا
اجرنی یا امان الخائفینا (۲۱)

اس کرم و رحمت پر انہیں اس قدر اعتماد ہے کہ ان کے استغاثے کامل سپردگی کا مظہر بن گئے ہیں' پکار کی شدت اور طرز ادا کی انفرادیت دیکھئے۔ فرماتے ہیں :

رسول اللہ انت المستجار
فلا اخشی الاعادی کیف جارو

بفضلک ارتجی ان عن قریب
تمزق کیدھم والقوم باروا (۲۲)

ایک مقام پر جبکہ وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیانت کے لئے شمشیر بے نیام نظر آتے ہیں اپنی قوت اور دشمنوں پر یلغار کی شدت کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کو قرار دیتے ہیں۔

ولذ برسولہ فلیاذہ الحق
وعاھدہ من اللہ العھود

جوار لایضام ولایرام

ورکن لایھد ولایھید (۲۳)

یہی یقین مختلف پیرایوں میں بیان ہوا ہے، کہیں تو انداز بیانیہ ہے جیسے :

رسول اللہ انت لنا الرجاء
وفضلک واسع وجداک جود (۲۴)

اور کبھی سامعین کو یہی بات نصیحت کے انداز میں بتاتے ہیں تاکہ ان میں اعتماد اور حوصلہ پیدا ہو :

حبیب اللہ من تقربہ حفظا
فکل کریھتہ عنہ بعید (۲۵)

اور فی الواقع ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے یہی دربار انسانیت کی پناہ گاہ اور حفاظت گاہ رہا ہے اور قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا، مولانا کو اپنے نظریات اور معتقدات پر اس قدر یقین ہے کہ حوادث زمانہ کا کوئی جبرانہیں متزلزل نہیں کرسکتا، یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ان میں پرخلوص جذبوں کا بحر بے کنار موجزن ہے فرماتے ہیں :

بک استغاثت الانام فی البلا
تکشف عنھم کل مابہ بلوا (۲۶)

مزید فرمایا :

ماقال خیرا من سواء نائل
کلا ولا یرجی بغیرہ نائل

یہ حتمی فیصلہ اس لئے کہ :

منہ الرجامنہ العطاء منہ المدد
فی الدین والدنیا والاخری للابد (۲۷)

اس اعتماد کا سبب صرف ان کا ذاتی حوالہ نہیں روایات اور شواہد ہیں جو احادیث کی کتب میں مذکور ہوئے اور جن کی صحت کا ہر کسی نے اعتراف کیا ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں :

وکل خیر من عطاء المصطفی
صلی علیہ اللہ مع من یصطفی
اللہ یعطی والحبیب القاسم
صلی علیہ القادہ والا کارم (۲۸)

مولانا کا وظیفہ حیات ہی یہی ہے کہ وہ سرکار گردوں پناہ کے حضور استغاثے پیش کرتے رہیں، بیانہ انداز ان کے اعتماد کا مظہر ہے اور ندائیہ انداز طلب ان کی وارفتگی کا آئینہ دار ہے، ان کی دعا میں بھی یہی حوالہ معتبر ہے کہ یہی قبولیت کا واحد ذریعہ ہے، حضور حق میں اپنے آقا و مولا کا توسل ان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔ اور یوں حمد اور نعت میں قرب کی منزل پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں :

الھی الیک بالحبیب توسلی
بہ فاغفر الھم ذینی وزلتی (۲۹)

اپنی مشہور حمد میں جو ستر اشعار پر پھیلی ہوئی ہے فرماتے ہیں :

فالی العظیم توسلی

بکتابہ
ویمن
ویمن
وبطیتہ
ویمنبر
کبھی توسل
حضور خود حاضر
آیا۔
یا مالک
اشفع
انہیں محبو
کرم سے امید
ان کی لاج رکھ
پر اکتفا کرتے ہ
ا ذکر
حیاء.
رسول
ولیس
فان
فلیس
مولانا اس
علیہ وسلم کی مد

بکتابہ وباحمد

ومن اتی بکلامہ

ومن ھدی و عن ھدی

وبطیتہ ومن حوت

ومنبر و بمسجد (۳۰)

کبھی توسل کے حصار کو بھی توڑ کر اپنے آقا کے حضور خود حاضر ہوگئے اور خطاب میں بے پناہ جوش در آیا۔

یا مالک الناس النبی المصطفی

اشفع لعبدک دافعا لبلاء (۳۱)

انہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم سے امید ہے کہ آپ اپنی سرشت حیا کے صدقے ان کی لاج رکھ لیں گے۔ اس لئے بسا اوقات طلب خفی پر اکتفا کرتے ہیں۔

ا ذکر حاجتی ام قد کفانی

حیاء ک ان شمتک الحیاء

رسول اللہ فضلک لیس یحصی

ولیس لجودک السامی انتھاء

فان اکرمتنا دنیا واخری

فلیس البحر تنقصہ الدلاء (۳۲)

مولانا اس وارفتگی میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے ترانے گاتے اور خصائص عالیہ شمار کرتے جاتے ہیں لیکن فضائل و شمائل کا تذکرہ تمہید ہوتا ہے ان کی اپنی روداد غم کے تذکرے کا' اس لئے صرف مدح آپ کے ہاں نہیں ملتی۔ انہوں نے ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سے مشاہدہ نہیں کیا' نہ ظاہر میں نہ تصور میں بلکہ آپ انہیں اپنے قلب و جگر میں جانگزیں پاتے ہیں اس لئے عرض داشت کا رنگ سرگوشی کا سا ہے اور جہاں پکار ہے تو وہ سرفرازی قسمت کا بے ساختہ اظہار ہے۔ ہمہ وقت قرب کا تصور مدام سلام کا خیال ابھارتا ہے اس لئے مولانا کبھی ان کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں تو کبھی جذبوں کے ہدایا نذر کرتے ہیں :

وافضل الصلوات الزاکیات علی

خیرالبریتہ منجی الناس من سقر (۳۳)

وہ ایسا درود پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو ہر دم ہو اور جسے کبھی نہ ختم ہونا نصیب ہو۔

صلاۃ لاتحد ولاتعد

ولاتغنی وان فنیت ابود

سلام لایمن ولایمانی

ولایبلی متی بلیت عھود (۳۴)

اسی لئے حمد میں بھی یہی تصور دامنگیر رہتا ہے کہ درود کو خالق کا حوالہ حاصل رہے تاکہ اس کا دوام حتمی قرار پائے' دعا میں بھی محبوب ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا خیال مرکز دعا بنا رہتا ہے' فرماتے ہیں :

وصلاتہ دوما علی

**خیرالانام محمد**
**وادم صلاتک والسلام**
**علی الحبیب الاجود**
**ماغرفت ورقاعلی بان کخیر مغرد** (۳۵)

ان کا ایمان ہے کہ کوئی پسند کرے نہ کرے منکسرالمزاج مومن کا حق ہے کہ ایسے موقعوں پر سراپا احترام بن جائے اور احتراماً" قیام کرے تاکہ حضوری کا تصور بھی رہے اور عاجزانہ حاضری کا خیال بھی :

**لحق خضوع الوجہہ رغما لکارہ**
**وان ینہضن الشراف عنہ سماعہ**
**قیاما صفوفا اوحثیا علی الرکب** (۳۶)

فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی شاعری کا محور جذبہ عشق ہے۔ ایسا جذبہ جو اپنے اظہار میں مودب ہے۔ ان کا لہجہ متواضع اور ان کا انداز خطاب ملتجیانہ ہے' لفظوں میں متانت اور طرز ادا میں انکسار ہے۔ قرآنی احکام ہر لمحہ پیش نظر رہتے ہیں تو دربار نبوی کا جمال ہر دم حوصلہ بڑھاتا ہے۔ جذب و انجذاب کا یہ سلسلہ ہمہ وقت ان کی شاعری میں موجزن ہے۔ محبت و عقیدت کی اس فضا میں اس لمحہ ارتعاش پیدا ہوجاتا ہے جب کسی جانب سے ذات ممدوح کے احترام میں کمی کا احساس ابھرتا ہے۔ ان کی بے پناہ محبت دفاع ذات رسالت مآب میں شمشیر براں بن جاتی ہے۔ ایسے میں ان کا والہانہ پن دیدنی ہوتا ہے۔ ہر جانب سے للکارتے ہیں اور ہر حملہ پسپا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ (اردو اور فارسی کلام میں ایسے مناظر کثرت سے نظر آتے ہیں مگر عربی شاعری تو ان کے اپنے ذوق کی تسکین کے لئے ہے کہ سامعین عوام نہیں اس لئے یہاں ایسے لمحات کم آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی شاعری میں جب مقام مصطفوی کا تحفظ بھی مقصود ہے تو بھی لہجہ عالمانہ رہا ہے جبکہ اردو و فارسی میں کہیں کہیں مناظرانہ کیفیت بھی پیدا ہوئی ہے۔)

مولانا کی شاعری کا مجموعی جائزہ یہ واضح کردیتا ہے کہ ان کی نعت پر قرآنی آداب کا سایہ ہے۔ کہیں بھی جوش محبت بے راہ نہیں ہوتا اور کسی مقام پر بھی شعر جذبوں سے خالی ہوکر صرف عروضی کرشمہ سازی دکھائی نہیں دیتا۔ شعر حدود شریعت میں رہتے ہوئے بھی معطر خیالات کا امین ہے۔ اسلام کا مقصود ہر آن راہنما ہے نہ کہیں شعری ضرورت راہ راست سے بہکاتی ہے اور نہ سرمستی بے قابو ہونے پر اکساتی ہے۔ جوش و ولولہ بے حد و حساب عقیدت' کامل محبت اور ژلہ ربائی کا شوق فراواں اپنی بہار تو دکھاتا ہے انگشت نمائی کا موقع فراہم نہیں کرتا۔ مولانا کی شاعری اسلامی نظریات کی حامل شاعری کا بہترین نمونہ ہے کہ جس میں شعریت اور شریعت گلو در گو ہیں اور یہی آپ کی شاعری کا نقطہ کمال ہے۔

کہتے ہیں کہ شاعر کو شعرگوئی کا ملکہ فیاض فطرت عطا کرتی ہے۔ وہ شعر کہتا نہیں شعر اس سے ہوجاتا ہے۔ مولانا ایسے ہی مطبوع اور فطری شاعر تھے کہ شعر

ان پر نازل ہوتے تھے' اس وھبی کمال کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مطالعے اور محنت سے شعری علوم پر بھی مکمل دسترس حاصل کرلی تھی۔ انہیں "شعر" کے تمام جوانب کا احساس رہتا تھا۔ لفظی مناسبت اور معنوی حسن ان کے شعری ذوق کے بنیادی عناصر تھے۔ ایک ایک لفظ منتخب ہے اور معانی کا ہر پہلو ذوق جمال کے معیار پر تلا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ کسی دوسرے سے کچھ سنتے تو نامحبوب خیال یا نامانوس لفظ پر فوراً گرفت فرماتے' یہ خیال کبھی محو نہ ہوتا کہ دربار گہربار میں تحائف پسندیدہ ہونے چاہئے' مولانا احمد بخش تونسوی علیہ الرحمتہ نے ۱۱۴ اشعار کا ایک مدحیہ قصیدہ برائے اصلاح حاضر کیا تو بیماری کے باوجود اور کتب حوالہ کی عدم دستیابی کے باوجود ۱۰۱ شعروں میں ترمیم و اصلاح فرمائی' ۲۶ اشعار بدل دیئے اور اپنی جانب سے اضافہ کردیا' اصلاح کا ایک ایک لفظ شہادت دے رہا ہے کہ لغوی' صرفی' نحوی اور عروضی کوئی پہلو بھی نظر انداز نہیں ہوا اور سب سے بڑھ کر مقام کی عظمت کے خیال سے مجموعی تاثر کی بھی اصلاح فرمائی' مولانا عقائد میں جھول اور نظریات میں رعایت کے قائل نہ تھے اس لئے جہاں ایسا محسوس ہوا فوراً ترمیم کی۔ مثلاً ایک شعر تھا :

**ان کنت عونالی ابا مالکی**
**من قدرک الاعلی فلایقلل** (۳۷)

اس میں اولاً" عونالی کو عون العبد بنایا تاکہ معاونت سرکار محدودیت کا شکار نہ ہو پھر ابا مالکی کو یامالکی کیا' اور آخر پر **من قدرک الموفود لایقلل** کردیا۔ حاشیہ پر ترمیم کی وجہ یہ لکھی۔

**ابا وھیا و ھمزہ** کے ساتھ اللہ و رسول کو ندا مجھے پسند نہیں' یونہیں اردو میں او کے ساتھ سخت گران گزرتی ہے اور معمولات جزا کی ف پر تقدیم نہیں ہوتی۔

محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحہ قریب تر جاننے والے پر بعید کی ندا گراں گزرتی ہے۔ ایک اور شعر ہے :

**لکیننی ابنی شغفت بہ**
**حیا ولکن قد یتساھل**

اس شعر کو مکمل طور پر بدل دیا اور لکھا :

**مولای لی ابن قد شغفت بہ**
**حیا ولکن اوہ یھمل**

وجہ یہ ارشاد فرمائی' ابنی میں ھمزہ وصل ہے اور یہاں فاعلن نامطبوع اور تساھل غالباً متعدی بنفسہ نہیں اور تاسیس تھی اور پہلا لکن بے محل سا تھا۔" (۳۸)

اس پورے قصیدے میں آپ کی ترامیم اور اصلاحی مشورے اتنے جاندار ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کے تنقیدی شعور کے معیار پر پرکھا گیا ہے۔ مولانا کو نہ لفظی بے کیفی پسند ہے اور نہ معنوی تضاد اور بے ربطی' اپنے خط میں مجموعی رائے دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

"فقیر نہ عروضی' ہے نہ لغوی' فنون ادب میں

درسیات بھی نہ پڑھیں نہ یہاں پہاڑ پر کوئی کتاب لغت و ادب و عروض کی حاضر' اپنے ذوق پر جو خیال میں آیا عرض کیا۔"=

مولانا کو یہ ذوق بھی قرآن و حدیث سے ہی عطا ہوا تھا اس لئے فرماتے ہیں :

"میرے نزدیک حتی الامکان احتیاج تاویل سے بچنا چاہئے کہ حدیث میں فرمایا : "**ایاک ومایعتذر منہ**" پھر عربی ادبیات کے حوالے سے اور اپنے ذوق شعری کی بنا پر فرماتے ہیں۔

"زحاف نا مطبوع سے اگرچہ مجوز بلکہ عرب میں رواج بھی ہو حتی الوسع احتراز اچھا معلوم ہوتا ہے' فعلن ضرب میں بدلنا تو ضرور تھا ہی بوجہ کثرت عروض میں رہنے دیا ہے ورنہ میرے مذاق پر ثقیل ہے' نظم عربی میں دخیل و تاسیس کی رعایت واجب ہے ہوتا تو سب میں ہوتا حالانکہ ۸۶ میں نہیں صرف ۲۸ میں ہے انہوں کو بدل دیا۔" (۳۹)=

یہ جملے مولانا کے تنقیدی شعور کی شہادت دے رہے ہیں اور عربی شعر کے جملہ اوصاف اور لغوی' نحوی اور عروضی پہلوؤں پر آپ کی ماہرانہ دسترس کے گواہ ہیں' اللہ تعالیٰ نے فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کو دین کی سمجھ عطا کی اور اس راستی فہم نے تمام علمی و ادبی محاسن سے مالا مال کردیا' فیاض ازل کی رحمت نے آپ کو کسی پہلو بے توفیق نہیں چھوڑا۔ ریاضی و حساب جیسے فنی شعبوں میں ان کی نظر کا اعتراف بڑے بڑے ریاضی دانوں کو ہے' فقہی میدان میں مسائل دور حاضر کا شرعی حل اور درست استخراج ان کی عظمت کا وہ نشان ہے جن کا علامہ اقبالؒ تک نے محبت سے ذکر کیا ہے۔ اردو شعر کی عظمت کا ناقدین فن نے اعتراف کیا اور ادبی حلقوں نے خراج محبت پیش کیا' عربی شعر کا یہ مختصر جائزہ مولانا کی عبقریت کا منہ بولتا ثبوت ہے' یہ گزارشات بہت محدود نوعیت کی ہیں کہ آپ کے شعری محاسن پر باضابطہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ "ادارہ تحقیقات امام احمد رضا" کی مساعی قابل قدر ہیں کہ اس کے ذریعے ہم ایسے طلبہ کو اس نابغہ عصر سے آشنائی حاصل ہوتی ہے' اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے اور لوگ ذاتی انا کے حصار اور شخصی مخاصمت کے گرداب سے نکل کر "مجدد ماتہ حاضرہ" کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کا حوصلہ پاسکیں۔ آمین

**والصلاۃ ربی دائما ابدا علی**
**خیرالبریتہ سید الاکوان** (۴۰)

## مراجع


۱۔ محیط الدائرہ ص : ۳
۲۔ مراۃ الشعر ص : ۱۶
۳۔ العمدہ ج : ۱ ص : ۷۷
۴۔ الالیاذہ الاسلامیتہ الجدیدۃ ص : ۱۷۸
۵۔ العمدۃ ج : ۱ ص : ۷۴
۶۔ سفروات القرآن مادہ : شعر

۷۔ مشکوٰۃ، کتاب الاداب باب بیان الشعر

۸۔ العمدہ ج : ۱ ص : ۹

۹۔ سنن ابی داؤد ج : ۲ کتاب الادب باب ماجاء فی الشعر

۱۰۔ سنن ابن ماجہ ج : ۲ باب الحکمتہ

۱۱۔ جامع الترمذی ج : ۲ باب ماجاء فی انشاد الشعر، صحیح مسلم ج : ۲ کتاب الشعر

۱۲۔ البخاری ج : ۱ کتاب الصلوۃ باب الشعر فی المسجد

۱۳۔ شعر الدعوۃ الاسلامیتہ ص : ۱۳۶

۱۴۔ طبقات الشافعیتہ الکبریٰ ج : ۱ ص : ۱۲۱

۱۵۔ سیرت ابن ہشام ج : ۴ ص : ۱۶۴

۱۶۔ صحیح مسلم الجلد الثانی کتاب الشعر

۱۷۔ الملفوظ حصہ دوم ص : ۴

۱۸۔ قصیدۃ بردہ الامام بوصیریؒ

۱۹۔ قصیدان رائعتان ص : ۱۳

۲۰۔ " " ص : ۱۶

۲۱۔ حدائق بخشش حصہ سوم ص : ۸۱

۲۲۔ " " "

۲۳۔ امال الابرار ص : ۲۱

۲۴۔ حوالہ مذکورہ ص : ۲۲

۲۵۔ حوالہ مذکورہ ص : ۲۳

۲۶۔ قصیدہ مولانا احمد بخش تونسوی، مخطوطہ ص : ۳

۲۷۔ حدائق بخشش حصہ سوم ص : ۸۱

۲۸۔ حوالہ مذکورہ

۲۹۔ حیات اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدینؒ ص : ۱۳۶

۳۰۔ الفتاوی الرضویہ الجلد الاول ص : ۳۷۱

۳۱۔ ماہنامہ الرضا (بریلی) شمارہ ذوالقعدہ ۱۳۳۸ھ ص : ۳

۳۲۔ قلمی نسخہ بروایت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمتہ


لب وا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں
کتنے مزے کی بھیک ترے پاک در کی ہے!

گھیرا اندھیریوں نے، دوہائی ہے چاند کی!
تنہا ہوں، کالی رات ہے، منزل خطر کی ہے

امام احمد رضا خاں محدث بریلوی

# فاضلِ بریلوی کی اُردو نعت گوئی

★★★★★★

جنابِ افتخار عارف
(صدر نشین، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد)

آج کی محفل میں حاضری میرے لیے شرف و سعادت کا سبب ہے کہ جس نابغہ روزگار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کے اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے وہ بلاشبہ اپنے دور ہی کی نہیں آنے والے زمانوں میں بھی اپنی علمی اور ادبی خدمات کے سبب عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جائے گی۔ ١٨٥٦ء سے ١٩٢١ء تک۔ ولادت و رحلت کے مابین ٦٥ برس کے عرصہ حیات میں انھوں نے وہ کام کیا جو اداروں کے کرنے کا کام تھا۔ کتب و رسائل کی تعداد پر نظر ڈالیے اور ان کے عنوانات ہی دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے تبحر علمی کا اندازہ ہو جاتا ہے گا۔ تفسیر، حدیث، عقائد، کلام، فقہ، تجوید، تاریخ، تحقیق، فلسفہ، منطق، تصوف، ادبیات۔ پر ان کی دسترس ایسی کہ بقول ان کے

جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں

میرا محدود علم و اختصاص اور میری حیثیت اور مقام یہ نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی تمام خدمات کا ذکر کروں میں اپنے آپ کو صرف ان کی نعت گوئی تک اور وہ بھی اردو نعت گوئی تک محدود رکھوں گا۔

اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی اطاعت و عشق رسول میں بہ ہمہ وجوہ ڈھلی ہوئی تھی۔ وارفتگی، سرشاری فکر میں بھی ذکر میں بھی۔ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ترجمہ قرآن میں جیسا عظمت رسول کا لحاظ و خیال اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے وہ اور ترجموں میں کم کم دیکھنے میں آیا ہے۔ جس طرف بھی جاتے تھے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیش نظر رہتی تھی۔

ن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے
آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے

نعت بہ لحاظ لغت کسی شے کی اچھائیوں کے بیان کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ صفت و وصف کردن۔ پھر وقت نے نعت کے لفظ کو عمومی توصیف کے تنگ ناتے سے نکال کر سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی کی توصیف و مدح کے بحر بے کنار سے مختص کر دیا۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کے ذکر کو بلند کیا جائے گا اتنی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہ وہ ہیں کہ کوئی اور ابد الآباد تک ان کی آواز پر آواز بلند نہیں کر سکے گا جو یہ دیں گے وہ سر تسلیم خم کر کے لے لینا ہو گا جس سے روکیں گے وہاں رک جانا ہو گا۔ یہ کچھ کہیں گے تو جب ہی کہیں گے جب اُدھر سے اشارہ ہو گا کچھ پھینکیں گے تو کسی کی طرف سے پھینکیں گے۔ عظمت مطلقہ خدائے عز و جل ہی کو زیبا ہے اور عبدیت کبریٰ کے لیے اس نے اپنے بندہ خاص کا انتخاب کیا۔

کتاب الٰہی سے رجوع کریں تو دیکھیں گے کہ سرکار کو کیسے کیسے ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور کس کس طرح سے پکارا گیا ہے۔

"بیشک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا۔ اور یہ کہ جو بھیجا گیا آپ کو تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مجتبیٰ ہیں، یٰسین ہیں، طٰہٰ ہیں، سراج منیر بھی ہیں، بشیر و نذیر بھی ہیں، نور ہیں، گواہ ہیں، برہان ہیں اور یہ منزل تمام و کمال عبدیت ہے کہ عبد بھی ہیں۔ ع

کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا

اور بقول غالب یہ بھی ؎

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذا شتیم
کان ذات پاک مرتبہ دان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) است

مگر یہ شرف و سعادت و فضیلت بلکہ توفیق بھی امت مسلمہ ہی کو ملی کہ اس نے اپنے رسول کو جتنا چاہا اولین و آخرین میں کسی امت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جاں نثار و جاں سپار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کثرت سے نعتیں لکھیں۔ بالخصوص حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر اور عبد اللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہم کے قصائد نعتیہ تو آج تک ہمارے لیے سبب افتخار ہیں۔ عربی، فارسی اور مسلم دنیا کی تمام زبانوں میں نعت بکثرت لکھی گئی۔ اردو زبان کی تاریخ میں اولین تحریروں ہی میں نعتیں، منقبتیں، مراثی کثرت سے دستیاب ہیں۔ پاکستان کی دوسری زبانوں کو بھی اعلیٰ درجہ کے نعتیہ کلام سے شرف حاصل رہا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر سے بیسویں صدی کے نصف تک بلکہ اس کے بعد بھی کثرت سے نعت کی طرف توجہ دی گئی

مگر تین شعرا اس سلسلے میں میرے نزدیک خصوصی توجہ کے حامل ہیں کہ ان کی شاعری کا مرکز و محور عشقِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے۔ محسن کاکوروی، حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی اور حکیم الامت علامہ اقبال۔ کلیات محسن پر نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس درجے کے نعت گو شاعر تھے۔ ہمارے عہد کے نامور نقاد حسن عسکری نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ محسن کاکوروی کی شاعری محض کامیاب یا اچھی شاعری نہیں ہے، یہ ایک تہذیبی مظہر ہے۔ اس سے ہمیں اپنی قومی نشوونما اور سمت کا پتہ چلتا ہے!

اور اقبال بلا شبہ بیسویں صدی کے عظیم شاعر ہیں اور اس دانائے راز کے سارے افکار و خیالات کا محور و مرکز۔ اسلام، کتاب الٰہی، سیرت و سنت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
بمصطفےٰ برساں خویش راکہ دیں ہمہ اوست
اگر باو نرسیدی تمام بولہبی ست

اور عشق کی کون سی منزل ہے کہ ایک میزان بھی مقرر کر دیا ہے۔

اگر ہو عشق تو ہے کافر بھی مسلمان
وگرنہ مرد مسلماں بھی کافر و زندیق
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

شوکت سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود
فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب
شوق اگر ترا نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

اور یہی نہیں یہ بھی روح محمد صلی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں

شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر
اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے
اس راز کو اب فاش کر اے روح (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
آیات الٰہی کا نگہبان کدھر جائے
مسلماں آں فقیری کجکلا ہے
رمید از سینہ او سوز و آہے
دلش نالد چرا نالد نداند
نگاہے یا رسول اللہ نگاہے

حضرت امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ نے عربی، فارسی، اردو، ہندی چاروں زبانوں میں نعتیں لکھیں۔ پھر یہ بھی کہ مختلف اصناف سخن میں نعتیہ کلام لکھا۔ قصائد ہیں، رباعیاں ہیں، غزلیہ انداز کی نعتیں ہیں، قطعات ہیں اور جس طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں ان کا جوہر تخلیق و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلتا اور کھلتا چلا گیا ہے۔

ایک رباعی دیکھیے کہ جس میں انھوں نے اپنی نعت گوئی کے لیے خود ایک میزان و معیا مقرر کر دیا ہے کہ نعت لکھنا حد درجے کی احتیاط چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب دنیاوی بھی ہوں گے مگر خود اللہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بیان کی حدیں بتادی ہیں۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ
بے جا سے ہے المنۃ للہ محفوظ
قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی
یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ

قصیدہ سلامیہ، قصیدہ نوریہ، قصیدہ معراجیہ، قصیدہ بہاریہ۔ جس طرح کی فضا بنانی ہوتی ہے پھر ساری آئینہ بندی اسی نوعیت کی۔ آھنگ، بحر، زبان، لہجے، بندشیں، ترکیبیں، موسیقی سب عناصر باہم پیوست نظر آتے ہیں۔ صنائع تمام و کلام مگر حسن کے ساتھ مصرعے صاف، جذبے خالص، بیان واضح۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شدت و وارفتگی نے نعت کو اعجاز سخن کی منزلوں سے ملا دیا ہے۔ کہیں سے بھی حدائق بخشش کھول لیجیے پڑھتے جائیے اور پاک ہوتے جائیے۔

صنائع و بدائع تواتر کے ساتھ۔ تجنیس، ایہام تناسب، تضاد و طباق، مرآۃ النظیر، حسن تلمیح، تعلیل سب ہے مگر کرتب بازی کی طرح نہیں، حضوری کے معجزوں کے ساتھ۔ ایک اور نعت کہ جس کو انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی اور جو وقتاً فوقتاً ہم آپ سنتے رہتے ہیں وہ یہ ہے:۔

لَم یَاتِ نَظِیرُکَ فِی نَظَرٍ، مثل تو نہ شد پیدا جانا
جگ راج کو تاج، تورے سر سو ہے، تجھ کو شہِ دوسرا جانا

اَلْبَحْرُ عَلَا وَ الْمَوْجُ طَغٰی، من بے کس و طوفاں ہوش رُبا
منجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا

یَا شَمْسُ نَظَرْتِ اِلٰی لَیْلِی، چو بطیبہ رسی عرضے بکنی
توری جوت کی جھلجھل، جگ میں رچی، مری شب نے نہ دن ہونا جانا

بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز مری، نہ یہ رنگ مرا
ارشادِ احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا

خواتین و حضرات اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں ملتیں ہیں عالم اسلام کے عظیم صوفی شاعر امیر خسرو سے ایک غزل کا انتساب کیا جاتا ہے آپ نے بھی سنی ہوگی اس میں انہوں نے ابتدائی اردو اور فارسی کے امتزاج سے مصرعے بنائے ہیں۔

ز حال مسکیں مکن تغافل و رائے نیناں بنائے بتیاں
کہ تاب ہجراں ندارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگاہے چھتیاں
شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چو عمر کوتاہ
سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں
چو شمع سوزاں، چو ذرہ حیراں ز مہر آں مہ بگشتم آخر
نہ نیند نیناں، نہ انگ چیناں، نہ آپ آویں نہ بھیجیں پتیاں
بحق روز وصال دلبر کہ داد ما را فریب خسرو
سپیت منکے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کے کھتیاں

قریب العصر شعرا میں قرۃ العین طاہرہ نے بھی ذو لسانین غزل لکھی ہے۔ علامہ اقبال نے طاہرہ کا

اعتراف مثنوی میں بھی کیا ہے۔

جذبات شوکت الجمت بسلاسل الغم و البلا
ہمہ عاشقاں شکستہ دل کہ دہند جان برہ ولا
اگر آن صنم زرہ ستم پے کشتنم نہبد قدم
لقد استقام بسیفہ فلقد رضیت بما رضیٰ

سحر آن نگار ستمگرم قدمی نہاد بہ بسترم
فاذا رایت جمالہ طلع الصباح کا نما

استاد الاساتذہ پروفیسر غلام مصطفیٰ خان نے اعلیٰ حضرت کی اردو نعتیہ شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نعت پر بہت فکر انگیز باتیں کی ہیں۔ اس نعت کو صنعت ملمع کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں کیسے کیسے سلام عرض کیے ہیں۔ عاجزی، اخلاص، نیاز کی کن کن منزلوں میں حضوری اور حاضری کے آداب پیش نظر رکھتے ہوتے صدیوں سے سلام گزاری کا عمل جاری ہے مگر کچھ سلام ایسے ہیں جو ہمارے اجتماعی دینی تہذیبی حافظے کا جزو بن گئے ہیں مثلاً

جناب حفیظ جالندھری:۔

سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی
ترا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی

جناب ماہر القادری:۔

سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی

جناب اکبر وارثی:۔

یا نبی سلام علیک    یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک    صلوٰۃ اللہ علیک

اور پھر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کا معرکتہ الآرا سلام السلام کہ حرف حرف، مصرعہ مصرعہ، عشق رسول میں سرشار نظر آتا ہے۔ ۱۷۱ اشعار کا یہ سلام اپنے اندر جیسے جیسے اختصاص رکھتا ہے وہ صاحبان دل بہتر جانتے ہیں۔

مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

بہت شرحیں لکھی گئیں کہ ایسے سلام کا استحقاق تھا کہ اس کا حق ادا کیا جائے اور اب بھی لکھی جائیں گی، کتاب دل کی تفسیریں بہت۔ اس ذیل میں بے جا نہ ہوگا ایک اور عظیم نعت گو کہ ہم عصر بھی کہے جاسکتے ہیں، حضرت محسن کاکوروی کا بھی ذکر ہو جائے۔ کیسی کیسی مثنویاں اور رباعیاں اور قصیدے ان کے نعتیہ کلام میں شامل ہیں۔

مولا کی نوازش نہاں کھلتی ہے
قسمت مری پیش قدسیاں کھلتی ہے
کہہ دو کہ ملک گوش بر آواز رہیں
مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے

ابطال باطل با اصطلاحات باطل کے حوالے سے ان کا قصیدہ لامیہ بہت معرف اور مقبول ہے۔

سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل
برق کے کاندھے پہ لاتی ہے ہوا گنگا جل

اس کے آخری دو شعر دیکھیے، منظر کشی روز محشر کی ہے اور اس شان کی بزم سجی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پُر نور زیبِ مسند ہوں اور فرشتے ہجوم کیے ہوں شعر کا سلسلہ ہو اور ایسے میں بقول محسن آرزوئے محسن یہ ہے کہ پیشِ حضور قصیدہ لامیہ کی فرمائش کی جائے۔

صفِ محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح
ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصدیہ یہ غزل
کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں یسم اللہ
سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل

اور اس شکوہ کے بعد ایک عاشق رسول کی عاجزی کی آرزو بھی دیکھیے۔ فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کاش محشر میں جب اُن کی آمد ہو اور
بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا !
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

اور اشعار دیکھیے

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا
جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا
نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے
ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا

پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں
کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں
جو کہے شعر و پاسِ شرع دونوں کا حسن کیونکر آئے
لا اسے پیشِ جلوہ زمزمہ رضا کہ یوں

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

-----O-----

کروں مدح اہلِ دوَل رضا
پڑے اس بلا میں مری بلا
میں گدا ہوں اپنے کریم کا
مرا دین پارۂ ناں نہیں

-----O-----

سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی
سب بالا و والا ہمارا نبی
سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے
ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی
سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی

-----○-----

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا! عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

-----○-----

کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں
کہ رضائے عجمی ہو سگ حسان عرب

-----○-----

زہے عزت و اعتلائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کہ ہے عرشِ حق زیر پائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن حکیم اور احادیث نبوی اور سیرت طیبہ کے حوالے شعر میں آتے ہیں تو مصرعہ کسی اور افق کی طرف نکل جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لفظ جن کو پڑھ کر کبھی اللہ کی کتاب کی کوئی آیت یاد آجائے اور کبھی اللہ کے حبیب سے متعلق کوئی منزل پیش نظر ہو جائے۔

وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم

یا یہ کہ:

و رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر
بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا

پروفیسر غلام مصطفیٰ خان نے اپنے مضمون کے ابتدا میں تواتر و تسلسل سے ان حوالوں کا ذکر فرمایا ہے۔

میں آخر میں مناجاتِ رضا کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

یاالٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو
جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو
یا الٰہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر
امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو
یا الٰہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن
دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو
یا الٰہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے
دولت بیدار عشقِ مصطفےٰ کا ساتھ ہو

میں بھی آمین کہتا ہوں اور حضرات آپ بھی آمین کہیں
بہت نوازش، بے حد عنایت، بہت کرم

-----○-----

(یہ مقالہ ۱۱، جولائی ۱۹۹۶ء کو ("امام احمد رضا کانفرنس ۱۹۹۶ء" منعقدہ اسلام آباد میں بحیثیت صدر مجلس پڑھا گیا)

# امام احمد رضا کی وسعتِ علمی

علامہ جی۔ اے۔ حق۔ محمد (ادارۂ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد)

حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی دنیا کے کسی بھی حصے میں محتاج تعارف نہیں رہا۔ آپ نے تقریباً تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں اپنی بے مثل مہارت کا لوہا منوایا۔

آپ کی تصنیفات و تالیفات پر ایک نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بحر بیکراں کی وسعتوں کی پیمائش کسی کے بس میں نہیں ہے، ستاروں پر تو شاید کمندیں ڈالی جا سکتی ہوں مگر افلاک کی پہنائیوں کو حد بندی کی قید میں لانا ممکنات میں سے نہیں ہے۔

آپ کے علمی افق پر نمودار ہونے والا آفتاب جو کہیں غروب نہیں ہوتا "فتاویٰ رضویہ" ہے جسکا مکمل نام ہے "العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ"

اس کا کمال یہ ہے کہ جو مسئلہ زیر بحث لایا گیا اسکے تمام ممکنہ پہلو، جزئی مسائل، ان سے ظاہر ہونے والے کلی قواعد اور قرآن، حدیث، کلام، فلسفہ، منطق، فقہ، اصول کے تمام متعلقہ دلائل نہایت وضاحت اور حسن ترتیب کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

میں بطور مثال ایک مسئلہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اعلیٰ حضرت کا انداز بیان، طرز استدلال، طریق استنباط اور فکری وسعتوں کا اندازہ ہو سکے۔ سائل نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ بعد وضو منہ کپڑے سے پونچھنا نہیں چاہئے اس میں ثواب وضو کا جاتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں جو فتویٰ رقم فرمایا اس کا نام ہے "تنویر القندیل فی اوصاف المندیل"

آپ نے پہلے وہ دلائل پیش کئے جنکی بنیاد پر بعد وضو منہ صاف کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا کہ حدیث میں آیا ہے "ان الوضوء یوزن" یعنی وضو میں اعضاء کو لگا ہوا پانی بھی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائیگا اور اس کا وزن کیا جائیگا۔

یہ حدیث امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے نیز ابو بکر بن ابی تسیبہ بیان کرتے ہیں کہ بعد وضو رومال استعمال کرنا مکروہ ہے کیونکہ روز قیامت پانی کا وزن کیا جائیگا۔

آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ وضو کا ثواب جاتا رہنا محض غلط ہے ہاں ۔بہتر ہے کہ بے ضرورت نہ پونچھے، اُمراء، متکبرین کی طرح اسکی عادت نہ ڈالے اور پونچھے تو بے ضرورت بالکل خشک نہ کرے قدرے نم باقی رہنے دے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے یا حدیث کے مطابق نہیں ہے مگر حقیقت ایسی نہیں ہے اس لئے کہ جن لوگوں نے بعد وضو کپڑے سے پانی خشک کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے انہوں نے حدیث کے ایک حصے پر نظر کی ہے اور اسی کی بنیاد پر عدم جواز کا حکم کیا ہے۔

حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں ابن ہمام اعلیٰ حضرت کے اس فتوی سے دیکھیں تمام نے اپنے فوائد میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے پاک کپڑے سے اعضاء وضو کو پونچھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو ایسا نہ کرے تو۔ بہتر ہے کیونکہ قیامت کے دن وضو کا پانی بھی نیک اعمال کے ساتھ وزن کیا جائیگا۔

اس مکمل حدیث کو بنیاد بنا کر آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے پانی کا روز قیامت وزن کئے جانے کو دلیل بنا کر اعضاء وضو کے پونچھنے کو مکروہ قرار دینا غلط ثابت ہوا۔ البتہ نہ پونچھنا مستحب قرار پاتا ہے اور ترک مستحب سے کراہت تنزیہی لازم نہیں آتی جیسا کہ بحر الرائق اور شامی کتب فقہ میں مکمل تحقیق موجود ہے۔

اس کی ممانعت یا کراہت کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے بلکہ اسکا فعل متعدد حدیثوں میں مروی ہے۔

جامع ترمذی میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا آپ وضو کے بعد اس سے اپنے اعضاء شریفہ کو صاف فرمایا کرتے تھے اس طرح دار قطنی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور جامع ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نے وضو فرمایا تو کپڑے کے ایک کونے سے آپ نے چہرہ مبارک صاف کر لیا۔

سنن ابن ماجہ میں ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اس جبہ کو جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا اُلٹ دیا اور اس سے اپنا چہرہ انور پونچھا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے کی تائید میں ایک حدیث حسن قولی بھی بیان فرماتی ہے جو امام ابو المحاسن محمد بن علی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الالمام فی آداب دخول الحمام میں روایت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد

رومال (سے ہاتھ منہ صاف کر لینے) میں کچھ حرج نہیں امام مذکور اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں "وھذا الاسناد لا باس بہ"

## اشکال

صحیحین کی ایک حدیث کو پیش کر کے ایک اشکال پیدا کیا گیا ہے اُم المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بعد بدنِ اطہر صاف کرنے کیلئے ایک کپڑا لا ئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نہ لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بدن پر ٹھیرے ہوئے پانی کو جھاڑنے لگے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلے بدن کو کپڑے سے صاف کرنا پسند نہیں فرمایا۔

## جواب

اصل مسئلہ تو پانی جھاڑنے کا تھا کہ اس پانی کا بروز قیامت وزن کیا جائیگا اس لئے اس پانی کو جھاڑنا جائز نہیں ہے اس حدیث میں تو پانی جھاڑنا ثابت کیا گیا ہے اور یہ حدیث تو پانی جھاڑنے کو جائز قرار دینے میں مفید ہے باقی رہی بات کپڑے سے نہ جھاڑنے کی تو امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح المہذب میں یہ توجیہہ کی ہے کہ وہ کپڑا شاید میلا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدن صاف کرنا پسند نہیں فرمایا مگر اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے الگ توجیہہ فرمائی ہے کہتے ہیں کہ شاید اُم المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے سردی کے خیال سے بڑا کرتہ پیش کیا جو فوری طور پر انہیں ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو زیب تن نہ فرمایا کیونکہ بدن شریف پر پانی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اپنے ہاتھوں سے صاف کر لیا پھر فرمایا ممکن ہے کہ نماز کی جلدی تھی اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے پانی جھاڑ دیا نیز یہ توجیہہ بھی کی گئی ہے کہ نہانے کے بعد کپڑے سے جسم کو خشک کرنا مالدار لوگوں کی عادت ہے اور ہاتھوں سے بدن کو صاف کر لینا مساکین کا طریقہ ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً مساکین کے طریقے پر اکتفا فرمایا۔

(اس سے یہ ہدایت فرمانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ بدن سے پانی صاف کرنا جائز ہے چاہے کپڑے سے کیا جائے یا صرف ہاتھوں سے تاکہ حکم شرعی کی وسعت اور لچک معلوم ہو جائے)

اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل فرمانا یہی ایک بار تو نہ ہوا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ وہاں پر غسل فرمایا ہو گا تو اگر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے بدن کو خشک نہ فرمایا تو اس سے عدم جواز ثابت نہیں ہوتا، اس لئے کہ کسی جائز اور مستحب کام کو کبھی کبھی چھوڑ دینا اسکی کراہت پر دلیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تتمہ دلیلِ سنت ہوتا ہے۔ جبکہ اصل مسئلہ تو پانی صاف

کرنے کا ہے لہذا بدن سے غسل کا پانی صاف کرنا تو ثابت ہوگیا ہے۔

## اضافی مسئلہ

اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اضافی مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کسی نے ہاتھوں سے پانی صاف کرنے کی توجیہہ کرتے ہوتے یہ قول کیا کہ آپ اپنے جسم اطہر سے ماء مستعمل کو صاف فرمارہے تھے کیونکہ وہ وضو اور غسل میں استعمال نہیں کیا جاسکتا اسلئے کہ اس سے عبادت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر وضاحت کر دی گئی کہ شرعی مسئلہ یوں ہے کہ جب تک پانی بدن پر رہتا ہے وہ ماء مستعمل کے حکم میں نہیں ہوتا جو پانی وضو یا غسل میں استعمال کے بعد بدن سے گر جاتے وہ ماء مستعمل قرار پاتا ہے۔

بدن سے پانی صاف کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ بدن سے پانی صاف کرنا مکروہ ہے دوسری یہ کہ پانی صاف نہ کرنا مستحب ہے اور تیسری یہ کہ پانی صاف کرنا یا نہ کرنا دونوں مباح ہیں اور برابر اباحت کا درجہ رکھتے ہیں اور یہی مختار ہے کیونکہ حدیث صحیح کے ذریعے اباحت ثابت ہے اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جو نہی میں پیش کی جاتی ہے اس میں ایک راوی بختری ضعیف اور متروک ہے۔ ابن حبان نے اسکو ضعفامیں اور ابن ابی حاتم نے علل میں شمار کیا ہے جبکہ ابن عدی نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے عراقی نے اسکی سند کو ضعیف قرار دیا ہے امام نوری نے کہا ہے کہ ہمیں اسکی کوئی اصل نہیں ملی۔

عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وضو کا پانی رومال سے صاف کرنا مکروہ ہے مگر غسل جنابت کا پانی صاف کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غسل جنابت بھی ایک نیکی ہے بلکہ غسل جنابت تو طہارتِ کبریٰ ہے اسکا پانی زیادہ ہوتا ہے اگر قیامت میں پانی کے وزن کیے جانے کی وجہ سے وضو کا پانی صاف کرنا مکروہ ہے تو غسل جنابت کا پانی صاف کرنا بدرجہ اولی مکروہ ہونا چاہیئے فرماتے ہیں مسئلہ وہی ہے کہ کراہت بالکل نہیں ہے ہاں حاجت نہ ہو تو عادت نہ ڈالے اور پونچھے بھی تو حتی الاوسع کچھ نم باقی رکھنا افضل ہے۔

امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے فقہاء کے اقوال سے بھی استناد کیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ امام قاضی خاں نے اپنے فتاویٰ میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وضو کرنے اور غسل کرنے والے کیلئے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ رومال سے بدن صاف کر لے کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ بعض علما اسکو مکروہ جانتے ہیں اور بعض وضو کرنے والے کیلئے مکروہ جانتے ہیں اور غسل کرنے والے کیلئے جائز سمجھتے ہیں مگر صحیح وہی ہے جو ہم نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں افراط و تفریط سے بچے اور اپنے اعضاء پر پانی کا اثر باقی رہنے دے۔

در مختار میں وضو کے بعد اعضاء کو رومال سے صاف کرنا

مستحب کہا گیا ہے اور حلیہ میں غسل کے بعد بدن کو رومال سے صاف کرنا مستحب ٹھہرایا گیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سہو۔ قلم ہے، علامہ طحطاوی رحمتہ اللہ علیہ نے در مختار کے قول کو آپ استحبا پر محمول کیا ہے اور اس کا استحباب متعدد کتب سے ثابت ہے۔

بعض علما میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہیں پونچھنا چاہیئے۔ رد المحتار میں ہے کہ دامن سے ہاتھ منہ پونچھنا جھول پیدا کرتا ہے۔ لمعات باب الغسل میں اور ارشاد الساری باب المضمضہ والاستنشاق فی الجنابہ میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔

حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل تجربہ کی ارشادی باتیں ہیں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گوشہ جامہ مبارک سے چہرہ اقدس کا پانی صاف فرمایا اشعتہ اللمعات میں حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جامہ سے مراد رومال ہو مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خلاف ظاہر ہے البتہ اتنی بات ہے کہ علماء میں اسکی شہرت ہے لہذا اس سے احتراز کرنا اولیٰ ہے۔

آخر میں ایک اور جزوی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے یا عمامہ سے ہاتھ صاف کرنا جائز نہیں ہے اسپر بھی اعلیٰ حضرت کا موقف نہایت معتدل ہے وہ یہ کہ اگر کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو چکنائی وغیرہ لگی ہو تو اس سے پہنے ہوئے کپڑوں اور عمامہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے نیز اسمیں بو پیدا ہونے کا قوی احتمال ہے اس لئے اپنے کپڑوں اور عمامہ سے ہاتھ صاف کرنے کو ناجائز کہا گیا ہے اور اگر ایسی صورت حال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

انتہائی اختصار کے ساتھ فتاویٰ رضویہ میں سے ایک فتوی نقل کر کے پیش کیا ہے۔ قارئین یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ کو کس قدر وسعت علمی سے سرفراز فرمایا تھا اور یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سو فی صد برحق ہے کہ "العلماء ورثۃ الانبیاء"

**و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین**

**(نوٹ۔ یہ مقالہ ادارہ کے زیر اہتمام ہونے والی امام احمد رضا کانفرنس ۱۹۹۶ء۔ منعقدہ اسلام آباد میں پڑھا گیا)**

# امام احمد رضا کا اسلوبِ تحقیق

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، کراچی

-----O-----

اچھی اور مستند معلومات کی حامل تحریر کسی بھی قوم کا ورثہ ہوتی ہے۔۔۔۔ "تحقیق" صرف الفاظ کو گرامر کے صولوں کے مطابق جمع کرنے کا نام نہیں۔۔۔۔ "تحقیق" صرف اپنی معلومات کا انبار لگا دینے کا نام بھی نہیں۔۔۔۔ لکھتے وقت وہی الفاظ استعمال کرنا چاہیں جو قاری کو بات صحیح طور سے سمجھا سکیں اور اصل مدعا بیان کر سکیں۔۔۔۔ تحقیق میں ضروری ہے کہ معلومات اس طور پر سامنے لائی جائیں کہ ان کا منطقی ربط بھی باقی رہے اور قاری کو نتائج اخذ کرنے میں دشواری بھی نہ ہو (۱)۔۔۔۔

اسلام نے بلا تحقیق و تصدیق کوئی بھی بات دوسروں تک پہنچانے کو نا پسند کیا ہے۔۔۔۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے روایت ہے۔۔۔۔

"قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع (۲)"

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ بات کی تحقیق کیئے بغیر اسے آگے بڑھادے۔"

معلوم ہوا کہ بلا تفتیش و تحقیق کسی بھی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیئے۔۔۔۔ کسی بھی بات کو بلا تحقیق دوسروں تک پہنچانے کے دو اثرات تو عام ہوتے ہیں۔

۱ -- غلط بات سے معاشرہ میں بد اعتقادی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

۲ -- اگر کہی گئی بات عملی نتائج رکھتی ہے تو بلا تحقیق ایسے کلام سے تکلیف دہ نتائج نکل سکتے ہیں۔

مختصراً یہ کہ تحقیق ایک سنجیدہ اور ذمہ داری کا کام

ہے، اسکی افادیت محقق تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ محقق
کے خیالات تحریر کے ذریعہ دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ (۳)

حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۷۲ھ /
۱۸۵۶ء کو پیدا ہوئے اور ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء میں بریلی
ہی میں وصال فرمایا (۴) ----- محیر العقول فطری ذکاوت کی
وجہ سے علوم عقلیہ و نقلیہ سے بہت جلد فراغت حاصل کر
لی چنانچہ ایک جگہ خود فرماتے ہیں----

"میں نے جب پڑھنے سے فراغت پائی اور میرا
نام فارغ التحصیل علماء میں شمار ہونے لگا اور یہ
واقعہ نصف شعبان ۱۲۸۶ھ کا ہے۔ اس وقت
میں تیرا سال دس ماہ پانچ دن کا تھا، اسی روز مجھ
پر نماز فرض ہوئی تھی اور میری طرف شرعی
احکام متوجہ ہوئے تھے" ---- (۵)

امام احمد رضا نے اپنے رسالہ "الاجازۃ الرضویہ،
لمبجل مکتہ البھیہ" میں جن کثیر علم و فنون کا ذکر کیا
ہے ان میں سے اکثر میں ان کو تبحر حاصل تھا، جس کا اندازہ
ان علوم و فنون سے مزین ان کی کثیر تعداد میں مطبوعہ اور
غیر مطبوعہ تصانیف سے ہوتا ہے۔

امام احمد رضا کی کتب و رسائل کی تعداد ہزار سے بھی
متجاوز ہے مگر افسوس کہ ان میں اکثر مفقود ہیں اور مزید یہ کہ
ان کی کوئی مستند و جامع فہرست بھی دستیاب نہیں----
ڈاکٹر حسن رضا خاں اعظمی نے اپنے ڈاکٹریٹ (Ph.D)
کے مقالہ فقیہہ اسلام میں امام احمد رضا کی "۶۶۶" کتب و
رسائل (مطبوعہ و غیر مطبوعہ) کا ذکر کیا ہے---- جامعہ
اشرفیہ مبارکپور کے فاضل علامہ عبد المبین نعمانی، فاضل
بریلوی کی فہرست کتب مرتب فرما رہے ہیں، وہ غالباً
"۸۲۰" تک مرتب کر چکے ہیں (۶) ---- مولانا سید ریاست
علی قادری مرحوم (بانی، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا
پاکستان) نے تقریباً "۹۰۰" سے متجاوز فہرست تیار کی
تھی مگر افسوس کے ان کے سانحہ ارتحال کے بعد ان کے
خاندان کی اسلام آباد سے کراچی منتقلی میں کہیں گم ہو
گئی---- اس وقت بین الاقوامی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ادارۂ
تحقیقات امام احمد رضا کی مرکزی لائبریری "گوشۂ محققین"
میں تقریباً "۳۶۰" مطبوعہ کتب و رسائل اور "۱۵۰"
کے قریب عکسی مخطوطات کا ذخیرہ موجود ہے----

الغرض کسی کا کثیر التصانیف ہونا فی نفسہ کوئی خوبی
نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مصنف کا اسلوب تحریر و
تحقیق کیا ہے! ---- وہ رطب و یابس بیان کرنے کا تو
عادی نہیں----!

امام احمد رضا کے اسلوب تحقیق اور قوت فیصلہ سے
متعلق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اظہار خیال کرتے ہوتے
فرماتے ہیں----

"مولانا ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں، اس
پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، یقیناً وہ اپنی رائے
کا اظہار بہت غور و فکر کے بعد کرتے ہیں،
انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں کبھی
کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں
پڑتی" ---- (۷)

ناظم ندوۃ العلماء (لکھنؤ) علامہ ابو الحسن علی ندوی، امام احمد رضا کی قوت استدلال پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"انہوں نے ایک کتاب بنام "الزبدۃ الزکیتہ لتحریم سجود التحیتہ" تصنیف کی یہ کتاب اپنی جامعیت کے ساتھ ان کے وفورِ علم اور قوۃ استدلال پر دال ہے"----(۸)

فاضل بریلوی کے فتاویٰ میں اسلوب تحقیق اور معیار پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز ادیب و دانشور حکیم محمد سعید دہلوی فرماتے ہیں

"میرے نزدیک ان کے فتاویٰ کی اہمیت اس لئے نہیں ہے کہ وہ کثیر در کثیر فقہی جزئیات کے مجموعے ہیں، بلکہ ان کا خاص امتیاز یہ ہے کہ ان میں تحقیق کا وہ اسلوب و معیار نظر آتا ہے جس کی جھلکیاں ہمیں صرف قدیم فقہاء میں نظر آتی ہیں"----(۹)

"فتاویٰ رضویہ" امام احمد رضا کے اسلوب تحقیق کا عظیم شاہکار ہے اور آپکی وسعت علمی و فقہی جزئیات پر عمیق نظر کا درخشاں باب ہے----اس کے مطالعہ سے ان کے تحقیقی جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ نویسی کے تمام اصول و قواعد سے بخوبی آگاہ ہیں----ان کے فتاویٰ میں فتویٰ نویسی کے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں یعنی مستفتی کا نام و پتہ، تاریخ استفتاء، صورت مسئولہ اور پیش آمدہ واقعات کی ضروری جزئیات اور اہم تفاصیل----

امام احمد رضا سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا گیا یا فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا، پھر حدیث نبوی سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، بعد ازاں آثار سیر اور فقہائے احناف سے استفادہ کیا ----(۱۰) جس کی بدولت فقہ حنفی کو برصغیر میں وسعت اور قبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔

امام احمد رضا کے فتاویٰ میں ایک اصول نمایا نظر آتا ہے کہ آپ نے جن مآخذ و مصادر سے فتاویٰ میں استدلال کیا ان کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے جو کہ آپکی وسعت مطالعہ، علمی دیانت، اسلافِ احناف سے اتفاق و عقیدت اور روایت کے تسلسل کی درخشاں دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اسلوب تحقیق کی نمایاں خصوصیات ہے----

امام احمد رضا کا اسلوب تحقیق بلند ہی نہیں بلکہ بہت بلند ہے، انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا اس میں نادر و نایاب تحقیقات پیش کر کے ہر دور کے اہل علم و فن کو ششدر کیا----

آپ نے محققین کے لئے معیاری تحقیق سے متعلق بعض رہنما نکات پیش فرمائے ہیں، ان میں سے چند نکات بیان کیئے جاتے ہیں، جن سے اندازہ ہوگا کہ آپ کا اسلوب تحقیق کس قدر بلند ہے----

تحقیق میں صحتِ نسخ اور صحتِ متن کو اساسی اہمیت حاصل ہے، اکثر محققین اس کی پرواہ نہیں کرتے اور چھپی

...ی کتاب سے استفادہ کر کے استدلال و استناد کرتے ہیں
اور اس کے مندرجات کو بلا تامل مصنف سے منسوب کر
دیتے ہیں---- امام احمد رضا اس معاملے میں بہت محتاط
تھے---- انہوں نے "صحتِ نسخ" ---- "صحتِ
متن" ---- "اتصالِ سند" ---- "تواتر" ---- "تداول"
اور "احتیاطِ استدلال" وغیرہ پر بحث کی ہے-----

○ - "صحت نسخ" پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں----

-- "کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام منسوب
ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بہت
رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں
جسکا اصلا ثبوت نہیں" ---- (۱۱)

-- کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا
ثابت ہونا نہیں، بہت اکابر کی کتابوں میں
الحاقات ہیں جن کا مفصل بیان کتاب الیواقیت و
الجواہر، امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی رحمتہ
اللہ تعالٰی علیہ میں ہے" ----- (۱۲)

○ - "اتصالِ سند" پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۱ -- "علماء کے نزدیک ادنیٰ درجہ ثبوت یہ تھا کہ
ناقل کے لئے مصنف تک سند مسلسل متصل
بذریعہ ثقات ہو" ---- (۱۳)

۱ -- "اگر ایک اصل تحقیقی معتمد سے اس نے مقابلہ
کیا ہے تو یہ بھی کافی ہے یعنی اصول معتمدہ
متعددہ سے مقابلہ زیادت احتیاط ہے یہ اتصال
سند اصل وہ شے ہے جس پر اعتماد کر کے مصنف
کی طرف نسبت جائز ہو سکے" ---- (۱۴)

○ - "تواتر" پر بحث میں لکھتے ہیں----

۱ -- "کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کر دیتا کہ
چھاپے کی اصل وہ نسخہ ہے جو کسی المازی میں ملا،
اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی" ---- (۱۵)

۲ -- "متعدد بلکہ کثیر ووافر قلمی نسخے موجود ہونا بھی
ثبوت تواتر کو بس نہیں جب تک ثابت نہ ہو کہ
یہ سب نسخے جدا جدا اصل مصنف سے نقل کئے
گئے یا ان نسخوں سے جو اصل سے نقل ہوتے،
ورنہ ممکن کہ بعض نسخ محرفہ ان کی اصل ہوں،
ان میں الحاق ہوا اور یہ ان سے نقل، نقل در نقل
ہو کر کثیر ہو گئے" (۱۶)

○ - "تداول" سے متعلق امام احمد رضا فرماتے ہیں---

۱ -- "اور متاخرین نے، کتاب کا علماء میں ایسا مشہور
و متداول ہونا جس سے اطمینان ہو کہ اس میں
تغیر و تحریف نہ ہوئی، اسے مثل اتصال سند
جانا" ---- (۱۷)

۲ -- "تداول کے یہ معنی کہ کتاب جب سے اب تک
علماء کے درس و تدریس یا نقل و تمسک یا ان
کے مطمح نظر رہی ہو، جس سے روشن ہو کہ اس
کے مقامات و مقالات علماء کے زیر نظر آچکے اور
وہ بحالت موجود رہی ہو، اسے مصنف کا کلام مانا
جائے" ---- (۱۸)

۳ -- "زبان علماء میں صرف وجود کتاب کافی نہیں کہ وجود و تداول میں زمین و آسمان کا فرق ہے"۔۔۔۔۔ (۱۹)

○ - "احتیاط نقل و استدلال" پر بحث کرتے ہوئے امام احمد رضا درج ذیل نکات پیش کرتے ہیں۔۔۔۔

۱ -- "علماء نے فرمایا جو عبارت کسی تصنیف کے نسخے میں ملے اگر صحتِ نسخہ پر اعتماد ہے یوں کہ اس نسخہ کو خود مصنف یا کسی اور ثقہ نے خاص اصل مصنف سے مقابلہ کیا ہے یا اس نسخے سے جسے اصل پر مقابلہ کیا تھا یوں ہی اس ناقل تک، تو یہ کہنا جائز ہے کہ مصنف نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ورنہ جائز نہیں"۔۔۔ (۲۰)

۲ -- "اس نسخہء صحیحہ معتمدہ سے جس کا مقابلہ اصل نسخہ مصنف یا اور ثقہ نے کیا وسائط زائد ہوں تو سب کا اسی طرح کا معتمدات ہونا معلوم ہو تو یہ سب بھی ایک طریقہ روایت ہے اور ایسے نسخہ کی عبارت کو مصنف کا قول بتانا جائز"۔۔۔۔۔ (۲۱)

وزارت تعلیم، حکومت سندھ کے سابق ایڈیشنل سکریٹری اور پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم و نصاب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، امام احمد رضا کے معیار تحقیق سے متعلق فرماتے ہیں۔۔۔۔

"امام احمد رضا کا تحقیقی معیار بہت بلند تھا، اپنی تصنیف "حجب العوار" میں انہوں نے مآخذ اور اس کے متن پر علمی بحث کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بلند پایہ محقق تھے"۔۔۔۔ (۲۲)

امام احمد رضا کی تحقیقات اور ان کا معیار اس قدر بلند ہے کہ ان سے برصغیر کے محققین ہی نہیں بلکہ علماء عرب اور مستشرقین یورپ بھی متاثر نظر آتے ہیں۔۔۔۔

مشہور شامی عالم، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ (۲۳) (پروفیسر کلیۃ الشرعیہ، محمد بن سعود یونیورسٹی، ریاض، سعودی عرب) جو عربی زبان و ادب کے ممتاز ادیب و دانشور اور تقریباً پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں۔۔۔

"میں نے جلدی جلدی میں (امام احمد رضا کا) ایک عربی فتویٰ مطالعہ کیا، عبارت کی روانی اور کتاب و سنت و اقوالِ سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر میں حیران و ششدر رہ گیا اور اس ایک ہی فتویٰ کے مطالعہ کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم اور اپنے وقت کا زبردست فقیہ ہے"۔۔۔ (۲۴)

یورپی مستشرق، کیلیفورنیا یونیورسٹی (امریکہ) کے شعبہء تاریخ کی فاضلہ ڈاکٹر باربرا ڈی مٹکاف لکھتی ہیں۔۔۔۔

"احمد رضا کی نگارشات کا انداز مدلل تھا، جس میں بے شمار حوالوں کے ڈھیر ہوتے تھے، جس سے ان کی علمی اور عقلی فضیلت کا اندازہ ہوتا

ہے" ----(۲۵)

۱۳۳۹ھ میں "دانا پور (ہندوستان) کے محمد حنیف خان نامی شخص نے امام احمد رضا سے ایک مسئلہ دریافت کیا جس کے جواب میں انہوں نے ایک رسالہ

"حجب العوار عن مخدوم بہار"

تحریر فرمایا تھا، اس رسالے کے شروع میں امام احمد رضا نے اسلوب تحقیق کے تمام جزئیات پر تفصیلی بحث کی ہے جو کہ محققین کیلئے لائق دید اور قابل مطالعہ ہے----

امام احمد رضا کی علمی شخصیت کا تقاضا تھا کہ بین الاقوامی تحقیقی اداروں اور عالمی جامعات میں ان پر تحقیقی کام ہو، چنانچہ عالمی جامعات نے اپنا رخ امام احمد رضا کی سمت کیا ہے، فاضل بریلوی کے حوالے سے تحقیقاتی کام ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے جس کی تفصیلات "ادارہ تحقیقات امام احمد رضا" کے سالانہ مجلہ میں ہر سال شائع ہو رہی ہیں---- ضرورت اس امر کی ہے کہ اسکول و کالج اور جامعات کے تعلیمی نصاب میں امام احمد رضا کے حوالے سے اسباق شامل کیئے جائیں تاکہ نئی نسل اپنے اسلاف کے علمی کارناموں اور ان کے اسالیب تحقیق سے متعارف و مستفیض ہو سکے----

اس ضمن میں ان محققین، علماء، دانشور حضرات کی زیادہ ذمہ داری ہے جو امام احمد رضا سے عقیدت و محبت کا رشتہ بھی رکھتے ہیں، کہ وہ جس منصب، مقام پر فائز ہیں جہاں بھی ہیں وہاں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس سمت میں پیش قدمی کریں، امام احمد رضا اور دیگر اسلاف کرام کی شخصیات اور کارناموں کو ہر سطح پر داخلِ نصاب کرانے کیلئے تحریکی انداز میں جدو جہد کریں، اور ارباب حل و عقد کی توجہ مبذول کرانے کیلئے تحریر و تقریر کے دیگر میڈیا کے تمام ذرائع سے کام لیں۔

۳، محرم الحرام ۱۴۱۸ھ
از احقر اقبال احمد اختر القادری
۱۱، مئی ۱۹۹۷ء (کراچی)
۲۔بی۔۵/ ۳۱۷۔ایل، نارتھ کراچی، پاکستان

## حواشی و حوالے

۱--- قاضی عبد القادر، ڈاکٹر، تصنیف و تحقیق کے اصول، مطبوعہ اسلام آباد ۱۹۹۲ء، صفحہ ۳۔

۲--- مسلم شریف، جلد اول، مطبوعہ مصر، صفحہ ۷۳ / مطبوعہ کراچی، صفحہ ۸

۳--- قاضی عبد القادر، ڈاکٹر، تصنیف و تحقیق کے اصول، مطبوعہ اسلام آباد ۱۹۹۲ء، صفحہ ۵۴

۴--- ظفر الدین بہاری، مولانا، حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، مطبوعہ بریلی

۵--- احمد رضا خاں، مولانا، الاجازۃ الرضویہ لمبجل مکۃ البھیہ، بشمول رسائل رضویہ (مرتب علامہ عبد الحکیم اختر شاہجہانپوری) جلد دوم، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۶ء، صفحہ ۳۰۹

۶ --- یٰسین اختر مصباحی، مولانا، امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں، مطبوعہ کراچی ۱۹۷۸ء، ص۔ ۳۸

۷ --- مقالاتِ یوم رضا، حصہ سوئم، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۱ء، ص۔ ۱۰

۸ --- ابوالحسن علی ندوی، مولانا، نزہتہ الخواطر و بہجتہ المسامع و النواظر، جز ثامن، مطبوعہ حیدر آباد دکن ۱۹۷۰ء، ص۔ ۴۱

۹ --- محمد سعید دہلوی، حکیم، فاضل بریلوی کی طبی بصیرت، مشمولہ سالنامہ معارف رضا، شمارہ نہم (۱۹۸۹ء) مطبوعہ کراچی، ص۔ ۹۹

۱۰ - محمد طفیل، حافظ، ڈاکٹر، قرآن حکیم فتاویٰ رضویہ کا اولین ماخذ بشمولہ سالنامہ معارف رضا، شمارہ ۱۹۹۴ء، مطبوعہ کراچی، ص۔ ۵۷

۱۱ - احمد رضا خاں مولانا، حجب العوار عن مخدوم بہار، مطبوعہ لاہور، ص۔ ۱

۱۲ - ایضاً

۱۳ - ایضاً، ص۔ ۲

۱۴ - ایضاً، ص۔ ۳

۱۵ - ایضاً، ص۔ ۲

۱۶ - ایضاً، ص۔ ۴

۱۷ - ظفر الدین بہاری، مولانا، الجمل المعدد لتالیفات المجدد، مطبوعہ پٹنہ، ص۔ ۷

۱۸ - (الف) ایضاً، ص۔ ۷، (ب) احمد رضا خاں، مولانا، حجب العوار عن مخدوم بہار، ص۔ ۴

۱۹ - احمد رضا خاں، مولانا، حجب العوار عن مخدوم بہار، مطبوعہ لاہور، ص۔ ۴

۲۰ - ایضاً، ص۔ ۳

۲۱ - ایضاً، ص۔ ۲

۲۲ - محمد مسعود احمد، ڈاکٹر، افتتاحیہ (فقیہہ اسلام از ڈاکٹر حسن رضا خان اعظمی) مطبوعہ کراچی ۱۹۸۴ء، ص۔ ۳۲

۲۳ - شام کے معروف حنفی عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا ۱۶ فروری ۱۹۹۷ء کو ریاض میں وصال ہوگیا ہے۔ جنت البقیع (مدینہ منورہ) میں آسودہ خاک کیا گیا آپ کے تفصیلی حالات و خدمات پر چکوال (پاکستان) کے فاضل عابد حسین شاہ نے اردو میں تفصیلی مقالہ مرتب کیا ہے جو کہ پاک و ہند میں زیر طبع ہے۔

۲۴ - یٰسین اختر مصباحی، مولانا، امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں، مطبوعہ کراچی ۱۹۷۸ء، ص۔ ۱۸۴

۲۵ - DR. BARBRA D. METCALF, THE REFORMIST ULEMA: MUSLIM RELIGIOUS LEADERSHIP IN INDIA (1860-1900), BARKELEY- 1974 (بحوالہ فقیہہ اسلام)

# اعلیٰ حضرت بریلوی اور دھلی کا شریفی خاندان

(سید محمد عبداللہ قادری۔ واہ کینٹ، پاکستان)

دہلی کا شریفی خاندان برصغیر پاک و ہند میں دینی علم و فضل اور علم طب میں مہارت کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا اس خاندان کے افراد، علماء کرام اور صوفیائے عظام کا صدق دل سے احترام کرتے تھے۔ عقیدۃً اہل سنت و جماعت تھے۔ مولوی اسمٰعیل دہلوی نے جب عامۃ المسلمین کے عقائد کے خلاف "تقویت الایمان" تصنیف کی تو اس کا سب سے پہلا رد "شریفی خاندان" کے ایک فرد حکیم صادق علی (۱) (حکیم اجمل خاں کے حقیقی دادا) کے قلم سے نکلا۔ اس خاندان کی دین داری اور علمیت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے اس خاندان کے ساتھ گہرے روابط تھے۔

حکیم صادق علی صاحب کے بیٹے حکیم محمود خان صاحب کے اپنے عہد کے علماء کرام اور اولیائے عظام سے گہرے تعلقات تھے۔ جب حکیم محمود خان فوت ہوتے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی (۱۸۵۶۔۔۔۔ ۱۹۲۱ء) رحمتہ اللہ علیہ نے درج ذیل قطعہ تصنیف کیا جو ان کے لوح مزار پر کندہ ہے۔

"بکت الحیون اما ترید جمودا۔
ابکت شریفاً صادقاً محمودا

اسفت لفقد الطب عصر قوامہ۔
فامنت و ھل باسأ تحص فقیداً

املت علی شواہ یوم معادہ۔
قبر الذی فی الطب مات حمیدا" (۲)

ترجمہ:۔ آنکھوں نے آنسو بہاتے کیا آنکھوں نے اشک ریزی سے نہ ٹھرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کیا آنکھیں شریف، صادق اور محمود پر گریاں ہیں حکیم محمود خان کے جد امجد اور والد بزرگوار کے اسماء بالترتیب حکیم محمد شریف خاں اور حکیم صادق علی خان تھے تینوں کی رعایت کو ترتیب کے ساتھ ملحوظ

رکھا گیا ہے)

آنکھیں غم گین ہیں کیونکہ طب نے اپنے مایہ ہمت کو کھو دیا ہے۔ آنکھوں سے اشک رواں ہیں اور کیا ہم سے رحلت اختیار کر کے مفقود ہو جانے والے پر آنکھوں کو کسی عذاب کے خطرے کا احساس ہے۔

حکیم صاحب کی وفات کے وقت آنکھوں نے ان کے مرقد پر بزبان حال تحریر کرایا۔ یہ اس شخص کی قبر ہے۔ جس نے فن طب میں نیک نامی کی زندگی گزاری اور انتقال کے بعد قابل ستائش قرار پایا۔

حکیم محمود خان صاحب کے سب سے بڑے لڑکے حاذق الملک حکیم عبدالمجید خان۔ کی وفات پر بھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے قصیدہ لکھا تھا۔ اس سلسلہ میں والد محترم محقق و نقاد سید نور محمد قادری علیہ الرحمۃ (پ ۱۹۲۷ ۔م ۱۹۹۶) تحریر کرتے ہیں:۔

"اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم محمد اجمل خان کے بڑے بھائی حاذق الملک حکیم عبدالمجید کے دینی و علمی کارناموں سے متاثر ہو کر ان کی تعریف میں ایک عربی قصیدہ بھی لکھا تھا۔ باوجود کوشش کے مذکور عربی قصیدہ دستیاب نہیں ہوسکا۔" (۳)

جناب حکیم محمد نبی خان جمال سویدا (۱۹۱۸ء ۔۔ ۱۹۹۰ء) شریفی خاندان کے ایک ممتاز فرد تھے۔ عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ۱۹۱۸ء میں حکیم محمد جمیل خان کے گھر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۴۸ء میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی حکیم احمد نبی خان کے ساتھ مل کر دواخانہ "اجمل خان" قائم کیا جس کا رسم افتتاح جناب راجہ غضنفر علی صاحب وزیر بحالیات نے کیا۔

حکیم محمد نبی خان جمال سویدا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط بنام ماہر اقبالیات سید نور محمد قادری علیہ الرحمۃ چک شالی ضلع منڈی بہاؤالدین / گجرات۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جس میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسن رضا بریلوی (رحمۃ اللہ علیہ) کا تذکرہ ہے۔

"جمیل و اللہ۔ یحب الجمال"

جہاں نما۔ ۵۵ ایف
گلبرگ لاہور
۲۴ مئی ۱۹۷۵ء۔

محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ

کتابچہ موصول ہوئے شکریہ۔ (۴) "اعلیٰ حضرت کی شاعری پر ایک نظر" کا مطالعہ کیا نعتیہ کلام عشق رسول پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں ڈوبا ہوا ہے! ثابت ہوا حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فن شاعری میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ نے مختلف حوالوں کے ساتھ جس محنت اور کاوش سے اس کتابچہ کو مرتب کیا ہے وہ قابل داد ہے۔ حضرت صاحب کی شاعری پر خبارات میں تبصرے شائع ہوتے رہیں تو زیادہ بہتر ہو گا اس طرح رفتہ رفتہ عوام اس پہلو سے بھی روشناس

ہوجائیں گے۔

"نقوش محبت" (۵) آپ (سید نور محمد قادری) کے حسنِ ذوق کا اعلیٰ نمونہ ہے بیشتر شعراء کا کلام پڑھا ہوا تھا۔ مولانا حسن بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ کر تعجب ہوا۔ مولانا حسن بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک خاص انداز فکر کے مالک تھے ایک ہی بات کو پلٹ کر دوسرے انداز سے کہنا ان کی خصوصیت تھی۔ اگر آپ کا کلام مطبوعہ یا غیر مطبوعہ شکل میں کہیں موجود ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیجیئے۔

حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا ہمارے خاندان پر خاص کرم تھا۔ افسوس میرے پاس حضرت صاحب کا وہ قصیدہ نہیں جو موصوف نے حاذق الملک رحمتہ اللہ علیہ کی تعریف میں لکھا تھا۔

اپنا دیوان آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں

مزید دیگر کار لائقہ سے یاد فرمائیے

نیاز کیش

محمد نبی خان جمال سویدا" (۶)

مولانا حسن رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ (۱۲۷۶ھ -- ۱۳۲۶ھ) اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمتہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ شاعری میں نواب مرزا خان داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ مولانا حسن رضا بریلوی نے اپنے استاد داغ دہلوی کی تاریخ وصال یوں کہی ہے

مرگ استاد کی حسن تاریخ -- "داغ نواب مرزا" کہیے

مولانا حسن رضا بریلوی نے حکیم محمود خاں کی تاریخ وفات یوں لکھی

۱۳۲۲ھ

○ "رحلت محمودؒ عاقبت"

۱۳۰۹ھ

○ سونا ہے مرگ نیک نم نرمۃ العروس

"سونا طلا ہے کیوں نہ ہو تاریخ پھر طلا"

۱۳۰۹ھ (۷)

## حواشی و حوالاجات

○

۱ --- ماہنامہ اجمل میگزین دہلی فروری ۱۹۳۶ء ص ۶۰

۲ --- بحوالہ اجمل میگزین دہلی فروری ۱۹۳۶ء ص ۴۷ مشمولہ قطب العارفین (حضرت قاضی سلطان محمود قادری (م ۱۹۱۹ء) آوان شریف گجرات) از سید نور قادری ناشر حکیم عبدالرشید سلطانی۔ سلطانی چوک شیر شاہ روڈ نیو شادباغ لاہور ۱۹۸۵ء

۳ --- مولانا احمد رضا خاں کے تین عربی اشعار اور ایک فارسی غزل، مضمون سید نور محمد قادری ترجمان اہل سنت کراچی مارچ ۱۹۷۵ء ص ۳۰

۴ --- اعلیٰ حضرت کی شاعری پر ایک نظر از سید نور محمد قادری۔ مطبوعہ مرکزی مجلس رضا رجسٹرڈ لاہور ۱۳۹۵ھ

۵ --- نقوش محبت (شعری انتخاب) مرتبہ سید نور محمد قادری مطبوعہ کتب خانہ ابن عبداللہ چک ۱۵ شمالی ڈاک خانہ چک ۵ ضلع گجرات ۱۹۷۲ء سید نور محمد قادری علیہ الرحمتہ کے متعلق مزید معلومات کے لئے ملاحظہ ہو ماہ نامہ ضیائے حرم لاہور اکتوبر ۱۹۹۳ء ص ۸۰ تا ص ۹۴

۶ --- مکتوب حکیم محمد نبی خان جمال سویدا بنام سید نور محمد قادری محررہ لاہور ۲۴ مئی ۱۹۷۵ء

۷ --- شعر حسن۔ از اصغر حسین خان نظیر لدھیانوی۔ مطبوعہ رضا پبلی کیشنز لاہور ۱۹۷۸ء

# خلیفۂ اعلیٰحضرت مولانا نعیم الدین مرادآبادی اور انکی نعتیہ شاعری

ڈاکٹر سراج احمد بستوی

(پرنسپل، مدرسہ شمس العلوم، بدایوں، انڈیا)

اولین نعت گو:- اولین نعت گو کا سہرا جناب ابو طالب کے سر ہے۔ جناب ابو طالب کے وہ اشعار آج بھی جب ہماری زبان پر آتے ہیں تو قلب کو گرما دیتے ہیں اور ہماری روح کو تڑپا دیتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے ہمارے سرکار کی محبت میں سرشار ہو کر کہا تھا۔

کذبتم و بیت اللہ نترک بمکۃ
و نظعن الا امرکم فی بلد بل
کذبتم و بیت اللہ نبدی محمداً
و لما نطا عن دونہ و ننا ضل
و نسلمہ حتی نقرع مولہ
و نذھل عن ابنائنا و المھلائل

۱---بیت اللہ کی قسم تم لوگ غلط سمجھتے ہو کہ ہم مکہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم سب خود ہی کشمکش میں مبتلا ہو

۲ -- تم غلط سمجھتے ہو بیت اللہ کی قسم ہم محمد کو مغلوب نہ ہونے دیں گے حالانکہ اب تک انکی حمایت میں مدافعانہ جنگ بھی نہیں کی ہے اور نہ قوت آزمائی ہی کی ہے یعنی جب تک انکی طرف سے لڑ کر جانیں قربان نہ کر دیں گے ہم ایسا نہ ہونے دیں گے!

۳---اور کیا ہم انکو تمہارے سپرد کر دیں گے بغیر اس کے کہ ان کے گرد و پیش اپنی بیوی بچوں کو فراموش کر کے اپنی جانیں نہ قربان کر لیں (۱)

جناب ابو طالب کی نعت گوئی کا وہ سفریا ان تہنیت ناموں کی وہ روش کتنی نیک و مسعود تھی کہ اس نے ان گنت لوگوں کو اس راہ پر لا کر ڈال دیا۔ چنانچہ عربی کے جن نعت گو شعرا کا ذکر نعتیہ تاریخ و ادب کے حوالے سے ملتا ہے انکی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

(۱) حضرت ابو طالب (۲) حضرت حمزہ (۳) حضرت عباس (۴) حضرت ابو بکر صدیق (۵) حضرت کعب بن

ہر (۶) حضرت عمر فاروق (۷) حضرت عثمان غنی (۸) ضرت عبداللہ بن رواحہ (۹) حضرت علی (۱۰) حضرت سفیان (۱۱) حضرت عائشہ صدیقہ (۱۲) حضرت فاطمہ زہرا (۱۳) حضرت حسان بن ثابت (۱۴) حضرت امام ین العابدین (۱۵) حضرت امام اعظم ابو حنیفہ (۱۶) ضرت ابو بکر محی الدین ابن عربی (۱۷) حضرت شرف دین بوصیری (۱۸) حضرت سید غلام علی حسینی آزاد گرامی (۱۹) ولی الدین عبدالرحمن ابن خلدون (۲۰) مولانا فضل حق خیرآبادی (۲۱) مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی (۲۲) مولانا احمد رضا بریلوی (۲۳) مولانا حامد رضا بریلوی (۲۴) مولانا مصطفی رضانوری بریلوی

اس نیک سفر کے راہ رو جنکو دنیا عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور شاعر اسلام یا عاشق رسول کے نام سے جانتی ہے ان کے نام انگلیوں پر تو گناتے ہیں جاسکتے مگر سب کے ذکر سے صرف نظر بھی نہیں کیا جاسکتا چنانچہ فارسی کے چند مشہور نعت گو شاعر شعار کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔

(۱) غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی بغدادی (۲) ابو القاسم فردوسی (۳) خواجہ قطب الدین کاکی (۴) شمس الدین تبریزی (۵) جلال الدین رومی (۶) سعدی شیرازی (۷) حضرت خواجہ معین الدین اجمیری (۸) حضرت بو علی قلندر (۹) حضرت خواجہ نظام الدین اولیا۔ (۱۰) امیر خسرو دہلوی (۱۱) عبدالرحمن جامی (۱۲) عرفی شیرازی (۱۳) حضرت عبدالحق محدث دہلوی (۱۴) جان محمد قدسی (۱۵) اسد اللہ غالب (۱۶) مولانا احمد رضا بریلوی (۱۷) مولانا حامد رضا بریلوی (۱۸) شبلی نعمانی (۱۹) مولانا حالی (۲۰) سید محمد امین علی نقوی۔

اردو کے اس نعتیہ سفر نامے کا آغاز حضرت محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمتہ اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ جو ایک صوفی منش درویش صفت اللہ کے مقبول و محبوب بندے تھے۔ انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا کیا گویا دبستان کھل گیا۔ ہر مصنف اپنی تصنیف و تالیت کی ابتدا حمد باری تعالیٰ و نعت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنے لگا نثر و نظم میں لکھی جانے والی ہر کتاب کے شروع حمد و نعت کا یہ نفس ناگزیر خیال کیا جانے لگا۔

حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس مقدس سفر نامے کا آغاز کیا تھا اس کے راہ رؤں میں جہاں محمد علی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ ولی دکنی سید محمد فراقی بیجاپوری، محمد رفیع سودا میر تقی میر شیخ قلندر بخش جرات، غلام مصطفیٰ ہمدانی مصحفی، کرامت علی شہیدی، محسن کاکوروی، امیر مینائی، مولانا احمد رضا بریلوی، مولانا حسن رضا بریلوی کے نام نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ انھیں ہمراہیوں مین سالار قافلہ یا سرخیل نعت گو شاعر کی حیثیت سے جس عظیم شخصیت کا نام ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ نام ہے۔۔۔۔۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کا۔

سوانحی خاکہ:- حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کی ولادت ۲۱ صفر المظفر ۱۳۰۰ھ بکم

جنوری ۱۸۸۸ء بروز شنبہ مبارکہ کو شہر مراد آباد یو پی بھارت میں ہوئی۔ نام غلام مصطفیٰ تاریخی ہے

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کے نعتیہ دیوان کے مطالعہ سے واضح ہے کہ آپ نے اپنا تخلص۔ نعیم الدین، نعیم اور منعم استعمال کیا ہے۔ والد ماجد و مورث اعلیٰ مولانا معین الدین نزہت مولانا امین الدین راسخ ابن مولانا کریم الدین آرزو اپنے زمانہ کے مشاہیر علما و شعراء میں شمار کئے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والد ماجد مولانا معین الدین نزہت سے حاصل کی ۸ سال کی عمر میں حافظ سید بن بخش اور حافظ حفیظ اللہ خاں کے پاس قرآن پاک حفظ کیا (۲)

مولانا شاہ فضل احمد امروہوی اور شیخ الکل حضرت مولانا شاہ محمد گل سے علوم متداوم میں کمال پیدا کیا۔ فن طب میں بھی مہارت حاصل کی۔ حضرت مولانا شاہ محمد گل کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر علوم ظاہری و باطن کا تکملہ کیا۔ ۱۳۳۰ھ میں مدرسہ امدادیہ مراد آباد سے سند فراغت حاصل کی والد ماجد نے مادہ تاریخ اس شعر سے نکالا۔

نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے
دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت ۱۳۳۰ (۳)

حضرت صدر الافاضل کی علمی وجاہت و سر بندی کا یہ عالم ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے علم و فضل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پذیرائی کی۔ خلفاء اعلیٰ حضرت کے مرتبین نے لکھا ہے:۔

صدر الافاضل متبحر عالم اور صاحب بصیرت سیاست دان تھے۔ علمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے "الطاری الداری" کا مسودہ آپ کو دکھایا اور جب آپ نے بعض ترمیمات کی سفارش کی تو قبول کر لی گئیں آپ نے بیس سال کی عمر میں "الکلمتہ العلیا لا علاء علم المصطفی" تصنیف فرمائی۔ ڈیڑھ درجن سے زیدہ کتابیں آپ سے یادگار ہیں۔ (۴)

حضرت فاضل بریلوی نے "الاستمداد" کے نام سے ایک موقر رسالہ قلم بند کیا ہے جس میں آپ نے فرقہ باطلہ کا رد و ابطال نظم میں کیا ہے۔ رسالہ میں آپ نے ایک نظم قلم بند کی ہے جس میں جملہ احباب و خلفاء کا ذکر کیا ہے۔ اور ہر ایک کو اس کے مرتبہ کے تناسب سے خدمت دین کرنے کی دعائیں دی ہیں اور فخر و مباہات فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

میرے نعیم الدین کو نعمت
اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں (۵)

حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اپنے وقت کے ایک بید[illegible]م دین اور دیدہ ور سیاست داں کی حیثیت سے بھی تاریخ ہند میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب آپکی سیاسی بصیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

سیاسی دیدہ وری:۔ صدر الافاضل جس دور میں تھے وہ سیاسی اعتبار سے بڑا پر آشوب دور تھا لیکن جس تدبر کے

ذریعہ انہوں نے قوم کی قیادت فرمائی وہ قابل تحسین ہے۔
عام سیاسی رہنماؤں کی طرح وہ نہ تھے، ان کا سیاسی شعور
کتاب و سنت کی روشنی میں تھا۔ وہ ہر مسئلہ کو شریعت کی
روشنی میں پرکھنے کے عادی تھے۔ ان کا سیاسی شعور
مستعاری نہیں تھا بلکہ خود وہ اس کے موجد تھے۔ جب ہندو
نے کانگریسی مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسا کر طرح
طرح کی حرص و آز سے انکی زبانیں گنگ کر دیں اور ہر طرح
انھیں اپنا ہم نوا بنا لیا پھر انکی مشترکہ سازش سے بھولے
بھالے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی جو مکروہ چالیں
چلیں، اور جو ایذیتیں پہنچائیں وہ خود کانگریس کے ظلم وستم
کے منہ بولتا ثبوت ہیں۔ شدھی تحریک، آریہ سماجی شردھانند، گروگو کل اسی ناپاک اور مکروہ سازش کے نتائج و
ثمرات ہیں۔ جب ان سازشوں کے ذریعہ مسلمانوں پر ظلم و
ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے انکی بہو بیٹیوں کی عصمت دری
کی گئی انکی جائیداد و املاک کو نیست و نابود کیا گیا۔ ان کے
بچوں کو یتیم کیا گیا تو اسی پر آشوب اور پر فتن ماحول میں
مسلمانوں کو کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو اس ظلم وستم کا سد
باب کرتی۔ لے دے کے وہی "جمعیتہ العلماء ہند"
تھی جو کانگریس کے ہاتھوں اپنے دین و مذہب کا سودا کر چکی
تھی۔ جب کانگریسوں کی جارحیت و بربریت حد سے تجاوز
کر گئی اور ان کے ظلم وستم کا پانی سر سے اونچا ہو گیا تو
صدر الافاضل کی انقلاب آفریں شخصیت نے غیرت مند
مسلمانوں سے للکار کر فرمایا۔

دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ ہندوؤں پر بھروسہ کرنا کسی
وقت بھی صحیح نہ تھا۔ فرمان حق نکلا۔ کفار سے مسلمانوں کی
فلاح و بہبود کی توقع رکھنا سخت نادانی اور ناعاقبت اندیشی
ہے۔ (٦)

**مناظرانہ حیثیت:-** صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین
مراد آبادی کی زندگی کا ایک روشن باب انکی مناظرانہ حیثیت
ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں
سے مناظرے کئے اور انکو شکست فاش اور اسلام کی
سربلندی ثابت کر کے چھوڑا۔ ایک مناظرہ کا منظر ملاحظہ
فرمائیں۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ! مراد آباد بازار چوک میں
آریہ مبلغ روزانہ شام کو اسلام کے خلاف تقریریں کرتے
تھے۔ حضرت مسجد قلعہ سے نماز جمعہ پڑھا کر واپس آرہے
تھے۔ ملاحظہ فرمایا کہ آریہ مبلغ اعتراض کر رہا ہے اور شاہی
مسجد کے مدرسہ کے ایک مدرس مولوی قدرت اللہ کچھ
جواب دے رہے ہیں اور جب مکمل جواب نہ دے سکے تو
وہاں سے فرار ہو گئے اور آریہ نے تالی بجائی کہ مولوی
صاحب عاجز ہو کر بھاگ گے۔ میرے اعتراض کا جواب نہ
دے سکے حضرت نے فرمایا پنڈت جی ! آپ کا کیا
اعتراض ہے؟ بیان کیجئے میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے
بڑی تسلی سے کہا کہ آپ کے مولوی صاحب جواب نہ دے
سکے آپ کیا جواب دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ! آپ
اعتراض تو کیجئے پھر دیکھیئے تسلی بخش جواب آپکو ملتا ہے یا
نہیں۔ اس نے کہا آپ کے پیغمبر نے اپنے بیٹے زید کی بیوی
سے نکاح کر لیا تھا۔۔۔۔۔

حضرت نے فرمایا کہ زید حضرت کے بیٹے نہ تھے متبنیٰ تھے جسے اردو میں بالک کہتے ہیں۔

حضور نے کرم سے انھیں اپنا بیٹا بنایا تھا۔ شریعت اسلامیہ میں منہ بولا، بیٹا ہوتا ہے نہ وہ ورثہ پاتا ہے اور اگر وہ مرجاتے تو نہ اسکا ورثہ 'بیٹا' کہنے والے کو ملے۔ آریا کہنے لگا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہو جاتا ہے اور ورثہ وغیرہ کے تمام احکام ہندو دھرم میں اسے ملتے ہیں۔۔۔۔۔۔

حضرت نے دلائل عقلیہ سے اسے ثابت فرمایا کہ کسی کو بیٹا کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت میں جس کے نطفہ سے وہ پیدا ہے اسی کا بیٹا ہوتا ہے۔ صرف زبان سے بیٹا کہنا اسکی حقیقت کو نہیں بدلتا اسے ایسے عمدا طریقے سے بیان فرمایا کہ سارا مجمع اس سے متاثر ہوا مگر وہ پنڈت ضد سے کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا۔ سارا مجمع اس سے کہتا کہ عقل کی روشنی میں دیکھ مگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔

حضرت نے کہا اچھا میں ابھی تجھے منوا دیتا ہوں۔ سنو! مجمع والو میں کہتا ہوں کہ پنڈت جی تم میرے بیٹے ہو۔ تین مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ پنڈت جی تم میرے بیٹے ہو اب میرے کہنے سے تم میرے منہ بولے بیٹے ہو گئے اور بقول تمہارے منہ بولے بیٹے کے تمام احکام ثابت ہو گئے۔ بیٹے کی بیوی حرام اور بیٹے کی ماں حلال تو تمہاری ماں میرے لیئے حلال ہو گئی۔

آریہ پنڈت کہنے لگا آپ گالی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا مدعا ثابت، جب تو خود اسے گالی تسلیم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا۔

یہ سن کر پنڈت مجمع سے چلایا کہ آپ کے مولوی صاحب چلے گئے تھے اب میں جاتا ہوں۔ [۷]

اس وقت میرے پاس حضرت صدر الافاضل کے نعتیہ دیوان ریاض نعیم کا جو نسخہ ہے وہ مکتبہ نعیمیہ دیپا سرائے سنبھل مراد آباد سے چھپا ہے مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اس نسخہ کے شروع میں نہ تو کوئی مقدمہ ہے اور نہ ہی حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی شاعرانہ عظمت پر کوئی دقیع مضمون ہی۔۔۔۔۔ آپ کے دیوان کی ابتداء مسنون طریقہ پر حمد سے ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں

سب کا پیدا کرنے والا میرا مولیٰ میرا مولیٰ
سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولیٰ میرا مولیٰ
جگ کا خالق سب کا مالک وہی باقی، باقی مالک
سچا مالک سچا آقا میرا مولیٰ میرا مولیٰ۔ [۸]

حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت نبی کا آغاز ہوتا ہے جس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں۔

اے بہار زندگی بخش مدینہ مرحبا
اے فضائے جانفزائے باغ طیبہ مرحبا
غنچۂ پژ مردہ دل کو شگفتہ کر دیا
مرحبا اے باد صحرائے مدینہ مرحبا
سر مہ نور بصر ہو آ کے میری آنکھ میں
مرحبا صد مرحبا اے خاک بطحا مرحبا
آستان پاک پر امیدواروں کے ہجوم
رحمت عالم سے کہتے ہیں کریما مرحبا
یہ نعیم الدین اور طیبہ کے جلوے یا عجب

مرحبا فضل و عطائے شاہ طیبہ مرحبا (۹)

اس کے بعد حضرت صدر الافاضل نے اپنے پیرو مرشد حضور سیدی شاہ علی معین الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نعیمیہ شان میں ایک منقبت تحریر کی ہے۔ منقبت کے ہر حظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس منقبت کو مقام مطاف میں بیٹھکر تحریر کیا ہے۔ حج بیت اللہ یا زیارت بیت اللہ وزیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا ثبوت درج ذیل اشعار سے بھی ہوتا ہے۔

دیار نبی میں گزر ہو گئی
یہ تقدیر کس اوج پر ہو گئی

لیئے قلب مضطر مدینہ میں پہنچا
تسلی زمیں چوم کر ہو گئی

نگاہیں فدا روضہ پاک پر
جبیں عاشق سنگ در ہو گئی (۱۰)

اس کے بعد دیگر کر کے دو نعتیں ہیں۔ ان نعتوں میں تغزل کا مفہول اس قدر گہما گہمی کے ساتھ جلوہ فرما ہے کہ بڑی مشکل سے امتیاز ہوتا ہے کہ نعتیہ کلام ہے۔ نعت یا حمد میں اس طرح تغزل کے مفہوم کو پیش کرنا صوفی شاعروں کا طریقہ ہے۔ اور صدر الافاضل کو یہ جداگانہ انداز اپنے پیرو مرشد حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی سے ملا ہے وہ فرماتے ہیں۔

راز وحدت کھلے نعیم الدین
اشرفی کا یہ فیض تجھ پر ہے (۱۱)

حضرت سید شاہ علی حسین کچھوچھوی اپنے زمانہ کے جید عالم دین تھے۔ کثیر مقدار میں لوگوں نے آپکے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا۔ سلسلہ ارادت بھی کافی وسیع ہے۔ خلفائے اعلیٰ حضرت کے مرتبین لکھتے ہیں۔

صدر الافاضل حضرت شاہ محمد گل علیہ الرحمہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ بیعت کے بعد حضرت شاہ صاحب نے آپکو حضرت شاہ علی حسین کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۵ھ) کے سپرد کر دیا۔ صدر الافاضل نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ ہی سے خلافت و اجازت حاصل کی۔ آپ ہی کی اجازت سے فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمہ (م ۱۹۲۱ء) سے بھی خلافت و اجازت حاصل کی۔ صدر الافاضل، فاضل بریلوی کے راز دار اور رمز شناس تھے۔ آپ نے ان کے مشن کو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا اور مسلمانان ہند کی سیاسی اور مذہبی امور میں رہنمائی فرمائی۔ (۱۲)

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ حضرت صدر الافاضل کے نعتیہ کلام میں عشق ووارفتگی کا ایک الگ ہی رنگ پایا جاتا ہے۔ جسکی تہہ تک رسائی کے لئے بہت ہی تجسس اور فکری شعور کی ضرورت ہے۔ اور وہ رنگ ہے عشق حقیقی یا تصوف کا۔ جب ہم حضرات صوفیائے کرام کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے کلام میں بھی وہی شعور فکر اور احساسات ملتے ہیں۔

حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی نعتوں کے چند اشعار اسی قبل کے ملاحظہ فرمائیں

ہے کون جو شائق ہو مری طرح ستم کا
مشتاق دل و جان سے ہوں درد کا غم کا
دزدیدہ نگاہوں سے مجھے آپ نے دیکھا
ممنوں ہوں میں آپ کے اس لطف و کرم کا
سنتے ہیں نعیم آتے ہیں وہ بہر عیادت
کیا آج ستارہ مری تقدیر کا چمکا (۱۳)

کس کے وعدہ پہ اعتبار رہا
مرتے مرتے بھی انتظار رہا
آنکھ وہ دید سے جو شاد رہی
دل جو دلبر سے ہم کنار رہا
ہائے منعّم کی بے کسی افسوس
نزع میں بھی اشکبار رہا (۱۴)

تکتے رہتے ہیں عجب طرح سے راہِ امید
حسرت دید تماشائے نگاہِ امید
بے نیازی نے تری مار ہی ڈالا ہوتا
خیر سے بچ گئے ہم پاکے پناہِ امید
آپ جاتے ہیں مرے گھر سے تو یہ یاد رہے
چھوڑ کر آتے ہیں منعم کو تباہِ امید (۱۵)

حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کے نعتیہ دیوان "ریاض نعیم" میں چند خمسے ہیں۔ دو خمسے حضرت جامی رحمتہ اللہ علیہ کی طرز و آہنگ اور انکی فکری روش میں

کہے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو ہر ایک سے نمونۂ کلام۔

اَحسنَ اللہ اِلَینَا حُسنَا
بارک اللہ تعالٰی فِینَا
نَحنُ فی سِکَّۃ بِلدک طُفنا
شرف کعبہ بود کوئے ترا
زاد ھَا اللہ تعالٰی شرفا
زانکہ بداز عشقش سر مست
دلق اندر بغل وکاسہ بدست
دلق انداختہ وکاسہ شکست
زائر کوئے تو از کعبہ گذشت
سر بکوئے تو کجا کعبہ کجا (۱۶)

ہے ہجراں و حرماں کے صدمے اشد
یہ دوری کے رنج و الم بے عدد
ہمارے غموں کی نہیں کوئی حد
نہ پیکے کہ از تا پیامش برد
نہ بادے کہ روزے سلامش برد

نہ بے چینی میں کچھ کمی ہے نہ کاست
نہ دل را قرارے نہ غم را دواست
ہو کس طرح سے کوئی تدبیر راست
مرا طاقت دیدن او کجاست
کہ بیخود شود ہر کہ نامش برد (۱۷)

حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کے نعتیہ دیوان "ریاض نعیم" میں تین منقبتیں ہیں۔ پہلی

منقبت انہوں نے اپنے پیرو مرشد حضرت سیدی شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں تحریر کی ہے جس کا ذکر اوپر کیا جاچکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند اشعار۔

شہ قبلہ دلم چو بکعبہ طواف را
پر نور کرد از رخ روشن مطاف را
بارید در نہ نرگس سیراب تر نمود
گل را و چاہ را و صراحی صاف را
اے دستگیر دست نعیم حزیں بگیر
انجام حزن نیست مراحل عفاف را (۱۸)

دوسری منقبت شہزادہ عالی جاہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے جس میں حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے حضرت امام علی اکبر کے ان تمام اوصاف کا ذکر کیا ہے جو انکی قد آور شخصیت کا جز تھے۔

نور نگاہ فاطمہ آسماں جناب
صبر دل خدیجہ پاک ارم قباب
لخت دل امام حسین ابن بو تراب
شیر خدا کا شیر و شیروں میں انتخاب
صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب
گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب
چہرہ سے شاہزادہ کے اٹھا ہی تھا نقاب
مہر سپہر ہوگیا فجلت سے آب آب
شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل
بستان حسن میں گل خوش منظر شباب (۱۹)

اور تیسری منقبت شہید کربلا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ یہ منقبت اتنے سلیس و دلنشیں انداز میں تحریر کی گی ہے کہ جی چاہتا ہے پڑھتے ہی رہے۔

عابد کبریا امام حسین
زاہد بے ریا امام حسین

گلِ گلزار سید عالم
مہ جبیں خوش لقا امام حسین

حضرتِ فاطمہ کے نورِ نظر
دین حق کی ضیا امام حسین

قرۃالعین حضرتِ حیدر
سید اولیاء امام حسین

سبط اکبر کے راحت دل و جاں
قوتِ مجتبیٰ امام حسین

جملہ اصحاب کے قرارِ دل
وارث انبیاء امام حسین (۲۰)

حضرت صدر الافاضل کے نعتیہ دیوان میں "ترجیع بند" اور مناجات کے عناصر بھی جلوہ فرما ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے ایک ترجیع بند میں فرماتے ہیں۔

کھول دو سینہ مرا فاتح مکہ آکر
کعبۂ دل سے صنم کھینچ کے کردو باہر

پردے غفلت کے نگاہوں سے ہٹا دو یکسر
مجھ سیہ کار پہ فرما دو عنایت کی نظر

نور ایمان سے مرا سینہ منور کردو
دل میں عشقِ روخِ پُر نور کا جذبہ بھر دو

دل تاریک کرم ہو تو مجلی ہو جائے
تیرہ آئینہ توجہ سے مصفّا ہو جائے

سینہ انوار گہ جلوہ مولیٰ ہو جائے
دل میں تم آؤ تو دل عرش معلیٰ ہو جائے

نور ایمان سے مرا سینہ منور کر دو
دل میں عشق رخ پر نور کا جذبہ بھر دو (۲۱)

حضرت صدر الافاضل کی مناجات احساس دروں کا ایک ایسا مرقع ہے۔ جسکو پڑھنے کے بعد اپنے کرتوتوں کا احساس ہوتا ہے اور دل اندر ہی اندر ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کرتا ہے۔ الحاصل یہ مناجات ایک وظیفہ کا درجہ رکھتی ہے ایسا وظیفہ جس سے رب کریم کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں

رہے گی ناخن فرقت کی کب تک سینہ افگاری
کرے گی یاس تاکہ زخم پر دل کے نمک باری

بہیں گے دل کے ٹکڑے بن کے آنسو آنکھ سے کب تک
رہیں گے چشم پر ارماں سے کب تک اشک غم جاری

نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ کوئی مادی ساماں
جو کچھ ساماں ہے تو چھوٹی سی تھوڑی گریہ وزاری

ذرا بھی چشم رحمت ہو تو مٹ جائیں گناہ میرے
مرادیں سب بر آئیں نکلیں دل کی حسرتیں ساری

وہ الطاف کریمانہ ہوں وہ انعام شاہانہ
نعیم الدین کو دیکھیں دیدۂ حسرت سے در باری

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کا نعتیہ شاعری میں جہاں بہت سارے موضوعات پر نعتیں ملتی ہیں وہیں انکی نعتوں میں غم روزگار بھی ذکر ملتا ہے چنانچہ ڈاکٹر محسن عثمان ندوی لکھتے ہیں "نعیم الدین مراد آبادی کی نعت میں بھی آلام روزگار اور حوادث زمانہ کا شکوہ موجود ہے"

اے زائرِ کوئے نبی اتنا تو کر اے مہرباں
اہل مدینہ کو سنا حال نعیم خستہ جاں

یہ شورش طوفان غم یہ شوزش رنج والم
ہجراں کے یہ جور وستم اور یہ ضعیف و ناتواں

اعداء کے نرغے ہیں جدا اپنے ہوتے ہیں بے وفا
ہر سمت سے آئی بلد آفت کا ٹوٹا آسماں (۲)

اب تک حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کے نعتیہ دیوان "ریاض نعیم" سے صرف مخصوص موضوعات پر لکھی گئی نعتوں یا منقبتوں کا ایک اجمالی خاکہ یا نمونہ کلام

پیش کیا گیا ہے اگرچہ نمونہ کلام یا دو چند اشعار کی شاعری کی عظیم شخصیت اور اس کے شاعرانہ افکار و خیالات کی سچی تصویر پیش نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پروفیسر جلیل قدوائی کا کہنا ہے۔

چونکہ میں ایک ایک، دو دو متفرق اشعار پیش کر کے کسی شاعر کے انداز سخن اور اس کے کلام کے حسن و قبح پر کوئی دلیل قائم کرنا محکم طریقہ کار نہیں مانتا" (۲۴)

مگر اس کے باوجود کسی بھی شاعر کے پورے دیوان کو کسی مضمون میں سمو دینا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے طریقہ قدیم پر کار بند رہتے ہوئے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کے نعتیہ دیوان سے منتخب اشعار کا ایک گل دستہ پیش کیا جارہا ہے جو یقیناً انکی نعت گوئی کی تفہیم کا شعور عطا کرنے میں معاون ثابت ہو گا۔

تکتے رہتے ہیں عجب طرح سے راہ امید
حسرت دید تماشائے نگاہ امید

بے نیازی نے تری مار ہی ڈالا ہوتا
خیر سے بچ گئے ہم پا کے پناہ امید

آپ اتنا تو سمجھیئے کہ لگی رہتی ہے
آپ کے لطف پہ سرکار نگاہ امید (۲۵)

-----○-----

دلِ افگار کا خدا حافظ
تنِ بیمار کا خدا حافظ

بے زری بیکسی میں عزمِ حرم
ایسے ناچار کا خدا حافظ

دشمنوں کے برے ارادے ہیں
مسلم زار کا خدا حافظ

آہ کرتی ہے آہ کش کو ذلیل
دل کے اسرار کا خدا حافظ

کیا ظالم نے آشیاں ویراں
بلبلِ زار کا خدا حافظ

بندہ تنہا مصیبتیں بے حد
منعم زار کا خدا حافظ (۲۶)

-----○-----

کرتے ہیں کس پر کچھ ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم
مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو

بد ہیں اگرچہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور
کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں میں تو

آپ کے درچہ گر نہ آئیں کون سا در ہے جس پہ جائیں
سامنے کس کے سر جھکائیں آپ ہمیں بتائیں تو

حال مرا تباہ ہے نامہ مرا سیاہ ہے
ہیچ مرا گناہ ہے آپ اگر بچائیں تو

دل کی مراد انکی دید، دید ہے انکی دل کی عید

عید نہیں ہے کچھ بعید لطف سے گر بلائیں تو
کرنے کو جان و دل فدا روضۂ پاک پر شہا
پہنچے نعیمِ بے نوا آپ اگر بلائیں تو (۲۷)

-----○-----

شب غم بھی آخر بسر ہوگئی
تڑپتے تڑپتے سحر ہوگئی

مدینہ کا دیدار مشکل نہیں
نگاہِ عنایت اگر ہوگئی

مواجہ میں عرض صلوۃ و سلام
مری آبرو اس قدر ہوگئی

میسر ہوا بوسۂ سنگ در
یہ عزت تری نامہ بر ہوگئی

نعیم خطاکار پر یہ کرم
شفاعت نبی کی سپر ہوگئی (۲۸)

-----○-----

غریبوں کی حاجت روا کرنے والے
فقیروں کو دولت عطا کرنے والے

عفو کرنے والے عطا کرنے والے
کرم چاہتے ہیں خطا کرنے والے

یعمِ سیاہ کار پر بھی کرم ہو
دو عالم کو دولت عطا کرنے والے (۲۹)

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ دیوان کا خاتمہ درج ذیل شعر پر ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی شان میں کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

اَصَرَ وَ مَعَ اَحْمَدَ رَضَا اَعلامِ کُفرِ
فَکَمَا لَعَا اَصَرَّ مَعَ اَحْمَدَ رَضَا (۳۰)

-----------

## کتابت

-----○-----

۱ --- سرور کونین کی فصاحت علامہ شمس بریلوی، دہلی، ص ۳۴۱
۲ --- معارف رضا شمارہ ہشتم ۱۹۸۸ء ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ص ۱۹۹
۳ --- ماہنامہ جہان رضا لاہور مرکزی مجلس رضا لاہور ماہ جنوری فروری ۱۹۹۵ء ص ۱۴
۴ --- خلفائے اعلیٰ حضرت۔ ڈاکٹر مجید اللہ قادری و محمد صادق قصوری ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا کراچی، ص ۳۴۱
۵ --- الاستمداد۔ امام احمد رضا محدث بریلوی، قادری بک ڈپو، بریلی ص ۹۰
۶ --- ماہنامہ جہان رضا لاہور، مرکزی مجلس رضا لاہور، ماہ جنوری فروری ۱۹۹۵ء ص ۱۵
۷ --- معارف رضا شمارہ ہشتم ۱۹۸۸ء ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ص ۲۰۳، ۲۰۴
۸ --- ریاض نعیم۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی مکتبہ نعیمیہ سنبھل مراد آباد ص ۳

٩ ـ ریاض نعیم ـ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ص ٣

١٠ ـ ریاض نعیم ـ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ص ٢٨

١١ ـ ریاض نعیم ـ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ص ٣٤

١٢ ـ خلفائے اعلیٰ حضرت ـ ڈاکٹر مجید اللہ قادری و محمد صادق قصوری ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ص ٣٣٤

١٣ ـ ریاض نعیم ـ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ص ٤

١٤ ـ ریاض نعیم ـ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ص ٥

١٥ ـ ایضاً ص ٩ ‏ ١٦ ـ ایضاً ص ٥، ٦ ‏ ١٧ ـ ایضاً ص ١٠

١٨ ـ ایضاً ص ٤ ‏ ١٩ ـ ایضاً ص ٧ ‏ ٢٠ ـ ایضاً ص ١٧

٢١ ـ ایضاً ص ٢٥ ‏ ٢٢ ـ ایضاً ص ٣٠

٢٣ ـ کاروان ادب ـ مولانا محمد رابع حسنی ندوی ـ رابطہ ادب اسلامی (عالمی) لکھنؤ ص ١٠٣ ـ ١٠٤

٢٤ ـ ماہنامہ القول السدید ـ نعت نمبر ـ محمد طفیل شمارہ مارچ تا مئی ١٩٩٤ء لاہور ص ٣٧

٢٥ ـ ریاض نعیم ـ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی مکتبہ نعیمیہ سنبھل مراد آباد ص ٩

٢٦ ـ ایضاً ص ١٢ ‏ ٢٧ ـ ایضاً ص ٢٤

٢٨ ـ ایضاً ص ٢٨ ‏ ٢٩ ـ ایضاً ص ٣٦

٣٠ ـ ایضاً ص ٣٨


# قرطاس رکنیت

# الجمعیۃ العالیۃ الاسلامیہ

## (سنی کانفرنس بنارس)

حضرت ناظم صاحب ، السلام علیکم

میں ‏ بن ‏ ساکن ‏ ضلع ‏ سنی

بکمال خلوص و نہایت شوق جمعیۃ عالیہ اسلامیہ کی رکنیت کی درخواست کرتا ہوں میں نے جمعیۃ عالیہ کے اغراض و مقاصد پڑھ لئے ہیں اور دل سے انکے ساتھ متفق ہوں لہذا جمعیۃ عالیہ کی خدمت و اعانت موجب سعادت دارین جانتا ہوں۔

دین کی حمایت مذہب کی حفاظت برادران اسلام کیساتھ محبت، دشمنان اسلام اور تمام فرق ضالہ سے مجانبت اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت مسلمانوں کی ہمدردی و خیر خواہی فرض سمجھتا ہوں جمعیۃ عالیہ کے مقاصد کیلئے ہر امکانی سعی کام میں لاؤں گا۔ اور اپنے مقدور تک کسی خدمت میں دریغ نہ کروں گا۔ جمعیۃ عالیہ کیلئے مبلغ ‏ چندہ پیش کرتا ہوں اور ایک آنہ ماہانہ پیش کیا کروں گا۔

العبد

# امام احمد رضا اور علماء بلوچستان

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری
(استاذ، شعبۂ ارضیات، کراچی یونیورسٹی، کراچی)

امام احمد رضا خاں قادری برکاتی محدث بریلوی (پ ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۶ء ۔ م ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء) ابن مولنا مفتی محمد نقی علی خاں قادری برکاتی بریلوی (پ ۱۲۴۶ھ / ۱۸۳۰ء ۔ م ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء) ابن مولنا مفتی محمد رضا علی خاں بریلوی (پ ۱۲۲۴ھ / ۱۸۱۰ء ۔ م ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء) کے آباؤ اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور کے راستے غالباً بارھویں صدی ہجری کے اواخر میں روہیلکھنڈ بریلی تشریف لائے۔ (۱) امام احمد رضا کے جدِ امجد مولنا مفتی رضا علی خاں الافغانی نے بریلی شہر میں ۱۲۴۶ھ میں اس خاندان میں دارالافتاء کی بنیاد رکھی۔ (۲) مفتی رضا علیخاں بریلوی کے وصال کے بعد ان کے لائق وفائق فرزند خاتم المحققین، امام المدققین، حامی السنتہ، ماحی البدعتہ حضرت علامہ مولنا مفتی محمد نقی علی خاں بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس "مسند افتاء" کو رونق بخشی اور آپ ہی کی زندگی میں امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس "مسند افتاء" کی اہم ذمہ داری صرف ۱۴ سال کی عمر میں سنبھال لی آپ خود اس سلسلے میں اپنے وصایا شریف میں فرماتے ہیں۔

"میرے دادا صاحب (عارف باللہ سیدنا المولوی رضا علی خاں) علیہ الرحمہ نے مدت العمر یہ کام کیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ میرے والد (سیدی و والدی و ولی نعمتی المولوی محمد نقی علی خاں) قدس سرہ العزیز کو چھوڑا۔ میں نے چودہ برس کی عمر میں ان سے یہ کام لے لیا۔ پھر چند روز بعد امامت بھی اپنے ذمہ لے لی۔ غرض کہ میں نے اپنی صغر سنی میں کوئی بار ان پر نہ آنے دیا"۔ (۳)

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے خاندان میں قائم دارالافتاء کی مسلسل ۵۵ برس (۱۲۸۶ تا ۱۳۴۰ھ) خدمت انجام دی۔ امام احمد رضا کی حیات میں آپ کے سب سے چھوٹے بھائی مولنا مفتی محمد رضا خاں بریلوی (۴)

م ۱۹۳۹ء) بھی فتویٰ نویسی فرماتے رہے ساتھ ہی امام احمد رضا کے صاحبزادگان خلف اکبر حضرت مولنا مفتی حجتہ اسلام مولوی حامد رضا خاں قادری برکاتی بریلوی (۵) (م ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۳ء) اور خلف اصغر مفتی اعظم حضرت مولنا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری نوری بریلوی (۶) (م ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء) بھی اپنی تمام عمر اسی دارالافتاء کی خدمت انجام دیتے رہے۔ آج بھی بحمد اللہ جبکہ اس مسند افتاء کو قائم ہوتے ۱۶۲ برس ہوچکے ہیں، اس خانوادے کی خدمت افتاء فی سبیل اللہ جاری ہے۔ ان دنوں بریلی شریف کے اس مرکزی دارالافتاء میں مولنا و مفتی محمد اختر رضا خاں قادری بریلوی الازہری ابن مولنا مفتی ابراہیم رضا خاں قادری بریلوی (م ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء) ابن مولنا مفتی حامد رضا خاں بریلوی اور مولنا مفتی سبحان رضا خاں قادری بریلوی ابن مولنا مفتی محمد ریحان رضا خاں قادری بریلوی (۷) (م ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء) ابن مولنا مفتی محمد ابراہیم رضا خاں قادری فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا ریحان رضا خاں کے انتقال کے بعد ان کے خلف اکبر مولانا سبحان رضا خان نے یہ مسند سنبھالی ہے احقر کے مطالعے کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے چند مخصوص علمی خانوادوں میں سے امام احمد رضا کا خانوادہ ایک ایسا خانوادہ ہے جس نے ڈیڑھ سو برس سے زیادہ عرصے سے فتویٰ نویسی کی مسلسل خدمت انجام دی ہے یہ ایک بڑا اعزاز ہے جو اس خانوادے کو حاصل رہا ہے

امام احمد رضا جب اس مسند افتاء پر رونق افروز تھے اس وقت تمام اکناف عالم سے سوالات اور استفتاء آپ کے دارالافتاء پہنچتے تھے۔ بریلی شریف کی سرزمین سے عالم اسلام کا "مجدد اعظم" تمام علوم و فنون کی روشنی دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک پہنچا رہا تھا اگرچہ آپ کے ہمعصروں میں بہت سارے مفتیان عرب و عجم بھی یہ خدمات انجام دے رہے تھے مگر جو مرکزیت پورے عالم اسلام میں آپ کو حاصل تھی وہ آپ کی حیات تک کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آپ اپنے دور کے بڑے بڑے علماء و مشائخ اور مفتیان کے مرجع تھے۔ اسی لئے آپ کو چودھویں صدی ہجری کا "مجدد" تسلیم کیا گیا۔(۸)

راقم السطور اس مقالے سے قبل کئی مقالات کے مختلف علاقوں سے نسبت رکھنے والے علماء و مشائخ کے اعلحضرت سے رابطہ و تعلق کے حوالے سے قلمبند کر چکا ہے جنھوں نے مختلف معاملات اور جدید مسائل میں امام احمد رضا خاں بریلوی کی طرف رجوع کیا مثلاً۔

(۱)۔ امام احمد رضا اور علمائے بھرچونڈی شریف سکھر مطبوعہ ۱۹۹۴ء۔

(۲)۔ امام احمد رضا اور علمائے کراچی مطبوعہ ۱۹۹۴ء۔

(۳)۔ امام احمد رضا اور علمائے سندھ مطبوعہ ۱۹۹۵ء۔

(۴)۔ امام احمد رضا او علمائے ریاست بہاولپور مطبوعہ ۱۹۹۵ء۔

(۵)۔ امام احمد رضا اور علمائے لاہور مطبوعہ ۱۹۹۶ء۔

الحمد للہ اس طرح کے مزید مقالات ابھی زیر تالیف ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں

١--- امام احمد رضا اور علمائے سرحد (ہزارہ، پشاور، ڈیرہ اسمعیل خاں، اٹک)

٢--- امام احمد رضا اور علمائے بالائی پنجاب (پاکستان) (راولپنڈی، گوجر خاں، گولڑہ)

٣--- امام احمد رضا اور علمائے مشرقی پنجاب (پاکستان) (گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ)

٤--- امام احمد رضا اور علمائے مغربی پنجاب (پاکستان) (ڈیرہ غازی خاں، تونسہ شریف)

٥--- امام احمد رضا اور علمائے وسطی پنجاب (پاکستان) (سرگودھا، جہلم، بھیرہ، ملتان)

٦--- امام احمد رضا اور علمائے بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ

اس مقالے میں صوبۂ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مستفتیان کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے۔ صوبۂ بلوچستان رقبہ کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، اس کے مشرقی حصے میں کوہ سلیمانیہ اور کوہ کیر تھر کے پہاڑی سلسلے ہیں اور اس کا مغربی حصہ کوہ چاغی، کوہ خاران و مکران پر مشتمل ہے۔ زیر نظر مقالہ کی ترتیب کے مطابق صوبہ بلوچستان کے جن علاقوں سے علماء و مشائخ نے بریلی شریف، مختلف مسائل میں رجوع کیا ان بستیوں کا تعلق کوہ سلیمانیہ اور کوہ کیر تھر کے علاقوں سے ہے اور اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

١--- مولنا مولوی قاضی قادر بخش بغلانی چوہر کوٹ بار کھان [٩]

٢--- مولنا مستری احمد الدین فورٹ سنڈیمن

٣--- مولوی عبد الرشید خضدار

راقم نے ان تمام مستفتیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش اور صرف بار کھان سے تعلق رکھنے والے مفتی مولوی قاضی قادر بخش صاحب کے متعلق معلومات حاصل ہوسکیں بقیہ دو حضرات کا تذکرہ حاصل نہ ہوسکا۔ کئی سال سے راقم کو بلوچستان کے ان علما سے متعلق جستجو تھی جن کے قلمی روابط امام احمد رضا سے قائم تھے۔ متعدد اہل قلم سے ان افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی بلا آخر میرے ایک کرم فرما دوست محبی عزیزی پروفیسر محمد بخش قمر صاحب [١٠] نے میرے ساتھ تعاون فرمایا اور کوئٹہ میں رہتے ہوئے بار کھان کی بستی کے ایک معزز شخصیت جناب استاد حاجی کریم داد صاحب [١١] سے خط کے ذریعہ رابطہ قائم کروایا جن کا پہلا تفصیلی خط احقر کو ٢١ ستمبر ١٩٩٦ء کو موصول ہوا جو ٥ صفحات پر مشتمل تھا جس میں مولوی قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں جو انھوں نے بار کھان میں موجود اس خاندان کے افراد سے حاصل کئے ہیں۔ حاجی کریم داد صاحب مدظلہ العالی نے احقر کا رابطہ مولوی قادر بخش کے بھتیجے مولوی اللہ یار چشتی [١٢] سے کروا دیا اور ان کا پہلا خط راقم کو ستمبر ١٩٩٦ء کے آخر میں موصول ہوا اس طرح دو واسطوں کے بعد احقر کے تعلقات براہ راست مولوی قاضی قادر بخش کے خاندان سے قائم ہوگئے۔ جلد ہی مولوی اللہ یار صاحب زید مجدہ کی بار بار دعوت کے اسرار پر بار کھان کا دسمبر ١٩٩٦ء میں دورہ

بھی کیا۔ اس دورہ میں احقر کے ساتھ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے مرکزی آفس سیکریٹری اور نوجوان محقق عزیزم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری سلمہ بھی تھے۔

راقم السطور نے اس مطالعاتی دورے میں بارکھان میں آباد قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ کے خاندان کے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا اور مفید معلومات حاصل کیں۔ قاضی قادر بخش کی اگرچہ کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس لئے تمام تر معلومات ان کے ایک حقیقی بھائی مولوی کریم بخش جو ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں، کافی ضعیف ہیں اور لگ بھگ ۸۸ سال کی عمر شریف ہے اور دوسرے ان کے بھتیجے مولوی اللہ یار چشتی ابن مولوی احمد یار (م ۱۹۹۲ء) سے حاصل کیں۔ اس خاندان اور خانوادے کی تمام معلومات زبانی اور سینہ بہ سینہ روایات پر مشتمل ہیں کیونکہ اس خاندان کے اسلاف کا کوئی قلمی تذکرہ موجود نہیں ہے اگر چہ ان کے کتب خانے میں آج بھی سینکڑوں کتابیں محفوظ ہیں لیکن خود خاندان کے حالات کسی نے قلمبند نہیں فرمائے مگر بقول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں
مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا
(حدائق بخشش)

مولانا قاضی قادر بخش بغلانی:

قاضی قادر بخش ابن مولوی قاضی محمد یار بروز پیر شوال المعظم کے مہینے میں ۱۲۸۶ھ میں تحصیل تونسہ شریف کی ایک بستی بغلانی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مادری زبان سرائیکی تھی اور خاندان رند بلوچ تھا۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی کچھ عرصہ تونسہ شریف میں بھی زیر تعلیم رہے بعد میں مزید تعلیم کے لئے ہند کا رخ کیا اور لکھنؤ کے ایک مدرسے میں ۱۳ سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے اس کے علاوہ اور بھی کئی شہروں میں حصول علم کے لئے تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر واپس چوہر کوٹ بارکھان تشریف لائے اور یہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا مگر باقاعدہ کوئی دینی مدرسہ یا دارالعلوم قائم نہیں کیا البتہ قرآن و حدیث کا درس اپنی خانقاہ اور مسجد میں دیتے رہے۔ عربی، فارسی اور اردو زبان پر بھی مکمل دسترس حاصل کی آپ کی تحریر عموماً فارسی زبان میں ہوتی تھی۔

آپ کی شادی خانہ آبادی دیر سے جمادی الاخر ۱۳۲۹ھ میں مائی غلام جنت سے ہوئی آپ کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور زوجہ کا انتقال آپ کے وصال سے چند ماہ قبل ۱۳۴۰ھ میں ہوا جبکہ آپ کا وصال مبارک ۱۴ ذی قعدہ ۱۳۴۰ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک لب سڑک چوہر کوٹ کے قبرستان میں ہے۔ جہاں ہر سال عرس بھی منایا جاتا ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر صرف ایک چادر پڑی ہے، نہ کوئی کتبہ ہے اور نہ ہی کوئی گنبد۔ فقیر کے استفسار پر مولوی اللہ یار چشتی نے بتایا کہ ہم نے کئی دفع گنبد وغیرہ بنانے کی کوشش کی مگر ہر دفعہ چچا صاحب نے خواب میں آکر منع فرما دیا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ خود ان کے والد

ماجد مولوی احمد یار پر بھی کوئی گنبد اور کتبہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ حضرات اپنے فقیرانہ مزاج کی بناء پر پسند نہیں فرماتے تھے۔

قاضی قادر بخش بغلانی کا سلسلہ بیعت تونسہ شریف کے سلسلے سلیمانیہ کے بزرگ حضرت خواجہ محمد حامد تونسوی علیہ الرحمہ (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء) ابن صاحبزادہ حضرت خواجہ حافظ محمد موسیٰ تونسوی علیہ الرحمہ (م ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء) ابن حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ الرحمہ (م ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء) سے تھا[9] آپ کو خلافت و اجازت بھی حاصل تھی مگر زندگی میں کسی کو بیعت نہ فرمایا۔

خاندان اور شجرہ نسب:۔

مولوی کریم بخش مدظلہ العالی نے اپنے خاندان اور اسلاف کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے مورث اعلیٰ مولوی قاضی علی محمد علیہ الرحمہ تھے آپ بغلانی بستی کے معروف عالم دین اور فاضل تھے۔ ہمارے خاندان میں آپ کو سب سے پہلے علاقہ کا قاضی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور پانچ پشت تک یہ سلسلہ خاندان میں قائم رہا اور مولوی قاضی قادر بخش کے بعد اس خاندان میں کوئی عالم پیدا نہ ہوا۔ ہمارے خاندان میں قاضی قادر بخش نے بہت شہرت حاصل کی لیکن آپ کے وصال کے بعد یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔

خاندانی شجرہ:۔

قاضی علی محمد
↓
قاضی اللہ یار
↓
قاضی احمد یار
↓
قاضی محمد یار
↓
اللہ بخش — قاضی قادر بخش (لاولد) — خدا بخش (لاولد)

احمد یار — کریم بخش (حیات)

خاندانی حالات:۔

مولوی قاضی قادر بخش بغلانی کا خاندان تیرھویں صدی ہجری کے نصف تک پنجاب کے علاقے ضلع ڈیرہ غازی خاں کی تحصیل تونسہ شریف کی ایک بستی بغلان میں آباد تھا۔ قاضی قادر بخش کے والد ماجد مولوی قاضی محمد یار (المتوفی ۷ صفر المظفر ۱۳۳۳) بغلانی سے نقل مکان کر کے تحصیل بارکھان کی بستی چوہر کوٹ میں سکر آباد ہو گئے اور قاضی محمد یار صاحب مقامی مسجد میں امامت فرمانے لگے۔

مولوی کریم بخش مدظلہ العالی نے اپنے خاندان کی بغلانی سے چوہر کوٹ بارکھان بلوچستان نقل مکانی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا!

جب ہمارا خاندان بغلان کی بستی میں آباد تھا تو والد صاحب (مولوی محمد یار) کے خاندان میں ایک وٹہ کے رشتے کے سلسلے میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ والد صاحب از روئے شریعت وٹہ کے رشتہ (جس میں ایک گھر سے لڑکی اس شرط پر لی جاتی ہے کہ اس گھر کو اپنی لڑکی دی بھی جائے) کو ضروری نہیں سمجھتے تھے

ر اگر شرطیہ ایسا کیا جائے تو اس کو ناجائز تصور کرتے تھے۔
فاق سے خاندان میں ایسے ایک رشتہ کا سلسلہ شروع ہوا اور
شتہ داروں نے وٹہ کے بغیر رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور یہ
سئلہ ایک تنازعہ بن گیا والد صاحب اس تنازعہ کے باعث
راض ہو کر نقل مکانی کرتے ہوئے چوہر کوٹ تشریف لے
ئے اور پھر مستقل یہیں آباد ہو گئے۔ اب یہ خاندان
وہر کوٹ کے بجائے بارکھان مین آباد ہے۔ والد صاحب
ولوی محمد یار علیہ الرحمہ کا ۱۳۳۳ھ میں چوہر کوٹ میں
نتقال ہوا مگر آپ کا مزار ہمارے آبائی قبرستان بغلانی میں
رجع خلائق ہے اور ہر سال عرس بھی کیا جاتا ہے اور مزار پر
قاعدہ لنگر کا بھی اہتمام ہے۔

ہمارے دادا مولوی قاضی حافظ احمد یار حافظ قرآن اور
عالم و فاضل تھے اور تونسہ شریف کے بزرگوں سے بیعت
تھے۔ دادا جان کا وصال ۱۷ صفر المظفر ۱۳۲۵ھ میں ہوا تھا
آپ کا مزار بھی بغلانی کے آبائی قبرستان میں ہے آپ ہی
کے نام پر والد صاحب نے مجھ سے بڑے بھائی کا نام
مولوی احمد یار رکھا تھا جب کہ مولوی احمد یار نے اپنے ایک
بیٹے کا نام محمد یار اور دوسرے بیٹے کا نام اپنے پر دادا
قاضی اللہ یار کے نام پر مولوی اللہ یار رکھا تھا۔ ہمارے
بقیہ بھائیوں کے نام کے ساتھ بخش لگا ہے اپنے تمام بھائیوں
کی تفصیل اور مختصر حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم
۱۰ بھائی ۔بہن تھے اور میں سب بھائی ۔بہنوں میں چھوٹا تھا
سب کا انتقال ہو گیا فقیر ابھی زندہ ہے اور تقریباً ۸۸ برس
کی عمر ہو گئی ہے۔ اب ملاحظہ کیجیے ان تمام بھائیوں کی
تفصیل جو مولوی محمد یار کے صاحبزادگان ہیں۔

## ۱۔ مولوی اللہ بخش:

آپ مولوی محمد یار کے سب سے بڑے صاحبزادے
ہیں۔ آپ کی شادی ۱۷ شعبان المعظم ۱۳۲۷ھ کو ہوئی اور
ل ۱۳۴۱ھ میں ہوا آپ کی قبر بغلانی کے آبائی قبرستان
میں ہے۔ آپ اگرچہ اولاد میں سب سے بڑے تھے مگر والد
صاحب نے انتقال سے قبل آپ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ
میرے انتقال کے بعد مولوی قادر بخش کو خاندان کی دستار
فضیلت دی جائے چنانچہ مولوی اللہ بخش نے مولوی قادر
بخش کو حسن خط میں والد ماجد کے انتقال پر ملال کی خبر دی
تھی اسی خط میں اس وصیت کا اظہار بھی فرمایا تھا وہ خط اس
خاندان میں آج بھی محفوظ ہے، اس کا عکس احقر کے پاس
موجود ہے اس خط کی چند عبارتیں ملاحظہ کیجیے۔ یہ خط ۱۰
صفر المظفر ۱۳۳۳ھ کو لکھا گیا ہے۔

بخدمت برادرم صاحب

برادرم عزیز مولوی صاحب مولوی قادر
بخش خان

بعد از نیاز!

اس جگہ ہر وجہ سے خیر خیریت ہے اور آپ کی خیر و
عافیت ہر وقت نیک اللہ پاک سے چاہتا ہوں۔ احوال آنکہ
پہلے جمعہ شریف کی رات روانہ کر چکا ہوں (یعنی انتقال
کے فوراً بعد خط ڈال چکے تھے)۔ برادرم جمعہ شریف ۷
صفر المظفر ۱۳۳۳ھ کو بوقت دو پہر جناب قبلہ دو جہاں کا

سایہ آسمان ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے. جناب والد صاحب رخصت ہم سے ہو کر سچا. جہاں پر چلا گیا ہے مگر حکم ربی۔ اللہ پاک جناب والد صاحب کو جنت فردوس عطا فرما دیں آمین ثمہ آمین قالو انا اللہ و انا الیہ راجعون

برادرم صاحب آپ موجا (غمگین) مت ہویں اللہ پاک تمام ہی برادران کو خوش و خرم فرماوے آمین.....

دوسری وصیت کا بیان میں آپ کا دستار کا فرمایا کہ میری دستار مولوی قادر بخش کو دیویں..... برادرم صاحب آپ پر ہم دستار بندی کرتا ہوں تمامی کام آپ کا اختیار ہے..... برادرم صاحب کوئی مجھکو غم نہیں ہم دعا مانگتا ہوں اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرماتے آمین..... اور آپ میرے والد صاحب کی جگہ پر ہیں..... آپ کوئی غم نہ کریں کیونکہ والد صاحب زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں..... وفات والد صاحب تاریخ ۷ صفر ۱۳۳۳۔ بوقت دوپہر۔ دفن شام کو ہوا جمعہ شریف کا دن تھا....

اللہ بخش بقلم خود

مولوی اللہ بخش کے ہاں ایک بیٹا محمد یار پیدا ہوا جن کی اولاد محمد اسمعیل اور محمد ابراہیم آج موجود ہیں اور بار کھان میں محنت مزدوری کر کے رزق حلال سے اپنا گھر چلا رہے ہیں۔

## ۲۔ مولوی قاضی قادر بخش!

آپ ہمارے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے مگر علم و فضل میں سب سے ممتاز تھے اور والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ ہی نے اس خاندان کے علمی ورثہ کو آگے بڑھایا اور آپ کے وصال کے بعد اس خاندان میں علم و فضل کا چراغ ابھی تک دوبارہ روشن نہ ہوسکا۔ آپ لاولد تھے مگر اولاد کی تمنا بہت رکھتے تھے اور اس کا اظہار انھوں نے اپنی کتابوں پر فدوی اللہ دتہ عفی عنہ لکھ کر کیا۔ راقم نے کئی کتابوں پر اس عبارت کو لکھا ہوا دیکھا ہے۔

## ۳۔ مولوی خدا بخش:۔

آپ ۱۷ رمضان المبارک بروز بدھ ۱۳۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے پیشہ کے اعتبار سے پوسٹ مین تھے اور آپ بھی لاولد فوت ہوئے آپ کی قبر بھی بغلانی کے قبرستان میں ہے

## ۴۔ مولوی احمد یار!

آپ ہم بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ آپ کا نام ہمارے دادا جان کے نام پر رکھا گیا آپ کی پیدائش ۴ شوال ۱۳۲۵ھ اور وصال طویل عمر کے بعد ۱۴۱۲ھ / ۱۹۹۲۔ کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بار کھان کے مرکزی قبرستان میں ہے۔ آپ کے مزار پر بھی احقر کو حاضری کا موقعہ میسر آیا۔ بار کھان کے باشندوں نے تبایا کہ آپ صوم و صلوۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسلک اہلسنت پر سختی سے کاربند تھے۔ آپ کے وصال تک تبلیغی جماعت اور دیگر بد مذہب جماعتیں سر نہیں اٹھا سکیں۔ لوگوں کے کہنے

کے مطابق ۱۹۷۰ء تک اس بستی کے لوگ کسی دوسرے مذہب کے نام سے بھی واقف نہ تھے صرف اور صرف اہلسنت و جماعت کا مذہب رائج تھے آج بھی بارکھان کی ۹۰ فیصد آبادی مسلک اہلسنت و جماعت ہے چند شیعہ اور چند وہابی تبلیغی لوگ اب پائے جانے لگے ہیں۔

مولوی احمد یار بھی تونسہ شریف کے سجادہ نشین حضرت مولنا حافظ غلام سدید الدین تونسوی (م ۱۳ شوال ۱۳۷۹ھ / ۱۱ اپریل ۱۹۶۰ء)(۱۴) ولد صاحبزادہ محمد حامد تونسوی علیہ الرحمہ سے بیعت تھے اور ساتھ ہی خلیفہ مجاز بھی، مگر آپ نے بھی اپنے سلسلے روحانی کا آغاز نہ فرمایا۔ آپ سے دو صاحبزادے ہوتے مولوی عامل صوفی اللہ یار چشتی اور ماسٹر محمد یار جو اسکول میں استاد ہیں ابھی حیات ہیں۔

## ۵۔ مولوی کریم بخش:-

آپ تمام بھائی، بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ آپ کی پیدائش ۲۷ رجب المرجب بروز جمعہ ۱۳۳۰ھ ہے جس وقت مولوی قادر بخش کا انتقال ہوا آپ کی عمر ۱۱-۱۲ سال کی تھی آپ باشرع اور سادہ طبیعت انسان ہیں۔ سر پر سفید عمامہ باندھتے ہیں۔ آپ نے احقر پر بہت شفقت فرمائی اور کئی گھنٹے کی نشت آپ کے ساتھ رہی، جس میں آپ اپنے اسلاف اور قادر بخش علیہ الرحمہ کے متعلق بتائیں بتاتے رہے۔ آپ کے پانچ صاحبزادے ہیں سب سے بڑے ماسٹر جمعہ خاں مقامی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ ایک عبداللہ نام کے صاحبزادے معذور ہیں اور بقیہ ۳ صاحبزادے (غلام) مصطفیٰ، احمد نواز اور محمد نواز بارکھان میں مزدوری کرتے ہیں۔ اس خاندان میں پردے کا اب بھی سخت رواج ہے اور خاندان کو بارکھان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

## اعلیٰ حضرت سے اس خاندان کی وابستگی!

امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کا نام اس خاندان میں اعلیٰ حضرت بریلوی کے نام سے زیادہ مشہور ہے مولوی کریم بخش صاحب مدظلہ العالی و مولوی اللہ یار چشتی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پیرو کار ہیں اور وہابیہ و دیگر مذہب پر سختی فرماتے ہیں اور عقائد میں اعلیٰ حضرت کی کتب کے حوالے ازبر ہیں بالخصوص مولوی اللہ یار زید مجدہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کے پرتو ہیں کہ

دشمن احمد پہ شدت کیجئے
ملحدوں کی کیا مروت کیجئے
غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل
یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کثرت کیجئے
(حدائق بخشش)

آپ کے خاندان میں ایک روایت سینہ بہ سینہ بہت مشہور چلی آرہی ہے جس کے باعث اعلیٰ حضرت کا چرچا ان کی زبانوں پر آج بھی قائم ہے، ان حضرات نے اعلیٰ

حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی کی بار کھان آمد کا واقعہ احقر کو سنایا اس سے قبل خطوط میں یہ مجھے لکھ کر بھیج چکے تھے مولوی کریم بخش مدظلہ العالی نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ

بار کھان کے علاقے میں ایک شخص کی منگنی ایک لڑکی سے طے ہوئی۔ حسن اتفاق سے منگنی کی رسم کے بعد لڑکی کے والد (یعنی لڑکے کے ہونے والے خسر) کا انتقال ہوگیا۔ اس شخص نے منگیتر کی بجائے اس کی ماں (اپنی ہونے والی ساس) سے نکاح کر لیا۔ معاملہ جب قادر بخش کے پاس آیا تو آپ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا (کیونکہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے) کیونکہ ابھی وہ اس کی منکوحہ نہ تھی آپ نے اس نکاح کے جواز میں فتویٰ کی شکل میں تحریر بھی لکھ کر دے دی

یہ واقعہ قاضی قادر بخش کے وصال سے ۳۔۴ سال قبل کا ہے اور مولوی کریم بخش فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر ۸۔۹ سال کی تھی اور بڑے بھائی احمد یار مجھ سے ہوشیار تھے وہ بھی اس واقعہ کو اکثر بیان فرماتے تھے۔

قاضی قادر بخش کے اس فتوے کو ان کے ہم عصر ایک عالم دین مولوی میر خاں (۱۵) نے رد فرماتے ہوئے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا کہ ساس کے ساتھ نکاح جائز نہیں بات بڑھتے بڑھتے کمرہ عدالت تک پہنچی اور مقدمہ دائر کر دیا گیا۔

قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ نے علماء کی طرف رجوع کیا اور ان کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے بار کھان چوہڑ کوٹ آنے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ ۴ علمائے کرام تشریف لائے ان میں سے تین نام مندرجہ ذیل ہیں چوتھا نام مولوی کریم بخش مدظلہ العالی کو یاد نہیں آیا۔

۱ - اعلیٰ حضرت بریلی شریف

۲ - مولوی فضل حق ڈی جی خاں

۳ - مولوی شہنواز چوٹی زیریں (ڈی جی خاں)

مولوی قادر بخش صاحب نے سب سے تبادلہ خیال کیا اور جس دن عدالت میں پیشی تھی آپ وہاں پہنچے اور مولوی میر خاں کی ان کتابوں سے متعدد حوالے اپنے حق میں دئے جو کتابیں مولوی میر خاں خود اپنی تائید کے لئے اپنے ساتھ لائے تھے۔ مولوی میر خاں نے آخر کار قادر بخش کی بات تسلیم کی اپنا فتویٰ واپس لیا اور معذرت بھی کی۔ اس واقعہ سے مولوی قادر بخش کو بڑی شہرت ملی اور دوسرے اعلیٰ حضرت کی تشریف آوری سے کہ اتنے بڑے عالم ان کی حمایت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ تمام حضرات بعد میں کسی جلسے کے سلسلے میں لاہور پہنچے اور لاہور کے جلسے میں مولنا احمد رضا خاں کی موجودگی میں مولوی قادر بخش صاحب نے تقریر فرمائی جس کو اعلیٰ حضرت نے بہت پسند فرمایا اور اپنے جذبات کا ان الفاظ میں اظہار خیال فرمایا:

"واقعی جنگل میں شیر ہوتے ہیں"

اس واقعہ کا کوئی قلمی ثبوت موجود نہیں ہے لیکن اس واقعہ کو ان کے خاندان میں بہت شہرت حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلی والے ہمارے ملک بار کھان چوہڑ کوٹ

یف لائے تھے۔ مولوی کریم بخش صاحب نے بتایا کہ
موقعہ پر اعلیٰ حضرت نے اپنے کئی رسائل بھائی کو پیش
تھے جو آج بھی ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں فقیر
ان رسائل کی زیارت بھی کی وہ مندرجہ ذیل رسائل

۱. السوء و العقاب علی المسیح الکذاب ۱۳۲۰ھ
(مطالعہ کی تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۳۶ھ)
۲. ازالتہ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار ۱۳۱۶ھ
(مطالعہ کی تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۳۶ھ)
۳. رد الرفضہ ۱۳۲۰ھ (مطالعہ کی تاریخ ۴ شعبان ۱۳۳۶ھ)
۴. ایذان لاجر فی اذان القبر ۱۳۰۱ھ
۵. بریق المنان بثموع المزار ۱۳۳۱ھ (مطالعہ کی تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۶ھ)
۶. لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ ۱۳۱۵ھ

ان تمام رسائل کے سرورق پر مولوی قاضی قادر
بخش صاحب علیہ الرحمتہ نے جو عبارت تحریر فرمائی ہے وہ
طرح ہے ملکیت فقیر مولوی قادر بخش مصنف مولوی
رضا خاں مجدد مائتہ حاضرۃ اول سے آخر تک مطالعہ کیا گیا
م خود فقیر قادر بخش عفی عنہ
(ساکن تحصیل بارکھان بلوچستان ۱۳۳۶ھ)

اس کے علاوہ بھی آپ کے کتب خانے میں جو کتب
موجود ہیں ان سب پر آپ کی دستخط موجود ہے اور جن
کا مطالعہ کیا ہے اس پر لکھ بھی دیا ہے۔ کئی کتابوں پر
مختصر حاشیہ آرائی بھی فرمائی ہے اور فتاوی ہمایونی مصنف
مفتی عبدالغفور ہمایونی جو فارسی زبان میں ہے اس پر کئی
جگہ آپ نے حاشیہ آرائی فرمائی ہے مثلاً فتاوی ہمایونی جلد
اول ص ۱۷۸ کے مندرجہ ذیل سوال پر حاشیہ تحریر فرمایا
ہے

سوال -- اگر در شہر نرخ چیزی یکے باشد و شخصے در آں شہر
از نرخ مروجہ شہر کم کردہ یا زیادہ کردہ آن چیز می
فروشد آیا ایں چنین کردن جائز است یا نہ؟

اس سوال پر قادر بخش کا حاشیہ ملاحظہ کیجئے

"در متفرقات کنز العباد از کافی گفتہ کہ پرہیز کن از بیع
عنیہ کہ آن معین است و اختراع ربوا خوردن و در کنایہ
شرح وقایہ گفتہ کہ بیع عنیہ آن است کہ یکے از تاجرے
طلب قرض کندوے قرض حسنہ ندھد بلکہ بوے پرختے وھد
وبدست او باکثر از قیمت بفروشد فتاوی برھنہ ۱۲ (ج ۲
فصل ربع ص ۱۱۶)

نیاز نقش خادم العلماء فقیر قادر بخش عفی عنہ بقلم خود
۲۸ شعبان ۱۳۳۵ھ

## قلمی نوادرات!

قاضی قادر بخش کی باقاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے البتہ
آپ کے کتب خانے میں موجود کتابوں کو دیکھ کر یہ معلوم
ہوا کہ جگہ جگہ مختصر حاشیہ لکھے ہیں جیسا کہ فتاوی ہمایون
کے ایک صفحہ کا حاشیہ اوپر لکھا گیا ہے اکثر و بیشتر حواشی
آپ نے فارسی زبان میں تحریر کئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے

نقل کی ہوئی کئی عربی و فارسی کتب کے نسخے بھی ملے ہیں جن کو آپ شوقیاً تحریر فرماتے تھے یا ممکن ہے کہ وہ کتاب ان کے کتب خانہ میں موجود نہ ہو، اس کو نقل فرمالیتے ہوں۔

مولوی اللہ یار زید مجدہ نے ایک مجلد کتاب احقر کو مطالعہ کے لئے دی جس میں کئی موضوعات پر چھوٹے بڑے رسائل خود ان کی تحریر میں نقل کئے ہوئے موجود ہیں اور بعض دیگر رسائل کسی کاتب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بھی ہیں۔ ان ہی رسائل کے ساتھ قرآن پاک کی فارسی زبان میں تفسیر بھی موجود ہے جو بقول مولوی اللہ یار صاحب یہ چچا مولوی قادر بخش قدس سرہ العزیز کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

یہ تفسیر سورہ نوح کی ۱۲ ویں آیت سے شروع ہو کر سورہ اخلاص تک موجود ہے آخری دو سورتوں کی تفسیر موجود نہیں ہے اور بقیہ سورہ نوح سے قبل کی تفسیر بھی نہیں ہے بلکہ ورق بھی موجود نہیں ہے اور یہ سب کسی کاتب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا خط مولوی قادر بخش کے خط سے مختلف ہے۔ اس لئے فقیر کے خیال میں یہ تفسیر اس وقت تک مولوی قادر بخش کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی جب تک کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ احقر کے خیال میں جس طرح اور بہت سی کتابیں ان کے کتب خانے میں نقل کی صورت میں موجود ہیں ممکن ہے اسی طرح یہ بھی کسی تفسیر کی نقل ہو، لیکن مولوی اللہ یار اپنے خاندان کی روایت کے مطابق اس کو چچا قاضی قادر بخش کی طرف ہی نسبت کرتے ہیں۔ اس کے ایک صفحہ کا عکس آخر میں دیا جارہا ہے۔

قاضی قادر بخش صاحب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جمعہ وعیدین کے خطبے بھی ملے جس کو انھوں نے نقل فرمایا اور یہ خطبات مولوی غلام رسول ولد خدا بخش کے ہیں ان خطبوں کا فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ قاضی قادر بخش کی تحریر میں موجود ہے آپ کے کتب خانے میں کئی کاغذ ایسے ملے جن پر مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ کے اشعار تحریر تھے اور یہ تمام قاضی قادر بخش کے ہاتھ کی تحریر ہے اور ان کے دستخط بھی جگہ جگہ موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مثنوی مولانا روم کا زبان پر اکثر ورد رکھتے تھے کیونکہ جگہ جگہ مختلف کتابوں پر بھی مولانا روم کی ابیات قادر بخش صاحب کے دستخط کے ساتھ تحریر ہیں۔

آپ کی تحریروں میں صرف ایک فتویٰ آپ کے کتب خانے سے حاصل ہوا جو فارسی زبان میں ہے اور یہ فتویٰ دودھ کے رشتوں میں نکاح سے متعلق ہے اس کا عکس بھی آخر میں دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ میں لکھا تھا اور اس پر دستخط کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے

خادم العلما فقیر قادر بخش عفی عنہ

متوطن بغلانی متعلقہ تونسہ فی الحال ساکن

چوہر کوٹ بارکھان بقلم خود

آپ کے خطوط میں سے بھی چند خط کتب خانے میں موجود ہیں جو آپ نے مختلف علما کو تحریر فرمائے تھے

۱ - خط بنام محمد بخش قاضی و مفتی چوٹی زیریں (ڈی

جی خاں ہ

۲ - خط بنام مولوی سردار محمد حسین

۳ - خط بنام مولوی محمد ناصر الدین

ان خطوط کے علاوہ ایک خط لاہور شہر سے کسی عالم کا آپ کے نام موجود ہے اور ایک اور خط خانقاہ تونسہ شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ محمد حامد تونسوی کا قاضی صاحب کے والد قاضی محمد یار کے نام موجود ہے۔

فقیر نے جب استفسار کیا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی خط آپ حضرات کے پاس ہے تو فرمایا کئی خطوط تھے لیکن تونسہ شریف کے سجادگان نہ صرف یہ خطوط بلکہ ہمارے خاندان کے کئی نوادرات قاضی قادر بخش کے وصال کے بعد اپنے ساتھ لے گئے اور پیر خانے کے باعث ہم نے دوبارہ طلب نہیں کئے۔

مولوی قاضی قادر بخش کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز سے تعلقات کب قائم ہوئے اس کا صحیح تعین تو نہیں کیا جاسکتا البتہ خاندانی روایت کے مطابق آپ یہاں ۱۳۳۶ھ میں تشریف لائے تھے تو یقیناً اس سے قبل تعلقات قائم ہوتے ہوں گے۔ مولوی قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کو مجدد دین وملت تسلیم کرتے تھے جس کا ثبوت ان کی ان تحریروں میں ہے جو انھوں نے اعلیٰ حضرت کی کتب و رسائل پر اپنے قلم سے تحریر کی ہیں جس میں آپ کو "مجدد زمانہ حاضرہ" لکھا ہے قاضی قادر بخش صاحب نے تعلقات قائم ہونے کے بعد ۳ دفعہ مختلف مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع فرمایا تھا۔ سب سے پہلی تحریر جو استفتا کی صورت میں آپ نے اعلیٰ حضرت کو بریلی روانہ فرمائی وہ ۲۱ محرم ۱۳۳۷ھ میں بھیجی تھی جو یہ استفتا اردو زبان میں ہے اس کے بعد ۱۴ ربیع الاول ۱۳۳۷ھ میں آپ نے مختلف مسائل میں ۸ عدد استفتاء ایک ساتھ روانہ کیئے اور آخری استفتاء آپ نے ۵ ربیع الآخر ۱۳۳۸ھ میں روانہ کیا تھا ان تمام استفتاء میں آپ نے یہ عبارت تحریر فرمائی

"از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادر بخش"

ان استفتاء کو فتاویٰ رضویہ کی مختلف جلدوں میں دیکھا جاسکتا ہے جس کی تفصیل یوں ہے۔

۱ - فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۱۵۵

۲ - فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص ۶۰۱

۳ - فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص ۶۴۴

۴ - فتاویٰ رضویہ جلد چہارم ص ۱۱۶

۵ - فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ اول ص ۷۰

۶ - فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ پنجم ص ۳۶۶

۷ - فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم ص ۹۹

۸ - فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم ص ۳۱۹

۹ - فتاویٰ رضویہ جلد نہم ص ۶۶

۱۰ فتاویٰ رضویہ جلد نہم ص ۱۵۵

ان تمام استفتاء کا عکس ملاحظہ کیجئے

۱۔ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۱۵۵

(۲۲۵) **مسئلہ**:۔ از جوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادر بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۲ھ

چہ میفرمایند علمائے دین دریں مسئلہ کہ شخصے را عادت است کہ چوں ذکر او می فشارد بر سرآں بول برآید نمی ایستد روان نمی گردد اگر نمی فشارد بر سرآں بول نمودار نشود آیا دریں صورت وضوئش شکستہ شود یا اگر دریں حالت وضو شکند آیا صاحب عذر شود یا نہ یا حکم است کہ او نہ فشارد و نہ وسواس کند ہرگاہ کہ بول آید وضو بکند ہر چہ بگنجد بفرمایند اگر ایں عادت بود و او وضو می کرد نماز ہا خواندہ است آیا جملہ نماز باز گرداند معاف ست بباعث حرج بسیار ازیں سوال بے ادبی معاف فرمایند۔

**جواب**:۔ کمتر تا آنکہ بر لب عضو بر نیاید وضو بجائے خود است نماز ہا کہ ایں چناں گزاردہ است صحیح ست فشردن عضو پس از بول سنت بیش نیست اگر میداند کہ ہر بار کہ می فشرد چیزے بر می آید و منقطع نمی شود و اگر نفشرد بر نیاید آنگاہ او را فشردن بکار نیست ہمچناں وضو کردہ نماز گزارد و وسوسہ را بدل راہ ندہد۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص ۶۰۱

**مسئلہ** ۔ از جوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان ۲۱ محرم ۱۳۳۷ھ

مجموعہ فتاوی عبدالحی صفحہ ۵۵ و مجموعہ فتاوی ہمایونی تصنیف مولینا مفتی عبدالغفور صاحب نے چارپائی والے مسئلہ مسجد میں جواز کا حدیث پیش کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کے موقع میں سریر پر سوئے تھے۔

**جواب**

حدیث قولی اور فعلی جب متعارض ہوں تو عمل حدیث قولی پر ہے ان المسجد لم تبن لهذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ پر مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے اور یوہیں کعبہ معظمہ کا طواف فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے خون اُن کے زخموں سے بہتا اُن کے لیے مسجد اقدس میں خیمہ نصب فرمایا کہ قریب سے عیادت فرمائیں کہ سوا مسجد شریف کے کوئی مکان نشست کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا کیا ان احادیث سے استناد کر کے کوئی ایسی جرأت کر سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۴۔ فتاوی رضویہ جلد چہارم ص ۱۱۶

**مسئلہ ۹۸** : از جوہر کوٹ بارکھان۔ ملک بلوچستان۔ مرسلہ قادر بخش صاحب۔ ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۷ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسافران را عادت است کہ در سفر بمیرند ہمانا دفن میکنند ولیکن امان میکنند بعد از مدت رہ از انجا بیرون کنانیدہ از مشرق بمغرب واز شمال بجنوب وعلی العکس می برند آیا این فعل جائز ست یا ناجائز۔

**الجواب**

این حرام است۔ بعد از دفن کشودن حلال نیست۔ ونقل بمسافت بعیدہ نیز روا نیست۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۵۔ فتاوی رضویہ جلد پنجم حصہ اول ص ۷۰

**مسئلہ** از جوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادر بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۷ھ

چہ می فرمایند علمائے دین دریں مسائل کہ (۱) اگر زنے بیوہ شود دویم بار نکاح کردن لازم است یا میخواہد کہ من نکاح نمی کنم کہ می گوید کہ بنشینم روا است یا نہ خواہ جوان باشد یا درمیان سالہ باشد یا پیرزن بود ہر چہ حکم شرع باشد تحریر فرمایند (۲) چوں پدر در زندگی خود دختر را بکودکے در عقد نکاح آورد کہ صغیرست در خانہ خود دختر نشستہ ست محض ایجاب وقبول کردہ پدرش بمرد دختر را دو سہ سال منقضی گردید کہ بالغہ است و کودک تاحال خورد آیا شرعاً اکنوں بر برادران گناہ ست یا نہ یا حوالہ آں خورد بکنند ایں چنیں کار برائے پدر مرحوم چگونہ باشد وچہ گناہ۔

**الجواب**

(۱) پیرزن را خود جبر بر نکاح نتواں کرد وجوان نیز اگر بر نفس خود اطمینان دارد و اتباع رسم باطل ہنود نمی کند از قید نکاح دیگر آزاد ماندنش می رسد کما دل علیہ حدیث ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وبینا فی اطائب التہانی آرے اگر بر خود اطمینان ندارد نکاح واجب ست واللہ تعالیٰ اعلم (۲) قاصرہ را انکاحیکہ پدر کرد فسخ نتواں نمود گو با غیر کفو وبغبن فاحش در مہر باشد صبی اگر مراہق شدہ زنش را میخواہد باو سپردن لازم ست واللہ تعالیٰ اعلم۔

۷۔ فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم ص ۹۹۔

**مسئلہ**:۔ از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادر بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۷ھ

چہ میفرمایند علمائے دین دریں مسئلہ کہ نرخ بازار سہ پونڈ فی روپیہ است اکنوں شخصے بمیعاد تاشش ماہ یا زیادہ کم از نرخ بازار دو ثمہ فی روپیہ فروخت بکند جائز است یا مکروہ۔ **الجواب**:۔ جائز است واللہ تعالیٰ اعلم۔

۸۔ فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم ص ۳۱۹

**مسئلہ**۔ از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان، مرسلہ قادر بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۷ھ

چہ فرمایند علمائے دین دریں مسائل :۔

(۱) حکم ذبح فوق العقدہ نوشتہ شدہ بمن رسید، لیکن جناب اعلیحضرت فیصلہ بانہ کردہ، ہمیں اختلاف دریں بسیار ست۔ کسے می گوید کہ ہر چار رگ بریدہ شود، کسے می گوید کہ نہ، براہ کرم مولانا صاحب بکدام روایت قائل است، ہرچہ رائے مولوی صاحب، و اتفاق فتوی است، تحریر فرمایند، تاکہ براں عمل درآمد کردہ باشد۔

(۲) بریتیم قربانی واجب ست یانہ،

**الجواب**۔ (۱) اجماع ائمہ ماست کہ اگر سہ رگ بریدہ شود ذبیحہ حلال ست، و ایں معنی بمشاہدہ یا رجوع باہل خبرت باید دریافت۔ ہمیں در فتوی سابقہ نوشتہ شدہ وہمین است فیصلہ علامہ شامی در ردالمحتار، وانچہ یکبار برائے امتحان خود فقیر شد آنست کہ بذبح فوق العقدہ نیز رگہا بریدہ می شود، واللہ تعالیٰ اعلم،

**مسئلہ**:۔ از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادر بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۷ھ

یکے ملا میگوید کہ در دعا گنج العرش و در دعا عکاشہ وغیرہ ادعیات عربی فارسی و در نور نامہ ہندی کہ در آن ذکر تولد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالتفصیل است ثواب چنداں نوشتہ است کہ چہل شہید و حج وغیرہ امورات ثواب حاصل آید ہر کہ بخواند آں ملا میگوید ہرچہ ثواب نوشتہ است آں حاصل نباشد و غلط نوشتند برائے فروختگی کتاب نوشتہ در ہیچ اصل نیست آیا گفتہ ملا بموجب شرع شریف است یا مخالف اگر ثواب ہمچناں ست کہ نوشتہ است براہ مہربانی سند و حوالہ کتاب کہ در ذکر تولد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چنداں ثواب ست تحریر فرمایند بلا حیثیت۔

**الجواب**۔ رسالہ منظومہ ہندیہ کہ بنام نور نامہ مشہور ست روایتش بے اصل است خواندنش روا نیست چہ جائے ثواب وبراد عیہ در مطابع انچہ روایتہائے اسنادی نویسند اکثر بے اصل است و ثواب بدست رب الارباب یکبار سبحٰن اللہ میزان را پر میکند و لا الہ الا اللہ بسر از عرش می رسد یک کلمہ از ینہا اگر مقبول شود جزائے او جز جنت نیست و ثواب اللہ اطیب واکثر۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۰۔ فتاویٰ رضویہ جلد نہم ص ۱۵۵

مولوی قادر بخش علیہ الرحمہ نے امام احمد رضا کے وصال کے بعد بھی بریلی شریف کے مرکزی دارالافتاء سے رابطہ قائم رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کئی سال تک بریلی شریف کے اس مرکزی دارالافتاء سے امام احمد رضا کے صاحبزادگان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی حکیم محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ (م۔ ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء) (۱۶) فتاویٰ نویسی فرماتے رہے۔ مولوی قاضی قادر بخش کے دو استفتاء امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد مولوی حکیم مفتی امجد علی اعظمی کے نام بریلی شریف پہنچے یہ دونوں استفتاء قاضی صاحب نے وصال سے ۶ ماہ قبل روانہ کیے تھے یہ دونوں استفتاء بھی فارسی زبان میں ہیں ان کے عکس بھی ملاحظہ کیجئے جو فتاویٰ امجدیہ کی تیسری جلد کے صفحہ ۲۷۰ اور صفحہ ۳۴۵ پر درج ہیں۔ (۱۷)

**مسئلہ**:۔ مرسلہ مولوی قادر بخش صاحب از چوہٹر کوٹ تحصیل بارکھان ملک بلوچستان غرہ جمادی الاولیٰ سنہ ۴۰ھ

چہ می فرمایند علماء کرام علیہم الرضوان اندریں مسئلہ کہ آیا ملازمت و نوکری قوم نصاریٰ کردن جائز است یا نہ۔ خصوصاً شخصے حاجی و مولوی و متقی بمشاہرہ خمس و عشرین بعہدہ معلمی در نوکری مصروف است بعضے عالماں بعدم جواز ایں مشاہرہ قائل ؟

**الجواب**:۔ بعض ملازمت ناجائز است مثلاً ملازمت حکم کردن خلاف ما انزل اللہ و ملازمت رجسٹری کہ کاغذ سود بنویسد۔ بر و گواہ می باشند۔ وغیرہما۔ واگر در کارہائے متعلقہ محذورے نبود۔ جائز ہست۔ ہمچنیں تعلیم کہ اگر بتعلیم امر مباح ماموراست مثلاً حساب اقلیدس وغیرہ اجارہ جائز ہست واگر بتعلیم عقائد باطلہ و امور منہیہ اشتغال دارد ناروا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

**مسئلہ**:۔ مرسلہ مولوی قادر بخش صاحب از چوہٹر کوٹ تحصیل بارکھان ملک بلوچستان غرہ جمادی الاولیٰ سنہ ۴۰ھ

اگر کسے سرقہ کرد بعدہ نادم شد۔ اکنوں اگر سارق بالفظ صریح گوید کہ فلاں چیز من دزدیدہ ام شرمسار وگرفتار شود۔ وخواہد کہ قیمت مسروقہ بمالک می دہم واصل چیز از دست برفت۔ ولیکن چوں قیمت بمالک می دہم وایفاء کند ظاہر می گوید کہ ایں قیمت در مقابلہ فلاں چیز ہست کہ شرمسار شود۔ ودیگر بجا قیمتش ادا نمی خواہد کرد۔ اگر باایں طریقہ قیمت مال مسروقہ ادا کند۔ آیا گردنش بروز قیامت رہا گردد۔ یا نہ یا لازم است کہ ظاہر گفتہ ادا کند تا از گناہ پاک شود۔ ہرچہ حکم شرع شریف باشد تحریر فرمایند ؟

**الجواب**:۔ چوں اصل شئ فوت شدہ قیمتش ادا کند۔ وایں لازم نیست کہ ظاہر کند و گوید کہ ایں قیمت آں چیز است کہ در دیدہ بودم[1] واللہ تعالیٰ اعلم

---

[1] محض از ادائیگی مال مسروق بمالک، سارق از گناہ سرقہ پاک نمی شود۔ زیرا کہ سرقہ گناہ کبیرہ است کہ بے توبۂ صحیحہ از وے بری نمی شود۔ پس بر سارق لازم است کہ از فعل سرقہ توبہ کند۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مصباحی

---

بلوچستان صوبہ سے بارکھان کے علاوہ فورٹ سنڈے من سے مولوی مستری احمد الدین نے ۱۳۳۶ھ میں استفتاء بریلی شریف بھیجا تھا اور مولوی عبدالرشید نے بلوچستان کے علاقے خضدار کی بستی سے ایک استفتاء بریلی روانہ کیا تھا۔ افسوس کے ان دو حضرات کے کوائف اور حالات ہنوز ابھی تک حاصل نہیں ہوسکے ان دو استفتاء کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔

فورٹ سنڈیمن کا علاقہ صوبہ بلوچستان کے عین شمال میں واقعہ ہے اور صوبہ سرحد کے جنوبی علاقے وزیرستان سے ۱۰۰ کلومیٹر جنوب میں واقعہ ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ کوہ سلیمانیہ کا شمالی پہاڑی سلسلہ ہے اس دور دراز علاقے سے مولوی مستری احمد الدین نے ایک استفتاء ۳۰ جمادی الاول ۱۳۳۶ھ میں بھیجا۔ استفتاء سے قبل چند سوالات ہیں جن کا جواب ایک دیوبندی عالم مولوی سید بادشاہ ابن مولوی سید محمد صدیق اخونزادہ نے دیا ہے۔ ان جوابات کی روشنی میں احمد الدین نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا ایسے عقائد رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اگر کوئی دیوبندی عالم ہو اور اس قسم کے اس کے خیالات ہوں جو اس کے جواب میں ظاہر ہیں تو آیا اس کو مسجد کا امام بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا اعلیٰ حضرت نے جواب یہ دیا ہے کہ ان عقائد والوں کو علمائے حرمین طیبین کافر قرار دے چکے ہیں لہذا ان کو ہرگز امام نہ بنایا جاتے۔ اس فتوے کا مکمل عکس بھی ملاحظہ کیجئے۔ (۱۸)

**مسئلہ**:۔ از فورٹ سنڈیمن بلوچستان رسالہ ژوب ملیشیہ مرسلہ مستری احمد الدین ۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۶ھ

(۱) مولود شریف کرنا کیسا ہے اور بوقت بیان ولادت شریف قیام کرنا کیسا ہے (۲) گیارہویں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرنی کیسی ہے (۳) کھانا آگے رکھکر ہاتھ اٹھا کر ختم دینا جائز ہے یا ناجائز (۴) اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہنا آپ کو حاضر ناظر جاننا اور عالم الغیب ماننا کیسا ہے (۵) بزرگوں کی قبروں کی زیارت کیلئے دور دراز سے سفر کرنا عرس اور قبروں کا طواف اور بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں (۶) ہر

دو طریق پر میت کا اسقاط کرنا جائز ہے یا نہیں (۶) جمعہ کی نماز کے بعد احتیاط الظہر ۱۲ رکعت پڑھنا
ضروری ہے یا نہیں ؟ ---------------

بخدمت اقدس حضرت مولنا صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استفتا لہذا ارسال خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں
یہ مولوی صاحب جن نے جواب استفتا ہذا تحریر فرمایا ہے تعلیم یافتہ مدرسہ دیوبند ہیں لیکن ان کے خیالات یہ ہیں
جو ادنھوں نے ارقام فرمائے ہیں اب یہ تحریر فرمائیں کہ ان مولوی صاحب کو امام مسجد مقرر کرنا اور ان کے پیچھے نماز
پڑھنا کیسا ہے آیا اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ؟

**الجواب** بعد مراسم سنت۔ وہ سوال جواب جوابات میں بہت چالاکی برتی گئی ہے پھر بھی اون سے تو سب کی جھلک پیدا ہے آپ نے مجیب کا دیوبند میں تعلیم پانا لکھا ہے وہاں یہ سوالات کرنے نہ تھے کہ ان میں غلط جواب دے جب بھی کافر نہ ہوگا دیوبندیوں کے عقائد تو وہ ہیں جنکی نسبت علماے حرمین شریفین نے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے کہ من شك فی عذابه وکفره فقد کفر۔ جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیئے کہ رشید احمد گنگوہی و اشرف علی تھانوی و قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی و خلیل احمد انبیٹھی اور ان سب سے گھٹکر ان کے امام اسمعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و تقویۃ الایمان و ایضاح الحق کو کیسا جانتے ہو اور اون لوگوں کی نسبت علمائے حرمین شریفین نے جو فتوے دیئے ہیں اونھیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو اور اگر وہ اون فتوؤں سے اپنی ناواقفی ظاہر کرے تو بریلی مطبع اہلسنت سے حسام الحرمین منگا لیجئے اور دکھایئے اگر بکشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بیشک علمائے حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اوس پر کچھ اثر نہیں ورنہ علمائے حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے کہ من شک فی عذابه وکفره فقد کفر۔ اوس وقت آپکو ظاہر ہو جائیگا کہ یہ شخص اللہ و رسول کو گالیاں دینے والوں کو کافر نہ جاننا درکنار "علمائے دین و اکابر مسلمین" جانے وہ کیونکر مسلمان پھر مسئلہ عرس و فاتحہ فرعی مسائل کا اوس کے سامنے ذکر کیا ہے فقط۔

اس فتوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمد [illegible]ین حسن علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں یہ دیوبندیت اور وہابیت کا نیا نیا معاملہ پیش آیا تھا وہابی دیوبندی عالم وہاں پہنچ کر عوام الناس کے عقائد کے خلاف گفتگو کر رہے ہوں گے اس لئے یہ استفتاء بھیجا گیا کہ آیا ایسے شخص کو امام بھی رکھا جاتے یا نہیں۔ تاریخی تواتر سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقہ کے مسلمان صدیوں سے اہلسنت و جماعت کے عقیدوں پر کاربند تھے لیکن ان پختون علاقوں میں جب اس قسم کی ملاوٹ ہونے لگی تو وہاں کے علماء ان کی منافقت کو نہیں پہچان سکے اور جب مطلع دھندلہ نظر آیا تو انھوں نے علما سے استفسار کیا اور چونکہ اعلیٰ حضرت کی ذات اس وقت تمام عالم کے لئے مرجع خلائق تھی اس لئے آپ سے ان

لوگوں کے متعلق حرف آخر طلب کیا گیا اور مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچانے کی کوشش کی گئی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امام احمد رضا جو خود پختون نسل (۱۹) سے ہیں ان کا اور ان کی تعلیم یعنی محبت رسول کا تعارف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں عام کیا جائے تاکہ یہاں کہ مقامی باشندے اپنے اصل مذہب کی طرف رجوع لائیں جو آج سے ۱۰۰ سال قبل ان کا تھا۔

بلوچستان کے پہاڑی سلسلہ کیرتھر میں کراچی اور کوئٹہ کے بالکل درمیان میں ایک مقام خضدار ہے جو سطح سمندر سے تقریباً ۲۰۰۰ فٹ بلند ہے اس علاقے سے مولوی عبدالرشید صاحب نے اذان اور امامت سے متعلق ایک استفتاء بریلی شریف معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا یہ استفتا ۱۳۳۶ھ کا ہے اور فتاویٰ رضویہ کی جلد دوم ص ۴۱۹ پر درج ہے ملاحظہ کیجئے (۲۰)

## حواشی اور حوالے

(۱)--- مولنا ظفرالدین قادری بہاری "حیات اعلیٰ حضرت" جلد اول ص ۲ مطبوعہ کراچی

(۲)--- امام احمد رضا خاں بریلوی نے ۱۳۳۰ھ میں ایک کمیشن کو جواب دیتے ہوئے اپنے خاندان کی دارالافتاء کی خدمات کے متعلق ان الفاظ میں اظہار فرمایا:

"میں آباؤ اجداد سے علوم دین کا خادم ہوں۔ چوہتر (۷۴) سال سے میرے یہاں سے فتاویٰ جاری ہے۔ تمام ہندوستان اور کشمیر اور برما سے مسائل کے سوالات اتے ہیں۔ ابھی چین سے چودہ (۱۴) مسئلے دریافت کئے ہیں چنانچہ لفافہ مرسلہ چین داخل کرتا ہوں"۔

(از امام احمد رضا اظہار الحق الجلی ۱۳۲۰ھ ص ۸ مطبوعہ انڈیا)

اس بیان کے مطابق یقیناً آپ کے خاندان میں دارالافتاء کی بنیاد ۱۲۴۶ھ ہی بنتی ہے مگر اپنے وصال سے قبل وصایا شریف میں یوں فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس گھر سے فتوے نکلتے ہوئے ۹۰ برس سے زائد ہوگئے ہیں

(وصایا شریف ۱۳۴۰ھ از مولنا حسنین رضا ص ۱۹ مطبوعہ انڈیا)

اس سے سنہ ہجری ۱۲۵۰ بنتا ہے مگر چونکہ فرمایا زائد اور اس وقت صدی مکمل نہیں ہوئی تھی اس لئے ۹۰ سے زائد فرمادیا۔ (مجیب)

(۳)--- مولنا حسنین رضا خاں بریلوی "وصایا شریف" ص ۱۹ مطبوعہ انڈیا

(۴)--- مولنا مفتی محمد رضا خاں بریلوی ابن مولنا مفتی محمد نقی علی خاں قادری بریلوی کا اصل نام محمد عبدالرحمن تھا مگر عرف میں اپنے جد امجد کا نام رضا استعمال کیا اور محمد رضا کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ گھر میں ننھے میاں پکارے جاتے تھے۔ ننھے میاں کے نام سے متعدد استفتاء بنام اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ کی مختلف جلدوں میں موجود ہیں اور اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل اور فتاویٰ پر آپ کی مہر تصدیق بھی موجو ہے آپ کی مہر تصدیق ملاحظہ کیجئے

"محمد رضا خاں قادری"

محمد عبدالرحمن عرف

ایک زبانی روایت کے مطابق جس کے راوی مفتی تقدس علی خاں علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۴۰۸ / ۱۹۸۸ء) اور حضرت علامہ شمس الحسن شمس بریلوی (ستارہ امتیاز) علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۴۱۷ھ / ۱۹۹۷ء) ہیں، ننھے میاں (اعلیٰ حضرت کے سب سے چھوٹے بھائی) افتاء میں علم الفرائض میں سب سے زیادہ ماہر تھے اعلیٰ حضرت کے پاس اگر وقت نہ ہوتا اور علم الفرائض کا کوئی فتویٰ آتا تو اعلیٰ حضرت آپ کی طرف بھیج دیتے۔ اسی قسم کی روایت صاحبزادہ وجاہت رسول قادری اپنے والد ماجد حضرت مولنا وزارت رسول القادری الحامدی علیہ الرحمہ سے بھی بیان کرتے ہیں۔ (مجیب)

(۵) --- مولنا مفتی حامد رضا خاں قادری بریلوی کے فتاویٰ کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہو سکے مگر آپ کی مہر تصدیق اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل اور فتاویٰ پر موجود ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف کفر کا فتاویٰ اس خاندان سے سب سے پہلے آپ نے دیا تھا آپ کا یہ فتویٰ بنام "الصارم الربانی علی اسراف القادیانی" شائع ہوا۔
یہ آپ نے یہ رسالہ ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۶ء میں تالیف فرمایا تھا جبکہ ابھی یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا اس سے قبل کا کسی عالم کا فتویٰ قادیانیوں کے کفر سے متعلق احقر کی نظر سے نہیں گذرا۔
(پ ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۳ء)

(۶) --- حضرت مولنا سیدی مرشدی محمد مصطفےٰ رضا خاں قادری نوری المعروف بہ مفتی اعظم نے تقریباً ۷۵ برس فتویٰ نویسی فرمائی ہے یعنی ۱۳۲۸ تا ۱۴۰۲ھ / ۱۹۰۹ء تا ۱۹۸۱ء۔ آپ کے فتاویٰ کا صرف ایک مجموعہ شائع ہوا ہے جس میں کل ۴۵ فتوے شامل کئے گئے ہیں جبکہ آپ نے تقریباً پون صدی فتویٰ نویسی فرمائی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کے فتویٰ کو جلد از جلد شائع کیا جائے تاکہ مسلمان اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے سوال پوچھنے والوں میں ہند کے علاوہ پاکستان کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے حضرات شامل ہیں مثال کے طور پر صرف اس بنام "فتاویٰ مصطفویہ" جلد اول (کتاب الایمان) میں ڈیرہ غازی خاں سے حافظ محمد حبیب اللہ (ص ۷۶)، گجرات سے مولوی عبدالغفور چشتی (ص ۸۰) مری پنجاب سے مولوی عبدالرحمن (ص ۱۴۸) وغیرہ کے استفتاء اس جلد میں شائع کئے گئے ہیں۔ اسی جلد میں مولوی شمس الحسن شمس بریلوی (م ۱۹۹۷) کا ایک استفتاء (۱۳۵۷ھ) ص ۱۶۱ پر شامل ہے۔ (مجید)

(۷) --- ڈاکٹر مجید اللہ قادری "امام احمد رضا اور علمائے سندھ" ص ۱۱ مطبوعہ کراچی

(۸) --- مولنا ظفر الدین قادری بہاری "۱۴ویں صدی کے مجدد" ص ۶۵ مطبوعہ کراچی

(۹) --- بارکھان صوبہ بلوچستان کی تحصیل اور ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے یہ علاقہ ڈیرہ غازی خاں سے ۱۵۰ کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔
یہ بستی چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے جس کی اونچائی ۳ تا ۴ ہزار فٹ بلند ہے۔ یہ تمام پہاڑ خشک ہیں کہیں کہیں تھوڑی ہریالی ہے۔ یہاں قوم کھتران آباد ہے اور زبان کھترانی یا سرائیکی بولی جاتی ہے۔ اردو زبان تقریباً تمام لوگ سمجھتے اور بولتے ہیں بارکھان سے کھولو جاتے ہوئے چوہر کوٹ کی بستی، جواب تقریباً ویران ہے ۴ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جہاں قادر بخش کے والد آکر آباد ہوئے تھے اور قادر بخش صاحب کا قیام بھی چوہر کوٹ ہی رہا اور یہیں ان کا مزار بھی ہے۔

(۱۰) - پروفیسر محمد بخش قمر صاحب گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں شعبۂ اسلامیات کے استاد ہیں۔ آپ نے سکھر ڈھرکی کی مشہور و معروف خانقاہ بھرچونڈی شریف کے بانی حضرت حافظ ملت مولنا حافظ محمد صدیق صاحب علیہ الرحمہ (م ۱۳۰۸ھ) کی شخصیت و خدمات کے موضوع پر Ph.D کا مقالہ تیار کر کے سندھ یونیورسٹی جامشورو میں ڈگری کے حصول کے لئے پیش کر دیا ہے۔

(۱۱) - حاجی کریم داد ولد غلام رسول صاحب مرحوم بارکھان کے علاقے "سومن" میں ۱۹۳۴ء پیدا ہوئے۔ ایم اے اردو اور B.Ed کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد منسلک ہو گئے اور ترقی پاتے ہوئے ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر فائز ہوئے آپ مزید ترقی کرتے ہوئے محکمہ تعلیم بلوچستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور اسی منصب پر ۱۹۹۴ء میں ریٹائر ہوئے۔ آپ نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں تدریسی خدمت انجام دی ہے آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ سید کمال الدین آغا نقشبندی (المتوفی ۱۹۸۱ء) سے کوئٹہ میں ۱۹۵۰ میں بیعت ہوئے تھے۔ یہ بزرگ ذاکر شریف قندھار سے تشریف لاتے تھے۔ حاجی کریم داد صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بارکھان میں مستقل آباد ہیں۔ با شرع، ملنسار خوش مزاج، انسان ہیں۔ بزرگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ راقم کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے اور اپنے دولت کدہ پر احقر کو کھانے پر بھی مدعو کیا اور کئی مسائل پر حاجی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ احقر کو دوبارہ بارکھان کی دعوت بھی دی۔ (مجید)

(۱۲) ۔ مولوی عامل اللہ یار ابن قاضی مولوی احمد یار ان دنوں ضلع تحصیل بارکھان میں اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہیں۔ مولوی اللہ یار زید مجدہ نوجوان ہیں اور خاندانی معاملات آپ ہی کے ذمہ ہے۔ دینی تعلیم اپنے والد مولوی احمد یار سے حاصل کی پیشہ کے لحاظ سے ٹیلر ماسٹر ہیں جب کہ آپ کے بھائی اسکول ٹیچر ہیں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو بہت سنبھال کر رکھا ہے خود فارسی اور اردو پڑھ لیتے ہیں مسلک میں بہت زیادہ سخت ہیں اور بدمذہب لوگوں سے برابر مناظرے کرتے رہتے ہیں آپ کے دم سے بارکھان میں ۹۰ فیصد سنیت قائم ہے اور تمام مساجد میں اہلسنت و جماعت کے علماء خطیب و امام ہیں۔ آپ خود بھی بارکھان کی ایک جامع مسجد میں جمعہ کی خطابت و امامت فرماتے ہیں۔

(۱۳) ۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی ابن حضرت خواجہ گل تونسوی ابن باغی خانقاہ تونسہ شریف حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی (المتوفی ۷ صفر المظفر ۱۲۶۷ھ ۱۳ دسمبر ۱۸۵۰ء) ۱۲۴۱ھ / ۱۸۲۶ء تونسہ شریف میں پیدا ہوئے تمام تر تربیت اپنے جد امجد سے حاصل کی والد صاحب کا جلد ہی انتقال ہوگیا اس لئے آپ کو جد امجد کی تمام توجہ حاصل رہی یہاں تک کہ جد امجد کے وصال کے بعد آپ ہی تونسہ شریف کے سجادہ نشین قرار پائے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز نے آپ کے متعلق فرمایا!

"خواجہ اللہ بخش صاحب کی نظر میں اہل دنیا کی ذرہ برابر وقعت نہ تھی آپ بے حد غریب نواز تھے دنیاداروں کو بہت حقیر جانتے تھے۔ خواجہ اللہ بخش جیسا کوئی فقیر دیکھنے میں نہیں آیا"

خواجہ اللہ بخش کے تین صاحبزادے تھے ایک کا وصال آپ کی زندگی میں ہی ہوگیا جن کا نام حافظ احمد تونسوی تھا۔ خواجہ اللہ بخش کے وصال کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ محمد موسیٰ (م ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء) سجادہ نشین ہوئے ان کے بعد حافظ محمد موسیٰ کے صاحبزادے محمد حامد تونسوی (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء) سجادہ بنے پھر آپ کے بیٹے حافظ سدید الدین (م ۱۳۷۹ھ / ۱۹۶۰) زیب سجادہ رہے اور آپ چونکہ لاولد تھے اس لئے ان کے بعد ان کے حقیقی بھائی خواجہ خان محمد (م ۱۹۷۹) نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور آج کل تونسہ شریف میں خواجہ عطا اللہ صاحب مسند سلیمانیہ پر سجادہ نشین فرما ہیں۔

خواجہ اللہ بخش کا وصال ۲۹ جماد الاول ۱۳۱۹ھ / ۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء کو ہوا ان کے ہزاروں مریدوں میں ایک معروف نام مولوی عبدالحق خیر آبادی کا بھی ہے۔ مولوی عبدالحق کے والد ماجد مولوی فضل حق خیر آبادی نے بھی خواجہ اللہ بخش سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا درس پڑھا تھا۔

(از پروفیسر خلیق احمد نظامی "تاریخ مشائخ چشت" ص ۴۳۵-۴۴۴)

(۱۴) پروفیسر خلیق احمد نظامی "تاریخ مشائخ چشت" ص ۴۴۰ مطبوعہ اسلام آباد

(۱۵) ۔ مولوی میر خاں ناہر کوٹ بستی کہ معروف عالم دین تھے۔ یہ بستی چوہرکوٹ سے ۳۰ میل کے فاصلے پر واقعہ ہے آپ اکثر چوہرکوٹ آتے جاتے تھے اور قیام بھی فرماتے۔ آپ کا وصال ۱۹۴۳ھ / ۱۹۴۴ء میں ہوا اور آبائی گاؤں ناہرکوٹ میں مدفون ہوئے۔

(بروایت حاجی کریم داد ساکن بارکھان بلوچستان)

(۱۶) ۔ مولنا مفتی حکیم محمد امجد علی ابن مولنا حکیم جمال الدین ابن مولنا خدا بخش (المتوفی ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء) نے دورہ حدیث مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں محدث وقت حضرت وصی احمد محدث سورتی (م ۱۹۱۶ء) میں مکمل کیا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت سے بیعت و خلافت حاصل فرمائی اور آپ کے مدرسہ میں منظر اسلام سے منسلک ہوگئے ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۵ء تک اس مدرسہ اور دارالافتاء سے منسلک رہے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر صدر الشریعۃ کا خطاب بھی عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ ۴-۵ سال تک اس مرکزی دارالافتاء میں مفتی اعظم کی حیثیت سے فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دیتے رہے اس کے بعد ہند کے مختلف مدارس میں مفتی اور صدر المدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ کے پاس بھی ہند اور موجودہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے استفتاء آتے

رہے۔ چند مستفتیوں کے نام ملاحظہ ہوں ان میں اپنے وقت کے مستند علماء و مفتیان کرام شامل ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ کی شخصیت مرجع علماء بن گئی تھی۔ اس لئے علماء اور مفتیان آپ پر اعتماد فرماتے تھے :

--- مولنا سراج احمد بہاولپوری (م ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء) فتاویٰ امجدیہ جلد دوم ص ۱۳۸ جلد سوم ص ۔ ۳۷۴)

--- مولنا ظہور الحسن درس کراچی (م ۱۳۹۲ھ / ۱۹۸۲ء) فتاویٰ امجدیہ جلد دوم ص ۱۲۷ (جلد سوم ص ۱۳۹ / ۱۴۲)

--- مولوی عبدالرحیم بھرچونڈی شریف فتاویٰ امجدیہ جلد دوم ص ۱۹۹

--- مولوی قاضی قادر بخش بغلانی بارکھان جلد سوم ص ۲۷۰ / ۳۴۵

۵ ---خواجہ غلام سدید الدین تونسوی (ڈی جی خاں) جلد ۳ ص ۲۹۹

۶ ---سید اکبر شاہ قصابان مسجد سولجربازار کراچی جلد سوم ص ۳۵۳

۷ ---صوفی احمد الدین لاہور جلد سوم ص ۲۶۴

۸ ---خلیفہ عزیز الدین لاہور جلد سوم ص ۱۵۵

(۱۷) ۔مولنا حکیم امجد علی اعظمی "فتاویٰ امجدیہ" جلد سوم مطبوعہ انڈیا

(۱۸) ۔ امام احمد رضا خاں بریلوی "فتاویٰ رضویہ" جلد نہم ص ۱۸ مطبوعہ کراچی

(۱۹) ۔ محمد اکبر اعوان "شاہ احمد رضا خاں بزبیچ افغانی" ص ۳۵ مطبوعہ کراچی

(۲۰) ۔امام احمد رضا خاں بریلوی "فتاویٰ رضویہ" جلد دوم ص ۴۱۹ مطبوعہ کراچی

**مسئلہ** محمد عبدالرشید از خصار مدرسہ انجمن محاسن اسلام امام محمد عبدالغفور خانصاحب ۱۴ محرم ۱۳۴۶ھ مسجد میں بلا اذان نماز جماعت درست ہے یا نہیں اور تنگ وقت کی وجہ سے صرف تکبیر جماعت اذان کے لئے کافی ہے یا نہیں بینوا توجروا۔

**جواب** بلا اذان جماعت اولیٰ مکروہ وخلاف سنت ہے اگر وقت ایسا تنگ ہوگیا ہو کہ اذان کی گنجائش نہ ہو تو مجبورانہ خود ہی اری جائے گی واللہ تعالیٰ اعلم

To
M. Ahmad Bakhsh
Saheb
Imam Masjed Jame
Belah No 12
Dera Ghazi Khan

مکتوب اعلحضرت بنام مولانا خدا بخش
بشکریہ مولانا سید محمد عبداللہ واہ کینٹ

must fly at a speed of 1036 + 1036 i.e. 2072 miles per hour (being its own speed added by the speed of movement of earth). while the bird going towards east would not be able to move even an inch as its speed after adjusting the speed of movement of earth (both being equal) would become zero. On the contrary, what would actually happen is that the bird going eastward would go in the east to a distance of 1036 miles during an hour and the bird going westward would go in the west at a distance of 1036 miles. It shows that the said theory of movement of Earth is wrong.

For a bird, the abnormal speed of flight of 1036 miles per hour has been assumed only to bring it parallel to the speed of movement of earth and simply to prove that according to the said theory, the bird flying towards east would not be able to cover any distance even if it comes abreast of a plane in the matter of speed and flies at a rate of 1036 miles per hour.

4. If it is intended to kill a bird appearing at a distance of 10 yards in the air from a particular place and suppose it takes two seconds in stringing the bow and shooting the arrow, then by the time the arrow is shot, that particular place would slip away within these two seconds at a distance of 1013 yards at a speed of 506.4 yards per second being the speed of movement of earth and thus the arrow can never reach the target, whereas it may be taken for granted that the arrow would hit the target. It shows that the theory of movement of Earth is wrong.

5. If a bird is sitting on a pillar near its nest just at a distance of one yards, even then it can never reach the nest, because in order to reach the nest, the bird shall have to fly---- may it be for a second or part thereof. The fact is that, the bird can never surpass the speed of 1036 miles per hour, which is said to be the speed of movement of earth. It shows that the theory of Movement of the Earth is wrong.

Need you go yet for further arguments? Go on thinking over plane, gun, cannon, missile squad and so forth.

Thus, we can come to the conclusion that a person who challenged the great scientists like Copericus Kepler, Galileo, Newton etc, must have been a great scientist himself. I would like to add that what is required to disprove the theories of these scientists, A'lahazrat has done ahead of it but sooner or later its credit will be bagged by someone else who will win the fight in the name of a scientist for, A'lahazrat is better known as a Muslim theologian rather than a scientist.

---

[1] Al-Qur'an Surah Rehman Verse 5
[2] Al-Qur'an, Surah Yasin, Verse 40
[3] Al-Qur'an, Surah Ibrahim, Verse 33

others, A'la hazrat presented a number of arguments based on scientific understanding --- technical and otherwise. A'lahazrat wrote several books on his subject. In 1920, he presented his book *"Fauz-i-Mubin Dar Radd-i-Harkat-i-Zamin"*, Published from *Idara Sunni Dunia, Saudagran,* Bareilly. This book contains 105 arguments, dozens of diagrams and lots of calculations in refuting the said theory. Out of 105, I am giving below gist of only five logical and axiomatic arguments which are quite easy and which can be understood by a man of average intelligence.

1. If a heavy stone is thrown up straight, it would fall on the same place from where it was thrown whereas according to the theory of movement of earth, it must not happen. According to it, if the earth were moving towards east, the stone would fall in west because during the time it went up and came down, that place of earth from where the stone was thrown up, due to movement of earth, would slip away towards east. Suppose, the process of stone going up and coming down took a time of 5 seconds, then according to the said speed of movement of earth, that is, 506.4 yards per second, the earth would slip away towards east by 2532 yards i.e. about one and a half miles. In other words, the stone must fall in the west of that place (place of throwing up the stone) at a distance of about one and a half miles but actually it would fall on the same place from where it was thrown up. It shows that the said theory of movement of Earth is wrong.

2. If two stones are thrown away at the same time and with the same power-- - one towards east and the other towards west, then what should happen according stones were thrown, would slip away towards has 519 yds. (506.4x3) to the said theory of movement of earth, is that the stone going towards west must appear to be going very fast and tat the stone going towards east very lazy. Suppose the power of throwing the stone is 19 yards within three seconds, then the respective stones would fall in the east and west at a distance of 19 yards only, but according to the said theorys by the timethe west ward stone would cover the distance in three seconds, the place from where in three seconds, the place from where the stones were thrown, would slip away towards east by 1519 yards (506.4 x 3) In this way, it must fall at a distance of 1519 + 19 i.e. 1538 yards, whereas it would actually fall only at a distance of 19 yards. Similarly, the other stone going towards east must fall in the west at a distance of 1519 - 19 i.e. 1500 yards, whereas actually it would fall in the very east at a distance of 19 yards only. It shows that the said theory of Movement of Earth is wrong.

3. Suppose, from a tree, two birds fly with equal speed and for equal period, one of them goes towards east and the other towards west. Now if their flying speed is equal to the speed of movement of earth, that is, if they fly at a speed of 1036 miles per hour, then according to the said theory, bird going towards west

# A'LA HAZRAT AS A PHYSICIST

*Zahoor Afzar (India)*

The earth moves constantly about its own axis and also round the sun which is stationary. This theory espoused by Copernicus, Kepler and Galileo, gained popularity all over the world. The theory says that the speed of rotation of earth in 1036 miles per hour i.e 17.26 miles per minute i.e. 30389 yards per minute i.e. 506.4 yards per second. Against this theory, nobody could speak. It was A'la hazrat who challenged it and declared:-

"The Islamic principle is that the sky and earth are stationary and the planets rotate. It is sun that moves round the earth; it is not earth that moves round the sun".

In order to substantiate it, A'la hazrat put forward two tier arguments. First, he quoted a number of verses from Holy Qur'an and *Hadith*, the translation of some of which is given below:

1. The movement of Sun and Moon is according to a course.[1]
2. The sun and the moon are sailing within a circle.[2]
3. The moon and the sun were besieged for you which are constantly moving.[3]

(For detailed study, please see "*Nuzool-i-Ayat-i-Furqan Besukoon-i-Zameen-o-Aasman*" of A'la hazrat written in 1339 A.H., published from Riza Academy, Bombay).

It is thus, quite clear that the sun moves and it is obligatory upon every Muslim to believe it because it is what Allah ordains us to believe. In light of Holy Qur'an and *Hadith*, the theory of rotation of earth is absolutely wrong. Such arguments were more than enough for Muslims but for Muslims only. For

the various alternative educational plans for the Muslims have failed. The attempts to train Muslims to fit into Kaffir society have failed because the Kaffirs don't want the Muslims. The various State and Nationalist educational systems have failed, as those States and Nations have failed. The condition today of Muslim youth shows how the various educational plans have produced poor results.

In conclusion, the Muslims must turn to this plan, and attempt to bring its principles into the education of Muslim children today. The Muslims' only hope is to have their own, independent Muslim island in the Kaffir World. And the way to build up that island is to follow this plan that Imam Ahmad Raza Khan Barelvi (Rahmatullahi Alaih) outlined in 1894.

COURTESY: MR. MOHAMMAD ILYAS KASHMIRI EDITOR IN-CHIEF ISLAMICTIMES STOCK PORT (U.K)

# SINDH AGRICULTURE UNIVERSITY

Tando Jam, Pakistan

Phone (02233) 282
Cable SAUNI

VICE CHANCELLOR

## MESSAGE

It gives me a pleasure to learn that "IDARA-I-TAHQEEQAT-E-IMAM RAZA" holds a Conference to commemorate Imam Ahmed Raza Khan Al-Afghani Al-Hindi the great scholar on 21st July, 1994 at Taj Mahal Hotel, Karachi and the Institute would also publish a Souvenir on the occasion.

Imam Sahib was a distinguished religious scholar and a dynamic personality. His mission was to bring the revival of Islamic spirit in the muslims of Indian sub-continent in the time when their national identity, cultural heritage and the religious awareness was almost degenerating under the heavy influence of westernized Education during the British rule.

The success of his mission is evident from his so many books of high ranking religious literature and the Conferences which are held even after 70 years after his death.

I am confident that the forum of this Conference would focus the light on the teachings of Imam Sahib and the deliberations of this Conference would provide new horizons of religious knowledge for the young generation to explore the hidden treasures. I congratulate the organizers for their valuable efforts to arrange this great Conference and I wish to make it a real success.

DR. IRSHAD ALI SOOMRO

The pupils of Imam Raza's school would be guided, above all, by holy people, by Ulama and Awliya, and would feel inside them the Breeze of Paradise blowing! Such schools would be a gift to the Modern World of the truly religious.

This school of Imam Raza is important, in short, because it aims to produce the perfect human being, and the perfect society of Almighty God on Earth!

How needed it is in this age of the collapse of spiritually and of human life! How important is this plan!

This educaitonal plan of Imam Raza was not cut off from the rest of his work. His whole aim was to preserve traditional Islam, and the Muslim Community, from the attacks on it, from outside and from inside, in his lifetime. His whole work was summed up in the 1912 Four-Point Programme, which has been extensively discussed in previous articles. This educational plan fits in perfectly with the 1912 Plan, and plays a very important part in it.

The 1912 Plan aimed to get the Muslims to concentrate on developing the Muslim Community as an independent island in the wider Kaffir society. This plan for education is at the centre of the 1912 Plan, for education of this type would turn the Muslim child into a builder of and member of the Muslim Community. The 1912 Plan called for an independent economy. This Islamic School would produce people committed to making their lives within the Muslim Community, and so ready to work in this economy. The 1912 Plan called for Community independence. This educational plan would make Muslim children independent of Kaffir society, and would help to develop the independent leadership of Ulama and Awliya, by providing an educational system within which such Ulama could work, and by teaching the children to respect Ulama and Awliya (the third point). The 1912 Plan also called for the thorough independent development of Islamic culture. The Muslim school designed by Imam Raza would be exactly the place where this independent Islamic culture could be developed and taught. The 1912 Plan depends on the Muslims really feeling themselves to be brothers and sisters one of another. What could be better than a school to build up this sence of brotherhood and sisterhood of the Muslims?

If the 1912 Plan is important, then this plan for education is important as the key to match the 1912 Plan! And if the 1912 Plan is important because it seeks to get the highest number of people into Paradise, then this educational programme is the most important, as through it the highest possible number of children would come to Islam, and so finally enter Paradise.

And that is the imporatnce of this plan. It seeks to preserve and expand the Society of Almighty God on Earth!! What could be more important than that?

And this plan remains important for us today. The 1912 Plan is important today because the other plans for the Muslims have failed. In the same way,

the vario
for the
attempts
Kaffir s
Kaffirs
various
systems
Nations
of Musl
educatio
results.
COURT
STOCK F

S

VICE C

It
IMAM RA
Al-Afgh
Mahal
Souveni

Im
dynamic
Islamic
when th
awarene
wester

Th
of high
are hel

I
the lig
of thi
knowlec
treasur
efforts
a real

Another worst feature of Muslims today is the way they feel inferior to the West and the white man. They lack any real culture of their own, and are, as the saying goes, "Westoxicated", intoxicated with admiration for everything that is Western and not Muslim. Many Muslim youngsters are also culturally confused. They seem to have no culture of their own, but run after the silliest Western culture, ending in alcohol, drugs and pronography.

These boys and girls are not bad people. They have simply never been given any Muslim culture that was worth having. They've gone to secular schools, and Islam for many of them has just been some rubbish served up by Modernists and other misguided peoples. The real riches of traditional Islamic culture are closed to them, and often they are taught to despise traditional Islamic culture as "bida" and "shirk". They are cut off from their Muslim past.

Schools run according to this plan would solve these problems. They would be based completely on traditional Islam, and so would provide a genuinely non-Western cultural altenative to the children. And they would draw on the fourteen hundred years of Islamic tradition. These schools could, in fact, be the places where Muslims would rediscover their past cultural glories.

What we have to hope for is that schools run on this plan would do so well that eventually Universities would be developed which really would equal again the great Mosque Universities of the Medievel period, and be the best Universities in the World! Imam Raza shows the path to restorig the traditional Islamic University, which was destroyed by people like Abduh who brought Modernism to undermine the Universities of their age.

Teaching in modern education is a pretty awful job, with little pay and little respect. Imam Raza's plan would produce schools that really would be worth teaching in. They would give a real reason to be a teacher again!

The modern World is an empty and dreary place, full of spiritual deadness and atheism. Imam Raza's plan would provide for this modern World a picture of a true religious education, and a school truly dedicated to the spirit!

The worst aspect of modern education is its one-sidedness. This is the age of the narrow academic, of the professor who only knows his specialism, of the scientist who has no thoughts outside his Science. The whole aim of the Raza plan is to produce scholars and scientists who are truly wise. In his plan, the whole of the learning and teaching done at the school would be seen from the viewpoint of traditional Islam, which is the Highest Wisdom. In his school there would be physicists who had read Imam Ghazzali, and geograhpers who had read Ibn Arabi, and mathematicians who were followers of a Tariqat! Many at Western Universities aspire to be like this, but in the system of Imam Raza this would be done from the start and always, for each and evey pupil.

This plan provides a modern educational system which would completely preserve traditional Islam. It is th only education fit for a Muslim in the modern age. It would keep Muslims Muslim, hold the Umma together, keep the best people in the Community, and preserve the leadership of the Ulama and Awliya. From this many benefits would result.

One very great benefit is the aviodance of State and of Nationalist education. In the Modern Age States have used education to control the mass of people. But Imam Raza's plan avoids reliance on the State completely. It is a plan for the Muslims to educate themselves.

In tranditional Islam it is not the State which educated the Muslims, but the Muslims who educate the State, and direct it on a proper Islamic path. This can only happen if the Muslim Community, freely and voluntarily, educates itself.

State education has usually involved poisoning the minds of children with all sorts of secularist and especially nationalist ideas. Imam Raza's plan would put Islam at the centre of the education of children. The True Islam would provide the centre of the School's teaching. There would be no place for racism, or communal hatred, spread by State schools, following the guidance of the State.

If loyalty was preached to the children, it would be loyalty to the Umma. The children would learn that they had brothers and sisters all over the world, wherever there were Muslims. And no dreary ideology would be preached, but the intellectual and spiritual riches of the Greatest Civilisation, Islamic Civilisation, would be brought to the children!

One of the worst features of modern education is that people only study to get qualifications and a good job. The real value of wisdom and culture is lost to the children. The aim is certificates, and then nice soft jobs. But the school run according to Imam Raza's plan would have quite different aims. Tha aim would be to give the children wisdom, and to make them in to fine people. And the aim would be to prepare them to play a valuable role in the Muslim Community. The aim wouldn't be nice jobs but to become a voluable and importnat member of the local Muslim Community, and of the Umma. Many Muslim parents only want education for their children because they think it's the way to get money. But you can't blame those parents, when the education on offer for their children is not based on any plan such as Imam Raza had, but simply on helping the children to run after money and mindane success. Many Muslim children are obsessed with success and money. But that is because they have never been to a real Muslim school, but have gone to a school where the only reason for going was exams passes and good jobs! Imam Raza's type of education would be the cure for the moral collapse of so many Muslim children!

This kind of purely secular education was obviously dangerous to the Umma. But the second danger against which Imam Raza fought was people who claimed to be Muslims, but who would break up and destroy Muslim society. This meant, of course, above all the various types of misguided people against which Imam Ahmad Raza fought all his life.

These misguided people especially fought against the influence of the traditional Ulama and Awliya. The aim of these misguided people was to undermine the leadership of the Community, and replace it with their own leadership. And they did this also by undermining the great love and respect that Muslims like Imam Ahmad Raza had for the Prophet (Sall Allahu Alaihi wa Sallam), and for the Ulama and Awliya. This is why in point three Imam Raza emphasised love and respect for the Prophet (Sall Allahu Alaihi wa Sallam), his faimly, Sahabah and for the Ulama and Awliya. At the end of point three Imam Raza wrote that this love should be written on the hearts of the children as though carved in steel!

Many of these misguided people were also aiming to do the same thing as Aligarh: to promote themselves to the top of Kaffir society. They often copied the Modernism of Aligarh, to fit themselves to mix in with the Kaffirs, while pretending to the mass of ordinary Muslims to be fairly traditional, so as to have the mass base of support needed to carry out their plans. In the case of a Modernist like Muhammad Abduh, the Egyptian, modernism is used to produce a throughly Modernist and Westernized version of Islam, which is kept only for the elite, while traditional Muslim society is completely despised, and every attempt made to destroy it.

One important feature of Imam Raza's plan is that there is no difference in it between the Islam that would be taught to the elite, and the Islam that would be taught to the ordinary mass of Muslim children. Both would get identical ideas, only differing because the very best pupils would go to a higher level of study. In the plans of Muhammad Abduh the Islam taught to the elite is quite different to that taught in a village Madrashh.The elite are not only tought in different ideas but are tought to look doom the ordinary Muslims. In Imam Raza's plan elite and the masses are united in the same Ahle Sunnat belief. The reason for this is, of course, that the misguided Muslims often aim, quite consciously, to behead the Community, by preparing themselves to get the good jobs in Kaffir society.

This plan for education was, then, important because it gave an alternative to the plans produced by others at the end of the Nineteenth Century, which would have destroyed the Umma. But the plan was also important because of all the benefits it would bring by preserving the traditional Muslim Community. These benefits are very many, and here we can only pick out some of the most important benefits it would bring.

greatest threat comes from incorrect education of Muslims.

The threat comes from many directions. We can understand the ten-point plan better if we look at the various directions from which threats come.

The effects of all these educational threats were to dissolve the traditional Muslim Community, and disperse it, in various ways.

The greatest danger came from education whose real aim was to fit the Muslim into Kaffir society. The Muslims, from a Muslim family, would go to school, and there be prepared for a life quite outside the Muslim Community itself. In Imam Raza's day this meant especially the kind of education given at Aligarh. Here Muslims were trained above all to take part in the ruling of British India, as Muslims who were in every way 'Cambridge Educated Englishmen'. They were taught Islam at Aligarh, but it was Modernist, and especially dedicated to knowledge of Science. Science came first, and Islam was re-written to fit in with Science. Imam Raza makes clear in the second point that Science should be subordinate. This point is aimed against Islamic Modernist education.

The second effect of this kind of education was to 'behead' the Muslim Community. All the most talented and able children were taken to these Modernist Universities, and there trained to work, as highly qualified people, in Kaffir Society. In this way the natural leaders of the Community were taken away from the Community, leaving the Community without really talented people in leading positions. For this reason Imam Raza makes it clear in point seven that pupils must be especially dedicated to the Muslims Community.

The tragedy is, of course, that these Muslim Univesity graduates never get, in Kaffir society, the position that they deserve because of their talents. The Kaffirs won't give them the really good jobs, and they face a life of frustration. Imam Raza's plan is the best for them, because it would fit them to live in a Community where thay would not be the victims of discrimination and prejudice.

Today, of course, this kind of non-Muslim education affects vast numbers of children, while only a tiny few went to Aligarh. But the effect is the same. The Muslim children are fitted to try to live in Kaffir society, but when they become qualified, all they face is inferior jobs and unemployment. Because they haven't been educated to be devout Muslims in Muslim society, they end up at the bottom of Kaffir society, educated for a society that will not let them fit in.

We must emphasise here that Imam Raza didn't want an education which was purely religious. Point five makes it clear that the pupils must be taught subjects that are useful for *Dunya* as well as *Deen*. And the whole aim is useful, valuable people, who can really be an asset to the Community. The aim is the quality of Aligarh, but the pupils really dedicated to building and helping traditional Muslim society and to becoming traditional Muslims.

This ki
vas obviou
But the s
mam Ra
laimed to
break up
This mean
various t
against wh
all his life.
These
fought ag
traditional
of these
undermine
Communit
own leade
by under
respect th
Raza had
Alaihi wa
and Awliy
Imam Ra
for the P
Sallam), h
Ulama an
three Ima
should be
children a
Many
were also
Aligarh:
top of Ka
the Mo
themselv
while pre
Muslims
have the
carry ou
Moderni

that the pupil would never get down-hearted and lose interest in study.

This is only a summary of the plan, and the reader should, if possible, study the whole plan.

The real meaning of this plan can only be understood if we realise what Imam Raza meant by education.

To many people education is simply giving children a lot of information: in a vide variety of subjects, so that the child becomes knowledgeable, and shows this by passing exams. And this takes place only at school. The teacher is just someone who knows some information, and who gives this to the child, until the child passes exams. Imam Ahmad Raza's idea is quite different.

To Imam Raza education was the forming of the individual, and at the same time the forming of the community within which the individual lived. The aim was to produce model people, to live in a model society. The teacher should be, in this idea, dedicated to producing these model people, and this model society. And the pupils should become such people that they would leave the school to become active and loyal members of this model society.

We can now explain what the ten-point plan meant, and what it aimed at.

The aim of the ten-point plan was to produce devout Muslims to live in a strong Muslim Community. The individual was to be a devout model Muslim, with a thorough knowledge of Islam, and an excellent moral character. And the pupil was to be dedicated to the Muslim Community, and was to have all the skills necessary to actually live in that society and benefit that society. The teachers were to be men dedicated to producing model Muslims, and dedicated to helping the Muslim Community. Pupils and teachers were to be completely dedicated to the Umma.

But the key point in the ten-points is the third one. He was above all a leader of the traditional Muslim Community. Now the basis of his faith was love and respect for the Prophet (Sall Allahu Alaihi wa Sallam), his family, and Companions. And the real leaders of the traditional Muslims were the Ulama and Awliya. In the third point of the ten-point plan, Imam Raza puts at the centre of the education of the pupil, love and respect for the Prophet (Sall Allahu Alaihi wa Sallam), his faimly, the Sahabah, Ulama and Awliya. We can now see the true aim of the ten-point plan.

The aim of the ten-point plan was to produce traditional Muslims to live in traditional Muslim Society. Tha aim was to uphold the value the traditional Muslim Community, and to train its future members so that it would grow and prosper and survive in the Modern World. The traditional Community could be preserved, if education was carried out according to this plan. Tha aim of the ten-point plan was the survival of the traditional Muslim Umma.

Now this plan is imporatant because traditional Muslim society was under threat in Imam Ahmad Raza's time, and is still under threat today. And the

# THE IMPORTANCE OF IMAM AHMED RAZA'S TEN-POINT PLAN FOR MODERN MUSLIM EDUCATION

*Dr. Muhammad Haroon (U.K.)*

In 1894 Imam Ahmad Raza gave a speech in which he summed up his propasals for Mulsim Education in ten points. (An English translation of this speech was published in Islamic Times in April, 1996).It is the aim of this article to explain what this plan was, what it meant, how it differed from the educational policies adopted by others, both Muslims and non-Muslims at that time, and what importance this plan has for people at the time, and what importance it still has for us today.

This subject is extremely complicated, and it is best to begin by summarizing the ten-point- plan.

Firstly, the centre of all education for the individual and in the school system had to be Islam. Secondly, the aim of the education was to produce a devout model Muslim. Science could play a part in education, but knowledge of the Creator came before knowledge of creation. Thirdly, the main aim was to produce lovers of the Prophet (Sall Allahu Alaihi wa Sallam), of his family and Sahabah, and of the Ulama and Awliya. Fourthly, the education must teach the Truth of Islam. Fifthly, the pupils were to be especially taught knowledge that was useful for the world & world hereafter, *Deen and Dunya,* and unimportant or useless subjects were to be avoided. Sixthly, the teachers should not be people only interested in teaching just to make a living, but should be dedicated, and devout and committed to the Muslim Umma. Seventhly, the pupils should be full of confidence and especially committed to the Muslim Community. Eighthly, the pupils should have respect for learning, as learning was the key to the progress of society. Ninthly, the pupils should have good character, coming from good company in the school, and have good physique coming from sports, recreation, travel etc. And tenthly and lastly, the school should provide the pupil with good surroundings, peaceful and inspiring, so

The real reason for such avoidance is to discourage the wrong-doers. In our community wasteful expenditure has become our second nature. One helps the other in it. It looks as if we have lost our sight. Shedding light on the degradation of our community he writes:

"As long as the heart is pure, calls people to good. May Allah save us, plenitude of sins, particularly plenitude of *bid'a*, turn a man blind. He is bereft of the capacity to see the truth and ponder over the truth but he has the innate capacity to hear the truth".[25]

[1] Ahmad Riza, *Husam al-Haramayn*, Lahore, 1975, p.51
[2] Ahmad Riza, *al-Saniyya al-Aniqa* etc., (1336/1917), Bareilly, p. 154
[3] Ahmad Riza, *A'lam al-A'lam* etc., Bareilly, (1306/1888) p.15
[4] Ahmad Riza, *A az al-iktinah etc.*, Bareilly, (1309/1891), pp. 10-11
[5] Ahmad Riza, *Maqal al-'Urafa*, etc., (1327/1909), Karachi, p.7
[6] Ahmad Riza, *al-Saniyya al-Aniqa*, p.124
[7] idid., p.141
[8] Ahmad Riza, *Ahkam-i-Shari'at* Part I, Agra, p.4
[9] Ahmad Riza, *al-Zubda al-Zakiyya* etc., Bareilly, p.5
[10] idid., pp. 7-10, 10-25, 25-80
[11] Ahmad Riza: Shifa' *al-waliha* (1315/1897), Breilly, etc.
[12] Ahmad Riza, *al-Hujja al-Fa'iha* etc., (1889), Lahore, p.14
[13] idid., p.16
[14] *al-Malfuz* (1919), Part III; Aligarh, p.45
[15] *al-Malfuz*, Part II, Karachi, p.110
[16] Ahmad Riza, *'Masa'il-i-Sima'*, Lahore, p.32
[17] Ahmad Riza: *Abriq al-Manar bi Shumu'i al-Mazar*, (1331/1912), Lahore, pp. 9-10
[18] *Ahkam-i-Shari'at*, Part I p.38
[19] *al-Saniya al-Aniqa* etc., p.70
[20] *Ahkam-i-Shari'at*, Part I p.42
[21] *Ahkam-i-Shari'at*, Part I p.33
[22] Ahmad Riza, *Mawahib Arwah al-Qudds* etc., (1324/1906), Lahore, p.5
[23] Ahmad Riza: *Hadi al-Na'li Rusum al-A'ras* (1894). Lahore, p.2
[24] idid., p.4
[25] *al-Malfuz*, Part III, p.54

**Prof. Dr. J. M. S. Baljon, Department of Islamology, University of Leiden, Holland**

"Indeed a great scholar" I must confess when reading his Fatwas I am deeply impressed by the immensely wide reading he demonstrate in his argumentations. Above it, his views appear much more balanced than I expected. You are completely right; he deserves to be better known and more appreciated in the west than is the case at present.

(Extracted from the letter dated: 21-11-1986 addressed to Prof. Dr. Muhammad Masud Ahmed.)

mountaining a new *chadar* is of no use. The money spent on new *chadar* may better be given to the needy with the intention of *eisal-i-thawab* to the one buried there".[20]

In all his above observations he had followed the Islamic principle of parsimony in any act of virtue. If there is any advantage it is rightful. If there is no advantage it is prohibited. This is not only applicable in the case of a grave but in all matters of life:

In *qawwali* instruments of music *(mazamir)* are commonly used. *Qawwalis* are held at *dargahs*, near mosque and particularly in Urs. In many *Urs*, women assemble and participate in *urs* without *purdah*. Various other *tamashas* which are not only shameful but also woeful, take place in these *urs*. Ahmad Riza has declared all such practices which are against the Shari'ah as unlawful. About instruments of music, he says:

> "The Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) had come to wipe out *mazamir* (instruments of music) and in the light of *Hadith*, *mazamir* are *haram*".

He was asked about participation in such *urs* in which instruments of music are used. He said:

> "Such *qawwali* is *haram*; all participants are simers; all their sins are on the organisers of the *qawwali* and *qawwall*, and even the sins of the qawwall are on the organisers".[21]

When he was asked about participating in *urs*, he said;

> *Urs* in which women don't participate, *tamashas of shirk* are not held, prostitutes and dancers and instruments of music are not there, participation is permissible. It is apparent the prupose of such *urs* is *eisal-i-thawab*, *Fatiha* and rrecitation, of Qur'an".[22]

Now a days, in most of the *urs*, these things which Ahmad Riza had condemned are lavishly patronished. So participation in all these *urs*, according to Ahmad Riza, is not advisable.

Among Muslims fulminations on the occasion of marriage is common and particularly on *shab-i-barat* fulmination and crackers are widely used. Ahmad Riza was once asked about it and he said:

> "Fulmination and crackers used at the time of marriages and *Shab-barat* are doubtlessly *haram* and totally a crime. It is a wastage. Qur'an calls such people as brothers of *Satan*. Allah says:
>
> Lo! the squanders were the brothers of the devils and the devil was ever ungrateful to his Lord. (*Asra'* : 27)[23]

He advised to avoid the marriages in which songs, music and anti-Shari'ah activities are there. He advised:

> "In marriages, if these activities are there, it is necessary that Muslims should never attend them".[24]

upon him) there is no permission to visit any grave. Attendance at the graves of the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) is almost *Wajib*. In one tradition it is said: "*One who visits my grave, for him my shafa'a has become wajib*". In another tradition it is said; "*He who performed hajj but did not visit me had undoubtedly been tyrannical to me*".[15]

Now a days women appear before *Pir* and murshid without *purdah*. Neither they have any bashfulness nor the *Pir* prevents them from this. In this connection he was asked for a *fatwa*, he said:

"Without any doubt *purdah* with the strangers is *farz* as Allah and the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) have instructed. A *Pir* does not become *mahrum* (a man with whom marriage is not permissible) for a *murida* (a woman disciple). Who could be a greater *Pir* than the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) for the *Ummah? he is certainly the father of the* Ummah.By virtue of being a *Pir* if one could become a *mahram*, certainly Prophet's marriage could not take place with any woman of his *ummah*.[16]

It is common practice to make lighting arrangements, burn lamps and incense., Adopting a middle of the way policy, he had given his opinion with considerable weight. When he was asked about lighting a lamp at the grave, he wrote, referring to *'Hadiqa-i-Nadya'* of Shaykh Abd al-Ghani Nabalusi.

"Taking lamps to the graves is *bid'a* and wastage of money".

After that he writes:

"It is all wastage if it is of no advantage. It lighting a lamp is advantageous, as there is a mosque in the vicinity of the grave or the grave is by the side of a road, then it is permissible".[17]

The Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) says:

"Anybody among you who could do any thing profitable to Muslims could do so".[18]

When he was asked if *loban* (a kind of fragrant incense) could be burnt at the grave, he said:

"To burn the *loban*, placing it on the grave should be avoided and to burn the incense near the grave (if it is not *zakir* or a *za'ir* who is present there or about to visit there) but to burn it only for the sake of the grave is prohibited: it is wastage. For a virtuous man, a window from Paradise is opened into his grave. Breezes from the Paradisical flowers that came into the grave are far richer than the mundane loban and any other incense".[19]

About mountaining *chadar* on a grave he said:

"When the *chadar* is there it is not yet old or tattered,

> *thawab*, and on actually doing it, he gets the *thawab* tenfold. Offering the *Fatiha* on food is not necessary, it is not like sending a thing by post; unless it is materially present it cannot be despatched. The way only is to pray Allah that the *thawab* may reach the dead. If any one believes that unless food is materially present, *thawab* will not reach, it is a baseless suspicion".[13]

Once he was asked whether a man could arrange for *eisal-i-thawab* in his own life time. He replied:

> "Yes he could, give the needy charity in secrecy. The common practice of giving dinners to the rich and the family members should not be followed".[14]

Among the *bid'a* of modern times it is common that Muslims women loiter on the streets without *purdah,* they even appear before others without *purdah:* they assemble and have dinners at the house of the dead, they visit the graves and sometimes go before *'Pir'* without *purdah.* Ahmad Riza has opposed all such *bid'a*.

In answer to one question whether a women could visit her *maharam* (a relative with whom marriage is not possible) and the *non-maharam* (any person with whom marriage is possible) Ahmad Riza wrote a treatise whose title is; *Murawwaj al-Nija Li Khuruj al-Nisa* (1316/1898).

In this treatise he had classified women into various categories and has earmarked separate instructions for each of the categories.

He wrote another treatise; *Juli al-Sawt Li Nahi al-Da'wa Imam al-Mawt* (1310/1892) in which he has criticised how men and women visit the family of the dead; how they stay there to dine and thereby cause economic strain to the people of the house. He was once asked whether women could visit the graves. He wrote that the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) had said: "Allah's curse is on those women who visits the graves too much". On this subject he has written a treatise; *Jamal al-Nur Li Nahi al-Nisa' 'an Ziyara al-Qubur* (1920/1339).

In this regard he has made an exception in visiting the sacred grave of the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him). Men and women visiting the sacred grave of the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) have been approved by various traditions. When he was asked about women visiting the grave of Hazrat Khawaja Moin al-Din Chishti, he said:

> In *Ghunya* it is written that don't ask whether women's visit to *mazars* is permissible or not but ask how much Allah's curse and the curse from the man inferred there are on any woman who visits the grave. The moment she starts from home with the intention of visiting a garve, the curse begins. Except the sacred grave of the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be

conditionally right. In answer to one question he writes:

> "It is right if it is borne in mind that they are also servants of Allah, and one means to reach Allah, and that it is with the intention of Allah, and further, believe that not even a mite moves without the Command of Allah, nobody could give a penny without being given by Allah; could not hear even a word, could not bat his eye lid, and definitely this is the belief of all Muslims".[8]

Some Muslims transgress the bounds of *Shari'a* and prostrate before graves (*Mazars*). Ahmad Riza considers all kinds of prostration before anybody except Allah as *Kufr* and *shirk,* and *sajda-i-tazimi* (honorary prostration) as haram. In this connection he has written a scholarly treatise: *Al-Zubda al-Zakiyya li Tahrim Sujud al-Tahiyya* (1337/1918).

In it he wirtes:

> "Muslims! Oh Muslims! those who are the adherents of the *Shari'ah* of Mustafa know and do know it certainly that there is *sajda* (prostration) for nobody except Allah. But for Him?. any *Sajda* in obedience to anybody, is certainly. and with consensus is clearly *shirk* and evidently *kufr*. *Sajda* in any body's honour is *haram* and a major sin *(guna-he-Kabira)*".[9]

Ahmad Riza in support of his assertion has first quoted from Qur'an how any honorary *sajda* is prohibited, and then, he has quoted 40 *Hadith* (Tradition) to prove it. After that he quoted from 150 original books of *Fiqh* to prove that *sajda* is haram.[10]

Now a days some Muslims have the photo of *'Buraqh'* (winged horse) in their homes. Ahmad Riza has strictly prevented Muslims from having such photo at home. But he thinks the photo of the *'Qabar Sharif'* (grave of the Holy Prophet) and *'Na'alayn Sharif'* (foot-wear of the Holy Prophet) are permissible.[11]

Among Muslim *Fatiha, Soyem* (third day death ceremony). *chelum* (fortieth day death-ceremony). Barsi (annual death ceremony) and *urs* are in practice. Ahmad Riza considers the spirit of these functions to be lawful and other unnecessary essentials to be baseless. Thus he has adopted a Via media. Justifying *Fatiha* to be permissble he writes:

> "Whatever useless things people have created, celebrating it like a marriage, spreading fine carpets, are all out of place. If one thinks that *thawab* reaches on the third day or on a particular day, it is also a wrong belief. Likewise distributing *chana* is also not necessary. If one distributes it, it is also not harmful".[12]

About the *eisal-i-thawab* on the food placed before, he writes:

> "The truth is, *Fatiha* itself is the name of *eisal-i-thawab*. For a Momin, the moment he intends to do a good thing, he gets the

"Anybody who denies anything of the necessities of religion is by the consensus of Muslims, a *Kafir*. Though he might have recited *Kalima* a million times, his forehead might carry the black mark of prostration, his body might have thinned because of fasting, he might have performed hajj a thousand times, he might have given mountains of gold in charity, they would not be accepted, unless he believes in everything that the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him), had brought from Allah".[3]

In our society many Muslims ignore *fara'iz*, Wajibat and Sunnah but they are strict in observing *mustahabat* and *Muhahat*. Ahmad riza has very severly critisied this disorderliness. At one place he writes:

"Abu Muhammad Abd al-Qadir Jilani. (May Allah bless him) in his books *'Futuh al-Ghayb'* has given heart rendering examples of people who ignore *fara'iz* but observe *"nawafil"*. He said in that book: "If *nawafil* and *Sunnah* are observed before the discharge of *fara'iz*, they will not be accepted but would amount to insult".[4]

Ahmad Riza's stand on *Shari'a*, *Tariqah* and *Bay'a* are very clear. When he was told about the wordings of a man that, *Tariqah* is how to reach Allah and *Shari'a* is to observe the permissible and the forbidden, he said:-

"To say that *Tariqah* is to reach Allah, is insanity and ignorance. Those who have even minimal knowledge, know that *tariq*, *tariqah* and *tariqat* mean 'a way', not reaching as it is alleged. *Tariqah* definitely means 'a way'. If it differs with *Shari'a*, Qur'an bears a witness that it will not reach Allah but satan. It will not take one to paradise but to hell. Qur'an declares that except *shari'a* all the ways are false and forbidden".[5]

On the necessity of a *'murshid'* he says:

"Eventually deliverance (May Allah forbid, even if it is after the punishment depends on Allah subhanahu wata'ala). This belief among all *ahl-i-sunnah* is essential and it does not depend on any *bay'a* or being a *murid*. For this it is sufficient to accept the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) as *'murshid'* (the guide)".[6]

But along with this he writes this too:

"For the goodness of *'ihsan'* definitely *murshid-i-khas* is necesarry. and that too a Shaykh who has reached (*Shaykh-i-Eisal*). *Shaykh-i-Ittisal*" is not sufficient.[7]

About seeking support and intercession from the Prophets and the *awlia*, Ahmad Riza says it is

# REBUTTAL OF INNOVATIONS (RADD-I-BID'A)

*By Prof Dr. Muhammad Mas'ud Ahmad (Karachi)*

In his *fatawa*, treatises and speeches Ahmad Riza struggled against *bid'at*(unlawful practice in Islam) and strove for the resurgence of Islam, and it is for these attempts that some *Ulama* of Arabia said that he was the *'Mujaddid'* of this century. *Hafiz al-Kutub* al-Haram Shaykh Isma'il Khalil Makki writes:

> "But I say if it is said about him that he was a mujaddid (revivalist) of this century, it would be true and right. For Allah, it is not difficult to accumulate a universe in one person."[1]

For Ahmad Riza the meaning of Islam is very simple and straight. But he chases that man who creates unlawful things in religion and mixes facts with fiction. He criticises that man who scuttles the unity of the community and creates a new way, leaving the way of the majority.

He was asked once if the English knowing Non-Muslims would become Muslims or not if they recite *Kalima*. He said:

> "Undoubtedly they would become Muslims even if they did not know the translation of the *Kalima*. Even if they had not recited the *Kalima* and uttered this much. 'I have left that religion and accept the religion of Muhammad'. It is sufficient for their conversion".[2]

But he makes clear his stand on those who after accepting Islam, deviate from the path shown by the Holy Prophet (Allah's Grace and Peace be upon him) and denies certain things.

transaction and the interest that this particular transaction is Halal and the interest is Haram as the result in both cases is the same; that is to obtain excess in value?

Answer 12

Yes. It is lawful if the recipient intends it to be a business transaction at arms length and not a loan. If it is a loan, it will render it unlawful and be deemed interest because it is a debt by which profit is being obtained.

(COURTESY: MR. MOHAMMAD ILYAS KASHMIRI, EDITOR IN- CHEIF ISLAMIC TIMES (U.K)

Answer 4

If conditions of the chopping off of a hand are prevalent, it is compulsory.

Question 5

In case of its destruction, would compensation be obligatory?

Answer 5

Yes. In case of its destruction, compensation is obligatory as in a similar form of property. The person may be compelled to pay in Dirhams.

Question 6

Is it lawful to sell currency notes with Dirhams, Dinars, Paisas?

Answer 6

Yes. It is lawful as it is cusotmary between people in most towns and cities.

Question 7

If it is obtained in exchange for clothing, would it be Baiya Muqaedha or Baiya Mutlaq?

Answer 7

It is a proverb, however, to obtain it in exchange for clothing will not be Baiya Muqaedha but it will be Baiya Mutlaq.

Question 8

Is it lawful (Shariah Law) to give it as a loan? If it is lawful, would repayment be in the same form or is the repayment made in Dirhams?

Answer 8

Yes. It is lawful to give it as a loan and the repayment will only be made in a similar form.

Question 9

Is it lawful to sell it in exchange for Dirhams in the form of a definite credit?

Answer 9

Yes. It is lawful, provided a control is obtained on the currency publicly so that it does not become a swapping transaction.

Question 10

Is Baiya Salam lawful in currency notes? For example, paying a Dirham one month in advance for a currency note the value and equality of which is already known?

Answer 10

Yes. Baiya Salam is lawful in a currency note.

Question 11

Is it lawful to exchange it for more than a written quantity of rupees on the note? For example: selling of a currency note of ten rupees for twelve, twenty or a less amount.How is this transaction viewed?

Answer 11

Yes. It is lawful to transact/trade the currency note for more or less than the quantity written on it if the two parties mutually agree.

Question 12

If it is lawful, (question 11 in context) then is it also lawful that Zaid wishes to obtain ten rupees as a loan from Umr and Umr says, "I do not have Dirhams with me but I am selling to you a currency note of ten rupees for twelve rupees. You pay back a rupee a month. Would it not be invalidated on the ground of it being one of the sources of interest. If it is not precluded then what difference is there between 'this

# KEY FOR SCHOLARS TO UNDERSTAND THE CURRENY NOTES

## *By: IMAM AHMAD RAZA KHAN*

**Translated by Dr. Muhammad A. Junejo (U.K)**

This treatise was compiled by Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Barelvi (Rahmatullahi Alaih) during his short stay in Makkah in the year 1324 A.H./1905 A.D.

The Imam was asked to respond to twelve questions in relation to currency notes by Hanafia Imam Sheikh Abdullah Mirdad Sheikh Bin Abi Al Khair (Rehmat ullah Alaih). Readers are reminded that at that time the concept of currency notes was a new phenomenon and most learned men were still searching for a correct treatment of this invention.

The original questions and answers are reproduced here. A full explanation advanced by Imam Ahmad Raza Khan (Rahmatullahi Alaih) will follow in the next month's issue.

Question 1

Is the currency note property or a receipt?

Answer 1

The currency note is a valuable property and not a receipt (Fath-ul-Qadeer stated that if a person sold a paper for a sum of a thousand rupees, it is lawful. This is a perception about a currency note prior to its appearance).

Question 2

If a currency note reaches its value and an year elapses, would it attract Zakat?

Answer 2

Yes. Upon fulfilment of the Zakat condition, Zakat will become payable on it because it is personal maqtoum property.

Question 3

Is it correct to give a currency note in Mehr?

Answer 3

Yes. It is correct to determine a measure of Mehr and give it as Mehr subject to its value at the time of marriage (Nikah) equals to seven Messqal in silver.

Question 4

If it is stolen from a secured place would the chopping off of a hand be wajib?

وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ

2:173

(a) And that on which any other name have been invoked besides that of Allah. (Abdullah Yousuf Ali).

(b) And that over which is invoked the name of any other than Allah. (Abdul Majid Daryabadi).

(c) And the animal that has been earmarked in the name of any other than Allah. (Moulana Ashraf Ali Thanvi).

**'And the animal that has been slaughtered by calling a name other than Allah'**

**-A'la Hadrat Ahmad Raza Khan**

Now see the difference in translations. Generally the translators while translating these words have conveyed such meanings that makes all lawful animals that are called by any other name than Allah unlawful. Sometime animals are called by other names for example, if any one calls any animals like 'Aqiqa animal or 'Walima animal' or 'Sacrificial animal', sometime people purchases animals for 'Isale-Sawab' (conveying reward of a good deed to their late near and dear ones) and call them as Ghausal Azam's or Chisthi's animals, but they are slaughtered in the name of Allah only. Then all such animals would become unlawful.

The only befitting translation is of Ahmad Raza Khan that conveys the real sense of the verse, otherwise all such lawful animals become unlawful if they are slaughtered for purposes of Sadaqa and Iesal-e-Sawab even if calling the name of Allah at the time of slaughter.

********

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

55:33

(a) O company of jinn and men if you have power that you may go out of the boundaries of the heavens and the earth (then let us see) do go but you can not go out without strength. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).

(b) O tribe of jinn and of men if you are able to pass through the confines of heaven and earth, pass through then you shall not pass through except with an authority. (Arberry).

(c) Similarly this verse has been translated by Abdullah Yousuf Ali and Moulana Abdul Majid Daryabadi.

In this scientific age the boundaries of heaven and earth have been crossed. Some translators have opined that no one can cross the boundaries. This has created doubt in the minds of the people about the verse. A'la Hadrat Ahmad Raza's translation has removed doubts for ever. He translates:-

'O' company of jinn and men, if you can that you may go out of the boundaries of the heaven and the earth, then do go. Wherever you will go, His is the kingdom.'

The translators have translated the word Dhal ضال in such as way that it affected directly the personality and prestige of the Prophet whereas the concensus is that the Prophet is sinless prior to the declaration of Prophethood and after the declaration. The words wandering, groping, erring are not befitting to his dignity. The word ضال has many meanings. The most appropriate meaning has been adopted by A'la Hadrat Imam Ahmad Raza Khan.

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ؕ

48:2

In this verse the word ذنب has been translated by almost all famous translators of Urdu, English as sin or error or faults. Thus the verse has been translated usually as 'so that Allah may forgive your faults (or errors or sins). Whereas, the basic faith of Muslims is that the Prophet is sinless and faultless.

A'la Hadrat has translated the verse- **'so that Allah may forgive the sins of yours former and your, latter on account of you.'**

Here the prefixed particle 'La' ‹ ل › gives the meaning of 'on account of' according to various commentators of Qur'an particularly (Khazin and Ruhul Bayan)

لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا

3:142

(a) Before Allah has known the men fought hard. (The Qur'an. Dar-Al-Choura, Beirut.)
(b) While yet Allah knoweth not those of you who really strive (Pickthal).
(c) Without God know who of you have struggled. (Arberry).
(d) While yet Allah has not known those who have striven hard (Abdul Majid Daryabadi).
(e) While yet Allah (openly) has not seen those among you who have striven on such occasion (Moulana Ashraf Ali Thanvi).
(f) And yet Allah has not known those among you who are to fight. (Moulana Mahmood ul Hasan).

**'And yet Allah has not tested you warriors'.**
**-A'la Hadrat Ahmad Raza Khan**

Now the readers can themselves see the difference of translations of this verse. Most of the translators while translating this verse have forgotten to remember that Allah is in knowledge of seen and unseen. Allah forbid! the general translators have given the conception that Allah does not know anything before its occurrence.

Even a Qadiani translator has translated the verse in the similar way 'While Allah has not yet distinguished those of you that strive in the way of Allah' (Moulvi Sher Ali).

********

faith, love and respect of Allah the Almighty and the Holy Prophet in the hearts of Urdu knowing Muslims of the world.

The Translator, Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan has tried his best to translate the Urdu version of Hadrat Ahmad Raza into simple Bengali conveying the thought given in Urdu translation. He worked hard to choose such Bengali words which should necessarily convey the same sense that has been expressed in Urdu version. While doing this important and sacred job, he had many famous translations before him.

The worth of this translation can only be visualized by a comparative study of various other translations. A detailed comparison is not possible here, therefore, I have chosen some important verses. This comparative study will enable a Muslim of true faith to appreciate the depth of the knowledge of Hadrat Ahmad Raza and his love, and close relation with Allah the Almighty and his beloved Prophet (and his command our various branches of Quranic knowledge).

A'la Hadrat Ahmad Raza Khan interpreted the Qur'an in the light of authentic and current commentaries of Holy Qur'an. His interpretation raises the respect of the revealed book, dignity of the Prophets of Allah and prestige of humanity in the eyes of the readers.

Now I give here a comparative translation of some important verses:

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۷

93:7

(a) Did he not find you wandering and guide you? (An English Translation published in Beirut, Lebanon by Dar-Al-Choura).

(b) And he found thee wandering and he gave thee guidance. (Abdullah Yousuf Ali).

(c) And found thee lost on the way and guided thee? (Muhammad Asad).

(d) And he found thee wandering in search for him and guided thee unto himself. (Maulavi Sheer Ali Qadiani)

(e) And he found thee wandering. So he guided thee. (Abdul Majid Daryabadi).

(f) And found thee groping. So he showed the way. (Maulana Muhammad Ali Lahori Qadiani).

(g) And he found you uninformed of Islamic laws, so he told you the way of Islamic laws. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).

(h) Did he not find thee erring and guide thee? (Arberry).

(i) Did he not find thee wandering and direct thee? (Pickthal).

(j) And saw you unware of the way, so showed you starlight way (Moulana Fateh Muhammad Jallendhari).

**"And he found you drown in his love, therefore gave way unto Him"**

**Imam Ahmad Raza (Rahamatullhi Alaihi)**

institution of the people of tradition and of the congregation in Indo-Pak-Bangladesh sub-continent.

Imam Ahmad Raza is a great jurist and a learned and authentic authority on Qur'an, Sunnah and jurisprudence accepted by majority Muslims of this sub-continent.

He was a great writer who wrote above one thousand small and big books relating to various aspects of Islamic and modern learnings.

He devoted his entire life to the propagation of real faith and traditions of the Holy Prophet (Peace and Grace be upon him).

His main theme of the life was deep and devoted love of Allah and His last Prophet Hadrat Muhammad (Sallallahu-Alaihi Wasallam).

He could bear anything except utterances against Islam, Allah, and His Prophets.

He was a traditionalist and a true follower of the jurisprudence of Imam-e-Azam Abu Hanifa. (Rahmatullahi Alaihi). He was a great mystic too and was a staunch lover of 'Shaikh Abdul Qadir Jilani' (Rahmatullahi Alaihi) of Baghdad.

Ahmad Raza's religious works have no parallel in his time. His ability, far-sightedness and depth of thoughts have been recognized by the Ulamas and Muftis of all the four schools of jurisprudence, not only of this subcontinent but, also of Haramain Sharifain.

(He was awarded certificates of recognition by these men of Islamic learning when he visited Haramain Sharifian for performing Haj (Pilgrimage) in the beginning of 20th century).

(This happened on his first Hajj pligrimage which he performed alongwith his father Allama Naqvi Ali Kan (Rahmatullah Alaihi) in 1878 AD?1292 AH. He performed his second Hajj in 1905 Ad/1323 AH. At this occasion Ulama (of Makkah Mukarramah and Madina Munawwara) obtained from him certificates of recognition-----Idara)

Though he has written numerously but two of his most famous works the translation of Holy Qur'an in Urdu and 'Fatwa-e-Razvia' in twelve huge volumes have proved his superiority, deep thinking ability and extreme love of Allah the Almighty and Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) over entire group of Ulamas of his time. Ahmad Raza filled a new spirit and enthusiasm for Islam in the hearts of Muslims. He revived loves and affection of the last Prophet and of his teachings. Seeing his works for the revival of Islam, he deserves to be called a revivalist (Mujaddid) of 20th century.

**Unique Translation**

Uniqueness does not imply that he has assigned novel meanings and explanation to the Holy Qur'an. No one is allowed to assign novel meanings to the revealed words of Qur'an on his own accord.

In his translation, Hadrat Ahmad Raza has illuminated the flame of true

faith, love
Almighty a
hearts of U
world.

The Tr
Muhammad
best to tra
Hadrat Ahm
conveying
translation.
such Beng
necessarily
has been e
While doing
job, he had
before him.

The wo
only be vi
study of va
detailed com
therefore, I
verses. Thi
enable 'a
appreciate th
Hadrat Ahm
close relatio
and his b
command
Quranic kno

A'la Ha
interpreted
authentic an
Holy Qur'a
the respect o
of the Proph
humanity in

Now I
ranslation o

# VERDICT AND OPINION

## (Distinguishing Chracteristics Of 'Kanzul Iman' (Bengali Translation)

*By:*

**Mohammad Abdul Monem Ansari**
Teacher, Department of Arabic and Islamic Studies,
Pakistan Education Academy,
Dubai, U.A.E.

This is a Bengali Translation of a famous translation of the Holy Qur'an and its commentary named 'Kanzul Iman' and 'Khazainul Irfan' written in Urdu by 'Imam-e-Ahle Sunnah Hadrat Moulana Shah Muhammad Ahmad Raza Khan of Brielly (Rahmatullahi Alaihi) and his Khalifa Sadrul Afazil Syed Moulana Muhammad Nayeemuddin Muradabadi (Rahmatullahi Alaihi) respectively. This is translated into Bengali by 'Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan, a former teacher of Hadith (Muhaddith), Sobhaniah Aliah Madrasah, Chittagong, Bangladesh.

This is an accepted fact that, the revealed Arabic words of the Holy Qur'an cannot be actually transformed in any other language of the world. Literal translation of Arabic Qur'an conveying the same meaning is not only difficult but also is impossible.

Therefore, the translation of Arabic Qur'an in any other language is usually an explanatory translation.

Imam-e-Ahle Sunnat Shah Muhammad Ahmad Raza Khan's Urdu translation known as 'Kanzul Iman' is an explanatory translation.

This explanatory translation of Urdu was completed in the beginning of 20th century, i.e. in 1910.

It is the most famous and accepted Urdu translation of Muslims belonging to the school of jurisprudence and the

Analysing the Ten-Point Programme he concludes that in the present circumstances, where Muslims are facing humiliation all over the world, a Muslim society can survive and compete other Non-Muslim and "Kafir" nations only by adopting the Education Programme of Imam Ahmad Raza; because education and training only under this programme can produce a true "Momin" useful to a Muslim society.

11. Professor Zahoor Afsar is a known Indian writer. He has compiled a book in English on the life and achievements of Imam Ahmad Raza entittled as "A'ala Hazrat As A Glance". The article under discussion "A'la Hazrat as a Physicist" is an extract from his above book. A number of encyclopedic personalities, have passed in the Indo-Pak sub-continent, but when an impartical critics takes the stock of the profiles, he find no other omnigenous person but that of Imam Ahmad Raza Khan's versatile and compendious personality. Imam Ahmad Raza Khan perfected himself in more than 55 different disciplines of knowledge. Prof. Zahoor Ahmad in this article "A'la Hazrat as a Physicist" has given sufficient examples to prove that Imam sahib has a deep knowledge of the subject like that of 55 other discipline.

12. Lastly, we express our profound regards and gratitude to all those learned writers whose articles are being published in our present issue. We are also grateful to all those well wishers who have rendered valuable assistance to us in the form of monetary help and valuable suggestions. May Allah, the Most Merciful, bless them all for noble cause, bestow upon us His Grace and provide us strength and sincerity to keep us stead fast on the right path, the path of His beloved Prophet Muhammad Sallallah-o-Alaih-e-Wasallam, his devoted companions and those who followed them with love and sincerity.

13. We also take this opportunity to appeal to al our men of letters for providing us guidance in the form of objective comments and suggestions that may improve things still better and make English section of Ma'arif-e-Raza more attractive and informative than ever.

______IDARA

is doing a great service to the cause of Islam by publishing regularly this Magazine out of his own resources.

7. "KanzulIman" is the title of Imam Ahmad Raza's Urdu translation of the Holy Quran. Its most distinguishing characteristic is that if transforms in the heart of its reader the love and respect for Allah The Almighty and His beloved Prophet (Peace and Grace be upon him). Al-Haj Maulana Abdul Monem Ansari, teacher at the Department of Arabic & Islamic Education, Pakistan Education Academy, Dubai, has dealt in detail with concrete examples and providing a comparable study with contemporary Urdu translations of other Ulema, of such and many other distinguishing characteristics of Kanz-al-Iman in his article "VERDICT AND OPINION". We are publishing this article with courtesy of M/s Ghulshan-e-Habib Islamic Complex Bangladesh who have published Bengali version of "Kanz-al-Iman" from Dacca, Bangla Desh.

8. "A KEY FOR THE SCHOLARS TO UNDERSTAND THE CURRENCY" is the tittle of a short treatise of Dr. Muhammad A. Junejo, U.K. This article is based on the twelve questions and the answers there of spelled in the Arabic article of Imam Ahmad Raza entittled as "Kifl-al-Faqih al-Fashim Fi-Qirtase-e-Ad-drahem". We are thankful for this article of Mr. M.I. Kashmiri, Chief Editor, Islamic Times". U.K.

9. Dr. Muhammad Masood Ahmad needs no introduction, especially, in the context of research work being done within the country as well as abroad, on Imam Ahmad Raza Khan. Doctor sahib, as a research scholar of international fame, has got himself recognised not only amongst a particular section of readers but the way he has presented the facts, he has earned respect and laurels from all quarters. The unique feature of his arguments is based on historical facts and whatever he writes, he always quotes unequivoeal and un-controversial sources/ references. We are publishing article entittled as "REBUTAL OF INNOVATION" (Radd-e-Bid'a). Original article is in Urdu and got rendered into English by Mr. V. Rahmatullah M.A., senior lecturer in English, Islamiyya college, Vaniyambadi, (Tamil Nado, India). In this article Dr. Masood has proved that it is a basedless blame that Imam Ahmad Raza was a innovator; as a matter fact he was a great rebuter of all sorts of un-Islamic innovations.

10. Imam Ahmad Raza was great reformer and revivalist of the 20th century. Keeping view of the deteriorating and distressing socio-political and socio-economic condition of post revolution (1857), he issued guide lines to ameliorate the political & economic conditions of the Muslims of Indo Pak. Sub-continent. Renowned scholar and writer from United Kingdom, Dr. Muhammad Haroon has elaborated the importance of Ten-Point Education Programme for modern Muslims as proposed by Imam Ahmad Raza in the early days of twentieth century.

# FOREWORD

1. Since very inception of Idara-e-Tahqueeqat Imam Ahmad Raza in 1980, this Annual Magazine MA'ARIF-E-RAZA is being used as the medium for propagation of the mission and thoughts of the great genius of the East Imam Ahmad Raza Khan of Berilly (peace be upon him). Ma'arife-Raza is thus used as a useful collection of various valuable articles on the life and works of Hazrat Imam Ahmad Raza. These articles are pen down by learned Scholars from within the contry as well from abroad.

2. However up to 1985 we were publishing articles written only in Urdu. Since 1986, we have broaden the scope of the reader of our Magazine by introducing English Section.
This change has earned great appreciation from the college and university educated persons as, for the first time they availed the opportunity to have a direct access to the teachings and achievements of Imam Ahmad Raza.

3. It is after 1986, that being encouraged by the appreciations and valuable suggestions from our learned readers, we were able to improve the standard of English section of Ma'arif-e-Raza; the readers will there fore note an encour aging improvement every year in the pattern of the subjects and material pub lished there in.

4. Al-hamdo-lillah, our sincere efforts are now being rewarded and English section of MA'ARIF-E-RAZA and other English publications of our IDARA have not only earned appreciation of our esteemed readers but also succeeded in dispelling the clouds of mis-under-standing and malafied propaganda against the versatile personality of Imam Ahmad Raza and, at the same time, inviting the attention of renowned scholars from all over the world.

5. It is a matter of content that in view of the publication of objective research materials in English language by Idarah various writers, research institutions and publishers have started bringing out literature about works and achievements of Imam Ahmad Raza. Now research work is also being done on his personality in the world universities.

6. The English section of MA'ARIF-E-RAZA 1997 opens with the English version of Imam Ahmad Raza's Na't (Religious Poetry in Praise of The Holy Prophet Muhammad Peace and Grace by upon him). The translator is the famous scholar late Prof. G.D. Qureshi and we are publishing this with the courtesy of Mr. M.I. Kashmiri, Chief Editor "Islamic Times", Edgeley, Stocport, England. Mr Kashmiri

is doing
Islam by p
zine out o

7. "Ka
Ahmad R
Holy Qura
acteristic i
of its read
lah The Al
(Peace and
Maulana A
at the Dep
Education,
Dubai, has
examples
study with
tions of oth
other disti
Kanz-al-Im
AND OPIN
article v
Ghulshan-e-
who have
"Kanz-al-I
Desh.

8. "A KE
UNDERSTA
tittle of a sho
A. Junejo, U
the twelve qu
of spelled in
Ahmad Raza
Fashim Fi-Q
thankful fo
Kashmiri, C
U.K.

9. Dr. Mu

# IMAM AHMED RAZA'S RELIGIOUS POETRY

Translated by Prof G.D Qureshi MA; LLB

*Zahe izzat-o-etala-e Muhammad* — زہے عزت و اعتلائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

*Ke he arsh haq zair pa-e Muhammad* — کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

How highly elevated is Muhammad's seat!
Even the highest heaven is under his feet.

*Khoda ki raza chahte hein do aalam* — خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

*Khoda chahta he raza-e Muhammad* — خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

Both the worlds work for Allah's pleasure,
Allah loves to please His beloved Messenger.

*Dame naz-a jhari ho meri zooban par* — دم نزع جاری ہو میری زباں پر

*Muhammad Muhammad Khoda-e Muhammad* — محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

While dying I wish to repeat humbly:
"O Muhammad! O Muhammad's God! help me!"

*Mein koorbaan kia piari piari he nisbat* — میں قرباں کیا پیاری پیاری ہے نسبت

*Ye ane Khoda wo Khoda-e Muhammad* — یہ آن خدا وہ خدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

What a loving relationship is there,
Between Allah and His Beloved Messenger!

*Ijabat ka sehrah inayat ka jora* — اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا

*Dulhan banne ke nikli dua-e Muhammad* — دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

Wearing garlands of grace, approval and pride,
Muhammad's prayer moves forward as a bride.

*RAZA pool se ab wajd karte goojar-ye* — رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے

*Ke he Rabbe-sallim sada-e Muhammad* — کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

RAZA! cross the bridge without fear or favour;
"O Allah grant peace!' is Muhammad's prayer.

..Muhammad's message, how can I set apart,
When it has been gaily stamped in my heart.

# CONTENTS

***IDARA-I-
TAHQEEQAT-E-
IMAM AHMAD RAZA*** (Regd)

*25, 2nd Floor, Japan Mansion, Raza Chowk (Regal)
Saddar, Karachi-74400. P.O. Box 489 Karachi-74200.
Phone: 7725150-7771219 Telegrams "ALMUKHTAR" (PAKISTAN)*

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

OBEY ME ALLAH WILL LOVE YOU

# Ma' arif-e-Raza

## Vol XVII 1997


IDARA-I-
TAHQEEQAT-E-
IMAM AHMAD RAZA (Regd)
25, 2nd Floor, Japan Mansion, Raza Chowk (Regal)
Saddar, Karachi-74400. P.O. Box 489 Karachi-74200
Phone: 7725150-7771219 Telegrams "ALMUKHTAR" (PAKISTAN)